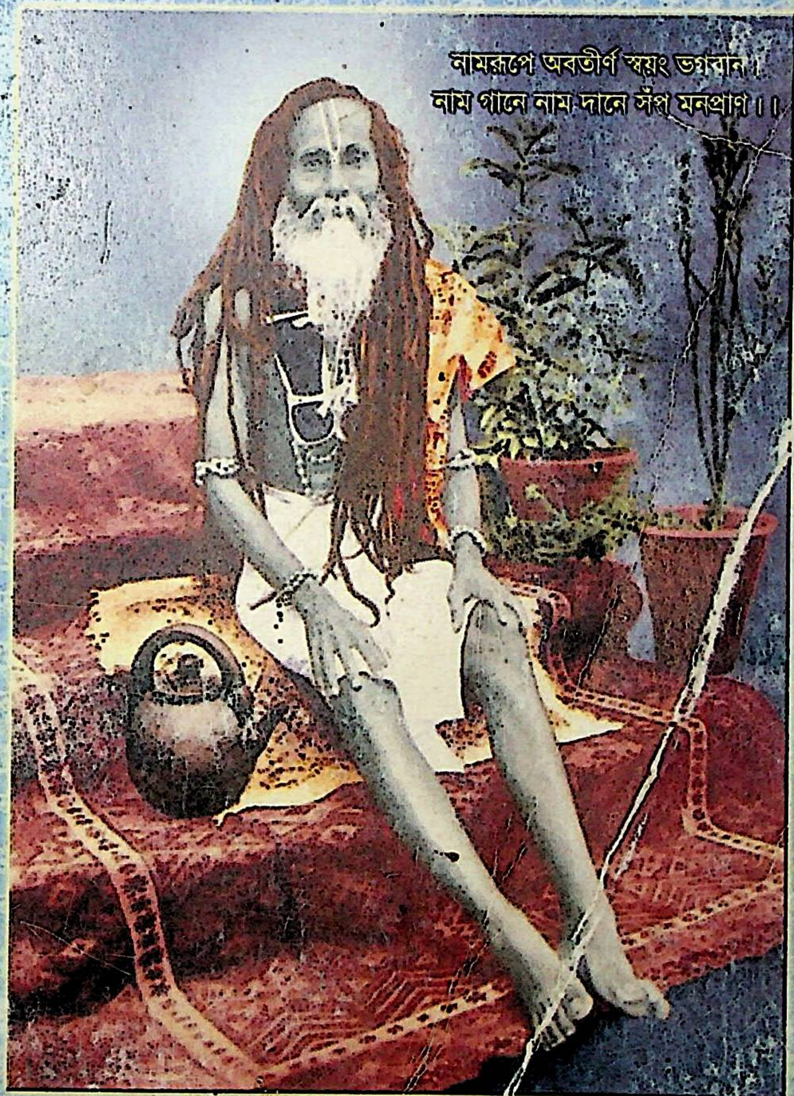
৫-৩

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

(১ম খণ্ড)

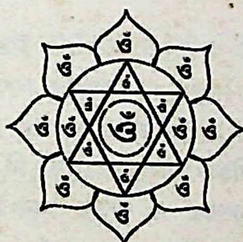


শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস
শ্রীজনার্দন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা

(অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

১ম খণ্ড



শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস—
শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ—
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ মাধবরামানুজ জীয়র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ ঃ—
ওঙ্কার পঞ্চমী, ১৪১১

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। শ্রীমহামিলন মঠ
৭/৭, পি. ডব্লু. ডি. রোড, কলি—৭০০ ০৩৫।
২। শ্রীরামানন্দ মঠ, চিতেরমার পাড়া, দিগসুই, হুগলী।
৩। জয়গুরু জুয়েলার্স
বারাসাত রোড, মসজিদ মোড়, ব্যারাকপুর।

মুদ্রাকর ঃ—
এ্যারিস্
৭/২এ/৭, পি. ডব্লু. ডি. রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৩৫
৯৮৩০১৯১৮৪৯

সেবা—৭০ টাকা

।। প্রকাশকের নিবেদন।।

ঁ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বেদ বিদ্যালয়
বরাহনগর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ঃ— "কলিযুগে লীলাচিন্তা লঘূপায়" —সহজ উপায়। শ্রীমদ্ ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে, অন্যান্য পুরাণে, উপনিষদে যত কাহিনী আছে সকলই লীলাচিন্তা। লীলাচিন্তা বা লীলাকাহিনীর মাধ্যমেই ঋষিগণ দুরবগাহ আধ্যাত্মিক বিষয় উপস্থাপনা করেছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতার দিব্য কাহিনী সুধীগণ অবগত আছেন।

জনার্দ্দনভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবনকথা লীলাচিন্তার মাধ্যমে ছন্দোবদ্ধভাবে যেভাবে পরিবেশন করেছেন তা অপূর্ব্ব। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা মননের সার্থক সৃষ্টি। ঁ হরিসাধনভাই থাকতে একবার চেষ্টা হয়েছিল প্রকাশ করবার। কিন্তু বিঘ্নবশতঃ তা তখন হয়ে ওঠে নি। ঠাকুরের কৃপায় এতদিনে তা' প্রকাশিত হল। প্রভুর ভক্ত সন্তানগণ আনন্দিত ও উপকৃত হলেই এ প্রকাশনা সার্থক হবে।

চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই গেল। পাঠকগণ নিজগুণে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টায় থাকবো।

হরি ওঁ তৎ সৎ

৩১/১০/২০০২

স্বামী মাধব রামানুজ জীয়র

।। ॐ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।।

ভূমিকা

তিনি দেহ রেখেছেন আজ সাত বছর ।* ছবিতে, বইয়ে, যন্ত্রে ধরা আছে তাঁর চেহারা, চিন্তা, কণ্ঠস্বর। ভাগ্যবান কিছু লোকের স্মৃতিতে রয়েছে তাঁর সাহচর্য্যে-সান্নিধ্যে কাটানো দিন, সপ্তাহ, মাসের ইতিবৃত্ত। কিন্তু নেই অনেক কিছুই।

নেই হিমালয় সদৃশ সেই মহাপুরুষ, দুর্নিৰ্ব্বার যাঁর আকর্ষণ, অপরিমেয় যাঁর করুণা, শ্বাসরুদ্ধকারী যাঁর স্মৃতি, অগাধ যাঁর শাস্ত্রনিষ্ঠা। সেই অপ্রতিরোধ্য জনসমুদ্র কোথায় ? কোথায় সেই দৈবী কণ্ঠের সমবেত লক্ষ প্রতিধ্বনি "অমৃতে মিলাও নাথ নাশিয়া মরণ"?

তাঁর স্থূলদেহের অবৰ্ত্তমানে সময় কি ম্লান করে না তাঁর মূর্ত্তিখানি ? করা উচিত নয় , কিন্তু করে ! সময় তার স্বধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। অথচ আমরা হই।

দুর্ভিক্ষে-বন্যায়, মহামারীতে-খরায় সভ্যতা বার বার বিপর্য্যস্ত হয়, আগেও হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে-দাঙ্গায়, আগুনে-বিষে, গুলিতে-ছুরিতে যখন আমাদের প্রবৃত্তি-পশুর শ্ব-দন্ত বেরিয়ে পড়ে; লোভে-লালসায়, স্বার্থে-জিঘাংসায়, মিথ্যাচারে-অহংকারে যখন নিত্যকার জীবন-চিত্র "রঞ্জিত" হতে থাকে, তখন তাঁর কথা কোনো আকস্মিক অবকাশে আপনা-আপনিই যেন মনে পড়ে যায় । এরকমই কোনো বেদনা-দীর্ণ বাতাবরণে কি কবিগুরু সেই গানটি লিখেছিলেন ?

"তোমার কথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল ,
সুধা-সাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল ।"

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"—বলেছেন মা-আনন্দময়ী।
সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ , শাস্ত্রপাঠ বা স্বাধ্যায়—এদের গুণবত্তার কথা কোন্ মহাপুরুষই বা বলে যান নি ? গোবিন্দদাসের গানেও তো পাই—

"শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দন-পাদসেবন-দাস্য রে
পূজন-ধেয়ান-আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ।"

---

* ভূমিকারও একটু ভূমিকা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, প্রায় পনেরো বছর আগে শ্রদ্ধেয় (মাধব) স্বামীজী যখন এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী , তখন এই ভূমিকাটি ভূমিষ্ঠ হয়। সন তারিখের হিসাব মিলাতে গিয়ে পাঠক যাতে না সুরুতেই হোঁচট খান, তাই এই অবতারণা। .....সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভূমিকায় যে সামান্য রদবদল করা হল, আশা করি শান্তনুভাই তা' শান্তভাবেই গ্রহণ করবেন।

শ্রীশ্রীসীতারাম-কৃপাধন্য শ্রীজনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় আমাদের সামনে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের উপচারই সাজিয়ে এনেছেন। মহাজীবনের আলেখ্যটির এই অংশটিকে কবিতার আকারে সরস ছন্দে এঁকেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। তাঁর সুদীর্ঘ সাহচর্য্য ও নিবিড় নিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে এই লীলা-চিন্তন।

বুকে খড়ম, মাথায়-জটা, শীর্ণতনু আমাদের 'শুকনো-সন্ন্যাসী'-র কথায়- লেখায়-ব্যবহারে রসের যেমন স্নিগ্ধ প্রবাহ ছিল, এ রচনাটির মধুর স্বাদের অনুভবও আমাদের তেমনি ঘিরে রাখে। তাঁর কথা আলোচনায়, তাঁর স্মৃতিচারণায় এই গ্রন্থটি যুগপৎ পথ প্রদর্শক ও পাথেয়-র কাজ করে।

লেখকপ্রবর উত্তরোত্তর ঐশী কৃপালাভে ধন্য হোন, আমরা তাঁর রচনা পাঠে আরও গুরুমুখী হই, তন্নিষ্ঠ হই — এ ছাড়া আর কী প্রার্থনা থাকতে পারে ? অবশ্য আকাঙ্ক্ষা থাকে মহাজীবনের বাকী অংশটুকু আস্বাদনের — যে তৃষ্ণা তাঁর আশীর্ব্বাদে হরণ করতে পারেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়।

পরিশেষে প্রার্থনা রইলো তাঁরই (শ্রীশ্রীঠাকুরের) শ্রীচরণে—

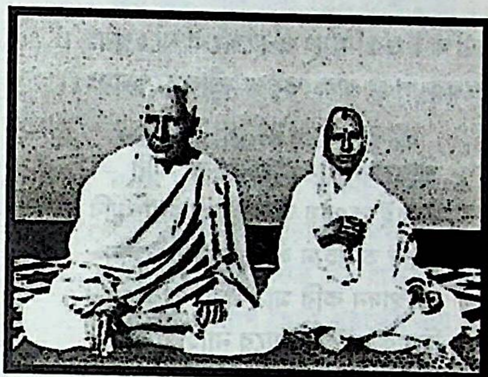
"সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া ,
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিও তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।"

এই গ্রন্থটি সেই দুয়ারকে চিরদিনের জন্য অর্গলমুক্ত করুক্ !

জামশেদপুর
১২ ই বৈশাখ , ১৩৯৭

শ্রীশান্তনু চক্রবর্ত্তী

উৎসর্গ



পূজনীয় পিতা ৺সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূজনীয়া মাতা ৺বীণাপাণি দেবী।

পিতা মোর ভগবান মাতা ভগবতী
এই বোধে সেবাব্রতী সন্তান-সন্ততি
ঊর্দ্ধগতি লভে অতি সহজ সাধনে,
কিছু না অলভ্য তার রহে ত্রিভুবনে।
যেচে এসে দরশন দেন ভগবান
দাক্ষিণাত্যে পুণ্ডরীক ইহার প্রমাণ।
প্রভু-বক্ত্র বিনির্ম্মুক্ত এ অমৃতবাণী
শুনেও শুনিনি হায় বুঝেও বুঝিনি!

হে স্বর্গত পিতৃদেব, স্বর্গতা জননী,
শ্রীগুরু-কৃপায় লব্ধ এই গ্রন্থ খানি
তোমা দোঁহাকার পুণ্য আত্মার উদ্দেশ্যে
অধম সন্তান করে উৎসর্গ নিঃশেষে।

* * *

নিবেদন

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুর্রুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

(১)

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ করি
তাঁরই কৃপায় তাঁর লীলাকথা স্মরি ।
আদি অন্তহীন লীলা অমৃত সমান
আস্বাদন করি মাত্র কণা পরিমাণ ।
দিবাকরে দেখিবারে নাহিক নয়ন
শিশির বিন্দুতে করি সূর্য্য দরশন ।
অজ্ঞানের কালো মেঘ সম্মুখেতে ভাসে
বাধা পড়ে শিশিরেও সূর্য্যের প্রকাশে ।
কৃপা করি দয়াময় গুরু ভগবান
করিলা এ অধমেরে মূর্খের প্রধান ।
মূর্খের নাহিক শঙ্কা নাই বিন্দু ব্রীড়া
লীলাচিন্তনের নামে করে বালক্রীড়া ।
এ মলিন চিত্তে তব উজ্জ্বল মূরতি
হয়ে থাকে ম্লান যদি ক্ষম সে বিচ্যুতি ।
তোমারি প্রদত্ত ভাব ভাষা ও প্রেরণা
করুক চালনা দাসে চরণে প্রার্থনা ।

জয় জয় লীলাময় জগতের গুরু
জয় জয় প্রেমময় বাঞ্ছাকল্পতরু ।
জয় জয় নামময় প্রভু সীতারাম
যেই নাম সেই নামী জয় নামী-নাম ।
জয় প্রভু শাস্ত্রমূর্ত্তি শাস্ত্র তব প্রাণ
জয় শাস্ত্র সনাতন—শাস্ত্র ভগবান ।
জয় জয় ধর্ম্মময় সীতারাম জয়
ধর্ম্ম হ'তে ত্রিজগতে যত অভ্যুদয় ।
জয় প্রভু সীতারাম জয় তব লীলা
জয় জয় জগন্মাতা জয় মা কমলা।

জয় পিতা প্রাণহরি মাতা মাল্যবতী
জয় জয় গিরিবালা যেন যশোমতী ।
জয় জয় যোগেশ্বর গুরু গুণমণি
জয় জয় গুরুমাতা দেবী হেমাঙ্গিনী ।
জয় জয় শ্রীগুরুর পাদুকাযুগল
বক্ষে ধৃত জীবনের অনন্য সম্বল ।
কেওটা ডুমুরদহ দিগসুই জয়
পবিত্র লীলার ক্ষেত্র জয় ধামত্রয় ।
বিশ্বের কল্যাণ হোক্ ধরমের জয়
জয় জয় সাধু গুরু ভক্ত বিশ্বময় ।
পূজ্যপাদ গুরু মোর এ ভবে সবাই
সবাকার পাদপদ্মে প্রণাম জানাই ।
করুন সকলে দাসে আশীষ বর্ষণ
সবার কৃপায় ধন্য হোক্ অভাজন ।

(২)

শ্রদ্ধেয় ত্রিদণ্ডী স্বামী মাধব জীয়র
দিয়েছেন নিরন্তর উৎসাহ বিস্তর
এ গ্রন্থ প্রকাশে। তাঁর স্নেহ অকৃপণ
শ্রদ্ধাভরে বারে বারে করি সংস্মরণ।

অধ্যাপক পরাশর শ্রীহরিসাধন
প্রণবাদি অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীগণ
ভবের বন্ধন ছিন্ন করি যাঁরা আজ
করিছেন সীতারামলোকেতে বিরাজ ,
তাদের মাধ্যমে লব্ধ প্রভুর করুণা
নিয়ত দিয়েছে দাসে প্রভূত প্রেরণা।
অশোধ্য সে ঋণভার আংশিক মোচনে
তাঁদের আত্মার শান্তি যাচি কায়মনে।

চক্রবর্ত্তী শ্রীশান্তনু শ্রীমান্ অজয়
বিমলাক্ষ সহ আরো ভক্ত কতিপয়
সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে
করেছেন এ দাসেরে ঋণী চিরতরে।
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা জানা নাই
সবার মঙ্গল হোক্ —প্রার্থনা জানাই।

তাঁর লীলাকথাগুণে যদি এ পুস্তক
ধর্ম্মলাভে স্বল্পমাত্র হয় সহায়ক,
তা' হলে পাঠক, তোমা পাশে ভিখ মাগি—
একবার ক্ষণমাত্র এ দাসের লাগি
করিও প্রার্থনা সেই প্রভুর চরণে—
পাই যেন ঠাঁই সেথা জনমে মরণে।

* * *

সূচীপত্র

পৰ্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
১	মহা-আবির্ভাব, শৈশবসমাধি, মাতৃবিয়োগ	......	১
২	শিবদর্শন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন	......	৮
৩	গুরুর সন্ধানে - ১৩১৫, গুরুগৃহে বাস - ১৩১৬, পিতৃবিয়োগ - ১৩১৮, দীক্ষা	......	১৫
৪	তীব্র বৈরাগ্য, ব্যাধি, সাধনসমিতি প্রতিষ্ঠা	......	২২
৫	বিবাহ-প্রস্তাব, সংসারত্যাগ, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন	......	২৯
৬	বিবাহ , স্ত্রীর-কর্ত্তব্য	......	৩৬
৭	গুরুসেবা, দ্বিতীয়বার শিবদর্শন, জন্মান্তরীণ স্মৃতি	......	৪১
৮	পূর্ণতা প্রাপ্তি , গুরু প্রভৃতিকে ইষ্ট-প্রদর্শন , শ্রীগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রভুর দীনতা	......	৪৮
৯	উত্তমাশ্রমে জ্বালাময়ী ভাষণ	......	৫৪
১০	ভ্রাতৃবিয়োগ, যোগশিক্ষা, আদর্শ গৃহী	......	৬১
১১	ব্রজনাথ সমিতি স্থাপন, হরিবাসর আরম্ভ	......	৬৭
১২	সাধু ভগবানদাস সাথে পরিচয়	......	৭৩
১৩	শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক অনুভূতি	......	৭৯
১৪	ফুল্লরাপীঠ, তারাপীঠসহ বহু তীর্থ পর্য্যটন	......	৮৪
১৫	দীক্ষাদান শুরু—১৩৩০	......	৮৯
১৬	দয়াল মহারাজের সঙ্গে পরিচয়	......	৯৬
১৭	ব্রজনাথের কৃপা, সাধু মেঘনাদ, তীব্র অনটন	......	১০২
১৮	অধ্যাপনা শুরু, রামাশ্রম প্রতিষ্ঠা	......	১১০
১৯	তীর্থ পর্য্যটন (কাশী-বৃন্দাবন-প্রয়াগ)	......	১১৭
২০	বিমলের উপনয়ন, গুরুশিষ্যে মান-অভিমান	......	১২৩
২১	শ্রীশ্রীকমলা-মা এর কথা, তাঁর দেহত্যাগ	......	১২৮
২২	সাইনোভাইটিস রোগ (১৩৩৭)	......	১৩৫
২৩	স্বপ্নে ব্রাহ্মীদীক্ষা- ১৩৩৮, শ্রীগুরুর তিরোভাব	......	১৪০
২৪	শ্রীগুরুদেবের ক্ষুধা (১৩৩৯) ও তার নিবৃত্তি	......	১৪৬
২৫	পুত্র প্রভৃতিকে শিক্ষাদান, অধ্যাপক জীবন	......	১৫০
২৬	তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে মিলন, নিত্যকর্ম্ম লোপ	......	১৫৪
২৭	অগণিত অনুভূতি(১৩৪০),রামাশ্রমে গুহা খনন, কঠোর মৌন	......	১৫৯

পৰ্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
২৮	পুত্রের উপনয়ন ও শিক্ষা, কন্যার বিবাহ	......	১৬৪
২৯	কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন (১৩৪৩). "ওঙ্কারনাথ" নামগ্রহণ, আকাশবাণী—"ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়"	......	১৬৮
৩০	শ্রীনাম প্রচার (১৩৪৩), শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ (১৩৪৪)	......	১৭৪
৩১	ভবানীপুরে প্রথম চাতুর্ম্মাস্য (১৩৪৪)	......	১৮০
৩২	দ্বিতীয় চাতুর্ম্মাস্য (ডুমুরদহ) ১৩৪৫, রথযাত্রায় পুরীতে প্রচার	......	১৮৮
৩৩	তৃতীয় চাতুর্ম্মাস্য (চিতেরমার পড়া - ১৩৪৬) অন্নসত্র - প্রসাদ মহিমা, মস্তকে ফণী	......	১৯৫
৩৪	রামানন্দ মঠে চাতুর্ম্মাস্য ১৩৪৭, মৌনে পরাবাণী	......	২০১
৩৫	চাতুর্ম্মাস্য (ডুমুরদহ ১৩৪৮-৪৯), খুলনা প্রচার, ব্রজনাথ ধামে চুরি	......	২০৮
৩৬	রামেশ্বরপুরে চাতুর্ম্মাস্য, পঞ্চাশের মন্বন্তর, পুত্রের বিবাহ	......	২১৫
৩৭	চাতুর্ম্মাস্য - দিগসুই (১৩৫১), কটক - ডুমুরদহ-দশেড়ে-একলকী(১৩৫৫)	......	২২১
৩৮	দাক্ষিণাত্য প্রচারে যাত্রা (১৩৫৬)	......	২২৭
৩৯	ওয়ালটেয়ারে স্বপ্নক্ষণ , ভিজাগাপট্টমে প্রচার	......	২৩৪
৪০	পেণ্টামার প্রেম, সিংহাচলমে দর্শন ও প্রচার	......	২৪১
৪১	গোদাবরী প্রচার, পথে সঙ্গীগণকে শিক্ষাদান	......	২৪৮
৪২	মাদ্রাজে প্রচার, পণ্ডিচেরী, ভেলুপুরম্-চিদাম্বরমে পদার্পণ	......	২৫৬
৪৩	দাক্ষিণাত্য প্রচারের সমাপ্তি, কিঙ্কর গোবিন্দদাসের সঙ্গত্যাগ	......	২৬৩
৪৪	পুরী চাতুর্ম্মাস্য (১৩৫৬), দিগসুই (১৩৫৭) মৌন চাতুর্ম্মাস্য - পুরী (১৩৫৮)	......	২৭১
৪৫	রাজোল "রামনাম সপ্তাহম্" উৎসবে ১৩৫৮ মুসলমানে দীক্ষাদান	......	২৭৭
৪৬	বাঙ্গালোর-তিরুপতি-কাঞ্চীপুর-পক্ষীতীর্থ ও মাদ্রাজে প্রচার পরিক্রমা	......	২৮৪
৪৭	পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন ১৩৫৯, শ্রীমা আনন্দময়ীর দর্শনে, চটকপর্ব্বতে আশ্রমের জন্য স্থানসংগ্রহ	......	২৯২

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
৪৮	গণপুর চাতুর্ম্মাস্য - ১৩৫৯, আধারভেদে কৃপার তারতম্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কী লাভ	......	৩০০
৪৯	নবদ্বীপে প্রচার ১৩৫৯	......	৩০৬
৫০	মেমারী চাতুর্ম্মাস্য - ১৩৬০, গুণ্টুরে "রামনাম-ক্ষেত্রম্"এর উৎসবে , নিশানের পরিমাণ	......	৩১২
৫১	উত্তর ভারতে প্রচার ১৩৬০, ওঙ্কারেশ্বরে মৌন	......	৩২০
৫২	মাল্যবতী আশ্রমের উদ্বোধন, গোপালপুর চাতুর্ম্মাস্য	......	৩২৬
৫৩	ওঙ্কারেশ্বরে মৌনলীলা (১৩৬২-৬৩), মাতৃবিয়োগ, কলিকাতায় দোল উৎসবে যোগদান	......	৩৩২
৫৪	উড়িষ্যা প্রচার ১৩৬৩, আঙ্গলকুদ্রুতে দাসশেষজীর যজ্ঞে, নীলাচলে লীলা	......	৩৪০
৫৫	বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচার ১৩৬৪, সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ দান	......	৩৪৭
৫৬	পানিয়া-মেদিনীপুর-আসানসোল-রাণীগঞ্জে প্রচার	......	৩৫৪
৫৭	মধুপুর আশ্রমের উদ্বোধন ১৩৬৫ , তেতেরিয়ায় পরমগুরুধামে	......	৩৫৯
৫৮	কাশী-তারিঘাট-লক্ষ্ণৌ-কানপুর-বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে প্রচার ১৩৬৫	......	৩৬৫
৫৯	শান্তিনিকেতনে গুরুপূর্ণিমা-১৩৬৫ , জনাই , কলিকাতায় প্রচার	......	৩৭২
৬০	মগরা চাতুর্ম্মাস্য (১) - ১৩৬৫ , গুরুত্যাগ, শত্রু-মিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্ণাশ্রম, সমদৃষ্টি ও সমব্যবহার, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সীতারাম	......	৩৭৯
৬১	মগরা চাতুর্ম্মাস্য (২), অন্নদান লীলা, রোগলীলা, ঢালাও প্রণাম, মগরায় শিবালয় ও অখণ্ড শ্রীনাম	......	৩৮৯
৬২	জলপাইগুড়ি প্রচার ১৩৬৫, বিশ্বাস বনাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারাগারে সীতারাম	......	৩৯৭
৬৩	রোগলীলা ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠা , জটার দৈর্ঘ্যে সাধুত্বের বিচার, জটার জন্মকথা, ব্যাধিও মঙ্গলের জন্য	......	৪০৪
৬৪	ওঙ্কারেশ্বরে মৌন ১৩৬৫-৬৬, গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু	......	৪১০
৬৫	ওঙ্কারেশ্বরে চাতুর্ম্মাস্য ১৩৬৬	......	৪১৫

পর্ব্ব	বিষয়সংক্ষেপ		পৃষ্ঠা
৬৬	ক্যান্সার হাসপাতালে পদার্পণ ১৩৬৬, বামুনপাড়ায় অখণ্ড নাম, কারাগারে দীক্ষাদান	......	৪২১
৬৭	কাশী-দ্বারকা-প্রভাস-পুষ্কর-বৃন্দাবন আদি তীর্থ পর্য্যটন - ১৩৬৬, মহামুনি দুর্ব্বাসার মহত্ত্ব, শ্রীনামের মাহাত্ম্য	......	৪২৬
৬৮	দিল্লী অভিযান ১৩৬৬	......	৪৩২
৬৯	দিগসুই - কলিকাতা প্রচার, জলপাইগুড়ি অভিযান জেলখানায় উপদেশ, ধাঙ্গড়-পল্লীতে কৃপা ১৩৬৬	......	৪৪০

* * *

"সেবা কর পূজা কর শুন তাঁর লীলা।
লীলাচিন্তা যেই করে যায় তার জ্বালা।।
কলিযুগে লীলাচিন্তা বড় লঘূপায়।
চিন্তয়ে সতত যেই সেই তাঁরে পায়।।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

(সুধার ধারা, পৃঃ ১৬)

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১

(শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবনী ও বাণী)

।। মহা আবির্ভাব—১২৯৮ ।। গুরুধাম বন্দনা ।।
।। শৈশব সমাধি ।। মাতৃবিয়োগ ।।

আবার এলেন তিনি যিনি বারবার
এসেছেন এ ধরায় ধরি নরাকার ,
এ বিশ্বের দুঃসময়ে বৈকুণ্ঠ তেয়াগি
অধর্ম্মের গ্রাস হ'তে ধর্ম্মরক্ষা লাগি ,
দুরাত্মা দুষ্কৃতিগণে করিতে বিনাশ
সাধুজনে প্রদানিতে অভয় আশ্বাস।
এবার এলেন তিনি মাতুল আলয়ে
আনন্দলোকের শুভ বার্ত্তা সাথে লয়ে,
গঙ্গার পশ্চিমতীরে গ্রাম কেওটায়
বসন্তের ষষ্ঠদিনে বেলা আটটায়,
বঙ্গীয় বারশত আটানব্বই সনে
বুধবার কৃষ্ণা পঞ্চমীর শুভক্ষণে ।
মাতুল-আলয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর
এলো সেই দেবশিশু আলো করি ঘর।
শুনি মহা-আবির্ভাব শুভ সমাচার
অপার আনন্দে পূর্ণ চিত্ত সবাকার ।
জ্যোতিষী প্রমাতামহ বিলম্ব না করি
জাতকের ভাগ্যফল দেখেন বিচারি ।
দেখিলেন সবিস্ময়ে আঁকি রাশিচক্র
কন্যারাশি মীনলগ্ন লগ্নে তুঙ্গী শুক্র ।
ধর্ম্মস্থানে মঙ্গল সে ধর্ম্ম-অধিপতি
রাহু তুঙ্গী স্বক্ষেত্রেতে গুরু বৃহস্পতি।
গ্রহ সন্নিবেশ হেরি কহেন তখন-ই
"ওরে তোরা সবে ত্বরা কর্ শঙ্খধ্বনি ।

মোদের ত্রিকোটি কুল উদ্ধারের তরে
এসেছেন মহাজন আমাদের ঘরে ।
এসেছেন উদ্ধারিতে জগৎ সংসার
এসেছেন হরিবারে পাপ সবাকার ।
আসমুদ্র হিমাচল করি পর্য্যটন
করিবেন ইনি সদা কৃপা বিতরণ ।
যখন যেথায় রবে এ শিশু মহান
অন্নক্ষেত্রে পরিণত হবে সেই স্থান।"

শ্রীধাম ডুমুরদহ নহে বেশী দূর
গঙ্গাতীরে পিত্রালয় সেথায় শিশুর ।
ধর্ম্মপ্রাণ প্রাণহরি মহাভাগ্যবান
বহু পুণ্যফলে লাভ এ হেন সন্তান ।
চারিদিকে পরিচিতি— হরি ডাক্তার
বহু খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠা নাম ডাক তাঁর ।
বাহিরে রোগীর সেবা পেশার কারণে
আরো বহু সেবা তিনি করেন যতনে ।
দেবতা ও অতিথির সেবা চলে নিত্যে
ব্রজনাথ প্রভু আর ইনি তাঁর ভৃত্য ।
আপনার গৃহ নাই দীনহীন অতি
ব্রজনাথ নিকেতনে করেন বসতি ।
এই ব্রজনাথ তাঁর কুলের আরাধ্য
সেবাপূজা নিজ হাতে চলে যথাসাধ্য ।
অতিথির বেশ ধরি ভগবান আসে
করেন অতিথিসেবা এমত বিশ্বাসে।
সহজ সরল শান্ত বিনয়ে আনত
সংকল্পে অটল সদা পর্ব্বতের মত ।
আপন করেন সবে ব্যক্তিত্বের বলে
ভালবাসে ভক্তি করে গ্রামের সকলে।
পরিচিত যারা তাঁর বান্ধব স্বজন
সস্নেহে করেন সবে কাছে আকর্ষণ।

বন্ধু যারা ভিন্নমত করেন পোষণ
সহজে করেন স্বীয় মতে আনয়ন ।

পুণ্যাত্মা প্রমাতামহ প্রকৃত সজ্জন
প্রাণকৃষ্ণ নামে খ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ।
শিব আর বিষ্ণুমূর্ত্তি অতীব যতনে
করেন প্রতিষ্ঠা তিনি আপন ভবনে ।
জ্যোতিষশাস্ত্রেতে জ্ঞান সুগভীর অতি
অফুরন্ত নিষ্ঠা প্রেম হরিনাম প্রতি।
সযত্নে ধর্ম্মীয় গ্রন্থ করেন সংগ্রহ
নিত্য ভাগবত পাঠে অপার আগ্রহ ।
মাতামহ মাতুলাদি সবে নিষ্ঠাবান
ধর্ম্মের ধারাটি হেথা বেগে বহমান ।
মাতৃদেবী মাল্যবতী মহাভাগ্যবতী
আদর্শ গৃহিণী আর পতিব্রতা সতী ।
দু' মাসের শিশুপুত্র প্রবোধেরে লয়ে
এলেন সত্বর স্বীয় শ্বশুর আলয়ে ।
শ্রীধাম ডুমুরদহ বহুদিন ধরে
ছিল চেয়ে পথপানে দেবশিশু তরে ।
বাঞ্ছিত রতনে লভি বক্ষেতে এবার
সার্থক সমাপ্তি হল দীর্ঘ প্রতীক্ষার।

বালকের আগমনে ব্রজনাথ নিকেতনে
আনন্দের বহিল প্লাবন।
কোলে নিতে কাড়াকাড়ি করে সব নরনারী
আনন্দে অধীর সর্ব্বজন ।।
বাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে গ্রামবাসীগণ এসে
যোগ দিল আনন্দ উৎসবে।
আশীর্ব্বাদ করে কেহ কেহ বা সোহাগ স্নেহ
দীর্ঘায়ু কামনা করে সবে।।
আনন্দের এ মেলায় প্রকৃতি না বাদ যায়
আনন্দিত তরুলতাগুলি।

গঙ্গামাতা মহানন্দে নৃত্য করে মধুছন্দে
আনন্দিত প্রতি কণা ধূলি।।
ধন্য হে ডুমুরদহ বক্ষে বহ অহরহ
সে চরণচিহ্ন চমৎকার।
বারেক যে শ্রীচরণ পরশিয়া জীবগণ
তরে যায় ভবপারাবার।।
হে ধাম কৃতার্থ তুমি তোমার পবিত্র ভূমি
ধরাতলে ভরসার স্থল।
তব ধূলি প্রতি কণা হয়ে গেছে খাঁটি সোনা
পেয়ে তাঁর চরণযুগল।।
এ রজে করিলে স্নান হয় জ্বালা অবসান
উপজয় ভক্তি অনুপম।
তব ধূলা 'পরে পড়ি কবে দিব গড়াগড়ি
গুরুধাম তোমায় প্রণাম।।

একে একে যায় দিন মাস কেটে যায়
শিশুর বয়স হল এক বর্ষ প্রায়।
একালে ঘটনা এক বিচিত্র মধুর
দিল কিছু পরিচয় স্বর্গীয় শিশুর।
মাতুল আলয়ে অষ্টপ্রহর শ্রীনাম
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত গ্রাম।
নামপ্রেমে মাতোয়ারা গৃহবাসীগণ
মাতোয়ারা সমবেত শ্রোতা অগণন।
শিশুকোলে মাতামহী শোনে নাম গান
অকস্মাৎ হল শিশু অসাড় অজ্ঞান।
বিনামেঘে কি ভীষণ হল বজ্রপাত
বিষাদে দিদিমা শিরে হানে করাঘাত।
কী করিবে কেহ কিছু ভাবিয়া না পায়
অসহায় নরনারী করে হায় হায়।
এমত বিপত্তি মাঝে কীর্ত্তনের দল
অবিচ্ছিন্ন নামগানে রহে অবিচল।

সাধক-প্রকৃতি মূল-গায়ক অচিরে
নামের আসর ছাড়ি আসিল বাহিরে।
কহিল—"মা কান্নাকাটি কর কি কারণে
দেখাও তো একবার দেখি বাছাধনে।"
ভরসার সুর শুনি কণ্ঠস্বরে তার
মায়ীগণ নিবেদন করে এইবার—
"এসো বাবা, দেখো কী বা হয়েছে শিশুর
রোগজ্বালা এই বেলা করে দাও দূর।"
একদৃষ্টে অচৈতন্য শিশুরে দেখিয়া
কহে পরে শ্রদ্ধাভরে ভক্ত কীর্ত্তনীয়া—
"এ নহে তড়কা কিম্বা সাধারণ ব্যাধি
শুনিতে শুনিতে নাম হয়েছে সমাধি।
দেখিতেছি সমাধির সকল লক্ষণ
ছুঁয়ো না মা কেউ যেন ছেলেকে এখন।
ত্বরা করে দাও মোরে পূত গঙ্গাজল
শুদ্ধ হয়ে যা করার করিব সকল।"
গঙ্গাবারি শিরোপরি করিয়া সিঞ্চন
শিশু সন্নিকটে শীঘ্র করিল গমন।
কানের কাছেতে সুরু করে দিল নাম
দুইটি অক্ষরে মন্ত্র—রাম রাম রাম।
দস্যু হয়েছিল মুনি যে নামের বলে
যে নাম প্রভাবে শিলা ভেসেছিল জলে,
ভব ব্যাধি যায় দূরে যে নামের গুণে
শিশু সংজ্ঞা পেল আজি সেই নাম শুনে।
স্বল্পকাল মধ্যে মেলি ডাগর নয়ন
দেখে তারে আছে ঘিরে আত্মীয়-স্বজন।
ভিড়েতে ঘাবড়ে গিয়ে শিশু তাড়াতাড়ি
দিদিমারে জোর করে ধরিল আঁকড়ি।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে নরনারী দল
মূল গায়েনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল।
কহিল সে অবশেষে শুভাকাঙ্ক্ষীগণে—
"এ শিশু সামান্য নয় রাখিও স্মরণে।

জেনো ইনি কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়
বহুভাগ্যে তব গৃহে হয়েছে উদয় ।
শুনি ঈশ্বরীয় কথা অথবা কীর্ত্তন
মাঝে মাঝে হতে পারে সমাধি এমন।
তখন তোমরা যেন পেও না মা ভয়
করিও না স্পর্শ এঁকে যেন সে সময় ।
উচ্চকণ্ঠে রাম রাম করিবে সকলে
ভাল হয়ে যাবে ছেলে দেখো মা তাহলে।"

দিনে দিনে বাড়ে শিশু চন্দ্রকলা সম
আধো আধো কথা কয় অতি মনোরম ।
চলিতে শিখেছে শিশু হয়েছে দামাল
হামা দিয়ে চলে যেন ব্রজের গোপাল ।
মাতৃদেবী একদিন শয্যাশায়ী জ্বরে
রয়েছেন শুয়ে পড়ে দোতলার ঘরে ।
তৃষ্ণায় কাতর শিশু ভাবিল তখন .
পরের অধীন থাকা না হয় শোভন ।
ল্যাম্প থেকে তৈলটুকু ঢালিয়া গেলাসে
স্বহস্তে করিল পান পরম উল্লাসে ।
দূর থেকে দেখে দিদি করে হায় হায়—
"কেরোসিন খেল খোকা কি হবে উপায়।"
মহাচিন্তাগ্রস্ত সবে শিশু নির্ব্বিকার
কিছুই জানে না যেন হেন ব্যবহার ।

বালকের চারি বর্ষ হইলে পূরণ
মাতা তার পরলোকে করেন গমন ।
মায়ের অস্পষ্ট স্মৃতি আজো পড়ে মনে ঃ—
গিয়েছেন পিতামহী তীর্থে বৃন্দাবনে ,
সেইকালে বৃন্দাবনে মরে বহু লোক
এ বারতা শুনি তোর উথলিল শোক।
ঠাকুমাও মারা গেছে আশঙ্কা করিয়া
কাঁদিয়া আকুল তুই রোয়াকে পড়িয়া।

মিনু খাব মনে করে গেনু তোর ধারে
বড় অনাদরে দিলি সরিয়ে আমারে ।

এলেন আরেক মাতা দেবী গিরিবালা
মুছালেন স্নেহ দিয়ে সবাকার জ্বালা ।
জগ নামে এ বাড়ীতে আর একজন
শিশুদের মাতৃসম করেন পালন ।
মোমবাতি মত করি রুটি আর গুড়ে
জগদিদি দেয় শিশু জলযোগ করে ।
সমাধা না হয় পূজা ভোগ যতক্ষণ
তাবৎ বালক কিছু না করে গ্রহণ ।
প্রবীণের মত এই ছোট ছেলে বলে—
"থাকুলেল হোক আগে খাব তাল পলে।"
দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা শিশুর চরিত্র
মতি গতি হাবভাব বড়ই বিচিত্র ।

প্রভুরে না যায় জানা তাঁর কৃপা বিনা
কর কৃপা নিজগুণে চরণে প্রার্থনা ।
আস্বাদিতে লীলা তব অমৃত সমান
দাও শক্তি দাও সত্যপথের সন্ধান ।
মহা আবির্ভাব লীলা করিয়া স্মরণ
দাস জনার্দ্দন বন্দে প্রভুর চরণ ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২

।। শিবদর্শন ।। বাল্যলীলা ।। বিদ্যারম্ভ ।। উপনয়ন ।।

ছয় বছরের কালে একদিন রাতে
শুয়ে আছে শিশু পিতা প্রভৃতির সাথে ।
ব্রজনাথ নিকেতন দোতলার ঘর
চারিধার অন্ধকার নীরব নিথর ।
শিব দরশন হল জানালার ধারে
"শিব দেখ" বলি ত্বরা ডাকিল পিতারে ।
"কই শিব—কই বেটা ?" শুধালেন পিতা
শিশু বলে—"ওই শিব দেখ বাবা হোথা ।
ওই শিব দেখ বাবা জানালার ধারে।"
দেখিতে না পান পিতা শুধালেন তারে—
"বল্ দেখি কী রকম দেখিতে শিবেরে ?"
শিশু বলে—"সাদা রঙ জটাজুট শিরে,
পরিধানে বাঘছাল তিনটি নয়ন
ত্রিশূল ডমরু হাতে সহাস্য বদন ।"
যেমন দেখিছে শিশু বলে গেল সব
পরম বিস্ময়ে পিতা হলেন নীরব ।
শিব কি এলেন শুধু দিতে দরশন ? *
কিম্বা তাঁর ছিল আর আন আকর্ষণ ?
ভাগবতে এ প্রসঙ্গে পাই যে প্রমাণ
অবধান করি এবে সেই অবদান ঃ—
"অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ।
সোহহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যৎ তে যোষিদ্বপুধৃতম্ ।।" —ভাঃ৮।১২।১২
নারায়ণ প্রতি ক'ন শিব —"ভগবন্ !
যে যে অবতার মূর্ত্তি আপনি যখন ,
লীলাছলে গুণাশ্রয়ে করেন স্বীকার
মুগ্ধনেত্রে নেহারি সে মূর্ত্তি চমৎকার।

* পরম পূজনীয় স্বামীজী (ত্রিদণ্ডী স্বামী মাধব রামানুজ জীয়র) -এর কথামত এই প্রসঙ্গ সংযোজিত হল, তাঁরই রচিত 'শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ওঙ্কারনাথ' গ্রন্থের (১ম খণ্ড ৪০ পৃঃ) ভাবানুসরণে।

অশুভ অসুরসংঘে সম্মোহিত করে
সুধাপান করাইতে দেবতা নিকরে
সম্প্রতি মোহিনীমূর্ত্তি করেন ধারণ,
তা দেখিতে বাঞ্ছা চিতে এলাম এখন।"
অধুনাও অনুরূপ অভিলাষ লয়ে
এসেছেন শিব বুঝি ব্রজনাথালয়ে !

আবার একদা শিশু দেখিল স্বপন
সীতারে হরণ করে দুর্ম্মতি রাবণ।
অনুখন নিপীড়ন করে চেড়ীগণ
শ্রীরামে স্মরিয়া মাতা করেন ক্রন্দন।
শিশুচিত আকুলিত দেখি এ স্বপন
মুখ ভার করি থাকে বিষাদে মগন।
কী যে ব্যথা কাহারেও বুঝাতে না পারে
এ ব্যথার সমব্যথী না পায় সংসারে।

নকল ধনুকতীরে শিশু মহাসুখে
কখন বা করে খেলা শৈশব কৌতুকে।
ছাতার শলাকা ঘসি বানায়েছে তীর
ধনুকে জুড়িয়া উর্দ্ধে ছাড়ে শিশুবীর।
বিঁধিল সে তীর এসে ভগিনীর হাতে
পলায়ন করে শিশু না চাহে পশ্চাতে।

শান্ত শিষ্ট নম্র শিশু মিষ্ট ব্যবহার
চূড়ান্ত প্রকাশ কভু দুরন্তপনার।
মা যাবে বাপের বাড়ী আয়োজন চলে
"যেতে নাহি দিব মাগো"—শিশু এসে বলে।
আবদার কেহ তার নাহি তোলে কানে
শিশু মন ভরে ওঠে দুঃখে অভিমানে।
সে ব্যথারে প্রকাশিতে বিচিত্র ভাষায়
আগুন ধরিয়ে দিল খড়ের গাদায়।

দুষ্টামি বেড়ে যায় যত যায় দিন
শিশুর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ানো কঠিন ।
লুকিয়ে যা কিছু রাখা হোক সাবধানে
অনায়াসে শিশু তাহা বার করে আনে.।
সংগোপনে রাখা হল মিষ্টান্নের ভাঁড়
দিতে পারে ফাঁকি তারে হেন সাধ্য কার ।
যথাকালে খোঁজ পেল জালার ভিতরে
টুকটাক চালিয়ে তা দিল শেষ করে ।
ব্রজে ছিল এরকম এক নীলমণি
শৈশবে করিত চুরি ক্ষীর সর ননী ।
জননী যতনে যত দিত ক্ষীর সর
সে সব না তাঁর কাছে ছিল রুচিকর।
দুজনার আচরণে অদ্ভুত সাদৃশ্য
না জানি কী যোগসূত্র রয়েছে অদৃশ্য !

মাতুল-আলয়ে সুখে কভু কাল কাটে
মুখরিত এ গৃহটি কীর্ত্তনে ও পাঠে ।
শ্রীনাম কীর্ত্তন হয় প্রত্যহ নগরে
পুলকে বালক ধায় বস্ত্র খসে পড়ে ।
"ঐ বাজলো হরিনামের ডঙ্কা ধো ধো--" বলে
ত্বরায় হাজির হয় কীর্ত্তনের স্থলে ।
মুরলীর ধ্বনি সম নাম সংকীর্ত্তন
বালকে অবশভাবে করে আকর্ষণ ।
কোন দিকে লক্ষ্য নাই উন্মত্ত উদ্দাম
মহানন্দে নেচে নেচে গাহে মহানাম ।

বালকের বিদ্যারম্ভ হল যথাকালে
প্রাথমিক পাঠপর্ব্ব চলে দ্রুত তালে ।
গৃহে সমাপন করি বর্ণ পরিচয়
পড়িবার তরে গেল মাতুল-আলয় ।
পাঠশালে স্বল্পকাল করি অধ্যয়ন
ব্যান্‌ডেলে চার্চ্চ স্কুলে করিল গমন ।

একশো-তে একশত পেল বাঙলাতে
বিজাতীয় ভাব ভাষা সহিল না ধাতে।
তাই দেখি পিতা মনে করেন সমীক্ষা—
জ্যেষ্ঠপুত্র লভিয়াছে আধুনিক শিক্ষা।
জীবিকা-অর্জ্জন লাগি বাহিরে সে রবে
ব্রজনাথজীর সেবা কে করিবে তবে ?
দেবতা ও অতিথির প্রাণঢালা সেবা
নিজ জন ছাড়া করে নিয়মিত কেবা ?
যজন যাজন ক্রিয়া আর দেবভাষা
শিখালে কনিষ্ঠ পুত্রে মিটে এ সমস্যা।
বালকেরে টোলে তাই করেন প্রেরণ
যাদব পণ্ডিত ঠাঁই চলে অধ্যয়ন।
পণ্ডিতের বহু ছাত্র স্থান না কুলায়
কেওটা হইতে বালী নিত্য হেঁটে যায়।
দীর্ঘপথ সোৎসাহে যাতায়াত চলে
এই ভাবে সুরু হল বিদ্যার্জ্জন টোলে।
দাশরথি দেব হেথা করে অধ্যয়ন
এখানেই দু'জনার প্রথম মিলন।
মিষ্টভাষী সুপুরুষ সহাস্য বদন
হরণ করিল সেই বালকের মন।
সে কালের প্রচলিত রীতি অনুসারে
দাশুদাদা বলি ডাকে বালক তাঁহারে।
একদিন দাশুদাদা পরিহাস ছলে
আলোচনা প্রসঙ্গেতে বালকেরে বলে—
"অধ্যয়ন অন্তে টোল করিব যখন
তখন তোমার পুত্রে করিও প্রেরণ
ছাত্র করে নিব তারে পড়াব যতনে
যথাকালে কথা ক'টি থাকে যেন মনে।"

বালকের তের বর্ষ বয়স যখন
হল উপনয়নের শুভ আয়োজন।

নব জন্ম লাভ যেন হল এ সময়
ধর্ম্মে মতি দৃঢ় অতি দিনে দিনে হয় ।
লুপ্তাচার পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা কারণ
নিষ্ঠাভরে চেষ্টা করে কিশোর ব্রাহ্মণ ।
স্বেচ্ছায় মর্য্যাদা দেয় শাস্ত্রীয় শাসনে
নিত্যকর্ম্ম নিয়মিত করে সযতনে ।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করে সাগ্রহে পালন
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে শাস্ত্র সনাতন ।

কলাপের ব্যাকরণ পড়ে বালী টোলে
প্রচলন স্বল্প তার বঙ্গে তৎকালে ।
পিতৃদেব তাই পুন করেন চিন্তন—
কে জানে কাহার কবে আসিবে শমন ।
যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হলে অকস্মাৎ
পুত্রের সংস্কৃত পাঠে জন্মিবে ব্যাঘাত ।
মিলিবে না কলাপের যোগ্য অধ্যাপক
সে কারণ বালী টোল ত্যজিল বালক ।
অসীম আগ্রহ পাঠে বাল্যকাল হ'তে
যাহা কিছু পায় পড়ে একনিষ্ঠ চিতে ।
এ প্রকার পাঠে প্রীতি বিলোকন করি
কহিলেন একদিন পিতা প্রাণহরি —
"বেটা দেখি অধ্যয়নে মগ্ন অহরহ
নেকড়া-কানিও পড়ে মনোযোগ সহ ।
এত পড়াশুনা করা নয় সমীচীন
প'ড়ে প'ড়ে হবি পরে দৃষ্টিশক্তিহীন ।"
এরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা পাঠেতে যাহার
অধ্যয়নে এল তার বাধা বার বার ।
মনোমত অধ্যাপক নাহি মিলে কোথা
এক টোল হতে অন্য টোলে যায় বৃথা।
দীর্ঘকাল বিদ্যার্জ্জন রহে বন্ধ প্রায়
কভু কাল কাটে গ্রামে কভু কেওটায় ।

বালকের অনুপম বাক্যের ছটায়
সবাকার দুঃখ ভার দূরে সরে যায় ।
তার উপস্থিতি করে আনন্দ বর্দ্ধন
সঙ্গলাভে ব্যগ্র তাই বাল্যবন্ধুগণ ।
অন্তরঙ্গ সঙ্গী গ্রামে কম কিছু নাই
বন্ধু তার মৃত্যুঞ্জয় ,ফকির, কুনাই ,
জেলে পাঁচু, ভোম পাঁচু, নসী, নারায়ণ
এ প্রকার বন্ধু তার আছে বহুজন ।
খেলাধূলা হাসি গান আনন্দ কৌতুকে
কৈশোরের দিনগুলি কাটে মহাসুখে ।

পিতৃদেব অক্ষক্রীড়া করেন যখন
বালক নিকটে বসি করে নিরীক্ষণ ।
কখনো খেলার মাঝে বলে দেয় চাল
তার ফলে প্রতিপক্ষ হয় বেসামাল ।
গাল দেয় ডেঁপো বলে ক্রোধে হয় ক্ষিপ্ত
উপকৃত দল সদা রহে নিরলিপ্ত ।
সানন্দ বিস্ময়ে তারা ভাবে মনে মনে
শিখিল কিশোর ক্রীড়া-কৌশল কেমনে ।

অভিনয়ে অনুরাগ অন্তরে অপার
যাত্রাগান দূর গ্রামে—যাওয়া চাই তার ।
পাগড়ী জড়িয়ে মাথে লাঠি লয়ে হাতে
নির্ভীক বালক যায় অন্ধকার রাতে ।
অভিনয় যদি হয় কভু পরপারে
নদী তার গতিরোধ করিতে না পারে ।
সঙ্গী পেলে সবে মিলে দল বেঁধে যায়
একা যদি যেতে হয় নাই ভয় তায় ।
সারারাত উপভোগ করি অভিনয়
গৃহে ফিরে আসে পুন প্রভাত সময় ।
রসবোধ বালকের সূক্ষ্ম অতিশয়
পদ্যাকারে পরিহাস প্রকাশিত হয় ।

গ্রামে এক বিয়েবাড়ি হল অঘটন
গোলযোগে ফিরে এল নিমন্ত্রিতগণ ।
বালক পিতার সাথে গিয়েছিল তথা
দেখে সব মুখে মুখে রচিল কবিতা ঃ—

"সেদিন একসঙ্গে অনেক লোকের
হয়েছিল কুপ্রভাত
মস্তবড় একটা বিয়ে ,
সবে পেটভরে আসবে খেয়ে
দেখে কলা ব্যোমভোলা
কেউ পেলে না চাটতে পাত ।
সেদিন একসঙ্গে অনেক লোকের
হয়েছিল কুপ্রভাত ।।"

কে বুঝিতে পারে তার অদ্ভুত চরিত্র
বিপরীত ব্যবহারে বড়ই বিচিত্র ।
কখন নিতান্ত শিশু সহজ সরল
কখন দুরন্ত অতি উদ্দাম চঞ্চল ।
বয়স্ক ব্যক্তির মত কভু শান্ত ধীর
নত হয় তারে দেখি সবাকার শির ।
জপতপ পূজাপাঠ চলে নিয়মিত
প্রবীণের প্রজ্ঞা যেন শিশুতে সংবৃত ।
দ্বিধাহীন চিত্তে আসে বয়োবৃদ্ধগণ
ধর্ম্মকর্ম্মে মতামত করিতে গ্রহণ ।
সকলেই হয় তুষ্ট তাহার বিধানে
আশৈশব আচার্য্যত্ব চলে সসম্মানে ।
প্রভুর শৈশবলীলা করিয়া স্মরণ
কোটি দণ্ডবৎ করে দাস জনার্দ্দন ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা — ৩

।। গুরুর সন্ধানে—১৩১৫ ।। গুরুগৃহে বাস-১৩১৬ ।।
।। পিতৃবিয়োগ— ১৩১৮ ।। দীক্ষা।।

পূর্ব্ব হতে অধ্যাপক ছিল নির্ধারিত
কেমনে হইবে বিদ্যা সে গুরু ব্যতীত ।
দাশুদার কথা তার গাঁথা আছে মনে
বালীটোলে এককালে পড়িলা দুজনে ।
দাশুদাদা অধ্যয়ন করি সমাপন
নিজগ্রামে অধ্যাপনা করেন এখন ।
ঠাকুরচরণ মুখে শুনি এ সংবাদ
দিগসুয়ে অধ্যয়নে জনমিল সাধ ।
তেরশত পনেরোতে বৈশাখে প্রভাতে
দিগসুয়ে যান সেই প্রার্থনা জানাতে ।
তথাকার অধিবাসী তারক মোদক
অচেনা সে স্থানে হল পথপ্রদর্শক ।
লক্ষ্যস্থলে যথাকালে করি আগমন
ভাবী গুরুদেবে শিষ্য করিল দর্শন ।
বসিয়া আছেন তিনি—শ্রীহস্তে সেতার
আয়ত নয়নদ্বয়ে করুণা অপার ।
স্বর্গীয় সুষমাযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল
সুদীর্ঘ ললাট খানি প্রতিভা-উজ্জ্বল।
কেশদাম লম্বমান বক্ষের উপরে
দর্শনে স্বতঃই প্রাণ মন যায় ভরে ।
গুরু কহে—"কোথা হতে শুভ আগমন ?
আমা পাশে আপনার কি বা প্রয়োজন ?"
প্রপন্ন কিশোর করি চরণে প্রণাম
কহিল—"ডুমুরদহ হইতে এলাম ।
করেছেন টোল হেথা লোকমুখে শুনে
এলাম আশ্রয় যদি জোটে ভাগ্যগুণে ।"

গুরু কয়—"এ বিষয় কথা হবে পরে
হাতমুখ ধুয়ে নিন বিলম্ব না করে ।
অতঃপর যোগেশ্বর জলযোগ তরে
নিল তারে সমাদরে গৃহের ভিতরে ।
ভোজ্যপাত্রে সন্দেশের উপস্থিতি হেরি
প্রশ্ন হল—"এ কি দিশি চিনিতে তৈয়ারী ?"
প্রীত হয়ে যোগেশ্বর কহেন তখন —
"এ সব জিজ্ঞাসা করা খুব প্রয়োজন ।"
জলযোগ অন্তে গুরু শিষ্য দু'জনায়
বহির্বাটী অভিমুখে যান পুনরায় ।
যেতে যেতে শিষ্য করে প্রশ্ন নিবেদন —
"বালী টোলে সাঙ্গ কবে হল অধ্যয়ন ?"
প্রতিপ্রশ্ন করিলেন গুরু পরক্ষণে—
"তথাকার কথা জ্ঞাত হলেন কেমনে ?"
বিদ্যার্থী বিনয়ে বলে—"অতীতে এ দাস
করেছিল স্বল্পকাল সেথা বিদ্যাভ্যাস ।"
গুরুদেব অচিরাৎ ক'ন ভাবাবেগে—
"আরে তুমি সে প্রবোধ বল নি তো আগে ।
দুজনায় দেখা আজি কত কাল পর
কত বড় হয়ে গেছ চেনাই দুষ্কর ।"
উচ্চস্বরে জননীরে ক'ন হৃষ্ট চিতে —
"আমাদের প্রবোধেরে পারিনি চিনিতে ।
এ হল মোদের সেই প্রবোধ বালীর ।"
প্রবোধ প্রাপ্তিতে যেন আনন্দে অধীর ।
'মোদের প্রবোধ' করি একথা শ্রবণ
প্রভুরও আনন্দ যেন না মানে বাঁধন ।
গুরুর আপন জন যেবা হয়ে যায়
তার আর কী পাবার বাকী এ ধরায় ।
অতঃপর বলিলেন পাঠের বিষয় —
"ভেবে দেখি দাও মোরে মাসেক সময় ।"
অবস্থা ছিল না ভাল—দরিদ্র ব্রাহ্মণ
ভাবিতে সময় তাই হল প্রয়োজন ।

একমাস পরে গেল কিশোর কুমার
বিদ্যারম্ভ দিন হল ষোলই আষাঢ় ।
ইতিমধ্যে নিদারুণ বর্ষণের ফলে
পণ্ডিতের পাকশালা পড়িল ভূতলে ।
অস্থায়ী রন্ধনশালা হল টোলঘর
পূর্ব্বসূচী তাই নাহি হোল কার্য্যকর ।
এ সময় গুরুদেব বিষাদিত মনে
পাঠালেন পত্র লিখে—বিদ্যা আহরণে।
তোমা সম সৎ ছাত্রে সাহায্য করার
বুঝি বা সৌভাগ্য নাই অদৃষ্টে আমার ।
নিরুপায় হয়ে প্রভু গেলা বাগড়ীতে
ভট্টাচার্য্য তুলসীর টোলেতে পড়িতে ।
এখানে কেবল নাহি মিলিল আশ্রয়
শিক্ষক করেন তারে স্নেহ অতিশয় ।
কিন্তু তিনি অন্য বহু কর্ম্মে রন রত
পাঠে অগ্রগতি নাহি হয় ঠিক মত ।
দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে না পারে
দিগসুয়ে তাই ছুটে যান বারে বারে ।
অবশেষে আসিল সে পরম লগন
প্রাণের প্রার্থনা হল প্রভুর পূরণ ।
পিপাসার জল পেল তৃষিত চাতক
কহিলেন ভাবী শিষ্যে বিজ্ঞ অধ্যাপক —
আপাততঃ বাগড়ীর টোল ত্যাগ করে
থাকগে দু' তিন মাস তুমি নিজ ঘরে ।
গুরুর নির্দ্দেশ মত প্রভু তিন মাস
করেন ডুমুরদহে স্বগৃহেতে বাস।
তেরশত ষোল সালে বৈশাখ তেরই
মহানন্দে উপনীত হন দিগসুই ।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ দেন গুরু
দীর্ঘ ব্যবধানে হল অধ্যয়ন সুরু ।
এ দিন আশ্রয় লাভ গুরুর চরণে
তাই চিরস্মরণীয় প্রভুর জীবনে ।

নির্লোভ উদার জ্ঞানী গুরু দাশরথি
কিশোর-হৃদয়-রথে হলেন সারথি ।
দিগসুয়ে গুরুগৃহে করি অবস্থান
সঁপিলেন বিদ্যার্জ্জনে প্রভু মন প্রাণ।
ধন্য হল বেদ-উক্ত সনাতন রীতি
তাঁর নিত্য আচরণে লভি দীপ্ত স্থিতি ।
চলে সেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেতে বাস
তেমনি গুরুতে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।
তেমনি সংযম আর নিষ্ঠা অধ্যয়নে
তেমনি গুরুর সেবা কায়বাক্যমনে।
বৈদিক যুগের কোন ঋষির কুমার
বঙ্গের পল্লীতে যেন এসেছে আবার।
সুতীব্র বৈরাগ্য হৃদে তবু গুরু তরে
স্বতঃই বিষয় সেবা সতত সে করে।
গুরুরে সেবার দ্বারা করিলে সন্তুষ্ট
মিলে বিদ্যা সুদুর্লভ শিষ্যের অভীষ্ট।
তাই তার স্পর্শ লভি তুচ্ছ কর্ম্ম যত
গুরুসেবা মহাব্রতে হয় পরিণত।
এযুগের সর্ব্বনাশা ভিন্ন পরিবেশে
পুরাতন সব কিছু যায় যবে ভেসে,
নির্ভীক সৈনিক সম চলে এ যুবক
তাঁর মহিমায় ম্লান মুনি উদ্দালক।
স্কন্ধে ঝুলি নগ্নপদ সহাস্য বদন
সুদীর্ঘ চিকুর শিরে আয়ত নয়ন,
ধ্যানমগ্ন যোগীসম স্ব-ভাবে বিভোর
গ্রাম্যপথে চলে যবে সুন্দর কিশোর,
পথিপার্শ্বে অবস্থিত নরনারীগণ
সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁরে করে বিলোকন।
অন্য এক জগতের অধিবাসী মত
সেই কালে এ কিশোর হয় প্রতিভাত।

গুরুজনগণ প্রতি নম্র ব্যবহার
আচরণে এতটুকু ত্রুটি নাই তাঁর ।
বন্ধুদের সাথে সদা সমভাবে মেশে
কখনো বা হয় রত হাস্য পরিহাসে।
সে হাস্য কৌতুকে নাই গ্লানির প্রকাশ
আছে শুধু হৃদয়ের উদ্দাম উল্লাস।
তবু যেন মনে হয় সবা হতে দূরে
আপন অধ্যাত্মরাজ্যে বেড়ায় সে ঘুরে।
নিষ্ঠার সহিত তাঁর চলে অধ্যয়ন
এবারে পড়েন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।
মারাত্মক নিমোনিয়া হল অকস্মাৎ
সে কারণে অধ্যয়নে জন্মিল ব্যাঘাত।
ত্রয়োদশ শতকের অষ্টাদশ সনে
আদ্যের পরীক্ষা প্রভু দেন ব্যাকরণে।
যথাকালে প্রকাশিত হল ফলাফল
প্রথম বিভাগে তিনি হলেন সফল।

এই সালে পূজ্যপাদ পিতা প্রাণহরি
গেলেন অমরলোকে দেহত্যাগ করি।
রয়েছেন শুয়ে তিনি অন্তিম শয্যায়
চিরবিদায়ের ক্ষণ সমাসন্ন প্রায়।
ধীরস্থির শান্তভাবে করেন অপেক্ষা
চোখেমুখে নাই কোন দুশ্চিন্তার রেখা।
কহেন কনিষ্ঠপুত্রে করি সম্বোধন
"মনে হয় স্তব্ধ হল নাড়ীর স্পন্দন।
বন্ধু মোর রামবাবু আন তারে ডেকে।"
বন্ধু আসি ম্লান মুখ নাড়ী টিপে দেখে।
মৃত্যুপথযাত্রী বলে বন্ধুরে তখন—
"অকারণ শোক করা না হয় শোভন।
সচেতন হও এবে কর্ত্তব্যের প্রতি
গঙ্গাযাত্রা আয়োজন কর শীঘ্রগতি ।"

রামবাবু বলিলেন—"শোন ডাক্তার
বুদ্ধি বিবেচনা আছে যথেষ্ট তোমার।
এই শীতে গঙ্গাযাত্রা করিলে এখন
মর্ম্মাহত হবে তব আত্মীয়-স্বজন।"
ফলপ্রসূ হল রামবাবুর প্রয়াস
ত্যজিলেন পিতা গঙ্গাযাত্রা অভিলাষ।
বলিলেন—"ব্রজনাথে কর আনয়ন
নয়ন ভরিয়া করি শেষ দরশন।
দর্শনান্তে পুনরায় দিলেন নির্দ্দেশ—
"ত্বরা করি আহারাদি কর সবে শেষ।"
অনন্তর দুহিতারে নিত্যকার মত
গীতা হতে দেন কিছু উপদেশামৃত।
ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত সূর্য্য অস্ত যায়
তাঁরও জীবন-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়।
এ সময় গৃহিণীরে কহেন ডাকিয়া—
"কী আছে আমার আর কী যাব রাখিয়া।
আছে মাত্র মহারত্ন দুটি মোর ঘরে
সে দুটিরে দিয়ে যাই আজ তব করে।"
এত বলি দেন তুলি পুত্র দুইজনে
এবার নিশ্চিন্ত তিনি বিদায় লগনে।
দুইটি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন
রাত্রি আট ঘটিকায় ইশারায় ক'ন—
"আর মাত্র দুটি ঘণ্টা আছে মোর বাকী
তারপরে দেহ ছেড়ে যাবে প্রাণপাখী।"
পুত্রকন্যা পত্নীসহ স্বজনেরা সব
শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট নিথর নীরব।
অনুদ্বেগ অনাসক্ত যোগীর মতন
মৃত্যুরে সহজভাবে করিয়া বরণ।
জগতে গেলেন রাখি এই মহাশিক্ষা—
মৃত্যু নয় ভয়ঙ্কর—নয় বিভীষিকা।
ছিন্নবস্ত্র ত্যাগ সম জীর্ণদেহ ত্যাগ
মায়ার প্রভাবে দেহে মিথ্যা অনুরাগ।

অতিশয় স্নেহময় পিতার প্রয়াণে
বাজিল বিষম ব্যথা প্রভুর পরাণে।
তবু এই নিদারুণ শোকের উচ্ছ্বাস
বাহ্য ব্যবহারে তাঁর না পায় প্রকাশ।
সংসার সংগ্রামে সদা সমুন্নত শির
শোকে দুঃখে প্রভু কভু না হন অধীর।
স্বল্প ক'টি শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ
করিলেন অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন।
"কখনো করেন নাই তিরস্কার পিতা,"
সহজ সরল এই ক' টি মাত্র কথা !
অতুলন পিতৃপ্রেম ভক্তি-ফল্গুধারা
প্রকাশিত হল যেন এ উক্তির দ্বারা।

পিতার শ্রাদ্ধাদি কৃত্য হলে সমাপন
গুরুগৃহে পুন প্রভু করেন গমন।
দীক্ষালাভ হল তাঁর স্বল্পকাল পরে
পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে সিদুদির ঘরে।
দাশরথিদেব দীক্ষা দেন দয়া করে
প্রভু ক'ন—"ভগবান দীক্ষা দিলা মোরে।
আজি হতে লভিলাম নূতন জীবন।"
স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হল প্রাণ মন।
অমৃত সমান লীলা আস্বাদন করি
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণ-তরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪

।। গুরু-শিষ্যের তীব্র বৈরাগ্য ।। ব্যাধি ।। দারিদ্র্য ।।
।। সাধন সমিতি প্রতিষ্ঠা ।। দেশসেবা ।।

নিয়ম পালনে সদা অসীম আগ্রহ
যথাকালে দিনলিপি লেখেন প্রত্যহ।
মনে হয় শৃঙ্খলাই যেন দিনরাত
ছায়া সম চলে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে প্রতিদিন
অগণিত কর্ম্মে রত বিরামবিহীন।
নিয়মিত চলে সন্ধ্যা পূজা ও প্রার্থনা
পাক পাঠ ব্যায়ামাদি শাস্ত্র আলোচনা।
বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা প্রভুর জীবন
দিনলিপি সাক্ষ্য তার করিছে বহন।
লিখেছেন— "সবে মিলে আমায় এবার
গৃহ হতে দূর করে দাও ধরে ঘাড় ।"

অধ্যয়ন নিষ্ঠাভরে চলে প্রতিদিন
পরীক্ষার প্রতি প্রভু চির উদাসীন ।
এ সময়ে বিরচিত সুন্দর প্রবন্ধে
করেছেন ব্যক্ত মত পরীক্ষা সম্বন্ধে —
"হে পরীক্ষা! পদে তব দাস অবিরাম
জানায় অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
পরীক্ষার পারাবার যে উত্তীর্ণ হয়
এ জগতে ভাগ্যবান সে জন নিশ্চয়।
এ বিশ্ব সংসার শুধু পরীক্ষা-আগার
পরীক্ষা ব্যতীত হেথা নাই কিছু আর ।
পিতা করে সন্তানের পরীক্ষা গ্রহণ
পিতারে পরীক্ষা পুত্র করে সর্ব্বক্ষণ।

পতিপত্নী গুরুশিষ্য সবে এই মত
করিছেন পরস্পরে পরীক্ষা নিয়ত।
পরীক্ষা দিবার লাগি শুধু এই ভবে
জনম গ্রহণ করে নরনারী সবে ।
পার হতে পারো যদি পরীক্ষা সাগর
করিবে তোমায় তবে সবে সমাদর।
আর যদি নাহি পারো হতে তাহা পার
অবশ্য ঘটিবে মহা অশুভ ব্যাপার।
বিষম পরীক্ষা আছে সম্মুখেতে এক
জানিতে পারেন সব সেই পরীক্ষক।
গোঁজামিল দেখে-লেখা সেখানে অচল
অক্ষয় স্বরগ লাভ সাফল্যের ফল ।
অনন্ত নরকবাস অনুত্তীর্ণ হলে
এখনি প্রস্তুত হও তা' লাগি সকলে।
সন্নিকটে সে পরীক্ষা দেরী নাই আর
ক'রো না বিলম্ব কেহ—হও হুঁসিয়ার।"

অনন্তর তেরশত ঊনবিংশ সনে
মধ্যের পরীক্ষা প্রভু দেন ব্যাকরণে ।
বর্ধমানে যান যবে দিতে এ পরীক্ষা
নরেনদাদার সাথে হল তাঁর দেখা।
তিনিও আগত হেথা পরীক্ষা নিমিত্ত
প্রবল বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ তাঁরো চিত্ত ।
তাঁর সাথে পূর্ব্ব হতে ছিল পরিচয়
বন্ধুত্ব গভীরতর হল এ সময় ।
বালীটোলে এককালে এঁরা দুইজন
করেছেন অধ্যয়ন কাব্য ব্যাকরণ।
একসুরে বাঁধা দুটি তরুণ হৃদয়
এ মিলন হল তাই বড় মধুময়।

প্রভুর সংসারত্যাগে জাগে অভিপ্রায়
ভগ্নীর বিবাহ হল পথে অন্তরায়।

কর্ত্তব্যেরে ফাঁকি দেয় যে সন্ন্যাসব্রত
সে সন্ন্যাস কভু তাঁর নয় অভিপ্রেত।
প্রতীক্ষা করেন তাই না হয়ে অধীর
তেরশ বিশেতে হল বিবাহ ভগ্নীর।
অনন্তর গুরুপাশে করেন প্রার্থনা—
"গৃহ ত্যজি কাশী যেতে জেগেছে বাসনা।
প্রসন্ন অন্তরে দান করুন সম্মতি।"
বোঝালেন মিষ্টবাক্যে গুরু দাশরথি—
"সংসার ত্যাগের আগে গৃহাশ্রমে থেকে
নিতে হয় তৈরী করে সযত্নে নিজেকে।
নচেৎ ত্যাগেতে নাহি হয় শুভফল
পতনের সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে প্রবল।
এইস্থানে বহুজন আছে পরিচিত
অন্যায় করিতে চিত হয় সঙ্কুচিত।
লোক লজ্জাদির ভয় না রহে প্রবাসে
অপকর্ম্ম করা যায় সেথা অনায়াসে।"
গুরুমুখে শুনি এই উপদেশামৃত
সংসার ত্যাগেতে প্রভু হলেন বিরত।
তীব্রতম বৈরাগ্যেও তৃপ্ত নাহি হয়
অনন্তের অভিসারে ধাবিত হৃদয়।
বলেছেন এইকালে তাই বার বার—
"বিচারে জন্মিল যবে সামর্থ্য আমার,
দেখিলাম গেছে চলে বিপথে জীবন,
সুকঠোর সংগ্রামের আশু প্রয়োজন।
অন্যথা জীবনযুদ্ধে জয় নাহি হবে।"
সংগ্রাম আরম্ভ হল অনতিবিলম্বে।
চলিল কঠোর ভাবে সাধন ভজন
জপতপ পূজাপাঠ স্বপাকভোজন ।

এ সময়ে পুরী যান গুরু দাশরথি
সঙ্গী সম্পাদকদাদা সতীশ প্রভৃতি।

নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের পর
উপজিল শ্রীগুরুর চিত্তে ভাবান্তর।
সমুদ্রের উপকূলে সেথা একদিন
ভাবের আবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন।
সুরসিক সম্পাদক দাদা সেই কালে
পরিহিত বস্ত্রখানি লইলেন খুলে।
ভাবাবেশ তবু শেষ নাহি হয় তাঁর
লোকমাঝে বস্ত্রহীন শান্ত নির্ব্বিকার।
গৃহে ফিরে সংসারেতে নাহি বসে মন
সদাই রহেন স্বীয়ভাবে নিমগন।
আয়ত সুন্দর তাঁর নয়ন যুগল
প্রেমের অশ্রুতে রহে সতত সজল।
গুলুর উপর দিয়ে সংসারের ভার
জপধ্যান পূঁজার্চ্চনা করিলেন সার।

তেরশত বিশ সালে পড়িতে বেদান্ত
গুরুদেব দাশরথি করেন সিদ্ধান্ত।
কলিকাতা নগরীতে চলে অধ্যয়ন
অধ্যাপক শ্রীবিপিন বেদান্তভূষণ।
গুরুগৃহে রহিলেন প্রভু এ সময়
অধ্যয়নে অসুবিধা অনুভূত হয়।
তাহা দেখি শিষ্যটিরে গুরু যোগেশ্বর
আনালেন কালীঘাটে কিছু দিন পর।
উপেন্দ্র-কুটীরে থাকি চলে অধ্যয়ন
এখানে স্বপাকে প্রভু করেন ভোজন।
এ সময়ে পৌষমাসে রোগের কথায়
লিখেছেন প্রভু দিনলিপির পাতায়—
"এ বৎসর করিলাম শুধু রোগভোগ
পাঠে তাই পারি নাই দিতে মনোযোগ।
কেমন করে বা আমি করি অধ্যয়ন
এত রোগে পড়াশুনা হয় কি কখন।"

তেরশ একুশ সালে ছয়ই আষাঢ়
লিখেছেন ডাইরীতে প্রভু পুনর্ব্বার ।
"নির্জ্জন প্রদেশে যাব তপস্যার তরে
কাল থেকে এ বাসনা জেগেছে অন্তরে।
আজন্ম বাধার সাথে চলিছে লড়াই
দেহ মন অতিশয় ক্লান্ত আজি তাই।
বাল্যকালে পড়িতাম মাইনর স্কুলে
সে সময়ে পিতা ভর্ত্তি করিলেন টোলে।
এ ক্ষেত্রেও দেখা দিল বিপত্তি বিশেষ
বালীটোলে অধ্যয়ন হল তাই শেষ।
বাল্যেই বিস্তর বাধা আসে অধ্যয়নে
দীর্ঘকাল পাঠ বন্ধ রহে সে কারণে।
সতের বৎসর প্রায় বয়স যখন
দিগসুয়ে পুনরায় সুরু অধ্যয়ন।
তেরশত যোল সালে গুরু কৃপাময়
অধমেরে শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।
সে বৎসর আদ্য দিব প্রস্তুত হলাম
অন্তিম লগনে প্রায় বিধি হল বাম।
পরীক্ষার পাঁচ কিম্বা ছয় দিন আগে
শয্যাশায়ী করে দিল নিমোনিয়া রোগে।
অনেক যাতনা ভোগ আছে এ কপালে
তাই বুঝি জীবনান্ত হল না সেকালে।
জ্যৈষ্ঠে পুনঃ গুরুগৃহে এলাম যখন
গোড়া থেকে পাঠ শুরু হল প্রয়োজন।
বিস্মৃত হয়েছি পাঠ পূর্ব্বের সকল
যা' হোক এবার আদ্যে হলাম সফল।
শরীর সবল সুস্থ ছিল বরাবর
এবার ব্যাধিতে বড় হয়েছে কাতর।
দেহ আর ভাল নাহি থাকে কোন কালে
পিতার ঘটিল মৃত্যু অষ্টাদশ সালে।
দাদার কঠিন পীড়া জীবন সংশয়
চাকুরী থাকে না বুঝি বড় দুঃসময়।

জ্যৈষ্ঠ থেকে পৌষাবধি প্রতি বৎসর
করে মোরে আক্রমণ ম্যালেরিয়া জ্বর।
নিয়মিতভাবে করি ঔষধ সেবন
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করি সযত্নে পালন।
রোগভোগ হতে তবু না পাই নিস্তার
জীর্ণদেহে পাঠে হবে কী উন্নতি আর।
উত্তীর্ণ হয়েছি আদ্য মধ্য ব্যাকরণে
উপাধির জন্য পাঠ চলিছে এক্ষণে।
সেই সাথে ন্যায়শাস্ত্র চলে অধ্যয়ন
কখনও পাঠেতে নাহি দিতে পারি মন।
বাড়িছে ক্রমশঃ প্লীহা উদর মাঝার
মরণই কেবল এবে উপায় বাঁচার।
পিতৃদেব গিয়েছেন রেখে কিছু ঋণ
দাদার পীড়ায় ধার বাড়ে দিন দিন।
চতুর্দ্দিক হতে দৈন্য ঘিরিছে আমায়
না জানি নিস্তার লাভে কী আছে উপায়।
সংসার সম্বন্ধে আমি আজন্ম নিস্পৃহ,
সে কারণ হয় বোধ বড়ই দুঃসহ।
হেথাকার নিত্যকার ঘাত- প্রতিঘাত
কঠোর তপের চেষ্টা করি দিন রাত।
পূর্ব্বকর্ম্ম চাই সব করিবারে ক্ষয়
দাও মোরে শক্তি প্রভু ওহে দয়াময়।
দূর করি চিত্ত হতে সুখের বাসনা
তোমার করিয়া লও চরণে প্রার্থনা।
অপার করুণা তব করিয়া প্রকাশ
অশান্তি অশুভ সব কর প্রভু নাশ।"

কল্যাণের বীজ বিশ্বে করিতে বপন
করেছেন নরদেহ শ্রীগুরু ধারণ।
সাধন করিতে সেই উদ্দেশ্য মহান
সদলে এবার তিনি হন আগুয়ান।

স্বগ্রামে স্থাপন হল সাধন সমিতি
আচার্য্যের পদে বৃত গুরু দাশরথি।
ভাগবত পাঠ হয় প্রতি রবিবার
নগর কীর্ত্তন হয় গ্রামে ভিক্ষা আর।
দিগ্‌সুই মুখরিত হয় নামগানে
যুবা বৃদ্ধ দ্বিধা নাহি করে যোগদানে।
নামে পাঠে গুরুদেব উদ্যোগী প্রধান
সাধন সমিতি তাঁর মহা অবদান।
সমিতির স্থায়ী গৃহ নির্মাণের পর
শ্রীগুরুর টোল সেথা হল স্থানান্তর।
গুরুর আদর্শনিষ্ঠা এবম্প্রকার
প্রভুর হৃদয়ে করে উৎসাহ সঞ্চার ।
দেশহিতৈষণা ব্রত তাঁরে এ সময়
সবার অজ্ঞাতসারে করিল আশ্রয় ।
ডুমুরদহেতে তাই বিপুল উদ্যমে
সেবা সুরু সম্মিলনী সমিতি মাধ্যমে।
তরুণ যুবকবৃন্দ আর শ্রীবিজ্ঞান
দেশসেবা কর্ম্মযজ্ঞে করে যোগদান।
প্রভুও এ সমিতির কর্ম্মী একজন
সেবায় সক্রিয় অংশ করেন গ্রহণ।
নিষ্কাম রাজেনবাবু ত্যাগী সুমহান
এ বৃহৎ সেবাযজ্ঞে উদ্যোগী প্রধান।
সেবায় সর্ব্বস্ব তিনি করেছেন পণ
মানুষ গড়ার কাজে রত অনুক্ষণ।
মানুষ চিনিতে তাঁর নাহি হয় ভুল
সুদক্ষ জহুরী কেবা তাঁর সমতুল।
একদিন প্রভু পানে করি দৃষ্টিপাত
করিলেন আবিষ্কার কী যেন হঠাৎ।
আনন্দে বিস্ময়ে তাঁর ভরে গেল হিয়া
ডাকিলেন যুবকেরে 'দেবতা' বলিয়া।
এ নামে ডাকেনি তাঁরে পূর্ব্বে কেহ আর
করেনি সম্মান কেহ পূর্ব্বে এ প্রকার ।

ক্রমশঃ যুবকবৃন্দ মাননীয়গণ
প্রভুরে দেবতা বলি করে সম্ভাষণ।
দেবেরও দেবতা তুমি এই ভাবি মনে
দাস জনার্দ্দন করে নতি শ্রীচরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা — ৫

।। বিবাহ প্রস্তাব ।। সংসার ত্যাগ ।।
।। অবতার হবার সুযোগ ।। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ।।

দিগসুয়ে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরচরণ
শ্রীগুরুর খুল্লতাত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ।
গৃহিণী সুশীলা দেবী পতিব্রতা সতী
জ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্ধেশ্বরী শান্ত নম্র অতি।
ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাহিরের ঘরে
গুরুদেব দাশরথি অধ্যাপনা করে।
দুইখানি তক্তপোশ আছে এই ঘরে
অধ্যাপক মহাশয় বসেন উত্তরে।
দক্ষিণ পালঙ্কে বসে ছাত্র দুই জন
দীর্ঘক্ষণ ধরি হেথা চলে অধ্যয়ন।
পাঁচ বছরের সিদু ছোটবোন কোলে
আপন খেয়ালে নিত্য আসে এই টোলে।
দাশুদার সন্নিকটে বসি দীর্ঘক্ষণ
নীরবে এ পাঠপর্ব্ব করে নিরীক্ষণ।

আত্মভোলা উদাসীন যুবকের 'পরে
সিদুর মায়ের স্নেহ শতধারে ঝরে।
প্রভুর সহিত দিতে কন্যার বিবাহ
জাগিল অন্তরে তাঁর প্রবল আগ্রহ।
গুরুদেব সহ সব আত্মীয়স্বজন
করিলেন এ বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন।

একদা হঠাৎ প্রভু শুনি এ সংবাদ
জানালেন দৃঢ়কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ—
"সংসার করার ইচ্ছা নাই বিন্দুমাত্র
সন্ধান করুন তাই এবে অন্য পাত্র।"
এ কথায় কেহ নাহি করে কর্ণপাত
বিবাহের দিন স্থির হল অচিরাৎ।
তেরশ বাইশ সালে হল আশীর্ব্বাদ
গণিলেন প্রাজ্ঞ প্রভু প্রগাঢ় প্রমাদ।
ক্ষণকাল তরে তাঁর দেহে স্বস্তি নাই
বক্ষ মাঝে সর্বদাই করে সাঁই-সাঁই।
নষ্ট হবে বালিকার নিষ্পাপ জীবন
এ ভাবনা পীড়া দেয় তাঁরে অনুখন।
সমাধান তরে প্রভু ভেবে হন সারা
বুঝিলেন নাই পথ পলায়ন ছাড়া।

নিত্যানন্দপুরে গুরু উদ্যত গমনে
প্রভুও উদ্যত স্বীয় সংকল্প সাধনে।
পদপ্রান্তে প্রণামান্তে নিলেন বিদায়
শ্রীগুরু ভাবেন শিষ্য স্বীয় গৃহে যায়।
গায়ে হলুদের আর বেশী দেরী নাই
অধিক জিজ্ঞাসা গুরু না করেন তাই।
প্রভুও কৌশলে করি বিদায় গ্রহণ
অজানার অভিসারে অগ্রসর হন।
একটাকা গীতা আর চাদর কেবল
বিদায়ের কালে তাঁর পথের সম্বল।
সহজেই এড়ালেন দৃষ্টি সবাকার
একমাত্র ভাবীপত্নী ব্যতিক্রম তার।
সিদু গিয়ে মাকে বলে—"কুটায়ের কাকা
এই পথে কেন আজি গেল একা একা ?"
বুঝিলেন গূঢ় অর্থ সকলে সত্বর
দুশ্চিন্তায় কন্যাপক্ষ হলেন কাতর।

আলোচনা করিলেন প্রভু নিজ মনে
চেনা লোক আছে বহু কাছের ষ্টেশনে।
ত্রিবেণীতে গিয়ে তাই টিকিট কাটিয়া
বাষ্পযান আরোহণে গেলেন কাটোয়া।
আসেন নি আগে হেথা অজানা সহর
কোথায় যাবেন এবে—চিন্তিত অন্তর।
হেনকালে অকস্মাৎ আসি একজন
বলিলেন—"সেবাশ্রমে করুন গমন।"
দিলেন অতীব যত্নে পথের নির্দ্দেশ
আশ্রয় লভিতে ক্লেশ না হল বিশেষ।
সতীর্থ নরেনদাদা ছিলেন আশ্রমে
বহুদিন পরে হল দেখা দৈবক্রমে।
ইতিপূর্ব্বে ছিন্ন করি সংসার বন্ধন
করেছেন শ্রীনরেন সন্ন্যাস গ্রহণ।
কাশীধামে পাতঞ্জল করি অধ্যয়ন
বক্তৃতা অভ্যাসে এবে যত্নপরায়ণ।
সতীর্থ শুধায়—"কবে ত্যজিলে সংসার
কি কি দ্রব্য আছে বল সঙ্গেতে তোমার ?"
উত্তরে কহেন প্রভু শ্রীনরেন্দ্রনাথে—
"ত্যজিলাম আজই গৃহ নাই কিছু সাথে।"
সন্ন্যাসী সানন্দে কহে—"বেশ ,তবে রাতে
আমার কম্বল বড় শোব দু'জনাতে ।"
হেনমতে আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ
মহানন্দে সেই কাত্রি কাটাল দুজন।

আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কুলদাপ্রসাদ
ভাগবত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ
প্রভু প্রতি তাঁর অতি আকৃষ্ট অন্তর
সাগ্রহে প্রস্তাব তাই করেন সত্বর—
"খুলিব দর্শন টোল করেছি মনন
আশ্রমে থাকিয়া তুমি কর অধ্যয়ন।"

কহিলেন প্রভু তাঁরে ঔদাসীন্যভরে—
"করিনি সংসার ত্যাগ পড়িবার তরে।"
কুলদা কহেন—"তবে হও সম্পাদক।"
প্রভুর উত্তর এলো আপত্তিসূচক।
"অবতার হও তবে"—বলেন এবার,
প্রভু কহে—"কী প্রকারে হব অবতার ?"
ভাগবতরত্ন কহে যত্ন সহকারে—
"কি বা হতে নাহি পারে এযুগে প্রচারে।
প্রচার করিব মোরা প্রয়োজন মত
ভক্তজন সমাগম হবে শত শত।
চারিদিকে অবিরাম প্রচারের ফলে
অবতার রূপে খ্যাতি লভিবে ভূতলে।"
সবিনয়ে প্রভু কহে—"নাই হেন সাধ,"
ক্ষান্ত হন অনন্তর কুলদাপ্রসাদ।
সাধনার আদিপর্ব্বে হেন প্রলোভন
অবহেলে উপেক্ষিতে পারে কোন জন!
কাঁচে কী কখন ভোলে রত্নের ভাণ্ডারী
অবতার হতে কভু চাহে অবতারী!
কে এ প্রভু কোন্ স্তরে তাঁর অবস্থান
কে করিবে এ প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান!

গেরিমাটি কিনে এনে প্রভু সযতনে
রাঙালেন বস্ত্র সব গৈরিক বরণে।
কাটোয়াতে দেখা গেল পরিচিত জন
অন্যত্র গমন তাই হল প্রয়োজন।
অদূরে জুড়ানপুরে এলেন এবার
সাঁতার কাটিয়া পথে হন গঙ্গা পার।
এ গাঁয়ের কালীতলা মনোরম স্থান
তিন দিন হল হেথা শুভ অবস্থান।
মন্দিরের পুরোহিত উদার-হৃদয়
প্রভুরে করিল সেবা যত্ন অতিশয়।

বিদায়ের পূর্ব্বে এই পূজারী ব্রাহ্মণ
সবিনয়ে আট আনা করিল অর্পণ।
এক মায়ী ক'টি মুদ্রা গ্রহণের তরে
বার বার অনুরোধ করে সকাতরে।
প্রভু কহে—"অর্থে মোর নাই প্রয়োজন,"
মায়ী বলে—"গাঁজা সিদ্ধি করিও সেবন।"
"ওসব খাই না"—প্রভু কহেন সত্বর
"রসগোল্লা খেও তবে"—আসিল উত্তর।
কহিলেন দৃপ্ত কণ্ঠে প্রভু এইবার—
"রসগোল্লা খাব বলে ছাড়িনি সংসার।"
তবু মায়ী ছাড়িবে না করিবেই দান
প্রভুও দিলেন শেষে স্নেহের সম্মান।
অতঃপর পথে পেল পিপাসা প্রবল
জনৈক বিপ্রের কাছে চাহিলেন জল।
ব্রাহ্মণ সত্বর নিয়ে আপন ভবনে
ফলমূল সহ জল খাওয়াল যতনে।
পথ পর্য্যটনে পায় লোকে কষ্ট কত
এঁর ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটিল কার্য্যতঃ।
আহার আশ্রয় সহ যাহা প্রয়োজন
পূর্ব্ব হতে যেন সব ছিল আয়োজন।

অতঃপর নবদ্বীপে পূর্ব্বসূচী মত
নরেনের সাথে প্রভু হলেন মিলিত।
পুরীধাম যাত্রা হল স্বল্প কাল পর
পথে এল বার বার বিপত্তি বিস্তর।
টিকিট ছিল না তাই রেলের চেকার
হয়রানি করে পথে বিবিধ প্রকার।
পুরীধাম ষ্টেশনেতে রেল কর্ম্মচারী
ভাড়া জরিমানা লাগি করে পীড়াপীড়ি।
ছেড়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে অবশেষে—
"ফেরার সময় যেও হেঁটে হেঁটে দেশে।"

পুণ্যধাম নীলাচলে পৌঁছিবার পর
স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দেতে ভরিল অন্তর।
ধামেশ্বর জগন্নাথে করি দরশন
বন্ধুদ্বয় সাতিশয় আনন্দে মগন।
সীমাহীন সমুদ্রের শোভা ও গর্জ্জন
জাগায় বিস্ময় হর্ষ আর শিহরণ।
রহেন শঙ্কর মঠে নরেনের সাথে
উভয়ের কাটে কাল ধ্যান ধারণাতে।
নিত্য জোটে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ
সে প্রসাদে পান প্রভু অমৃতের স্বাদ।

সতীর্থেরে সঙ্গে লয়ে পুরীধামে আসি
দিগসুয়ে পত্র এক দিলেন সন্ন্যাসী।
জানালেন তিনি সেই পত্রের মাধ্যমে—
"প্রবোধ আমার সাথে আছে পুরীধামে।
প্রবল বৈরাগ্যে ভরা মন প্রাণ তার
ইচ্ছা নাই বিন্দুমাত্র গৃহে ফিরিবার।
বৈরাগ্যেরে বিবেকেতে করি রূপান্তর
যাব ফিরে নিয়ে তারে গৃহেতে সত্বর।
তিন চার দিন পর একদা হঠাৎ
বলিলেন বন্ধুবরে শ্রীনরেন্দ্রনাথ—
"ভাব কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবার কথা
পেয়েছেন মনে তিনি কি দারুণ ব্যথা।
দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অগ্রজ তোমার
তাঁর অস্বস্তির কথা ভাব একবার।
তোমার অসীম ভক্তি শ্রীগুরুর প্রতি
তাঁরও তো এ বিবাহে রয়েছে সম্মতি।
সেই দেবতুল্য জন তব আচরণে
হয়েছেন অপদস্থ ভেবে দেখ মনে।
কেন তবে অকস্মাৎ করি পলায়ন
সবারে বিপন্ন তুমি করিলে এমন!"

প্রভু কহে —"ভাবিবার কোথা অবসর
তদুপরি এ প্রসঙ্গ নহে রুচিকর।"
তথাপি নরেনদাদা করে অনুরোধ—
"ভাব ভাব ভাল করে ভাব হে প্রবোধ।"
দৃপ্ত কণ্ঠে প্রভু এবে দিলেন উত্তর—
"আমি কারো ভরসায় ছাড়ি নাই ঘর।
করি ব এবার ত্যাগ সঙ্গ আপনার।"
"ভাব ভাব "—বন্ধু তবু বলে বার বার।
অনন্তর একদিন নিত্যকার মত
গুরুপদরজ প্রভু গ্রহণে উদ্যত।
পবিত্র এ রজ তাঁর সঙ্গে সদা রহে
তা' দেখি নরেনদাদা ব্যঙ্গভরে কহে —
"পদরজ খাও তুমি পদাঘাত করি
কি তোমার গুরুভক্তি আহা মরি মরি!"
প্রভুর হৃদয়ে ভিড় করে চিন্তারাশি—
কেন হেন অনুরোধ করেন সন্ন্যাসী!
এ সবে তো নাই স্বার্থ বিন্দুমাত্র তাঁর
তবু কেন একই কথা বলে বার বার!
একে একে পূর্বকথা জাগিল স্মরণে
সবাকার মুখ ভাসে মানস নয়নে।
নরেন সুযোগ বুঝে বলে বন্ধুবরে—
"একবার চল গৃহে স্বল্পকাল তরে।
একান্তই চাহ যদি ছাড়িতে সংসার
দেশে গিয়ে অনুমতি নেবে সবাকার।
শ্রীগুরু অগ্রজ আর বিধবাকে বলে
আমার সাথেই তুমি কাশী যেও চলে।"
এই মত যুক্তি নিত্য করি প্রদর্শন
নরেন করেন জয় সুহৃদের মন।
সতীর্থের উপদেশে অনুরোধে শেষে
সম্মত হলেন প্রভু ফিরে যেতে দেশে।
'শুভস্য শীঘ্রম্' নীতি মেনে সসম্মানে
অনতিবিলম্বে যাত্রা হল বাষ্পযানে।

পথিমধ্যে মগরাতে বিনোদ মোদক
দেখিল ফিরিছে গৃহে যুবা পলাতক ।
কহিল—"খুব তো বাছা আক্কেল তোমার !"
উলটিয়া গেল মত হঠাৎ আবার।
ভরাডুবি হয় বুঝি পথপ্রান্তে এসে
নরেন কহিল তাই বন্ধুর উদ্দেশ্যে—
"ঘরে ফিরে চল বন্ধু শোন মোর কথা
চিরদিন অনুতাপ করিবে অন্যথা।"
নরেনের জ্ঞানগর্ভ নানা উপদেশে
চলিলেন পুন প্রভু গৃহের উদ্দেশে।
বাষ্পযানে চড়ি ত্বরা ত্রিবেণী ষ্টেশনে
খামারগছিতে হন হাজির দুজনে।
জ্যৈষ্ঠে এক একাদশী দিনে পলায়ন
পরবর্ত্তী দ্বাদশীতে পুন আগমন।
সংসার ত্যাগের লীলা স্মরি মনে মনে
দাস জনার্দ্দন করে প্রণতি চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলা চিন্তা—৬

।। বিবাহ —১৩২৩।। স্ত্রীর কর্ত্তব্য ।।

প্রভুর সংসারবাসে নাই প্রয়োজন
চাহেন কাটাতে তাই মায়ার বন্ধন।
সংসারের প্রয়োজন প্রবল প্রভুরে
তাই তাঁরে নাহি পারে যেতে দিতে দূরে।
পাপীতাপীগণে ভঁরা এ বিশ্ব সংসার
প্রভু বিনা কে করিবে তাদের উদ্ধার।
কে করিবে সংসারের ভার বিমোচন
সংসার প্রভুরে বুঝি ডাকে সে কারণ।
পলাতক প্রভু পুণ্য পুরী পরিহরি
পুন প্রত্যাগত গৃহে তাই কৃপা করি।

করিল স্বগৃহে সবে সন্তোষ প্রকাশ
ছাড়িল কন্যার মাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস।
শ্রীগুরুর শোকাবেগ হল প্রশমিত
হারানিধি যেন তাঁর হল হস্তগত।
প্রভু ভেবেছেন বিয়ে ভেঙ্গেছে নিশ্চয়
গৃহে ফিরে বুঝিলেন কাটে নাই ভয়।
সংসার ত্যাগের কথা শুনি অকস্মাৎ
পেয়েছেন পাত্রীপক্ষ প্রচণ্ড আঘাত।
কাতর কন্যার মাতা সিদুরে শুধান—
"অন্যত্র হবে কি করা পাত্রের সন্ধান? ।
শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বালা জননীরে কয় —
"তাঁরই সাথে দিস্ বিয়ে অন্য কোথা নয়।"
একাদশ বৎসরের নিতান্ত বালিকা
জ্বলন্ত অগ্নির যেন সমুজ্জ্বল শিখা।
কেমনে এ সমস্যার হবে সমাধান
আকুল জননী ভেবে কূল নাহি পান।
অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন কথা—
"দুশ্চিন্তা করুন ত্যাগ—পালাবে সে কোথা।
আজ হোক কাল হোক আসিবে সে ফিরে
সিদুকেই বধূরূপে আনিব এ ঘরে।
যদ্যপি সে ষোল বর্ষ করে অতিক্রম
তবু এ কথার নাহি হবে ব্যতিক্রম।"
আবার নূতন করে দিন হল স্থির
প্রভুর অন্তরে করে চিন্তারাশি ভীড়।
বালিকার কথা ভাবি পান মনে কষ্ট
অসময়ে এ জীবন হবে তার নষ্ট।
অজানা আতঙ্ক জাগে অন্তরের কোণে
ভাবেন— বন্ধন হেন সহিব কেমনে।
কেহ নাহি রাখে তাঁর মনের খবর
শুভকর্ম্ম অগ্রাণেতে হল অতঃপর।
নববধূ সহ প্রভু বিবাহের পরে
চলিলেন গৃহপানে পালকিতে চড়ে।

পথ দীর্ঘ বাহকেরা চলে দ্রুতগতি
ভিতরে নীরবে বসে নবীন দম্পতি।
যেতে যেতে শুধালেন প্রভু কৌতূহলে
"এ বিয়ে না হত যদি কী হত তা'হলে?"
সরলা বালিকা বলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন
"কুমারী-ই রহিতাম তবে চিরদিন।"
দেখালেন যুক্তি প্রভু বিপক্ষে প্রবল
"এ কাজ হিন্দুর ঘরে একান্ত অচল।"
তেমনই সহজ কণ্ঠে বলে সেই বালা
"মরণের পথ আছে চিরকাল খোলা।"
"আমি যদি মরি?" প্রভু কহেন তখন
বধূ বলে—"ও কথা না কর উচ্চারণ।
আমাদের গাঁয়ে আছে দেবী সিদ্ধেশ্বরী
সম্পদে বিপদে মোরা তাঁকে সদা স্মরি।
অপার করুণা তাঁর সন্তানের প্রতি
করেন মোচন সদা আর্ত্তের দুর্গতি।
মানত করিব পূজা দেবীর দুয়ারে
তাঁর কৃপাবলে নাথ বাঁচাব তোমারে।"
বালিকার হেন উক্তি জাগায় বিস্ময়
কোথা হতে লভিল সে এ হেন প্রত্যয়!
নববধূ সাথে এই প্রথম আলাপ
এঁকে দিল চিত্তে যেন তৃপ্তিভরা ছাপ।
যথাকালে বধূসহ ফিরিলেন ঘরে
বধূরে বরণ সবে করিল সাদরে।
ছোট মেয়ে 'সিদ্ধেশ্বরী' ডাক নাম 'সিদু'
হলেন 'কমলা দেবী' হেথা কুলবধূ।

বাড়িল প্রভুর এক দায়িত্ব মহান
বধূরে করেন অতি যত্নে শিক্ষা দান।
মহামূল্য উপদেশে গাঁথি রত্নহার
বালিকা বধূরে দেন প্রীতি উপহার ঃ—

"মনে থাকে যেন —
নারী নহে শুধু বিলাসসঙ্গিনী,
সুখ সাগরের বাষ্প।
সম্পদের সাথী, সুখের কপোতী,
বসন্তের বনপুষ্প।।
প্রেম প্রীতি দয়া চির প্রবাহিনী,
নারী সে জাহ্নবী নীর।
নন্দনের চির ফুল্ল পারিজাত
শান্তি এ পৃথিবীর।।
আত্ম-বিসর্জ্জন জীবনের ব্রত,
পতি সেবা তার ধর্ম্ম।
সতীত্ব তাহার শাণিত কৃপাণ,
সতীত্ব কঠিন কর্ম্ম।।"
প্রাণের কমলা,
সিদু, বিধির বিধানে
পড়িয়াছি বাঁধা মোরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
ফিরিবার পথ এবে চিরতরে বন্ধ
বড়ই কঠিন পতি-পত্নীর সম্বন্ধ।
পত্নী যদি হয় মূর্খ কিম্বা অশিক্ষিত
তাহারে শিক্ষিত করা স্বামীর দায়িত্ব।
ভার্য্যার কর্ত্তব্য সেই সুশিক্ষা গ্রহণ
পতি আজ্ঞা নির্ব্বিচারে সতত পালন।
যে নারী এ শিক্ষা নিতে সম্মত না হয়
তাহারে ত্যজিলে নাহি স্পর্শে প্রত্যবায়।
নিতান্ত বালিকা তুমি তাই হে কমলা,
প্রয়োজন হল এই কথা ক'টি বলা।
মুখে-বলা কথা যদি হয় বিস্মরণ
সে কারণ লইলাম মসীর শরণ।
নির্ব্বিচারে ভাল তুমি বেসেছ যেমন
তেমন ভাবেই ক'রো আদেশ পালন।
কমলা, যখনই পাবে সময় সুযোগ
এই উপদেশ পাঠে দিও মনোযোগ।

এখন হতেই নব জীবন গঠনে
দিবারাত্র কর চেষ্টা কায়-বাক্য-মনে।
মোটামুটি মনে রেখো এই সার কথা
সতী রমণীর পতি পরম দেবতা।
পতি আজ্ঞা পালনীয় সকল সময়
পতি তুষ্ট হলে ভবে সবে তুষ্ট হয়।
কলহ না করে সতী কভু পতি সনে
সতীত্বের হানি পরপুরুষ দর্শনে।
সতী রমণীর নাই পৃথক অস্তিত্ব
পতির অস্তিত্ব মাঝে রহে নিমজ্জিত।
সতীনারী ভক্তিমতী দেবদ্বিজ প্রতি
'নারীর ভূষণ লজ্জা'—মহাজন উক্তি।
সতীনারী কভু নাহি করে অহংকার
নিখিল জীবের প্রতি সমদৃষ্টি তাঁর।"

হেন মতে হল সুরু নূতন জীবন
সংসার অচিরে হয়ে ওঠে তপোবন।
শ্রীবিজ্ঞান বলিলেন বুঝি এ কারণে—
এতকাল যেত যারা সাধু দরশনে,
গৃহীরে দেখিতে তারা আসিবে এবার
আশ্রমের পরিবর্ত্তে দেখিবে সংসার।"
প্রভুর বিবাহ লীলা অতীব মধুর
স্মরণে বন্ধনভয় হয়ে যায় দূর।
দাস জনার্দ্দন স্মরি সে লীলা মহৎ
প্রভুর চরণে করে কোটি দণ্ডবৎ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা — ৭

।। গুরুসেবা।। দ্বিতীয়বার শিবদর্শন — ১৩২৪ ।।

।। জন্মান্তরীণ স্মৃতি — ১৩২৪।।

বিবাহের পরও প্রভু পূর্ব্বেকার মত
বিষয় সংসার প্রতি সদা অনাসক্ত।
করেন কর্ত্তব্য স্বীয় সযত্নে সাধন
নাই মায়া নাই মোহ নাহিক বন্ধন।
সংসারে আয়াস ভোগে নাই অবকাশ
চলে পুন পূর্ব্ববৎ গুরুগৃহে বাস।
অবিরাম গুরুসেবা চলে প্রাণপণে
রুচি নাই পুঁথিগত বিদ্যা আহরণে।
যে বিদ্যার স্পর্শে ভরে মহানন্দে প্রাণ,
সর্ব্ববিধ অজানার হয় অবসান,
সফল সার্থক হয় মর্ত্ত্যে আগমন,
সে দুর্লভ বিদ্যা যারে করে আকর্ষণ,
দেহ গেহ পরিজন বিষয় বৈভব
সব পরিহরি ছোটে সে মহামানব
শ্রীগুরুর উপদেশ অনুখন স্মরি
গুরুবাক্যে বেদবাক্যে সমজ্ঞান করি,
শিরোপরি যত্নে ধরি শ্রীগুরুচরণ
গুরুর সন্তোষ লাগি করে প্রাণপণ।
যে পুণ্য লগনে মেলি প্রসন্ন নয়ন
শ্রীগুরু করেন শিষ্যে আশীষ বর্ষণ।
সে শুভ সময়ে সর্ব্ব দুঃখ হয় নাশ
জ্ঞানালোকে পূর্ণ হয় হৃদয় আকাশ,
নির্ম্মল আনন্দে যায় প্রাণ মন ভরে
থাকে না অলভ্য কিছু বিশ্ব চরাচরে।
এ বিদ্যার তরে প্রভু সাগ্রহে সতত
গুরুগৃহে শতকর্ম্মে রহেন নিরত।

একমাত্র গুরুসেবা করেছেন সার
গৌণ কর্ম্ম অধ্যয়ন পূজার্চ্চনা আর।
চাষের সময় মাঠে যান প্রতিদিন
চলে সেথা সেবাকর্ম্ম বিরামবিহীন।
গুরুর জমিতে জল হলে প্রয়োজন
অন্য জমি হতে শিষ্য করে আনয়ন।
ন্যায় অন্যায়ের সেথা নাহিক বিচার
শ্রীগুরুর সেবা প্রতি লক্ষ্য মাত্র তাঁর।
প্রতিবাদে কান নাহি দেন এইকালে
গুরুসেবা চলে তাঁর আপন খেয়ালে।
নিশা অবসানে যান কৃষাণের বাড়ী
চাষীদের নিয়ে মাঠে যান তাড়াতাড়ি।
বহিয়া আনেন মাঠে তাদের খাবার
কৃষিকর্ম্মে কেটে যায় সারাদিন তাঁর।
স্বহস্তে ফসল তুলি গরুর গাড়ীতে
শস্য সহ শিষ্য আসে গুরুর বাড়ীতে।
মনে হয় ধরি এই যুবকের কায়া
আরুণি বা উপমন্যু এসেছে ফিরিয়া।
সেবারের সে সেবায় ভরে নাই মন
নব কলেবরে তাই পুন আগমন।
সেবার করেছে সেবা গুরুর আদেশে
এবারের গুরুসেবা ভিন্ন পরিবেশে।
অথবা যে গুরুসেবা ভুলেছে ভারত
ভুলেছে যে সনাতন আদর্শ মহৎ,
সেই সেবা সে আদর্শ করিতে উদ্ধার
শিষ্য সাজি হেন লীলা চলিছে আবার।

শিষ্য অনুরূপ গুরু দেব যোগেশ্বর
সীমাহীন স্নেহ তাঁর শিষ্যের উপর।
প্রবোধ তাঁহার কাছে নহে শিষ্যমাত্র
পুত্রের অধিক সে যে অতি প্রিয়পাত্র।

ভগ্নীপতি ভ্রাতা পুত্র ছাত্র একাধারে
"প্রবোধ আমার সব" বলেন সবারে।
একদিন বলিলেন শিষ্যেরে ডাকিয়া—
"তোমার হল না কিছু এখানে থাকিয়া।
সকলে বলিবে শেষে দাশু ভট্টাচার্য্য
করায়েছে দিবারাত্র সংসারের কার্য্য।
তাই বলি এইবার পাঠে দাও মন
ইচ্ছা হয় কর তুমি অন্যত্র গমন।"
প্রভুর ধারণা মনে—বেদান্তের জ্ঞান
সর্ব্ব দুঃখ হতে জীবে করে পরিত্রাণ।
বেদান্ত পাঠেতে তাই অভিলাষ মনে
করিলেন নিবেদন শ্রীগুরুচরণে।
অতিশয় হৃষ্টচিত্তে গুরু যোগেশ্বর
করিলেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা সত্বর।
চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে পুণ্য পরিবেশে
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী বিখ্যাত এ দেশে।
গুরুর নির্দ্দেশে করি সেথায় গমন
ঈপ্সিত বেদান্ত পাঠে সঁপিলেন মন।
সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ পড়ান যতনে
ব্যাধি হল বাধা হেথা বিদ্যা আহরণে।
নানা ব্যাধি একযোগে করে আক্রমণ
ভাবিলেন মনে প্রভু নিকটে শমন।
সুরু হল পূর্ণোদ্যমে প্রচণ্ড সংগ্রাম
অস্ত্র তাঁর তীক্ষ্ণধার শ্রীগুরুর নাম।
দিনে রাতে চারিবার বসি পদ্মাসনে
সাধনায় হন মগ্ন নিত্য প্রাণপণে।
জপ চলে অবিরাম নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
'ওম্ গুরু' মহানাম অখণ্ড বিশ্বাসে।
অধ্যাপক মহাশয় দেন উপদেশ—
"সংক্ষেপে আহ্নিক আদি কর বাছা শেষ।
বেশী করে কর পাঠ পুস্তক সকল
পরীক্ষাতে হবে তবে অত্যুত্তম ফল।"

পরীক্ষা বিষয়ে নাই প্রভুর আগ্রহ
উপাধির প্রতি নাই স্বল্পতম মোহ।

গঙ্গাতীরে অবস্থিত ভূদেব ভবন
দোতলার ঘরে থাকে ছাত্র দুইজন।
সেই ঘরে থাকি প্রভু যতনে সতত
সাধন ভজন পাঠে রহেন নিরত।
এখানেই একদিন হল দরশন
বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সনাতন।
শিবশক্তি রূপ ধরি নির্গুণ অরূপ
করেন দর্শন দান অতি অপরূপ।
বঙ্গাব্দের তেরশত চতুর্ব্বিংশ সাল
তারিখ তেইশে পৌষ মধ্যরাত্রি কাল।
গভীর নিদ্রায় মগ্ন বিশ্ব চরাচর
প্রভুর কার্য্যের এই শ্রেষ্ঠ অবসর।
শয্যার উপর বসি বদ্ধ পদ্মাসনে
অচিরে হলেন মগ্ন গভীর সাধনে।
কিছুক্ষণ পরে ত্যাগ করি সে আসন
আঁখি মুদি রহিলেন ধ্যানে নিমগন।
ধ্যানেতে কিয়ৎক্ষণ কাটিল যখন
আবির্ভূত হন হৃদে শিব পঞ্চানন।
সাদা রঙ ধবধবে শিরে জটা জাল
শোভে সেথা অর্দ্ধচন্দ্র পরা বাঘছাল।
তিনটি নয়ন হাতে ডমরু ত্রিশূল
দেখিছেন স্পষ্ট প্রভু নাই কোন ভুল।
জাগিল অন্তর মাঝে আনন্দ বিস্ময়
শুধালেন—"কে আপনি দিন পরিচয়"
স্নিগ্ধ কণ্ঠে আগন্তুক দিলেন উত্তর—
"আমি তোর গুরুদেব আমি মহেশ্বর।
বাল্যকালে একবার দিয়েছি দর্শন
চিনিতে পারিস নাই আমায় তখন।"

প্রভু কয় সবিনয়—"গুরু যদি হন
করান এ দাসে তবে ইষ্ট দরশন।"
প্রভু মুখে শুনি হেন প্রার্থনার বাণী
পঞ্চমুখে ইষ্টমন্ত্র জপে শূলপাণি।
স্কন্ধদেশ হতে তাঁর স্বল্পকাল পর
নেমে এল মাতৃমূর্ত্তি অতি মনোহর।
"কে আপনি, হে জননী ?"— প্রভু প্রশ্ন করে
"আমি তোর মাতা"— মূর্ত্তি কহিলা উত্তরে।
যুবকের জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মদেহখানি
স্নেহভরে ক্রোড় 'পরে নিলা দেবী টানি।
অতঃপর কানে কানে সুমধুর স্বরে
ইষ্টদেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করে।
সমকালে তালে তালে বাজিয়ে ডমরু
নেচে নেচে পঞ্চমুখে মন্ত্র জপে গুরু।
ইষ্টমন্ত্র গেল ক্রমে এল 'রাম রাম'
স্বল্প পরে তাও গেল এল 'ওম্ ওম্'
ক্রমে রাম ওম্ আদি গেল মন্ত্র সব
সর্পের গর্জ্জন সম এল উচ্চ রব।
উঠিছে ভিতর থেকে সেই গরজন
সহসা সংলগ্ন হল ভ্রূমধ্যে নয়ন।
গোলাকার জ্যোতি সেথা হল দরশন
অসীম আনন্দে পূর্ণ হল প্রাণ মন।
দীর্ঘক্ষণ ভাবমগ্ন লুপ্ত বাহ্যজ্ঞান
অবশেষে হয়ে আসে নিশা অবসান।
কলের বাঁশীর শব্দে ভোর চারিটায়
লভিলেন বাহ্যজ্ঞান প্রভু পুনরায়।

অতঃপর শিক্ষকের নিয়ে অনুমতি
পদব্রজে দিগসুয়ে যান দ্রুতগতি।
রাতে যবে গৃহে সবে করিল শয়ন
গুরু পাশে প্রভু বসে সেবিছে চরণ।

বিগত রাতের শিব দর্শন বিষয়
করিলেন নিবেদন প্রভু এ সময়।
বলিতে বলিতে শুনি সেরূপ গর্জ্জন
ভ্রূমধ্যে সংলগ্ন পুন হল দু নয়ন।
শিষ্যের সে ভাবান্তর করি বিলোকন
করেন অভয়বাণী গুরু উচ্চারণ—
"মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবঃ
পরমগুরুর হল দরশন তব।
সম্মুখে এগিয়ে চল নাই কোন ভয়
কৃতার্থ হবেই তুমি—জেনো সুনিশ্চয়।"
পরদিন আসিলেন চুঁচুড়ায় ফিরে
বিস্ময়ে অবাক সবে তাঁর ব্যবহারে।
সময়ের জ্ঞান নাই আহার নিদ্রায়
বাক্য আর আচরণ উন্মাদের প্রায়।
চারিদিকে রব ওঠে 'পাগল' 'পাগল'
পাগল বলিছে তাঁরে সহপাঠীদল।
শিক্ষক বেদান্তশাস্ত্রী অতি বিচক্ষণ
অনুরূপ অভিমত করেন পোষণ।
বিপিনবিহারী নামে ছাত্রের বিশ্বাস—
আহারের দোষে যোগ হয়েছে প্রকাশ।
কে কী বলে সে বিষয়ে লক্ষ্য মাত্র নাই
আপন ভাবেতে প্রভু মগন সদাই।
কত গীতি বিরচিত হয় অনায়াসে
আপনা হতেই ভাব ভাষা সুর আসে।
সরম সঙ্কোচ নাই এতটুকু মনে
গাহেন মধুর কণ্ঠে সজনে বিজনে ঃ—
"ভবে পাগল নয় কে রে
তুমি পাগল আমি পাগল পাগল তো সবাই রে।
বিষয় নিয়ে পাগল হয়ে ভাস সদা আঁখিনীরে
গুরু বলে হলে পাগল শান্তি ধারা বয় রে।
সুখের পসরা লয়ে গুরু বেড়ান দ্বারে দ্বারে
নিব না নিব না করে থাক সদা দূরে দূরে।।

ভবের সুখ দুঃখ লয়ে আর তুমি থেক না রে
(তোর) দুঃখ সুখের বিষয় বোঝা চাপিয়ে দেরে গুরুর ঘাড়ে।
যেখানে সেখানে থাক ডাক সদা গুরু বলে
ছুটে এসে কোলে নিয়ে দিবেন প্রবোধ রে।"

জিভ তাঁর অনিবার জয়গুরু বলে
সন্ধ্যাপূজা নিত্যকর্ম্ম যথাযথ চলে।
বসন্তপঞ্চমী দিনে এই বৎসরে
দিগসুয়ে জপে মগ্ন প্রভু বদ্ধ ঘরে।
অকস্মাৎ এ সময়ে হল দরশন
ঊর্দ্ধ হতে আসিছেন সাধু একজন।
মাতৃভক্ত সুবিখ্যাত সাধক মহান
দিয়েছেন জগতেরে সত্যের সন্ধান।
যুগ-অবতার রূপে খ্যাতি চারিধারে
লক্ষ প্রাণ আজো পূজে ভক্তিভরে তাঁরে।
প্রশ্নে চিত আলোড়িত এ দৃশ্য দর্শনে
কে এ সাধু —আগমন কীবা প্রয়োজনে।
সহসা রহস্যদ্বার হল উদ্‌ঘাটিত
সত্যের দীপ্তিতে চিত্ত হল উদ্ভাসিত।
দেখিলেন প্রভু সেই উজ্জ্বল আলোকে
বিগত জন্মের দৃশ্য বিস্ময়ে পুলকে।
স্বয়ং এ সাধুরূপে করি আগমন
করেছেন পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্ম সংস্থাপন।
দেখিলেন বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ
মহাজীবনের এক আলেখ্য মহৎ।
কহিলেন অকস্মাৎ ব্যথাহত প্রাণে—
"এ জন্মেও মুক্তি মাগো দিলি না সন্তানে।"
নয়ন নিঃসৃত নীরে তিতিল শ্রীঅঙ্গ
স্বল্পকাল মধ্যে তাঁর ধ্যান হল ভঙ্গ।

শ্রীগুরুচরণে সব করিয়া বিবৃত
শুধান—"মস্তক মোর হল কি বিকৃত?"

অকস্মাৎ আজ একি হল দরশন ?
এ সকল হয় যদি উন্মাদ লক্ষণ ।
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন এবার
প্রয়োজন হয় যদি দেখান ডাক্তার।"
গুরুদেব দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন অভয়—
"কে বলে পাগল তুমি —ত্যজহ সংশয়।"
শ্রীগুরুর মুখে শুনি এমত আশ্বাস
সংশয়ের আর নাহি রহে অবকাশ।
সত্বর সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব হল দূর
শান্ত হল চিন্তাকুল অন্তর প্রভুর।
বুঝিতে প্রভুর লীলা নাহিক শকতি
দাস জনার্দ্দন করে শ্রীচরণে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা — ৮

।। পূর্ণতা প্রাপ্তি ।। গুরু প্রভৃতিকে ইষ্ট প্রদর্শন ।।
।। শ্রীগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি ।। প্রভুর দীনতা—১৩২৪ ।।

দোল মহোৎসব এল স্বল্পকাল পর
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী আনন্দে মুখর।
প্রতিপদে হয় দোল ব্রজনাথজীর
সে কারণ গৃহে প্রভু হলেন হাজির।
স্মরণীয় তিথি পুণ্য দোল পূর্ণিমাতে
পূর্ণত্বের অনুভব লভিলেন রাতে।
অফুরন্ত শক্তি আর আনন্দপ্লাবনে
ভরে গেল দেহ মন সেই শুভ ক্ষণে।
দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ হল অবসান
"যদা যদা হি ...." বোধে হল অধিষ্ঠান।
এ বিচিত্র অনুভূতি বর্ণন না যায়
বাক্য হেথা মূঢ় মূক বুদ্ধি অসহায়।

বাণীবন্দনার দিন জপের সময়
পেয়েছেন স্বরূপের স্পষ্ট পরিচয়।
হৃদয় মাঝারে তবু ছিল এ জিজ্ঞাসা—
বার বার এ প্রকার কেন যাওয়া আসা?
প্রারব্ধক্ষয়ের তরে এই যাতায়াত
নাই কি অপর কোন উদ্দেশ্য মহৎ ?
অবতার কল্প যিনি সাধক মহান
প্রারব্ধের হাতে তাঁরো নাই পরিত্রাণ !
এবার পেলেন সেই প্রশ্নের উত্তর
উঠিছে অন্তর মাঝে আজি নিরন্তর।
অভয় অমৃতভরা শাশ্বতিক বাণী ঃ—
"যবে যবে হয় ভবে ধরমের গ্লানি ,
দিকে দিকে অধর্ম্মের হয় অভ্যুত্থান
সেই কালে মায়াবলে হই দেহবান।
করিবারে পরিত্রাণ সাধুসন্তগণে ,
ভ্রষ্টাচারী দুষ্টদের বিনাশ সাধনে ,
সনাতন ধর্ম্ম পুন সংস্থাপন তরে
যুগে যুগে আবির্ভূত হই পৃথ্বী 'পরে ।"

যথাকালে দোলপর্ব্ব হলে সমাপন
দিগসুয়ে পরদিন করেন গমন।
ভাবে ডগমগ শিষ্যে দেখিয়া সম্মুখে
"কিম্?" এই প্রশ্ন এল শ্রীগুরুর মুখে।
সংক্ষেপে "আসুন" শিষ্য বলি সবিনয়ে
গেলেন গোয়ালগৃহে গুরুদেবে লয়ে।
গুরুপত্নী অর্দ্ধাঙ্গিনী এই দুই জন
সেই স্থানে উপস্থিত হলেন তখন।
টোলের জনৈক ছাত্র সুশীল কুমারে
প্রহরায় নিয়োজিত করা হল দ্বারে ।
গুরুদেব গুরুপত্নী অতীব সত্বর
দাঁড়ালেন পূর্ব্বমুখে ঘরের ভিতর।

তাঁদের সম্মুখভাগে প্রভু সপত্নীক
দাঁড়ালেন মুখ রাখি শ্রীগুরুর দিক।
ঊর্দ্ধপানে তুলিলেন প্রভু ডান হাত
অলৌকিক অনুভূতি এল অচিরাৎ।
মুহূর্ত্তে বিচিত্র এক ভাবের তরঙ্গে
কম্পন আরম্ভ হল সবাকার অঙ্গে।
আনন্দসাগরে যেন ভাসিছেন সবে
ঈপ্সিত দর্শনলাভ হল অবিলম্বে।
ভাবের আবেশে গুরু হলেন বিহ্বল
মাতালের মত দেহ করে টলমল।
বাহিরের ঘরে করি সত্বর গমন
শয্যার আশ্রয় তিনি করেন গ্রহণ।
সমিতির মহোৎসব চলিছে তখন
শ্রীগুরুর উপস্থিতি সেথা প্রয়োজন।
কিন্তু তাঁর চলিবার নাহিক শকতি
ধরে ধরে নিয়ে যান বন্দ্যোঃ দাশরথি।
আবিষ্ট রহেন ভাবে তিন চারি দিন
ক্রমে তাঁর ভাবাবেশ হয়ে এল ক্ষীণ।
সীমাহীন বেদনায় ভরিল অন্তর
একদা কহেন শিষ্যে গুরু যোগেশ্বর—
"বহুজন্ম করি জীব কঠোর সাধন
গুরুর কৃপায় লভে ইষ্ট দরশন
করায়ত্ত্ব হলে সিদ্ধি প্রযত্ন ব্যতীত
দীর্ঘকাল কভু তার না হয় স্থায়িত্ব।
একদিন কহিলেন গুরু পুনরায়—
"করাও দর্শন কিছু আবার আমায়।"
পুরাইতে শ্রীগুরুর হেন অভিলাষ
সানন্দে করেন প্রভু সযত্ন প্রয়াস।
শ্রীগুরুর হল পুন দরশন লাভ
স্থায়ী নাহি হল চিত্তে আনন্দের ভাব।
চিন্তায় বিষণ্ণ তাই শ্রীগুরুর প্রাণ
শিষ্যের উপর বুঝি হল অভিমান।

কহিলেন পুনরায় শিষ্যেরে একদা—
"করেছ লঙ্ঘন তুমি সত্যের মর্য্যাদা।
করেছিলে অঙ্গীকার দীক্ষার সময়
তুল্যফলপ্রদ যেন মন্ত্রগ্রাম হয়।
কেন দুজনার ক্ষেত্রে এই ব্যবধান
কেন নাহি হল ফল সমান সমান।"
সাময়িক অভিমান লইল বিদায়
ভরিল গুরুর চিত্ত অসীম শ্রদ্ধায়।
অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি বিস্ময় বিশ্বাস
সুললিত ছন্দরূপে লভিল প্রকাশ।
সে কাব্য কুসুম করি সযত্নে চয়ন
করিলেন গুরুদেব অর্ঘ্য নিবেদন ঃ—
"গুরুর্ব্বা শিষ্যোবা ভবসি কতরো ন বিদিতং
অহং তে ত্বং মে বৈ প্রকৃতি সুলভাৎ তৎ সুবিদিতম্ ।
গুরুশ্চেৎ শিষ্যোহহং শরণমুপগতং পাহি (শাধি) কৃপয়া
শিষ্যশ্চেৎ কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে।।"
গুরু কিম্বা শিষ্য তুমি, নাহি জানি, কে হও আমার
আমি তব তুমি মোর সহজেই জেনেছি এ সার ।
(তুমি) গুরু হলে, শিষ্য আমি, কর কৃপা নিলাম শরণ
শিষ্য হলে বল কোন উপাদানে তোমার গঠন।।
আধ্যাত্মিক রাজ্যে কেবা দেখেছে এমন
গুরু করে শিষ্যপদে আত্মনিবেদন !
কি কারণে শ্রীগুরুর হেন ব্যবহার
কে করিবে মুক্ত এই রহস্যের দ্বার !
এ বিশ্ব সংসারে যিনি প্রকৃত মহান
তাঁর চিত্তে নাহি রহে মিথ্যা অভিমান।
শিষ্যের মাঝারে করি শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন
কিম্বা হেরি অলৌকিক শক্তির স্পন্দন ,
বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাহি জাগে তাঁর মনে
কনিষ্ঠের পদতলে আত্মনিবেদনে ।
অসংকোচে করি স্বীয় দীনতা স্বীকার
শ্রেষ্ঠের মহত্ত্ব বিশ্বে করেন প্রচার।

সবাকার শ্রদ্ধাস্পদ মহান মানব
তরুণ শিষ্যের তাই করিলেন স্তব।
যোগ্যজন প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন
শ্রীগুরুর মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গুরুর প্রশ্নের প্রভু দিলেন উত্তর
নিগূঢ় রহস্য তায় হল গূঢ়তর ঃ—
"দীনতম করে দাও হে গুরু আমাকে
এ দীনতা যেন মোর চিরদিন থাকে।
চরাচর বিশ্ব মাঝে হয় যাহা দৃষ্ট
সবার অধম আমি অতীব নিকৃষ্ট।
সবাই আমার গুরু আমা হতে বড়
এ বিশ্বাস হে শঙ্কর করে দাও দৃঢ়।
দাও দেব দূর করে সব অহঙ্কার
নত করে দাও শির চরণে সবার।
ত্রিভুবনে যাহা কিছু মহান সুন্দর
ঘৃণিত নিন্দিত যাহা অতি ভয়ঙ্কর ,
ভাল মন্দ ছোট বড় সকলের মাঝে
রয়েছ হে গুরু তুমি সাজি নানা সাজে।
পেয়েছি যে শক্তি আর পেয়েছি যে জ্ঞান
সে তোমারি কৃপা দেব সে তোমারি দান।
যে আনন্দে ভরপুর আজি মোর প্রাণ
সে তোমারি দয়া দেব সে তোমারি দান।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু র্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
এই মহামন্ত্ররত্ন করিয়া প্রদান
দিয়েছ এ অধমেরে পথের সন্ধান।
কেমনে এ মহামন্ত্র করিলে সাধন ,
কেমনে করিলে এই মন্ত্র উচ্চারণ ,
বৈখরী মধ্যমা আর পশ্যন্তীর স্তর
অতিক্রম করি আমি হব অগ্রসর ,

পৌঁছে যাব নাদময় পরা অবস্থায়
বলে দাও হে গুরু সে সাধন উপায়।
হে মনুষ্য পশু পক্ষী অনল অনিল
আকাশ অবনী কীট পতঙ্গ সলিল
সেবক-অধম আমি তোমা সবাকার
তোমাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা আমার —
শিখাও এ মহামন্ত্র সাধিব কেমনে
কী করিলে এই ভাব স্থায়ী হবে মনে।
তোমারি প্রদত্ত ভাব ভাষাতে শঙ্কর
এ অধম দিল তব প্রশ্নের উত্তর।
শক্তি দাও শিক্ষা দাও সাধন প্রণালী
কায়মনোবাক্যে যেন অবিরাম বলি —
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর
পরব্রহ্ম সে গুরুরে নমি নিরন্তর।"
মন তবু নাহি হয় সংশয় বিহীন
গুরুদেব বলিলেন পুন একদিন —
"মেস্‌মেরিজম্ তুমি করেছ নিশ্চয়।"
শিষ্য বলে "কেন হেন প্রশ্নের উদয় ?
জপতপ ছাড়া কিছু জানে না অধম
কেমনে করিব তবে মেসমেরিজম্ ?"
দেখেন বিচার করি গুরু সাবধানে
সত্য সত্য শিষ্য নাহি ভোজবাজী জানে।
গুরুগতপ্রাণ শিষ্য—নাহিক তুলনা
সে কি পারে গুরু সাথে করিতে ছলনা !
সংশয়ের কৃষ্ণ মেঘ গেল মন থেকে
বলিলেন তাই তিনি গৃহিণীরে ডেকে —
"শিষ্যেরে না দিও মোর ভুক্ত-অবশেষ
কোন কাজে আর তারে কোরো না আদেশ।"

যোগেশ্বর দাশরথি গুরুদেব যাঁর
নাহি পান আদি অন্ত যে মহালীলার ,

সে বিচিত্র লীলাকথা বর্ণিব কেমনে
চাঁদেরে ধরিতে কভু পারে কি বামনে !
কেবল বামন নহি অন্ধ দু' নয়ন
ধরা তো দূরের কথা না পাই দর্শন।
ভাবি বসে যদি কভু তাঁর কৃপা হয়
হতে পারে চিত্তাকাশে চন্দ্রের উদয়।
যে চরণে কোটি চন্দ্র শোভে সর্বক্ষণ
সে চরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৯

।। উত্তমাশ্রমে জ্বালাময়ী ভাষণ — ১৩২৫ ।।

পূর্ণতা প্রাপ্তির পর প্রভু-প্রভাকর
আপন আভায় যেন দীপ্ত নিরন্তর।
কভু তাঁর স্নিগ্ধ ছটা হরে প্রাণ মন
কভু তীব্র তেজে তাঁর দারুণ দহন।
সাম্যের শিখরে চিত্ত করে বিচরণ
রাগদ্বেষ ভেদাভেদ ঘৃণামুক্ত মন।
অশুচি কুকুর সনে আহার্য্য গ্রহণে
নাহি জাগে বিন্দুমাত্র দ্বিধা তাঁর মনে।
আপন খেয়ালে 'খেপা' বলেন কখন—
"আয় আয় কে করিবি ঈশ্বর দর্শন।"
উন্মাদ সাব্যস্ত করি খেয়ালী যুবাকে
সবে প্রায় সরে যায় দূরে দূরে থাকে।
কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কখন কখন
সাড়া দেয় ভাগ্যবান দুই এক জন।
প্রয়োজন নাই পট্টবস্ত্র পরিধান
স্নান আদি নাই বিধি নাই অনুষ্ঠান।
একবার করি প্রভু শ্রীহস্ত অর্পণ
করান মুহূর্ত্ত মাঝে ঈপ্সিত দর্শন।

দুস্তর সাধন করি জন্ম-জন্মান্তর
বহুক্লেশে অবশেষে লভে যাহা নর ,
লভি হেন অনায়াসে সে মহা রতন
বিস্ময়ে আনন্দে সবে হয় নিমগন।
এ কি তব অভিনব কল্পতরু লীলা!
যে যা চায় তা-ই তায় যেচে দেখাইলা !!

চলেছেন সত্যাশ্রয়ী মহান সাধক
নিঃশঙ্ক নির্ভীক বীর উন্নত মস্তক।
বজ্রতুল্য মহাতেজে পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ
ভয় তাঁরে দেখি ভয়ে করে পলায়ন।
অসত্য অশিব যেথা—যেথা অসুন্দর
সত্য হয়ে ওঠে সেথা অতি ভয়ঙ্কর।
উচ্চ নীচ মূর্খজ্ঞানী সকলে সমান
তুল্য নিন্দাস্তুতি আর মান অপমান।
অন্যায় করেন যদি আত্মীয় বান্ধব
সমালোচনার কণ্ঠ না রহে নীরব।
গুরুজন যদি হন বেচাল বেহুঁশ
নাহি হয় স্তব্ধ সেথা সত্যের অঙ্কুশ!
দেখি তাঁর এ প্রকার উগ্র অভিযান
সকলে এ ধরাতলে ভয়ে কম্পমান।

উত্তম-আনন্দজীর তিরোধান তিথি
গ্রামবাসী উঠিয়াছে উৎসবেতে মাতি।
সঞ্চালক ধ্রুবানন্দ গিরি মহাশয় ,
প্রভু প্রতি প্রেম-প্রীতি তাঁর অতিশয়।
সম্পর্ক প্রভুর সাথে অতীব মধুর
আদর করিয়া তাঁরে ডাকেন 'শ্বশুর'।
স্বামিজীর স্নেহভরা এই সম্ভাষণ
প্রভুর অন্তরে করে আনন্দবর্দ্ধন।
পূজ্যপাদ মহারাজ উন্নত সাধক
আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁরে করেন যুবক।

যখনি নূতন কোন অনুভূতি আসে
আশ্রমেতে যান ছুটে স্বামিজী সকাশে।
অকপটে সব সেথা করেন বর্ণনা
সানন্দে স্বামিজী দেন প্রভুরে প্রেরণা।
উৎসব দিবসে প্রভু মধ্যাহ্নে যখন
আশ্রমে করেন অন্ন প্রসাদ গ্রহণ,
গিরি মহারাজ বসি সন্নিকটে তাঁর
বলিলেন—"একসাথে করিব আহার।"
অদ্ভুত প্রস্তাবে প্রভু নাহি হন রাজী
তবু পুন অনুরোধ করেন স্বামিজী
অবশেষে করি তাঁর সম্মতি আদায়
একত্রে আহারে রত হন দুজনায়।
অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র স্বামিজীর শিষ্য
বড়ই বিস্মিত হেরি বিচিত্র এ দৃশ্য।
স্বামিজী দিলেন তাঁরে কিঞ্চিৎ প্রসাদ
জ্যেষ্ঠ পেল কনিষ্ঠের উচ্ছিষ্টের স্বাদ।

আশ্রমে সেদিন এক মহতী সভায়
সভাপতি জমিদার ক্ষেত্র নাথ রায়।
আরো বহু জ্ঞানী গুণী সাধু সুধীজন
করেছেন অলঙ্কৃত বিভিন্ন আসন।
আশ্রমের অনুগত শিষ্য ভক্ত যত
দলে দলে সভাস্থলে হল সমাগত।
প্রভুরে বলেন পূজ্য গিরি মহারাজ
"তুই কিছু বল্ এই সভাস্থলে আজ।"
সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"এমত আদেশ এই দীনে কি কারণ?
কখন কী ভাব হবে অন্তরে উদয়
কী বলিতে কী বলিব মনে জাগে ভয়।"
স্বামিজীর পুনঃ পুনঃ সস্নেহ আদেশে
বক্তৃতা করিতে প্রভু উঠিলেন শেষে।

প্রথমে স্মরণ করি শ্রীগুরুচরণ
স্বকীয় শৈলীতে সুরু করেন ভাষণ।
গরজি উঠিল যেন সিংহ অকস্মাৎ
অথবা আকাশ হতে হল বজ্রপাত—
"থাকেন উত্তম সাধু একা নিরজনে
দু'জনে 'মিথুন' হয় 'গ্রাম' তিনজনে।
'নগর' সৃজন করে সাধু চারজন
এই হল সনাতন শাস্ত্রের বচন।
শাস্ত্রের অমোঘ বাণী করি অবহেলা
সাধু আজ আশ্রমেতে বসায়েছে মেলা।
স্বেচ্ছাচারী সাধু করে সত্যধর্ম্ম নাশ
মনে ভাবি হায় হায় এই কি সন্ন্যাস !
ত্যাগের মহান ব্রত দিয়া বিসর্জ্জন
বিষয়ীর মত সাধু ভোগপরায়ণ।
গোশালা গাভীতে ভরা গোলাভরা ধান
ফলে মূলে পরিপূর্ণ সাধুর বাগান।
কেন এ কৌতুকাবহ গেরুয়াধারণ
কেন এই বিড়ম্বিত সন্ন্যাস জীবন।
সাধু আজ ভোগোন্মত্ত বিষয়ের দাস
দেখি আর ভাবি মনে এই কি সন্ন্যাস !

শুভবুদ্ধি বিন্দুমাত্র থাকে যদি মনে
সব ফেলে যাও চলে একান্ত নির্জ্জনে।
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'
এই পণে এক মনে করগে ভজন।
অথবা সংসারে যাও ত্যজিয়া সন্ন্যাস
কামহীন কর্ম্মযোগ করগে অভ্যাস।
'আমি দাস' বোধে বাস করিলে সংসারে
অনায়াসে যাবে চলে ভব পারাবারে।
এখনো উপায় আছে হয়ো না হতাশ
ফিরে এস পথহারা এ নহে সন্ন্যাস।

অহো ! আজ দেখিতেছি কলির কী খেলা !
ঘুচে নাই যাহাদের হৃদয়ের জ্বালা ,
সাধু সেজে দেয় তারা ধর্ম্ম উপদেশ
শিষ্যভক্তগণে দেয় পথের নির্দ্দেশ।
এক অন্ধ দ্বারা অন্য অন্ধ নীয়মান
কে দিবে কাহারে আজি পথের সন্ধান !
দেশের দশের কি যে হল সর্ব্বনাশ
মনে তাই প্রশ্ন জাগে —এই কি সন্ন্যাস ! ......"

বাক্যস্রোত বহে যেন অগ্নির প্রবাহ
সহ্য নাহি হয় আর এ দারুণ দাহ।
ভেঙ্গে পড়ে শ্রোতাদের ধৈরযের বাঁধ
চারিদিক হতে ওঠে তীব্র প্রতিবাদ।
শুরু হল কোলাহল—বিকট চীৎকার
তাই দেখি মহারাজ দিলেন হুঙ্কার —
"সংযম হারায় যারা অপ্রিয় বচনে
কী লাভ তাদের বল ধর্ম্ম আচরণে।
সমালোচনায় যারা হয় ধৈর্য্যহারা
এসেছে কেন এ ধর্ম্মসভায় তাহারা!"
ক্ষণকাল মধ্যে শান্ত হল সভাস্থল
ভাবাবেগে বলিছেন প্রভু অনর্গল।
বল্গাহীন অশ্ব যেন গতির নেশায়
উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে বায়ুবেগে ধায়।
ধীরে ধীরে সাঙ্গ করি সুদীর্ঘ ভাষণ
আপন আসন প্রভু করেন গ্রহণ
রুদ্ররূপ যাদুবলে যেন অন্তর্হিত
মুহূর্ত্ত মাঝারে মূর্ত্তি মাধুর্য্যমণ্ডিত।

প্রভুর এ জ্বালাময়ী ভাষণ শ্রবণে
সভাপতি মহাশয় ক্ষুণ্ণ হন মনে।
কঠিন কঠোর বাক্য করি ব্যবহার
বর্ষিলেন প্রভু প্রতি বহু তিরস্কার।

উচ্চকণ্ঠে ভাষণের করি প্রতিবাদ
ঘোষিলেন সভামাঝে—"যুবক উন্মাদ"।
প্রভুর নিকট তুল্য শোক আর হর্ষ
তিরস্কার চিত্ত তাঁর নাহি করে স্পর্শ।
সভাশেষে প্রভু এসে স্বামিজী সকাশে
চরণে প্রণাম করি বিনয়ে জিজ্ঞাসে—
"ভাষণ কেমন হল বলুন এবার?
মহারাজ কহিলেন—"অতি চমৎকার।
এ সব বলার আজ ছিল প্রয়োজন।"
অনন্তর করিলেন গাঢ় আলিঙ্গন।
বিস্ময়ে এ দৃশ্য সবে করে বিলোকন :
গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারে মূঢ় জন।

অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র মহান উদার
ধর্ম্মে আর সত্যে গাঢ় অনুরাগ তাঁর।
তিনিও বক্তৃতাকালে ছিলেন আশ্রমে
শ্রীগুরুর নিন্দা তাঁরো বিঁধেছে মরমে।
তথাপি সহজে সত্যে করিয়া গ্রহণ
জানালেন কনিষ্ঠেরে মৌন সমর্থন।
পরদিন সারা গ্রাম ধিক্কারে মুখর
প্রভুর নিন্দায় সবে অতীব তৎপর।
বঙ্কিম কটাক্ষপাত করে বহুজন
অগ্রজ বঙ্কিম ক'ন উত্তরে তখন —
"যে কথা বলিতে অন্যে সাহস না করে
প্রবোধ বলেছে তাহা মুখের উপরে।
মন্তব্য করার আগে ভেবে দেখ ভাই
যে সাহস আছে তার তোমাদের নাই।
সত্য কথা বলা যদি অপরাধ হয়
তাহলে অন্যায় তার হয়েছে নিশ্চয়।"
নিন্দা শুনে প্রভু মায়ে কহেন কখন—
"পুত্রের প্রশস্তি গীতি কর মা শ্রবণ।"

এ ভাবে সকল নিন্দা করেন উপেক্ষা
চিত্তে নাহি পড়ে কোন বিক্ষোভের রেখা।

পরদিন নরিচার হরি ভট্টাচার্য্য
প্রভুরে আশ্রমে দেখি হলেন আশ্চর্য্য।
শুধালেন ''হেথা কেন পুন আগমন ?''
যথাযোগ্য আপ্যায়ন করে সাধুগণ।
একে একে প্রভু পদে প্রণাম করিয়া
বলে তারা—''বৃথা দাদা পরেছি গেরুয়া।
বলেছেন গতকাল যে কথা ভাষণে
তার মত খাঁটি সত্য নাই এ ভুবনে।
অন্তরেতে আনন্দের স্পর্শ নাহি পাই
সাধু সাজে এ জীবন কাটিল বৃথাই।''
শ্রদ্ধেয় মহিমানন্দ বলেন তখন—
''সভাস্থলে লজ্জাকর অতি অশোভন।
যে ঘটনা গতকাল হল সংঘটিত
তা' লাগি আমরা সবে অতীব দুঃখিত।''

প্রভু প্রতি এ প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন
সাধুদের মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট লক্ষণ।
ধন্য প্রভু ধন্য তাঁর নির্ভীক ভাষণ
ধন্য গিরি মহারাজ ধন্য সাধুগণ।
গুণগ্রাহী সাধু এঁরা উদার মহৎ
এঁদের সবার পদে করি দণ্ডবৎ।
যাঁর গুণগান করি ধন্য সাধুগণ
তাঁর পদে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা — ১০

।। ভ্রাতৃ বিয়োগ —১৩২৫।।

।। যোগ শিক্ষা।। আদর্শ গৃহী।।

একদিন টোলঘরে রাতে দিগসুয়ে
গুরুশিষ্য দুজনায় রয়েছেন শুয়ে।
আলনায় বাঁধা ছিল শয়ন-সম্ভার
বহনে অক্ষম রজ্জু সে বিষম ভার।
প্রভুর দেহের 'পরে পড়িল সে সব
বিকারবিহীন প্রভু রহেন নীরব।
শ্রীগুরু শুধান—"চাপা পড়িলে প্রবোধ?"
প্রভু কহে—"সেই মত হইতেছে বোধ।"
সে রাতের ক্ষুদ্র এই ঘটনা সহিত
লুক্কায়িত যেন ভাবী কালের ইঙ্গিত।
প্রভুর সুউচ্চভাব গেল চাপা পড়ে
দুঃখ তাঁরে ঘিরে ধরে স্বল্পকাল পরে।
বাবুদের বাড়ী পূজা করিবার তরে
গেলেন আশ্বিন মাসে প্রভু সিম্‌লাগড়ে।
দিগসুয়ে ফিরিলেন দুর্গাপূজা শেষে
ইনফ্লু-এন্‌জা হল গুরুগৃহে এসে।
কঠিন ব্যাধিতে হন অচেতন প্রায়
অচিরে আশ্রয় তাই নিলেন শয্যায়।
মাতা এসে শুশ্রূষায় হলেন নিযুক্ত
স্নেহের পরশে শীঘ্র হন রোগমুক্ত।
এলেন ডুমুরদহে অন্নপথ্য করে
এবার রোগের কোপ অগ্রজের 'পরে।
মরণ করাল হস্ত করিল বিস্তার
অগ্রজ বঙ্কিম নাহি পেলেন নিস্তার।
পতির বিরহে সতী স্বল্পকাল পর
পুত্র বিমলেরে রাখি গেল লোকান্তর।

ইন্‌ফ্লু-এন্‌জা মহামারীর আকারে
দেখা দিল ঘরে ঘরে গ্রামে চারিধারে।
মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সম্মুখে
অসীম আতঙ্ক জাগে সবাকার বুকে।
দিশেহারা গ্রামবাসী বড় অসহায়
এ বিপদে উদ্ধারের না পায় উপায়।
নিরাশার ঘনঘোর এই অমারাতে
এগিয়ে এলেন প্রভু আর্ত্তের সেবাতে।
শ্রীবিজ্ঞান আর কিছু উৎসাহী যুবক
এ মহান সেবোদ্যোগে হল সহায়ক।
দিনে রাতে সেবাকর্ম্ম চলিল সমানে
শব নিয়ে কভু যান সদলে শ্মশানে।
অবশেষে শান্ত হয়ে এল মহামারী
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে গ্রামে নরনারী।

একে একে দিন আর মাস কেটে যায়
প্রভুর শরীর সুস্থ হল পুনরায়।
মন তাঁর হয়ে ওঠে অস্থির অশান্ত
আবার দুঃখের দ্বারা হলেন আক্রান্ত।
শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে গিয়ে সে কারণ
করিলেন সবিস্তারে সব নিবেদন।
কহিলেন সব শুনে গুরু দয়াময়—
"এইবার লও কোন যোগীর আশ্রয়।
চক্রাদিতে ধ্যান দিতে করহ অভ্যাস
চিত্তের চাঞ্চল্য যাবে হবে দুঃখ নাশ।"
গুরুগতপ্রাণ শিষ্য করে নিবেদন—
"আপনি করুন দেব যাহা প্রয়োজন।
কোথায় করিব গিয়ে যোগীর সন্ধান
অন্য কোথা যেতে আর নাহি চায় প্রাণ।"
শ্রীগুরু বলেন—"তুমি কর এক কাজ
ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্র নামে আছে যোগীরাজ,

তিনশত বর্ষ প্রায় বয়স তাঁহার ,
ত্রিবেণীতে তাঁর কাছে যাও এইবার।"
গুরুর আদেশ শিরে করিয়া ধারণ
বন্দিলেন প্রভু সেই যোগীর চরণ।
কহিলেন সবিনয়ে—"গুরুর আদেশে
এলাম হেথায় যোগ শিক্ষার মানসে
কৃপা করি উপদেশ করুন প্রদান
চিত্তের চাঞ্চল্য যাতে হয় অবসান।"
ব্রহ্মর্ষি কহেন তাঁরে—"মোর উপদেশে
চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ তব হবে অবশেষে।
সংসারেতে কে কে তব আছে পরিজন
অগ্রে মোর এ সকল জানা প্রয়োজন।"
প্রভু কন—"আছে গৃহে জননী আমার
ভ্রাতুষ্পুত্র ভগ্নী পত্নী আদি আছে আর।"
যোগী ক'ন—"আমাদ্বারা হলে উপদিষ্ট
অবশ্য হইবে সিদ্ধ তোমার অভীষ্ট।
সংসারে তোমার বহু আছে পরিজন
কে করিবে তাহাদের ভরণ পোষণ?
আপাততঃ এক কাজ কর তুমি তবে
'জল্ মে' সমাধি কর মন স্থির হবে।"
গুরুর সম্মতি লয়ে প্রভু অতঃপর
জল দরশনে নিত্য হলেন তৎপর।
দেখিতে দেখিতে জল নাদ এল তাঁর
যোগীর নিকট শীঘ্র গেলেন আবার।
সব শুনে শুধালেন হৃষ্ট যোগীরাজ—
"কোন্ কুলে জন্ম তব কহ মোরে আজ।"
"জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি—" প্রভুর উত্তর
"সমাধি লাগেগা"—যোগী কহেন সত্বর।
অর্দ্ধোদয় যোগে পুন করিলে গমন
দেন তিনি সিদ্ধাসনে ধ্যানের সাধন।

সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত প্রভু হলেন এবার
সম্ভব না হল তাই যোগাভ্যাস আর।
কলিকবলিত জীব ভোগপরায়ণ
বিষয় মরুতে সুখ করে অন্বেষণ।
শিহরিয়া ওঠে তারা ত্যাগের কথায়
তাহাদের উদ্ধারের করিতে উপায়
বৈরাগ্যের পূর্ণত্বের শীর্ষদেশ হ'তে
এসেছেন নেমে প্রভু পার্থিব জগতে ।
এবার যোগের পথ করি পরিহার
নাম গান নাম দান করিলেন সার।
থাকিতেন পক্ষান্তরে যোগযুক্ত যদি
ঊর্দ্ধমুখী হত তাঁর চিত্ত নিরবধি,
তা'হলে এ কলিযুগে পাপী তাপী যত
নাম-নামী কৃপা হতে হত যে বঞ্চিত।
হরিনাম বিনা নাই কলিযুগে গতি
জীবোদ্ধারে প্রভু তাই নাম দানে ব্রতী।
সঙ্কীর্ত্তন সাথে সুরু নূতন অধ্যায়
সুরু হল অভিনয় নব ভূমিকায়।
বৈদিক আদর্শ রাখি সম্মুখেতে তাঁর
হলেন আদর্শ গৃহী প্রভু এইবার।
'আমি দাস' বোধে বাস করেন সংসারে
আপনি আচরি প্রভু শিখান অপরে।
সেবাময় আদর্শ এ গৃহীর জীবন
লক্ষ্য তাঁর সবাকার কল্যাণ সাধন।
সেবা চলে দেবতার আর শ্রীনামের
মনে প্রাণে চলে সেবা দেশের গ্রামের।
অতিথির অনলস সেবা প্রতিদিন
প্রার্থী প্রতি কভু নাহি হন উদাসীন।
রোগ শোক জ্বালা আসে বিবিধ প্রকার
নাহি পারে করিবারে প্রভাব বিস্তার।
সর্ব্বশক্তি নিয়ে আসে দারিদ্র্য কঠিন
বীরের মতই প্রভু হন সম্মুখীন।

বিপর্য্যয় তাঁর কাছে বিপর্য্যস্ত হয়
অভাব দারিদ্র্য দুঃখ মানে পরাজয়।

লাভালাভ জয়াজয় না করি বিচার
কর্ত্তব্য করেন প্রভু সংসারেতে তাঁর।
ভৃত্য রূপে সেবাবোধে করেন সকল
বিপদ বাধার মাঝে সদা অবিচল।
ব্রজনাথ পদে দায় করি সমর্পণ
নিশ্চিন্তে সংসার ক্ষেত্রে করেন ভ্রমণ।
ভকতের যোগক্ষেম করিতে বহন
নরের আসনে নেমে আসে নারায়ণ।
নারায়ণে সমুন্নীত হয় নর হেথা
অতিথি ও অভ্যাগত এ গৃহে দেবতা।
গৃহের সম্বল যবে নিঃশেষিত প্রায়
তখনো কার্পণ্য নাই অতিথি সেবায়।
অনটনে যেইক্ষণে হয় প্রয়োজন
দ্বিধাহীন চিতে ঋণ করেন গ্রহণ।
কভু যদি ঋণ প্রাপ্তি সহজ না হয়
অলঙ্কার বাসনাদি করেন বিক্রয়।
অভুক্ত রহেন নিজে—নাই তায় ক্ষতি
অতিথি সেবায় তবু নাহিক বিচ্যুতি।

আদর্শ এ গৃহী সদা মুক্তহস্ত দানে
হাত তাঁর নিতে নয় দিতে শুধু জানে।
দ্বার হতে প্রার্থী কভু বিমুখ না হয়
সঙ্কটকালেও দৃষ্ট না হয় ব্যত্যয়।
একদা আসিল প্রার্থী চাহিল সে অর্থ
কপর্দ্দকশূন্য গৃহ নাহিক সামর্থ্য
তথাপি হতাশ তারে করা নাহি যায়
ক্ষণকাল তরে মগ্ন হলেন চিন্তায়।
অচিরেই সমস্যার হল সমাধান
স্বহস্তের অঙ্গুরীয় করিলেন দান।

ঘটিল অরেকদিন অদ্ভুত ঘটনা
এক ব্যক্তি আসি বস্ত্র করিল প্রার্থনা।
গৃহেতে সম্বল তাঁর একটি বসন
কোনমতে হয় তাতে লজ্জা নিবারণ।
গামছা একটি নিজে করি পরিধান
পরিহিত বস্ত্রখানি করিলেন দান।
সদানন্দময় প্রভু সর্ব অবস্থায়
প্রয়োজন নাই বস্ত্র সন্তুষ্ট 'টেনা'য়।
দেবকুলে আদি দেব ভোলা মহেশ্বর
বসনভূষণে তাঁরো নাই আড়ম্বর।
অভাবের দিনে দেখি হেন বদান্যতা
বলেন ব্যথিত চিত্তে স্নেহময়ী মাতা—
"বয়স হয়েছে তবু শিশুর মতন
কাণ্ডজ্ঞানহীন এ কী তব আচরণ।"
জননী করেন আরো বহু তিরস্কার
নীরবে শোনেন সব প্রভু নির্ব্বিকার।
আপন আদর্শ হতে ক্ষণিকের তরে
না যান আদর্শ গৃহী এতটুকু সরে।
স্মরি এই লীলাকথা অনুপম অতি
দাস জনার্দ্দন করে প্রভু পদে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলা চিন্তা— ১১

।। নামানন্দে ।। ব্রজনাথ সমিতি স্থাপন—১৩২৭।।

।। হরি বাসর আরম্ভ— ১৩২৮।। 'জগাই-মাধাই উদ্ধার।।

কলিযুগে একমাত্র মহামন্ত্র সার
মাতিলেন সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু এইবার।
শিশুকাল হতে তাঁর নামে আকর্ষণ
'রাম রাম' মহানাম মুখে সর্ব্বক্ষণ।
'রাম রাম' বলি শয্যা ত্যজেন প্রভাতে
মুখে চলে 'রাম রাম' কাজ চলে হাতে।
উঠিতে বসিতে চলে নামের সাধনা
নাম বিনা আন যেন জানে না রসনা।
গুরুগৃহে অবস্থান করেন যখন
সযতনে শিশুগণে শিখান কীর্ত্তন।
যারা অতি দুষ্টমতি সেই শিশুদলে
নামগান শিক্ষাদান করেন কৌশলে।
পয়সার প্রলোভন করি প্রদর্শন
সহজে করেন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন।
"সীতারাম জয় রাজারাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম।
জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম
জানকীবল্লভ সীতারাম।।"
এই নাম শিশুগণ গাহে তাঁর সাথে
প্রচারের কার্য্য চলে সবার অজ্ঞাতে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এ নাম এবার প্রভু করেন কীর্ত্তন
কখন একাকী আর সদলে কখন।
এ তারকব্রহ্ম নাম কলিযুগে সার
সানন্দে এ নাম প্রভু করেন প্রচার।

নামের মঙ্গল ধ্বনি বাড়ে দিন দিন
করেন শ্রীনাম সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ।
দেবালয় কভু হয় মুখরিত নামে
নামের প্রবল ধারা বহে গ্রামে গ্রামে।

এ সময় 'ব্রজনাথ সমিতি' নামক
স্থাপিলেন গ্রামে এক সমিতি যুবক।
নিশানের তরে কাঠি করেন নির্ম্মাণ
তা দেখি যোগীনবাবু যুবকে শুধান—
"কি হবে এ কাঠি দিয়ে কহ বিবরণ।"
করিলেন প্রভু তাঁরে সব নিবেদন।
শুনিয়া যোগীন বাবু সমিতির বার্ত্তা
শুধালেন পুনরায়—"কে ইহার কর্ত্তা ?"
সবিনয়ে নিবেদন করেন যুবক—
"ব্রজনাথ কর্ত্তা আর আমরা সেবক।"
শুনি সেই আগন্তুক প্রীত অতিশয়
কহিলেন—"এ সমিতি চলিবে নিশ্চয়।"

তেরশ আটাশ নিয়ে এল সুখবর
ব্রজনাথ ধামে শুরু শ্রীহরিবাসর।
হরিকথা আলোচনা হরিনাম গানে
বিমল আনন্দ আনে সবাকার প্রাণে।
প্রতি একাদশী দিন ব্রজনাথ ধাম
নামে পাঠে মুখরিত রহে অবিরাম।
আনন্দের এ মেলায় যোগদান তরে
দলে দলে শি[illegible] বৃদ্ধ যুবা ভীড় করে।
প্রসাদের নাই সেথা কোন আড়ম্বর
নাই যাত্রা কবিগান টপ্পার আসর।
তবু কোন্ আকর্ষণে ব্যাকুল অন্তরে
দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে সবে ভীড় করে!
আকর্ষণ পাঠ পূজা আর মহানাম
সর্ব্বোপরি আকর্ষণ প্রভু সীতারাম।

প্রথমে আরতি পাঠ সঙ্কীর্ত্তন পরে
এ নিয়মে চলে কার্য্য প্রহরে প্রহরে।
ধন্য হয় শুনি সবে পাঠ উপদেশ
অপার আনন্দে রাত হয়ে যায় শেষ।
দূর দূর গ্রাম হতে আসে ভক্তবৃন্দ
প্রায়শঃ আসেন বন্ধু শ্রীবিজ্ঞানানন্দ।
স্বামিজী ও গুরুদেব করি পদার্পণ
মাঝে মাঝে এ আনন্দ করেন বর্দ্ধন।
বিধবার একাদশী বড়ই কঠিন
অন্নজলহীন কাটে দীর্ঘ রাত্রি দিন।
উপবাস কষ্ট দিত অন্তরে সন্তাপ
একাদশী ছিল যেন মহা অভিশাপ।
শুরু হল যবে এই শ্রীহরিবাসর
বিধবাও উপবাসে না হয় কাতর।
প্রতীক্ষিয়া রহে সবে একাদশী জন্য
একাদশী এলে হয় বিধবাও ধন্য।
একাদশী মহাব্রত সর্ব্ব ব্রত সার
আপনি আচরি প্রভু করেন প্রচার।

ব্রজনাথ সমিতির উৎসব কারণ
ভিক্ষা করি টাকা কড়ি হত আহরণ।
সংকল্প উদয় হল প্রভুর অন্তরে
না হবে নির্ভর আর ভিক্ষার উপরে।
ভিক্ষা বিনা হয় কিনা উৎসব এবার
তা দেখিতে বুঝি চিতে আগ্রহ অপার।
যেমন সংকল্প মনে কাজও তেমন
যথাকালে উৎসবের হল আয়োজন।
অযাচিত ভাবে এল বিবিধ সম্ভার
তার দ্বারা ভিক্ষা ছাড়া হল কার্য্যোদ্ধার।
সুষ্ঠুভাবে সমিতির হল মহোৎসব
তাঁর ইচ্ছামাত্র ভবে কীবা অসম্ভব!

শ্রীনামের বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যায়
বাল-বৃদ্ধ যুবা-শিশু সব ভেসে যায়।
আকাশ বাতাস ওঠে মহানামে ভরে
পৌঁছিল নামের ধারা দূর দূরান্তরে।
আসিল নামের টানে মণীন্দ্র ত্বরায়
এল ভক্ত সাহিত্যিক পুরঞ্জয় রায়।
ছোট বড় দুই হাবু যোগ দিল নামে
সতীশ রজনী ভক্ত এল ক্রমে ক্রমে।
ক্ষিতীশ অতুল বটু করে যোগদান
কালী সহ এল বহু ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ।
পাপী তাপী পাষণ্ডাদি এল দলে দলে
ত্রিতাপ জ্বালায় যারা দিবানিশি জ্বলে।
লভিয়া নামের তথা নামীর আশ্রয়
চিরতরে হল সবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

নানু আর ইন্দু যেন জগাই মাধাই
নানাবিধ পাপকর্ম্মে নিরত সদাই।
ব্রাহ্মণ সন্তান নানু দেশ শান্তিপুরে
বন্দুক লইয়া সাথে বেড়ায় সে ঘুরে।
নিরীহ প্রাণীর হিংসা করে অকারণ
সদাচার বিবর্জিত হীন আচরণ।
একদিন অকস্মাৎ শিকারের কালে
নিজেই পড়িল মহা শিকারীর জালে।
বিঁধিল মরম মাঝে নামের সায়ক
ঘাতক অচিরে হল বৈষ্ণবতিলক।
অনুরাগ ছিল তার সঙ্গীতের প্রতি
সহজেই সঙ্কীর্ত্তনে জনমিল প্রীতি।
শিকারের দুষ্ট নেশা গেল চলে দূরে
মজিল পাগল-করা শ্রীনামের সুরে।
প্রতি হরিবাসরেতে করি যোগদান
মহানন্দে মত্ত হয়ে করে নামগান।

পরম বৈষ্ণব হল ফুলবাবু শেষে
তুলসীর মালা এবে শোভে গলদেশে।

ইন্দুর কাহিনী মনে বিস্ময় জাগায়
দেশ তার রাণাঘাটে জেলা নদীয়ায়।
ডুমুরদহেতে থাকে পেশার কারণে
অতি উগ্র আধুনিক বেশে আচরণে।
নানুর মতই সে জাতিতে ব্রাহ্মণ
মহা পাপপঙ্কে সদা রহে নিমগন।
বাঙলার তেরশত একত্রিশ সনে
এল মহা শুভলগ্ন তাহার জীবনে।
গঙ্গাস্নান করে ইন্দু একদা যখন
অদূরে করেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হাঁদুর জননী অতি পতিপরায়ণা
গঙ্গাযাত্রা লাগি ছিল অন্তরে বাসনা।
সতীর অন্তিম ইচ্ছা করিতে পূরণ
সযত্নে করেন প্রভু সব আয়োজন।
তরণী কার্ত্তিক আর মণীন্দ্র বিজ্ঞান
এ কার্য্যে প্রভুর সাথে করে যোগদান।
গঙ্গাযাত্রা হল সেই একত্রিশ সালে
বৈশাখ অষ্টম দিনে মধ্যরাত্রি কালে।
পৌঁছিলেন সঙ্কীর্ত্তন সহ গঙ্গাতীরে
ক্ষণ তরে মুমূর্ষুর জ্ঞান এল ফিরে।
কহিলেন ক্ষীণ কণ্ঠে—"শোন হে প্রবোধ
মা'র কোলে এসে শান্তি করিতেছি বোধ।"
প্রভু তার মাতা ভগ্নী আর একজন
করিলেন গঙ্গাতীরে সে রাত্রি যাপন।
মৃত্যুপথযাত্রীটির সদ্গতি কারণ
সদলে করেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সে নাম শ্রবণ করি স্নানের সময়
সত্বর আকৃষ্ট হল ইন্দুর হৃদয়।
সে শুভ প্রভাতে পুণ্য নামের প্রভাতে
আলোকিত হল তার চিত্ত আচম্বিতে।

অপার্থিব আনন্দেতে হল আত্মহারা
উলটিয়া গেল তার জীবনের ধারা।
সন্ধ্যাপূজা নিত্যকর্ম্মে হল তৎপর
উপজিল প্রভুপদে ভকতি বিস্তর।
অশেষ দোষের মধ্যে ছিল এক গুণ
সঙ্গীত বিদ্যায় সে ও বড়ই নিপুণ
একাদশী দিনে আসি ব্রজনাথ ধামে
নিয়মিত যোগদান করে মহানামে।
উজাড় করিয়া দিল সুরের সম্ভার
নানু সাথে নামে মাতে ইন্দু এইবার।
নামের সেবায় হল নিরত সঙ্গীত
শিখায় সবারে নাম যত্নের সহিত।
সুরের বিচিত্র সাজে নামেরে সাজায়
নিজে মজে সেই সাথে সবারে মজায়।
নানু আর ইন্দু পেল নূতন জীবন
নামও তাদের প্রভু দিলেন নূতন।
ভক্ত নানু পরিণত 'শ্যামসুন্দরে'
'ব্রজেশ্বর' নাম দেন ইন্দুরে আদরে।

অনুকূল প্রতিকূল সব পরিবেশে
ওঠেন মাতিয়া প্রভু সঙ্কীর্ত্তন রসে।
কীর্ত্তনের বহু ঊর্দ্ধে অনাহত নাদ
নাদ লভি কার জাগে সঙ্কীর্ত্তনে সাধ !
স্বেচ্ছায় নাদের উচ্চভূমি ত্যাগ করে
কেন নীচে বিচরণ বৈখরীর স্তরে !
শ্রেষ্ঠজন আচরণ করেন যেমন
সেইরূপ করে সদা সাধারণ জন
দৃষ্টান্ত স্থাপন লাগি তাই সযতনে
মাতিলেন মাতালেন প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে।
নিজে না তরিতে প্রভু করিলা সাধন
জীবোদ্ধার লাগি তাঁর সব আয়োজন।

জীবে তরাইতে এই সঙ্কীর্ত্তন লীলা
যেচে যেচে দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইলা।
এ লীলার কণা স্মরি দাস জনার্দ্দন
মাগিছে নামের কৃপা নামীর চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা-১২

।। সাধু ভগবানদাস সাথে পরিচয়—১৩২৯।।

জ্যৈষ্ঠমাসে তেরশত ঊনত্রিশ সনে
গয়াধামে যান প্রভু তীর্থ পর্য্যটনে।
একদিন মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করি
উঠিছেন রামশিলা পাহাড় উপরি।
দেখিলেন বামপার্শ্বে সিঁড়ির উপর
শায়িত আছেন সাধু নধর সুন্দর।
ফিরিবার পথে দেখা হল পুনরায়
সাধু ভগবানদাস প্রভুরে শুধায়—
"উচ্চকণ্ঠে কেন কর নাম সঙ্কীর্ত্তন?
মনে মনে ভগবানে করিবে স্মরণ।"
সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"অধিকার মত করি সাধন ভজন।
মনে মনে সদা তাঁরে স্মরিতে না পারি
উচ্চকণ্ঠে ডাকি আমি নিম্ন অধিকারী।"
কহেন সানন্দে সাধু ভগবান দাস—
"কাল হেথা আসিবারে করিও প্রয়াস।
সাধন সম্বন্ধে কিছু দিব উপদেশ।"
শুধালেন পুনরায়—"কোথা তব দেশ?"
জানালেন প্রভু—"ঘর পুণ্যভূমি বঙ্গে
ফিরিবার গাড়ীভাড়া নাই কিছু সঙ্গে।"

"কেমনে ফিরিবে তবে?" সাধুজী শুধান,
সহজ জবাব এল—"জানে ভগবান।"
এবার বলেন সাধু—"গুরুর নির্দ্দেশে
সুদূর পঞ্জাব হতে এসেছি এ দেশে।
করিতে ঈশ্বর পদে বিশ্বাস স্থাপন
রিক্তহস্তে করিতেছি পথ পর্য্যটন।
কাহারো নিকট কিছু করি নি প্রার্থনা
কলিকাতা গমনের রয়েছে বাসনা।"
শুধালেন পুন—"তুমি জান দেবভাষা?
সংস্কৃত শিখিতে মোর আছে মনে আশা।"
উত্তরে কহেন প্রভু বিনয় সহিত—
"গুরুর কৃপায় জানি সংস্কৃত কিঞ্চিৎ।
শ্রীগুরু এখনো টোল করিবার তরে
দেন নাই অনুমতি অধম কিঙ্করে।"
সাধু ভগবান দাস কহে পুনরায়—
"কাল এসো দিব এক সাধন তোমায়।"
শুধালেন প্রভু—" কাল আসিব কখন
প্রাতে কিম্বা ভোজনাদি হলে সমাপন?"
অনতি বিলম্বে কহে সাধু মহোদয়—
"শুভস্য শীঘ্রম্, এসো প্রভাত সময়।"
প্রশ্ন হল—" ভোজনের কি হবে ব্যবস্থা?"
সাধুজী কহেন—"রাখ ভগবানে আস্থা।"

পরদিন প্রাতে করি তথায় গমন
দেখিলেন সাধু করে শ্রীফল ভক্ষণ।
খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে প্রভু পানে
দুজনে গেলেন এক নিরজন স্থানে।
বসিলেন সেথা সাধু প্রভুর সহিত
হঠাৎ সন্দেহ মনে হল উপস্থিত—
কোথা নিয়ে এল সাধু একি গোরস্থান?
সাধুজী জাতিতে হিন্দু কিম্বা মুসলমান?

শ্মশ্রুযুক্ত দীর্ঘ দেহ অতীব সুন্দর
পরণে খদ্দর খণ্ড হাঁটুর উপর।
নাই সাথে দ্রব্য তাঁর কোনও প্রকার
জাতি নিরূপণ বড় কঠিন ব্যাপার।
সংশয়ে বিমূঢ় প্রভু সাধুরে শুধান—
"আপনি জাতিতে হিন্দু কিম্বা মুসলমান?
করিলেন প্রতিপ্রশ্ন সাধু মহোদয়—
"কী কারণে হল মনে এ প্রশ্ন উদয়?"
প্রভু ক'ন—"গোরস্থান এটা মনে হয়।"
সাধুজী কহেন—"এটা গোরস্থান নয়।"
স্থানীয় লোকের কাছে লইয়া সন্ধান
জানা গেল সত্য উহা নহে গোরস্থান।

দেখিয়া কৌটা এক যুবকের হাতে
সাধুজী জানিতে চান—"কী আছে উহাতে?"
"ঠাকুর আছেন"— প্রভু দিলেন উত্তর
"ফেক দেও"— কহিলেন সাধুজী সত্বর।
"কী কারণে দিব ফেলে ঠাকুর আমার!"
প্রভুর কণ্ঠের স্বরে বিস্ময় অপার।
সাধুবেশী একজন ক্ষণকাল পরে
আহ্বান জানাতে এল আহারের তরে।
সাধুজী কহেন—"দেখ রাম ভগবান
করিছেন ভোজনের লাগি আহ্বান।"
সযতনে উপচার করি আহরণ
ত্বরায় করেন প্রভু পূজা সমাপন।
ডাল সহযোগে রুটি আনন্দিত মনে
করিলেন অনন্তর গ্রহণ দুজনে।
এ সময়ে প্রভু পাশে ভগবান দাস
জানালেন মনোগত দুটি অভিলাষ।
প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে গমন
অপর বাসনা তাঁর সংস্কৃত শিক্ষণ।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ভোজনের পর
দুজনে ডুমুরদহে যাবেন সত্বর।
কিছুকাল সেইস্থানে করি অবস্থান
শিখিবেন দেবভাষা সাধু ভগবান।
আলোচনা অনুসারে তাঁরা দুইজন
অচিরে নাদারগঞ্জে করেন গমন।
তথা হতে ঋণ কিছু করিয়া সংগ্রহ
এলেন গয়াতে ফিরে প্রভু সাধু সহ।
অবিলম্বে বাষ্পযানে করি আরোহণ
ডুমুরদহেতে দোঁহে উপনীত হন।
ব্রজনাথ ধামে সাধু করে অবস্থান
এঁদের দারিদ্র্য দেখি কাঁদে তাঁর প্রাণ।
একদিন প্রভু পাশে করিল প্রস্তাব
"মোচন করিতে চাই তোমার অভাব।"
সাধনায় লব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিতে
জাগিল বাসনা বুঝি সাধুজীর চিতে।
সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"অধিক অর্থের মোর নাই প্রয়োজন।"

মাঝে মাঝে যান সাধু 'উত্তম-আশ্রমে'
স্বামিজীর সাথে হল জানাশুনা ক্রমে।
মহিমানন্দাদি সাথে হল পরিচয়
হল ভাব বিনিময় সাধন বিষয়।
হেঁটে সাধ কলিকাতা করেন গমন
বিপিন ভট্টের সাথে ঘটিল মিলন।
ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতীব যতনে
করিলেন অনুরোধ আহার্য্য গ্রহণে।
ভগবান দাসজীর ছিল এক রীতি
'সন্ত' বিনা কারো গৃহে না হন অতিথি।
তাঁর মতে সন্ত হতে পারে সেই জন
যাঁহার হয়েছে লাভ ঈশ্বর দর্শন।

সাধুজী প্রসঙ্গক্রমে হন অবগত
ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাহি হন সন্ত।
অবশেষে মুগ্ধ হয়ে ব্যবহারে তাঁর
করিলেন সাধু সেথা আতিথ্য স্বীকার।
পদব্রজে ফিরে এসে সাধু মহোদয়
এবার উত্তমাশ্রমে নিলেন আশ্রয়।
অচিরে নিমগ্ন হয়ে তীব্র সাধনায়
রহিলেন মৌন সেথা দেড় মাস প্রায়।
প্রভুরে দিলেন এক ধ্যানের সাধন
বলিলেন মৌনব্রত করিতে গ্রহণ।
প্রভুর দায়িত্ব বহু —ঘাড়েতে সংসার
মৌন নেয়া সম্ভব না হল তাই তাঁর।
গুরুদেব কন শুনি সব বিবরণ—
"ওসব ধ্যানের তব নাই প্রয়োজন।
লীলাচিন্তা কলিযুগে উত্তম সাধন
চলুক শ্রীনাম আর চলিছে যেমন।"

সাধুর অভ্যাস ছিল শাঁখ বাজাবার
প্রভু তাঁরে শঙ্খ এক দেন উপহার।
সাধুজী কহেন—"তুমি ছাড়নি সাধন
উন্নতির সম্ভাবনা আছে বিলক্ষণ।"
শাহান-শা সাধুজীর শ্রীগুরুর নাম
পঞ্জাবের লাহোরেতে তাদের আশ্রম।
সেথায় 'শাহান-শাহী সন্দেশ' নামক
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় পত্র এক।
সাধুর নিকট হতে আরো গেল জানা
লাহোর শাহান-শাহী কুটীর ঠিকানা।
বিদায়ের আগে সাধু কহে প্রভু প্রতি
"পাঠিও বাংলায় লিখে প্রবন্ধ প্রভৃতি।
হিন্দীতে সে সকল করি ভাষান্তর
মাসিক পত্রেতে হব প্রকাশে তৎপর।"

যোগাযোগে চেষ্টা পরে হয়েছে বিস্তর
আসে নাই পত্রাদির কোনও উত্তর।

সকলেরে চালাবার মালিক ঈশ্বর
তাঁরই ইচ্ছায় চলে বিশ্ব-চরাচর।
বদ্ধমূল হয় মনে এ বিশ্বাস যাতে
সাধুরে পাঠান তাঁর গুরু শূন্য হাতে।
প্রার্থনা না করি কিছু কাহারো সকাশে
করিলেন বিচরণ সাধু দেশে দেশে।
বার বার বলেছেন সাধু মহোদয়—
"সাধনায় সিদ্ধি মৌনে ত্বরান্বিত হয়।"
সাধুজীর আদর্শেতে হয়ে উদ্দীপিত
আরম্ভ করেন প্রভু খণ্ড মৌনব্রত।
এক দুই দিন করি ক্রমে একমাস
মৌন সাধনার তিনি করেন অভ্যাস।
করেছেন মহাগ্রন্থ 'মন্নাথ'-এ স্বীকার
"সাধুই আদর্শ মোর মৌন সাধনার।"

ধন্য মহা ভাগ্যবান সাধু ভগবান
উপগুরু রূপে প্রভু দিলা যারে মান।
ধন্য প্রভু ধন্য তব লীলা সুমধুর
যে লীলা চিন্তনে ভবব্যাধি হয় দূর।
তরিতে এ ভবনদী অনায়াসে অতি
দাস জনার্দ্দন করে প্রভু পদে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৩

।।শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক অনুভূতি—১৩২৯।।

আমার প্রভুর গুরু দেব দাশরথি
তাঁহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি।
মহামতি দাশরথি সাধক মহান
একাধারে ভক্ত যোগী শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান।
উদার মহৎ তিনি ধর্ম্মপরায়ণ
মহিমামণ্ডিত তাঁর সমগ্র জীবন।
জীবনের ব্রত তাঁর জগতের হিত
আত্মবৎ ব্যবহার সবার সহিত।
সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি নির্লোভি ব্রাহ্মণ
প্রতিভার স্পর্শে দীপ্ত বাক্য আচরণ।
নামগানে নামদানে আগ্রহ প্রবল
কীর্ত্তন করেন নিত্য লয়ে সঙ্গীদল।
নামানন্দে মত্ত হয়ে প্রতি রবিবার
গ্রাম্য পথে ঘুরে ঘুরে করেন প্রচার।
প্রচারকালীন সেই দৃশ্য মনোরম
প্রকাশ করিতে দীন লেখনী অক্ষম।
সঙ্কীর্ত্তনে দুই বাহু করি উত্তোলন
নৃত্য করি গুরুদেব অগ্রসর হন।
দু'নয়ন হতে অশ্রু ঝরে অবিরাম,
লম্বমান অতিদীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশদাম।
শোভে তাঁর বক্ষ 'পরে আর পৃষ্ঠদেশে,
মুহুর্মুহু কাঁপে অঙ্গ ভাবের আবেশে।
নদীয়ার গোরাচাঁদ নব কলেবরে
এসেছেন যেন নাম বিতরণ তরে।
সতর্ক প্রহরী প্রভু থাকেন নিকটে
পাছে পড়ে যান গুরু—অঘটন ঘটে।
সঙ্কীর্ত্তন সাঙ্গ হয় তবু দীর্ঘক্ষণ
শ্রীগুরু আপন ভাবে রহেন মগন।

তেরশ ঊনত্রিশ সাল বিশে আশ্বিন
শ্রীগুরুর জীবনের স্মরণীয় দিন।
মারাত্মক নিমোনিয়া করে আক্রমণ
শয্যাপার্শ্বে প্রভু পরিচর্য্যা নিমগন।
দুই দিন অচেতন থাকিবার পর
লভিলেন সংজ্ঞা পুন গুরু যোগেশ্বর।
শুধালেন সেবারত শিষ্যেরে তখন—
"ক'দিন ছিলাম আমি হেন অচেতন?"
"দুই দিন"—শিষ্য দিল বিনীত উত্তর,
আনন্দে আবেগে গুরু কহেন সত্বর—
"অভিনব অনুভূতি পেলাম সম্প্রতি,
গিয়েছিনু এক দেশে মনোরম অতি।
মহাপুরুষেরা বহু সেথা সমাগত
তাঁদের কোমল অঙ্গ নবনীর মত
অতি দীর্ঘকায় তাঁরা সুদর্শন অতি
অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হয় দিব্য জ্যোতি।
যে মুহূর্ত্তে সেথা আমি করিনু গমন
আমার দেহও হল তাদের মতন।
জীবোদ্ধার লাগি পথ করিতে সন্ধান
হল সেই স্থানে এক সভা অনুষ্ঠান।
অধিকারী নির্ব্বিশেষে সহজে সকলে
কলিতে কৃতার্থ হবে কোন্ পথে চলে,
তার লাগি উদ্ভাবন করিতে উপায়
মিলিলেন সবে সেই মহতী সভায়।
প্রথমতঃ একজন যুক্তিসহ বলে—
"অহিংসার দ্বারা হবে কৃতার্থ সকলে।"
পরম আনন্দ কভু এ মহীমণ্ডলে
লব্ধ নাহি হয় মাত্র অহিংসার বলে।
সে কারণ উপস্থিত মহাজনগণ
একযোগে বক্তারে না করে সমর্থন।
একে একে তাই ব্যক্ত করে বহুজন
শাস্ত্রসিদ্ধ অভিমত আপন আপন।

অবিসংবাদিতভাবে কোন অভিমতে
পৌঁছিতে না পারা গেল সেদিন সভাতে।
পরদিন শুরু হল সভা পুনরায়
সবাকার শেষে এল আমার পর্য্যায়।
বলিলাম শাস্ত্রযুক্তি করিয়া প্রয়োগ—
এ যুগে সহজ পথ সঙ্কীর্ত্তন যোগ।
কলিযুগে হরিনাম অনন্য উপায়
নামরূপে এসেছেন নামী এ ধরায়
আর কোন পথ নয় নামের সমান
সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে তার অকাট্য প্রমাণ।
এ নাম সবার সব পাপ তাপ হরে
এ তারকব্রহ্ম নাম বত্রিশ অক্ষরে—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
কলির এ মহামন্ত্র শুনি মধুময়
সভাস্থ সজ্জনবৃন্দ প্রীত অতিশয়।
সমস্বরে 'হরি ওম্' করি উচ্চারণ
জানালেন সমবেতভাবে সমর্থন।
অতঃপর উপস্থিত মহাজন সবে
করিলেন অন্তর্দ্ধান অনতিবিলম্বে।"

যথাকালে সুস্থ হয়ে গুরু যোগেশ্বর
মহানাম প্রচারেতে হলেন তৎপর।
সাধন সমিতি তাঁর কীর্ত্তি অতুলন
সদলে সন্ধ্যায় সেথা সমবেত হন।
নামগান নামদান চলে সেথা নিতি
পিপাসার তবু তাঁর না হয় নিবৃত্তি।
শ্রীনামের তৃষ্ণা যেন ক্রমবর্দ্ধমান
জীবের দুর্গতি হেরি কাঁদে তাঁর প্রাণ।
জুড়াতে জীবের যত জ্বালা সীমাহীন
কহিলেন প্রিয় শিষ্যে গুরু একদিন—

"যেচে যেচে দ্বারে দ্বারে যাব সবাকার
দেশে দেশে হরি নাম করিব প্রচার।
আরব তাতার যাব নাম বিতরণে
করিবে গ্রহণ নাম বিধর্ম্মী যবনে।
ধন্য হবে করি সবে নামামৃত পান
সবার জ্বালার তায় হবে অবসান।"
শ্রীগুরুর এ প্রকার নামে উদ্দীপনা
প্রভুর হৃদয়ে আনে নূতন প্রেরণা।
শ্রীনাম প্রচার তরে ব্যাকুল অন্তরে
ভ্রমিছেন আজো তাই দেশ-দেশান্তরে।
নগর প্রান্তর আর গ্রাম অগণিত
মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনে হয় মুখরিত।
ধন্য হয় পাপী তাপী কত নরনারী
ধন্য হয় অসংযমী আর ব্যভিচারী।

স্থান কাল পাত্র কিছু না করি বিচার
সতত করেন প্রভু শ্রীনাম প্রচার।
সদলে করেন যবে বরানুগমন
আপন মনেই নাম করেন কীর্ত্তন।
ক্রমে সবে যোগ দেয় গাহে মহামন্ত্র
বরযাত্রীদল হয় প্রচারের যন্ত্র।
চারিদিক হয়ে ওঠে শ্রীনামে মুখর
প্রচারের ক্ষেত্র হয় বিবাহ বাসর।
যানযোগে যান যবে দেশ পর্য্যটনে
তখনো বিরাম নাই শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
তপে আর কৃচ্ছ্রে পূত শীর্ণ কলেবর
কখন ব্যাধিতে হয় অতীব কাতর।
বিশ্রাম গ্রহণ ছলে প্রভু সেই ক্ষণে
করেন বর্ষণ কৃপা কত শত জনে।
রোগীরে আনন্দ দিতে দর্শনার্থীগণ
সমবেতভাবে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

কখন আবার ব্যাধি নিরাময় তরে
ভক্তগণ দিকে দিকে কীর্ত্তনাদি করে।
কে দেখেছে প্রচারের এমন কৌশল!
কে দেখেছে শ্রীনামের এমন পাগল!
কে দেখেছে এ জগতে এমন দয়াল!
কে দেখেছে শ্রীনামের এমন কাঙ্গাল!

তথাপি ভাবনা জাগে অন্তর মাঝারে
আজিও হয়নি যাওয়া আরব তাতারে।
যদিও বা প্রভু বহু বিধর্ম্মী যবনে
দিয়েছেন নাম তথা আশ্রয় চরণে,
আক্ষরিক অর্থে আজো হয় নি পূরণ
আরব তাতার গিয়ে নাম বিতরণ।
আজো এই অক্ষমতা বুঝি বারে বারে
বিদ্ধ হয় কাঁটা সম মরম মাঝারে।
অন্তর-লোকের এই বেদনা মধুর
ফুটে ওঠে অনুপম ভাষায় প্রভুর ঃ—

"ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারিকা।
কী সুন্দর শোভা তব হেরিনু এখানে।।
চিরতরে এই দৃশ্য রবে হৃদে আঁকা।
হেন মনোরম স্থান দেখিনি জীবনে।।
ভারত সাগর আর আরবসাগর।
করিতেছে খেলা দোঁহে বামে ও দক্ষিণে।।
উভয়ে তুলিয়া নিতি তরঙ্গ নিকর।
আছড়ি পর্বত 'পরে পড়ে নিশিদিনে।।......
ঠাকুরের শ্রীমুখের সেই যে বচন।
আরবসাগর হেরি পড়িতেছে মনে।।
আরব তাতার আমি করিব গমন।
এ মধুর হরিনাম লইবে যবনে।।
করি উপলক্ষ্য এই অধম কিঙ্করে।
বিধর্ম্মীগণেও নাম করিছেন দান।।

পাঠাবেন কারে কবে আরব তাতারে।
জানেন আমার সেই গুরু ভগবান।।......"

পাতকী তরাতে যদি এসেছো এবার
কেন হবে যেতে তবে আরব তাতার।
ভূ-ভারতে আমা হতে কে আছে পাতকী
অপরাধ অপকর্ম্ম করেছি কত কী!
তবে কেন কৃপা করে অভয় চরণে
স্থান নাহি দিবে দীন দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৪

।। ফুল্লরা পীঠ, তারাপীঠ সহ বহু তীর্থ পর্য্যটন-১৩২৯।।

সতত প্রভুরে পথ করে আকর্ষণ
কভু কাছে কভু দূরে করেন ভ্রমণ।
গৃহ তাঁর পান্থশালা পথ যেন ঘর
জীবনের মূলমন্ত্র—'হও অগ্রসর'।
পৌষমাসে পুনরায় ঊনত্রিশ সনে
বাহির হলেন প্রভু ভ্রমণ কারণে।
চণ্ডীপাঠ কার্য্যে ইনি দক্ষ অতিশয়
সে কারণে বহু স্থানে পাঠে যেতে হয়।
তাঁরে পেয়ে তুষ্ট হয় সব যজমান
দূর স্থান হতে কভু আসে আহ্বান।
'গৌর কাকার' চণ্ডীপাঠের কারণ
আমুদপুরেতে প্রভু করেন গমন।
ফুল্লরাপীঠের নহে দূরত্ব অধিক
সেইস্থানে চণ্ডীপাঠ ছিল মানসিক।
পুণ্যপীঠে পাঠপর্ব্ব সমাপ্তির পর
তারাপীঠ অভিমুখে হন অগ্রসর।
চলেছেন সম্মুখেতে মহান পথিক
বীরচন্দ্রপুরে হল বিরতি ক্ষণিক।

একদা শ্রীনিত্যানন্দ জনমি এ গ্রামে
ভাসিয়েছিলেন দেশ প্রেমে আর নামে।
মাঘীপূর্ণিমাতে সেথা চলিছে উৎসব
নামে মত্ত হয়ে প্রভু দেখিলেন সব।
কীর্ত্তনে শ্রীখোল মাত্র বাজে এই স্থানে
তা শুনে আনন্দ নাহি পান প্রভু প্রাণে।
মাঘমাস— শীত তাই বড়ই প্রবল
শয্যাদ্রব্য সাথে মাত্র একটি কম্বল।
উন্মুক্ত আকাশতলে করিয়া শয়ন
মহাসুখে করিলেন যামিনী যাপন।
মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করি উচ্চকণ্ঠে
চলিলেন পুনরায় পুণ্য তারাপীঠে।
পথে নারী একদল করিল সন্দেহ
ইনি বুঝি তাহাদের পরিচিত কেহ।
গৃহ ত্যজি করিছেন পলায়ন দূরে
নামধাম-আদি তাই শুধায় প্রভুরে।
অবশেষে যথাযথ পেয়ে পরিচয়
সবার সংশয় শীঘ্র সংযমিত হয়।
সারাপথ মহানাম করি সঙ্কীর্ত্তন
যথাকালে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন।
পাণ্ডারা করিল সেথা বহু সমাদর
ভোজন করাল যত্নে প্রসাদ বিস্তর।
সানন্দে সে পীঠস্থান করি দরশন
অবিলম্বে শান্তিপুরে করেন গমন।
বসতি করেন সেথা 'শ্রী' বৈষ্ণবগণ
তাদের সহিত হল প্রভুর মিলন।
রুদ্রাক্ষ রয়েছে দেখি কণ্ঠেতে প্রভুর
বিস্ময়ে বৈষ্ণবদের চিত্ত ভরপুর।
তদুপরি তাঁরা যবে করেন শ্রবণ
তারাপীঠে করেছেন প্রসাদ গ্রহণ,
বুঝিলেন কখনই নহে এ যুবক
রামানুজ অনুগামী বিষ্ণু উপাসক।

গোঁড়ামিতে আগাগোড়া পূরিত হৃদয়
শক্তি প্রতি ভক্তি তাই দোষাবহ হয়।
প্রকৃত বৈষ্ণব ন'ন সঙ্কীর্ণ কখন
বিশ্বময় বিষ্ণু তাঁরা করেন দর্শন।
সমজ্ঞান তাহাদের তারা হরি হরে
ইষ্টে দৃঢ়নিষ্ঠা—অন্যে দ্বেষ নাহি করে।

আরো বহু স্থানে প্রভু করেন ভ্রমণ
জানা নাহি যায় তার পূর্ণ বিবরণ।
দেখিলেন পথে এক দেবতা মন্দির
বহন করিছে কীর্ত্তি রাণী ভবানীর।
কিরীটেশ্বরী স্থানে করি আগমন
শিবলিঙ্গ অগণিত করেন দর্শন্।
মায়ের মন্দির পার্শ্বে মহীরুহদল
উচ্চে শির তুলি যেন স্পর্শে নভস্থল।
মনোরম দৃশ্য দেখি ভরিল হৃদয়
দিলেন মায়ের পূজা চিনি করি ক্রয়।
ডাবুকেশ্বরে প্রভু যান অনন্তর
গঙ্গা পার হয়ে যান শ্রীরামনগর।
সেদিন চলার পথে জোটেনি আহার
প্রতীক্ষায় ছেদ তবু না পড়ে তাঁহার।
হলেও নিতান্ত কম ছিল কিছু অর্থ
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা হল অবশেষে ব্যর্থ।
না জাগে বিকার মনে নাই কোন দুঃখ
বুঝিলেন বিধাতার সুবিচার সূক্ষ্ম—
অকিঞ্চন হয়ে নিলে তাঁহার শরণ
যোগেশ্বর যোগক্ষেম করেন বহন।
মহাভারতের কথা বুঝি সেইক্ষণে
চলচ্চিত্র সম ভাসে মানস নয়নে ঃ—
দুষ্ট দুর্য্যোধন করে আকর্ষণ
পাঞ্চালী-বসন ধরি।

যতনে সবলে ধরি বস্ত্রাঞ্চলে
দ্রৌপদী স্মরেন হরি।।
তথাপি বিপদ রহে পূর্ব্ববৎ
ভাবিয়া আকুল বালা।
রাজসভা মাঝে মরে যায় লাজে
একী নিদারুণ জ্বালা।।
ছাড়ি আত্মশক্তি শেষে মহাসতী
গোবিন্দে স্মরণ করে—
ওহে দীননাথ কৃপা দৃষ্টিপাত
কর এ দীনের 'পরে।।
হে পাণ্ডব সখা দাও ত্বরা দেখা
কর নিবারণ লাজ।
তুমি বিনা আর কে আছে আমার
এ মহা বিপদে আজ।।
এসো এসো হরি এসো ত্বরা করি
বিলম্বে বিপদ বাড়ে।
কাতর আহ্বান শুনি ভগবান
স্থির না রহিতে পারে।।
বস্ত্ররূপ ধরি আসিলেন হরি
রাখিতে সতীর মান।
বস্ত্র অবতার কি বা চমৎকার
জয় জয় ভগবান।।
কায়বাক্যমনে শ্রীহরি চরণে
যে জন শরণ লয়।
শ্রীহরি তাহার বহে সব ভার
দূর করে দুঃখ ভয়।।

অনন্তর তথা হতে বাষ্পযানে উঠি
রাত্রিকালে উপনীত হন নলহাটী।
মন্দিরের অভিমুখে অতীব সত্বর
ব্যগ্র চিতে ঘোর রাতে হন অগ্রসর।

ললাটেশ্বরী কোথা নাই তাঁর জানা
শুধালেন বার বার পথের নিশানা।
ব্যাকুল অন্তরে ধায় পাগল সন্তান
কেমনে বা জননীর স্থির রহে প্রাণ।
মাতা তাই মোড়ে মোড়ে নররূপ ধরে
করেন অপেক্ষা পথ দেখাবার তরে।
মন্দিরে গমনকালে পথে এক স্থানে
আকর্ষিত হল চিত্ত সুভোজ্যের ঘ্রাণে।
বিয়েবাড়ী হতে ভেসে এসেছে সুবাস
এ প্রসঙ্গে প্রভু মত করেন প্রকাশ—
সারাদিন বেচারার জোটে নাই কিছু
তাই হায় ছুটে যায় সুগন্ধের পিছু।
অবশেষে পৌঁছিলেন মন্দিরেতে এসে
প্রণাম করেন মায়ে রুদ্ধ দ্বারদেশে।
শ্রীঅঙ্গ কাতর অতি ক্ষুৎপিপাসায়
দোকানে গেলেন মিষ্টি ক্রয়ের আশায়।
নিঃশব্দ শীতের রাত্রি সুপ্তিতে মগন
দোকানী না করে মুক্ত ঝাঁপের বন্ধন।
ফোকরের পথে হল আদান প্রদান
বিলম্ব না করি প্রভু পুকুরেতে যান।
মিষ্টিসহ জলপানে পরিতৃপ্ত হয়ে
শয়ন করেন এক খোলা শিবালয়ে।
সঙ্গেতে কম্বল ছিল একখানি মাত্র
তাই দিয়ে আস্তরণ—আবরণ গাত্র।
শয্যা ত্যজি উঠিলেন প্রভাত সময়
ভৈরবী মাতার সাথে হল পরিচয়।
স্নেহভরে অনুযোগ করেন জননী—
"কেন বাবা রাতে তুমি আমায় ডাক নি?"
সাদা এক ভেড়া ছিল ভৈরবী মাতার
জনশ্রুতি—যাদুশক্তি করায়ত্ত্ব তাঁর।
কোন এক পুরুষেরে সেই শক্তি দ্বারা
রেখেছেন করে তিনি অসহায় ভেড়া।

পূর্ব্বেই ফুল্লরাপীঠ হয়েছে দর্শন
কচ্ছপ আকৃতি সেটি টিপির মতন।
পক্ষান্তরে হেথাকার মন্দির মাঝার
দেবদেবী মূর্ত্তি নাই কোনও প্রকার।
সিন্দুরে চিহ্নিত আছে একটি আসন
সানন্দে সে সব কিছু করেন দর্শন।
মধ্যাহ্নে তথায় করি প্রসাদ গ্রহণ
আমুদপুরেতে হল পুনরাগমন।
কপর্দ্দক মাত্র আর নাহিক সম্বল
হেঁটে হেঁটে গেছে ফেটে চরণ যুগল।
পীঠ পর্য্যটন সাঙ্গ করি আপাততঃ
স্বগৃহে ডুমুরদহে হন প্রত্যাগত।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তব বিচরণ
একবার এ হৃদয়ে কর পদার্পণ।
শ্রীচরণে কায়মনে করি এ মিনতি
দাস জনার্দ্দন করে অসংখ্য প্রণতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৫

।। দীক্ষাদান শুরু — ১৩৩০।।

আনন্দ আশ্বাস বার্ত্তা করিয়া বহন
তেরশ তিরিশ এল স্মরণীয় সন।
প্রচারে নূতন মাত্রা হল সংযোজন
পূর্ণ হল জীবোদ্ধার লীলা আয়োজন।
এ সময় সুরু হয় মন্ত্রদীক্ষা দান
কলিহত জীব পেল আলোর সন্ধান।
বাক্‌সাড়া গ্রামবাসী ভক্ত একজন
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র নাম জাতিতে ব্রাহ্মণ।

জাগিল অন্তরে তার মুক্তির বাসনা
প্রভুর চরণে দীক্ষা করিল প্রার্থনা।
গৃহিণী করুণাময়ী ভ্রাতা বৌদি তার
জানাল প্রার্থনা পদে একই প্রকার।
কিছুতে প্রভুর নাই সামান্য স্বাতন্ত্র্য
গুরুদেব যন্ত্রী আর তিনি তাঁর যন্ত্র।
গুরু আজ্ঞা বিনা মন্ত্র দিবেন কেমনে
জানালেন সব তাই শ্রীগুরু চরণে।
অবিলম্বে যোগেশ্বর গুরু দাশরথি
সানন্দ অন্তরে শিষ্যে দেন অনুমতি।
প্রভু পুন পূজনীয় গুরুরে শুধান—
এখনো হয়নি 'এ'র দুঃখ অবসান।
সঙ্গত কারণে তাই প্রশ্ন জাগে মনে—
"অপরের দুঃখ দূর করিব কেমনে ?"
গুরুদেব কহিলেন—"চিন্তা পরিহর
আমার আদেশ তুমি দীক্ষাদান কর।
মন্ত্রদান করিবার আছে প্রয়োজন
দ্বিধা ত্যজি কর এবে আদেশ পালন।"
গুরুর আদেশে সুরু হল দীক্ষাদান
সস্ত্রীক প্রকাশ চন্দ্র মহাভাগ্যবান।
বৌদিদি কালিদাসী ভ্রাতা রামানন্দে
একই কালে দেন ঠাঁই চরণারবিন্দে।
সবারে দিলেন প্রভু সাধ্যযোগ দীক্ষা
তাদের সার্থক হল সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা।

অনায়াসে না লভিত কেহ মন্ত্র নিধি
দীক্ষাদানে ছিল অতিসুকঠোর বিধি।
তিনবার সন্ধ্যা যত্নে করিলে প্রত্যহ
জপিলে গায়ত্রী মন্ত্র লক্ষ তৎসহ
শাস্ত্র সদাচার প্রতি হলে নিষ্ঠাবান
দীক্ষালাভে যোগ্য হয় ব্রাহ্মণ সন্তান।

এক লক্ষ মহামন্ত্র জপি মায়ীগণ
মন্ত্রদীক্ষা লাভে করে যোগ্যতা অর্জ্জন।
ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর অন্য কোন জনে
না দেন আশ্রয় প্রভু অভয় চরণে।
মন্ত্রদানে কঠোরতা বাড়ে দিন দিন
লক্ষ স্থলে লক্ষ্যমাত্রা হল পরে তিন।
গায়ত্রী প্রভৃতি তিন লক্ষ পরিবর্ত্তে
শেষে দীক্ষা দেয়া হত পাঁচ লক্ষ সর্তে।
অধিকন্তু রোগক্লিষ্ট চরণের তরে
জপিতে হইত মন্ত্র এক লক্ষ করে।

নিত্যানন্দপুর গ্রামে বটু'র বসতি
সাহাগঞ্জে বাস করে তার ভগ্নীপতি।
ভগ্নীপতি ক্ষিতীশেরে প্রভু এ সময়
কৃপা করি শ্রীচরণে দিলেন আশ্রয়।
আরো প্রায় দুই বর্ষ অপেক্ষার পরে
প্রার্থনা জানাল বটু মন্ত্র দীক্ষা তরে।
গুরুদেব মির্জ্জাপুরে ছিলেন তখন
পত্রযোগে হল তাঁর সম্মতি গ্রহণ।
নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করি সমাপন
মন্ত্রদীক্ষা করে বটু সস্ত্রীক গ্রহণ।

তেরশ বত্রিশ সনে শ্রাবণ দিবসে
করেছেন যাত্রা প্রভু নৈহাটী উদ্দেশে।
চুঁচুড়ার ঘাট হতে গিয়ে পরপারে
বিবাহেতে পৌরোহিত্যে হবে করিবারে।
ইমাম্‌বাড়া হাসপাতাল আর ডাকঘর
অতিক্রম করি যবে হন অগ্রসর,
হঠাৎ যুবক এক পঞ্চানন নাম
পথিমধ্যে ভক্তিভরে করিল প্রণাম।
সৌখীন সুন্দর তার বসনভূষণ
বিনয়ে বলিল—"আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।

কুলের মহৎ ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কদাচারে রহিয়াছি সদা নিমগন।
আমি চোর জুয়াচোর লম্পট মাতাল
মিথ্যা মোহে অন্ধ হয়ে যাপিতেছি কাল।
জেনেছি হে প্রভু তুমি পতিতপাবন
অভয় চরণে তব নিলাম শরণ।
নরকের এই কীটে করিতে উদ্ধার
কৃপা করি হও প্রভু সদয় এবার।''
শুধালেন প্রভু—''তুমি চেন কি আমায়?''
''চিনি, দেব!''—পঞ্চানন বিনয়ে জানায়।
গুরুসেবা গুরুচিন্তা করি অনুখন
হয়েছে গুরুর মত প্রভুর গঠন।
গুরু আর শিষ্যে ছিল সাদৃশ্য ঈদৃশ
অনেকে চিনিতে ভুল করিত প্রায়শঃ।
সে কারণ কহিলেন প্রভু পুনর্বার—
''মনে হয় ভ্রম কিছু হয়েছে তোমার।
যাঁরে তুমি খোঁজ কর আমি তাঁর দাস
হুগলীর দিগ্‌সুই গ্রামে তাঁর বাস।
তিনি গুরু শক্তিধর আমি দীন শিষ্য
যাও সেথা হবে সিদ্ধ তোমার উদ্দেশ্য।''
পঞ্চানন বলে—''আমি জানি তব নাম.....
শ্রীধাম ডুমুরদহ আপনার ধাম।''
মুগ্ধ হন প্রভু তার সরল উক্তিতে
সম্মত না হন তবু মন্ত্র দীক্ষা দিতে।
সে কারণ কহিলেন প্রভু এইবার—
''হয় নাই দুঃখ দূর এখনো আমার।
কেমনে মোচন করি তোমার যন্ত্রণা?''
পঞ্চানন তবু পুন জানায় প্রার্থনা।
দেখি তার কাতরতা দৈন্য অতিশয়
প্রভু শেষে তার প্রতি হলেন সদয়।
বলেন—''গায়ত্রী মন্ত্র জপি লক্ষবার
ক'রো এ'র সাথে তুমি দেখা পুনর্ব্বার।''

শ্রীমুখের এ বচন করিয়া শ্রবণ
হৃষ্ট চিতে গৃহে ফিরে এল পঞ্চানন।
দাসপুরে বাস তার হুগলী জেলাতে
বহিল জীবন ধারা এবে ভিন্ন খাতে।
জপাদি করিল শুরু নিয়মিতভাবে
পাপী হল মহাভক্ত প্রভুর প্রভাবে।
সার্দ্ধ তিন লক্ষ জপ করিল সে শেষ
এক লক্ষ মাত্র ছিল প্রভুর আদেশ।
পরের বৎসর এল প্রভুর সকাশে
দীক্ষা লভি বাঞ্ছা পূর্ণ হল মাঘ মাসে।
মন্ত্রজপ গুরুসেবা করিল সে সার
উঠিল সাত্ত্বিক ভাব ফুটে দেহে তার।
শিশুর সারল্য প্রাপ্ত হল দিন দিন
উপজিল গুরুভক্তি তুলনাবিহীন।
যেমন করেই হোক প্রভুর সকাশে
প্রতি হরিবাসরেতে ভক্তবর আসে।
নদীনালাময় পথ অতীব দুর্গম
শত বাধা অনায়াসে করে অতিক্রম।
না মানে সে শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র জল ঝড়
না ডরায় বরষায় নদী ভয়ঙ্কর।
তুচ্ছ করি সর্প ব্যাঘ্র মরণের ভয়
পক্ষ অন্তে পদ প্রান্তে উপনীত হয়।
দুর্যোগের দিনে করি সস্নেহ শাসন
প্রভু তারে আসিবারে করেন বারণ।
পঞ্চানন বলে—"প্রভু কি করি উপায়
পক্ষান্তে যে 'ষ্টীম' সব শেষ হয়ে যায়।"

অন্তঃপর গুরু আজ্ঞা লয়ে পঞ্চানন
একে একে বহু তীর্থ করে পর্য্যটন।
পুণ্য তীর্থ চিত্রকূট ভ্রমি অবশেষে
রোগাক্রান্ত হল দেহ কাশীধামে এসে।

বলিল— দেহটা যেন যায় এইস্থানে
প্রার্থনা পৌঁছিল বুঝি বিধাতার কানে।
শিবপুরী কাশীধামে সাঁইত্রিশ সনে
রামনবমীর দিনে মহাশুভক্ষণে।
সজ্ঞানে শ্রীগুরুনাম করি উচ্চারণ
পঞ্চানন উর্দ্ধলোকে করিল গমন।
কহিলেন প্রভু এই ভক্তের বিষয়—
"কাশীতে মরিলে মুক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তবু মনে এ ভাবনা হতেছে উদয়
পঞ্চানন ফিরে পুন আসিবে নিশ্চয়।
মিটে নাই আশা তার গুরুসেবা করে
তাই সে আসিবে পুন নব কলেবরে।
কায়মনোবাক্যে সেবা করি অনুখন
সেবার আদর্শ মর্ত্ত্যে করিবে স্থাপন।.....
পুণ্য ক্ষেত্র চিত্রকূট ভ্রমণের পর।
লিখেছিল শেষ পত্রে মোরে ভক্তবর—
চিত্রকূট কথা পত্রে লেখা অসম্ভব
সাক্ষাতে শ্রীচরণেতে নিবেদিব সব।
তার মুখে সে সংবাদ শোনার আশায়
আজো আমি আছি বসে তার প্রতীক্ষায়।"
এ প্রসঙ্গ প্রভু যবে করেন বর্ণন
প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠে দু' নয়ন।

তেরশ পঁইত্রিশ সালে প্রভুর কৃপায়
ধন্য হয় শ্রীমন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়।
পূর্ব্ব-উক্ত পঞ্চানন সহোদর তার
দুই ভ্রাতা ছিল প্রায় একই প্রকার।
প্রথম জীবন তারো ছিল কলঙ্কিত
রূপান্তর হল পরে অগ্রজেরই মত।
আদিপর্ব্বে মন্ত্রদীক্ষা হল লাভ তার
উপজিল প্রভু পদে ভকতি অপার।

এ পর্বে সে অন্যতম লীলা সহচর
প্রভুর অশেষ কৃপা তাহার উপর।
আসিল দ্বিজেন তার দেশ বীরভূমে
জপিল গায়ত্রী তিন লক্ষ রামাশ্রমে।
তেরশ ছত্রিশে হল দীক্ষালাভ তার
রটে গেল দিকে দিকে শুভ সমাচার।
চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করি সমাপন
দীক্ষা পেল একে একে আরো বহু জন।

আর এক মহাভক্ত এল এইবার
নাম তার শ্রীভুজেন্দ্র নাথ সরকার।
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজ-কর্ম্মচারী
খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দিগন্তপ্রসারী।
ইংরেজ দিয়েছে 'রায় সাহেব' উপাধি
অন্তরে নাহিক তার ভক্তির অবধি।
দীক্ষা লাগি বার বার প্রভুর গোচরে
প্রার্থনা জানায় ভক্ত ব্যাকুলতাভরে।
দীক্ষার কঠিন সর্ত করিতে পূরণ
পাঁচ লক্ষ মহামন্ত্র জপ প্রয়োজন।
প্রভুর প্রীতির তরে সানন্দে স্বেচ্ছায়
দশ লক্ষ মহামন্ত্র জপিবারে চায়।
অব্রাহ্মণে দীক্ষাদানে প্রভু অসম্মত
সব নিবেদন তাই ব্যর্থ আপাততঃ।
মহামন্ত্র দেন তারে প্রভু দয়াময়
আর দেন উপদেশ সাধন বিষয়।
কেটে যায় প্রতীক্ষায় অতি দীর্ঘ কাল
এল পুণ্য তেরশত তেতাল্লিশ সাল।
নীলাচলে মৌনকালে হল প্রত্যাদেশ—
"যা যা নাম দিগে যা"—মৌন হল শেষ।
সুরু হল পূর্ণোদ্যমে জীবের উদ্ধার
উচ্চ নীচ সবা লাগি মুক্ত হল দ্বার।

এত দিনে শূদ্র পেল শ্রীচরণে স্থান
ভক্তবর শ্রীভুজেন মহাভাগ্যবান।
ভুজেন প্রথম শূদ্র সন্তান প্রভুর
দীক্ষা পেয়ে হল তার দুঃখ জ্বালা দূর।

দীক্ষালাভে কী ভীষণ কঠিন নিয়ম
দীক্ষার্থীর তবু ভীড় নাই কিছু কম।
দয়াময় প্রভু কৃপা করেন সবারে
দিন দিন শিষ্য আর ভক্ত সংখ্যা বাড়ে।
প্রভুর দীক্ষার লীলা স্মরি মধুময়
দাস জনার্দ্দন মাগে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা - ১৬

।। দয়াল মহারাজের সঙ্গে পরিচয়- ১৩৩০।।

প্রভুর মায়ের মামা পূর্ণচন্দ্র নাম
নিবাস হাওড়া জেলা শিবপুর গ্রাম।
চোদ্দরূপ চণ্ডীপাঠে জাগে অভিপ্রায়
নাতিকে দিলেন ভার দাদা মহাশয়।
তেরশ তিরিশে চণ্ডীপাঠের কারণ
শিবপুর গ্রামে প্রভু করেন গমন।
খাতায় লিখিত 'নাম-অমৃত লহরী'*
মুগ্ধ হন তথাকার আত্মীয়টি পড়ি।
শ্রীরামদয়াল নামে মহান সাধক
সেইকালে 'উৎসবে'র খ্যাত সম্পাদক।
আত্মীয়টি ভাবিলেন রাম মজুমদার
প্রভুর এ রচনার যোগ্য সমঝদার।

---
* শ্রীশ্রীনামামৃতলহরী

তাই তিনি অবিলম্বে প্রভুর সহিত
'উৎসবে'র কার্য্যালয়ে হন উপস্থিত।
প্রভুর রচিত সেই প্রবন্ধ শ্রবণে
অতিশয় আনন্দিত দয়াল সগণে।
কেদার পণ্ডিত সেথা ছিলেন তখন
তিনিও হলেন শুনে আনন্দে মগন।
আর প্রীত হন তাঁর পারিষদ দল
সুপণ্ডিত ছত্রেশ্বর-শরৎ-কমল।
শ্রীদয়াল মহারাজ ক'ন প্রভু প্রতি
"রেখো অতি সযতনে প্রবন্ধ প্রভৃতি।
ভাব সব মানুষের মানস সন্তান
তাদের অবশ্য দিবে সুযোগ্য সম্মান।
কেঁদে কেঁদে উৎসবের আশ্বিন সংখ্যায়
লিখিবে প্রবন্ধ এক মায়ের বিষয়।"
এভাবে উৎসাহ দেন শ্রীরামদয়াল
বাড়ে তাঁর স্নেহধারা যত যায় কাল।
উৎসবের এ মিলন সংবাদ শ্রবণে
গুরুদেব দাশরথি প্রীত হন মনে।

আশ্বিনের উৎসবেতে প্রভু বিরচিত
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এক হল প্রকাশিত।
তাঁর সে 'চোখের জলে মায়ের পূজা'য়
সাধু সুধী সমাজেতে সাড়া পড়ে যায়।
বর্দ্ধমান হতে পত্র লিখিয়া বিজ্ঞান
করিল এ প্রবন্ধের বহু স্তুতি গান।
যোগত্রয়ানন্দ শিবরামের কিঙ্কর
মহাজ্ঞানী, কর্ম্মী ভক্ত মহাশক্তিধর,
সুচিন্তিত অভিমত করিলেন ব্যক্ত —
"এ লেখক একাধারে সুপণ্ডিত ভক্ত।"

গেল একবর্ষ এল একত্রিশ সাল
কহিলেন একদিন শ্রীরামদয়াল—

"সর্ব্বাবাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্ বৈরি বিনাশনম্।।"
—এ মন্ত্র পুটিত করি আমার নিমিত্ত
চণ্ডীপাঠ এবে তুমি কর শতাবৃত্ত।
সংসারের ভার তব করিব বহন।"
প্রভু কন—"শ্রীগুরুর মত প্রয়োজন।"
চণ্ডীপাঠে অনুমতি দিলেন শ্রীগুরু
আঠাশে ফাল্গুন হতে পাঠ হল সুরু।

উৎসবের কার্য্যালয়ে চৌতিরিশ সনে
যোগের সম্বন্ধে কথা চলিছে দু'জনে।
আলোচনা প্রসঙ্গেতে প্রভু সে সময়
তুলিলেন কথা বিন্দু দর্শন বিষয়।
কহিলেন তদুত্তরে রাম মহারাজ—
"যোগপথে হয় নিতে গুরু হতে কাজ।"
"কাজ দিন"— করিলেন প্রভু নিবেদন
রাম ক'ন—"শ্রীগুরুর মত প্রয়োজন।"
আদ্যোপান্ত শুনি সব গুরু দাশরথি
সানন্দ অন্তরে শিষ্যে দেন অনুমতি।
কহিলেন—"তাঁর কাছে ক্রিয়া যাহা পাবে
অভ্যাস করার আগে আমায় দেখাবে।"
অনন্তর বৈশাখের দশম দিবসে
কলিকাতা যান প্রভু দয়াল সকাশে।
তিনি ক'ন—"পূর্ব্বকৃত পাপ প্রশমনে
ভোজন করাতে হবে সাধুসন্তজনে,
সেই হেতু পঞ্চমুদ্রা করহ প্রদান।"
প্রদত্ত হইল অর্থ যথা পরিমাণ।
অনন্তর যোগক্রিয়া দিলেন শ্রীরাম—
নাভিক্রিয়া মহামুদ্রা আর প্রাণায়াম।
গুরুদেবে এ সকল করি প্রদর্শন
আরম্ভ করেন প্রভু যৌগিক সাধন।
শ্রীদয়াল মহারাজ দেন পুনর্ব্বার
যোগক্রিয়া যোনিমুদ্রা একুশে আষাঢ়।

কিছুদিন যোগক্রিয়া অভ্যাসের পর
অসুবিধা দেখা দিল প্রভুর বিস্তর।
বিমল আনন্দ জপে হত অনুভব
দুঃখ জ্বালা দেহবোধ লুপ্ত হত সব।
যোগমুদ্রা প্রাণায়াম অভ্যাস সময়
মনকে বিভিন্ন চক্রে টেনে নিতে হয়।
তার ফলে সে আনন্দ লইল বিদায়
ষট্‌চক্রে মন তাঁর নামিতে না চায়।
দয়াল বলেন শুনি সব বিবরণ—
"যোগাভ্যাসে আর তব নাহি প্রয়োজন।
জপ করি সব কাজ করিয়াছ শেষ
কী আর তোমায় আমি দিব উপদেশ।"

তেরশ চৌত্রিশ সাল বৈশাখ ছাব্বিশে
শ্রীদয়াল আসিলেন প্রভুর আবাসে।
রামাশ্রম নির্ম্মাণের নিমিত্ত তখন
হয়েছে কিছুটা শুধু পরিষ্কৃত বন।
স্থান দেখি আনন্দিত শ্রীমজুমদার
বলেন—"নির্ম্মিত হোক্ আশ্রম তোমার,
ভজনের অনুকূল এই পরিবেশে
থাকিব ভজনে রত মাঝে মাঝে এসে।"
বৈশাখ সাতাশে সীতানবমীর ব্রত
ব্রজনাথ নিকেতনে হল উদ্‌যাপিত।
সমারোহে হল সেথা মহানাম গান
দয়াল করেন দীর্ঘ উপদেশ দান।
আঠাশে আরেক স্থানে করেন বক্তৃতা
অনন্তর সন্ধ্যাকালে যাত্রা কলিকাতা।
তেরশ ছত্রিশ সালে রথ দ্বিতীয়ায়
এলেন ডুমুরদহে তিনি পুনরায়।
পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি করিতে পালন
রামাশ্রমে হল তাঁর শুভ পদার্পণ।

তেরশ চল্লিশ সনে প্রভু অতঃপর
লভিলেন সাধনায় সিদ্ধি মহত্তর।
নাদ এল অগণিত অনুভূতি আর
কখন সংশয় জাগে অন্তর মাঝার।
তর্করত্ন পঞ্চানন শুনি সব কথা
জানালেন—"হয় নাই পথে ভুল কোথা।"
শ্রীদয়াল মহারাজ কাশীতে তখন
জানালেন প্রভু তাঁরে সব বিবরণ।
আসে নাই সে পত্রের কোনও উত্তর
কাশীতে গেলেন প্রভু পরের বৎসর।
সেথায় সাক্ষাৎ হল শ্রীদয়াল সঙ্গে
শুধালেন প্রভু পূর্ব্ব পত্রের প্রসঙ্গে—
"উত্তর না দিয়ে কেন আছেন নীরব?"
দয়াল কহেন—"আমি বুঝি না ও সব।
যোগবিঘ্ন বলি মোর হয় অনুমান।"
"এ কথা কোথায় আছে?"—প্রপন্ন শুধান।
"হরিবংশে"—শ্রীদয়াল কহেন উত্তরে
হরিবংশ খুঁজে দেখা হল ভাল করে।
সবিনয়ে কহিলেন প্রভু অবশেষে—
"ও কথা কোথাও লেখা নাই হরিবংশে।"
শ্রীদয়াল মহারাজ বলেন এবার—
"তর্করত্ন মশায়ের অভ্রান্ত বিচার।
ও পথে আমার কোন অনুভব নাই
অকারণ শিষ্যেরে না চাপা দিতে চাই।"

প্রভুর মহান গ্রন্থ 'কথা রামায়ণ'
সবে ক'টি দৃশ্য তার হয়েছে লিখন।
শ্রীরামদয়াল আর কন্যাগণ তাঁর
পাঠ শুনি লভিলেন আনন্দ অপার।
'সীতারাম লীলামৃত' ছিল তার নাম
'কথা রামায়ণ' নাম দিলেন শ্রীরাম।

বিদুষী মান্ময়ী দেবী বলেন তখন
আমিও করেছি এক গ্রন্থ প্রণয়ন।
আপনার পাঠ শুনে আজ মনে হয়
এর কাছে আমার সে গ্রন্থ কিছু নয়।
সীতারে পারিনি আমি তেমন ফোটাতে
যেমন উঠেছে ফুটে আপনার হাতে।
কোনও মঞ্চের যদি হতাম চালক
করাতাম অভিনয় তবে এ নাটক।

এল বাংলা তেরশত চুয়াল্লিশ সন
প্রথম চাতুর্ম্মাস্য চলিছে তখন।
শ্রীরামদয়াল সহ সাক্ষাৎ মানসে
একদা এলেন প্রভু উৎসব অফিসে।
কত কথা আলোচনা হল দুজনায়
শ্রীরাম এলেন পথে বিদায় বেলায়।
সেদিন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
প্রভুর বক্ষের 'পর রাখি নিজ হাত
কহিলেন স্নিগ্ধ কণ্ঠে দয়াল শ্রীরাম—
"আমার সকল শক্তি তোমায় দিলাম।"

এমন উজাড় করি আপন ভাণ্ডার
প্রভুরে অর্পণ কেহ করে নাই আর।
যাঁরে সব দান করে ধন্য শ্রীদয়াল
তাঁর পদরজ লাগি এ দাস কাঙ্গাল।
ত্রিভুবনে সার তাঁর যুগল চরণ
দাস জনার্দ্দন করে ধরিতে যতন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৭

।। ব্রজনাথের কৃপা - ১৩৩২-৩৩।। প্রভুর প্রার্থনা।।
।। সাধু মেঘনাদ।। তীব্র অনটন।।

কে বুঝিবে বিধাতার বিচিত্র বিধান
এক হাতে বরাভয় মঙ্গল কল্যাণ।
আর হাতে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তাঁর
একই সাথে চলে বিশ্বে সৃজন সংহার।
এক দিকে কভু বিধি গর্জ্জি ভয়ঙ্কর
ফেটে পড়ে রুদ্ররোষে প্রভুর উপর।
আবার কখন বক্ষে করিয়া গ্রহণ
করে তাঁর যোগক্ষেম যতনে বহন।
সম্মুখে দাঁড়ায় কভু বাধার পাহাড়
চাহে রুদ্ধ করিবারে অগ্রগতি তাঁর।
আসে ব্যাধি সুকঠিন শোক তাপ কত
কিছুতে প্রভুর গতি না হয় ব্যাহত।
সর্ব্বগ্রাসী রূপ নিয়ে অনটন আসে
প্রভু হাসে দারিদ্র্যের সে দীন প্রয়াসে।
অভাবের আক্রমণ তীব্র হয় যত
বাড়ে সেই অনুপাতে উপবাস ব্রত।
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য ঈশ্বরের দান
সাদরে তাদের সদা করেন আহ্বান ঃ—
“দাও গুরো দাও মোরে দুঃখ অবিরত
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কর নিষ্পেষিত।
তা'হলে অবোধ মোর মন সর্ব্বক্ষণ
করিবে স্মরণ তব ও রাঙা চরণ।
দাও ব্যাধি নিরবধি কঠিন কঠিন
যে রোগ আরোগ্য নাহি হয় কোন দিন।
তাহলে চরণ তব ওহে দয়াময়
রহিবে স্মরণে মোর সকল সময়।

সংসার আমার হোক দুখের আগার
তবে তো পড়িবে মনে চরণ তোমার।
পাণ্ডিত্য নাস্তিক্য যদি করে আনয়ন
অর্থ-পাশ যশ-লোভী পণ্ডিত কখন।
ক'রো না আমায় প্রভু মিনতি চরণে
তুমি শুধু থেকো এই মূর্খের স্মরণে।
চরণে প্রার্থনা এই করি বার বার
উন্মুক্ত করিয়া তব দুঃখের ভাণ্ডার।
এ যাবৎ যত দুঃখ করেছ সৃজন
এরোপর নিরন্তর কর বরিষণ।
আমারে ঘেরিয়া এই দুঃখগুলি সব
করুক তাণ্ডবনৃত্যে মহামহোৎসব।
তাদের প্রহারে অঙ্গ হোক্ জর্জ্জরিত
আমার শোণিতে হোক্ ধরণী রঞ্জিত।
বক্ষমাঝে ধরি তব দু'খানি চরণ।
আমি যেন সেই কালে করি উচ্চারণ—
"বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।।"
শশাঙ্ক বরুণ বায়ু অগ্নি যম তুমি
পুণ্য পদপ্রান্তে পুন পুনশ্চ প্রণমি।
প্রজাপতি তুমি —তুমি প্র-পিতামহ
সহস্র সহস্র বার নমস্কার লহ।"

তেরশ বত্রিশ এক স্মরণীয় সন
দেশময় হাহাকার দুর্ভিক্ষ ভীষণ।
দুঃসময়ে দুঃখদৈন্য মাঝে বার বার
অচিন্ত্য উপায়ে প্রভু পেলেন উদ্ধার।
অনন্ত কৃপার পেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ
মাতা ভগ্নী প্রভৃতির ভরে ওঠে প্রাণ।
মজুমদার মশায়ের মনোভাব মত
শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ কার্য্যে প্রভু রত।

চণ্ডীপাঠে লাগে নিত্য সুদীর্ঘ সময়
তাই অন্য পূজার্চ্চনা সম্ভব না হয়।
যজন-যাজনে হত স্বল্প উপার্জ্জন
তাও নাহি হয় আর প্রভুর এখন।
আর্থিক অবস্থা তাই বড়ই সঙ্গীন,
নরসিংহ চতুর্দ্দশী এল পুণ্য দিন।
উপবাস করেছেন সবে সে কারণ
দেবগৃহে চণ্ডীপাঠে প্রভু নিমগন।
জননী মাঝের ঘরে রয়েছেন শুয়ে
হেন কালে বলে ছোট গোয়ালার মেয়ে—
"আঙা মা আঁঙা মা হেথা বাইরে ওয়াকে
এসেছে কে এক সাধু দেখে যাও তাকে।"
বালিকার ডাক শুনি জননী তখন
দ্রুতগতি গিয়ে সেথা করেন দর্শন—
শ্বেত কেশ শ্বেত শ্মশ্রু সুদর্শন সাধু
পরণে গেরুয়া এক আলখাল্লা শুধু।
রাম রাম মহানাম গানে মাতোয়ারা
সেই সাথে মৃদু মিষ্ট বাজে একতারা।
ভ্রমর গুঞ্জন সম মধুকণ্ঠ শুনি
মা ভাবেন এসেছেন শ্রীনারদ মুনি।
পুলকে ভরিয়া ওঠে অন্তর তাঁহার
সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় বারংবার।
সাদরে সাধুরে আনি বাটীর ভিতরে
পদযুগ ধৌত করে দেন ভক্তিভরে।
সাধুজী কহেন—"অন্ন করিব গ্রহণ
ভাত আর মুগডাল করহ রন্ধন।"
স্বহস্তে প্রস্তুত করি ভোজন সম্ভার
জননী করেন যত্নে অতিথি সৎকার।
যথাকালে চণ্ডীপাঠ করি সমাপন
সাধু সাথে আলাপেতে প্রভু রত হন।
সাধুজীর পরিচয় জানা গেল পরে
নাম তার মেঘনাদ থাকে দেওঘরে।

অভাবের মাঝে হেরি আনন্দপ্লাবন
বিস্ময়ে উঠিল ভরি সাধুজীর মন।
একদিন মেঘনাদ জননীরে কহে—
"তোমার পুত্রের লীলা আমি এই দেহে।
পারিব না সবটুকু করিতে দর্শন,
আবার করিব তাই মর্ত্ত্যে আগমন।"
প্রভু ক'ন—"সংগোপন করি পরিচয়
এসেছেন তিনি এই বিশ্বেতে নিশ্চয়।"

চতুর্দ্দশীতে রাত্রি করি জাগরণ
চলিবে শাস্ত্রাদি পাঠ আর সঙ্কীর্ত্তন।
ফুল দোল অনুষ্ঠিত হবে ভোর রাতে
পূর্ণিমার নামগান আরম্ভ প্রভাতে।
অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন
চব্বিশ প্রহর ধরি হবে সর্ব্বক্ষণ।
সত্যনারায়ণজীর সিন্নি কাল রাতে
সম্বল নাহিক মুদ্রা একটিও হাতে।
সে কারণে অপরাহ্নে কহিলেন মাতা—
"প্রসাদ দেবার রাতে কি হবে ব্যবস্থা?
লণ্ঠনের জন্য তেল আনা দরকার
হেথাকার দোকানদার নাহি দেয় ধার।"
প্রভু কন জননীরে—"মুগ আছে ঘরে
সিদ্ধ কর তা-ই মাগো প্রসাদের তরে।"
মাতা কন শান্তভাবে করি প্রতিবাদ—
"দেয়া যায় কারো হাতে অমন প্রসাদ!"
কহিলেন প্রভু—মাগো এই অবস্থায়,
দেখিতে না পাই কোন বিকল্প উপায়।"
"তেলের কি হবে বল?"— মায়ের জিজ্ঞাসা
মুহূর্ত্তে মীমাংসা হল জটিল সমস্যা।
সমাধান সূত্র প্রভু দিলেন তখন—
"শুনিতে আসিবে রাতে অনেকে কীর্ত্তন,

তাদের লণ্ঠন নিয়ে পাঠ করা হবে।"
নীরব হলেন মাতা পুত্রের প্রস্তাবে।

শেষাবধি করিলেন জননী তাঁহার
হালুয়া প্রসাদ আর তেলের যোগাড়।
সন্ধ্যার প্রথম পাঠ হল যবে শেষ
নির্ব্বিকার প্রভু গৃহে করেন প্রবেশ।
মা কহেন বিলম্ব না করি ক্ষণকাল
"উমার জননী দেখ পাঠিয়েছে চাল।"
স্মরি কৃপা অনুপম ব্রজনাথজীর
প্রভু আর না পারেন রহিবারে স্থির।
এ প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আগে
নয়নে নামিল ধারা আনন্দ-আবেগে।
জননীও যোগ দেন অনতিবিলম্বে
মাতা-পুত্রে অশ্রুপাত করেন নীরবে।
চলিল কীর্ত্তন পাঠ সারারাত ধরে
ব্রজনাথজীর হল ফুলদোল ভোরে।
জননীর মাসীমাতা নন্দরাণী নাম
চার টাকা দিয়ে দোলে করিল প্রণাম।
উদয়ের পূর্ব্বে সুরু হল নাম গান
উত্তম-আশ্রম দিল সব্জীর যোগান।
নামকারী ভক্ত আর অতিথি সেবার
অসুবিধা নাহি হল কোনও প্রকার।
প্রণামী টাকায় করি দুধ কলা ক্রয়
হল সিন্নি সমারোহে সন্ধ্যার সময়।
নামযজ্ঞে যুবাবৃন্দ আর শ্রীবিজ্ঞান
প্রায়শঃ সদলবলে করে যোগদান।
সাধু মেঘনাদ যোগ দিলেন এবার
সঙ্গীত বিদ্যায় তার বেশ অধিকার।
সুমিষ্ট তালিম সুরে করি সঙ্কীর্ত্তন
সহজেই জিনিলেন শ্রোতাদের মন।

প্রভুরে বলেন—"ওরে বনের মাঝার
করছিস্ ভোগ এ কি আনন্দ অপার!"

এমনই অপর এক দিবসের কথা
দিগসুয়ে চলেছেন প্রভু আর মাতা।
দেখিতে যাবেন তাঁরা শ্রীমান্ শঙ্করে
গুরুপুত্র শয্যাশায়ী সান্নিপাত জ্বরে।
ঘরে চাল আছে সব উৎসর্গীকৃত
এক মুঠো মাত্র নাই ভোগের নিমিত্ত।
দোকানে মেলে না ধার— কী হবে উপায়
কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন মাতা এসব চিন্তায়।
কন্যা শৈলবালা বলে—"যাও না গো মাতা
উপরে আছেন কর্ত্তা করিতে ব্যবস্থা।"
ব্রজনাথ ছাড়া এই কর্ত্তা নহে কেহ
সঁপেছেন যাঁর পদে এঁরা দেহ গেহ।
গেলেন মাতা ও পুত্র দিগসুই পানে
ভগিনী নিশ্চিন্ত মনে চলিলেন স্নানে।
হেনকালে সাধু এসে মেঘনাদ বেশে
"এনেছি এ চাল ক'টি ভোগের উদ্দেশ্যে"—
এই বলে চাল রেখে লইল বিদায়
স্নান শেষে ফিরে এসে ভগিনী শুধায়—
"কোথা হতে কী প্রকারে এল এই চাল?"
সদাশয় পতি তাঁর শ্রীকেশব লাল।
বলিলেন সাধুজীর সব বিবরণ,
শুনিয়া দিদির অশ্রু না মানে শাসন।

অভাবের সংসারেতে কখন কখন
তীব্র হতে তীব্রতর হয় অনটন।
একদিন হল প্রায় সংসার অচল
চাল ডাল ঘরে কিছু নাহিক সম্বল।
বেলা বাড়ে নাহি ধরে তবুও উনান
কুলদেবতারো আজ বুঝি অনশন।

দিদি বলে গৃহকর্ত্তা ব্রজনাথজীরে—
"কর আট আনা মত ব্যবস্থা অচিরে।"
ক্ষণ পরে ভদ্র এক আসি অকস্মাৎ
ভক্তি ভরে ব্রজনাথে করে প্রণিপাত।
প্রণামী স্বরূপ দিল মুদ্রা আট আনা,
দিদি কন—"এমনটি ছিল নাকো জানা।
আগে যদি জানিতাম এরকম হবে
চাহিতাম পুরোপুরি একটাকা তবে।"
ভাবি মনে কী বিচিত্র এঁদের ভাবনা
কামনার ঊর্দ্ধসীমা মাত্র ষোল আনা!

গরুগুলি প্রতিদিন মাঠে গিয়ে চরে
একদিন যথাকালে ফিরিল না ঘরে।
ভগিনী হলেন বড় ব্যাকুল চিন্তায়
গরুগুলি যদি আজ খোঁয়াড়েতে যায়,
অনেক মুদ্রার তবে হবে প্রয়োজন
সম্বল নাহিক কিছু বড় অনটন।
অবশেষে গৃহকর্ত্তা রয়েছেন যিনি
তাঁর কাছে নিবেদন করেন ভগিনী—
"গরুগুলি ফেরে নাই দেখ ব্রজনাথ
কর তুমি একবার কৃপা দৃষ্টিপাত।"
দেখে সবে সবিস্ময়ে স্বল্পক্ষণ পরে
অবলা প্রাণীরা এল গুট্ গুট্ করে।

যাজনাদি কার্য্যে যাহা হয় উপার্জ্জন
জননীর হাতে প্রভু করেন অর্পণ।
ভাবিতে হয় না তাঁকে সংসারের কথা
সযত্নে করেন মাতা সকল ব্যবস্থা।
কুড়িজন ছাত্র টোলে করে অধ্যয়ন
দু'বেলায় দশ সের চাল প্রয়োজন।
জননীর মন মাঝে কত না ভাবনা
একদিন তাই তিনি করেন প্রার্থনা—

"ব্রজনাথ দাও যদি চাল আধ মণ
দুটো দিন করি তবে নিশ্চিন্তে যাপন।"
গ্রামবাসী 'রজো পিসি' আসি ক্ষণ পরে
কহিল বিনয়ভরে জননী গোচরে—
"দাশুকে বলেছি শোন প্রবোধের মাতা
আধমণ চাল হেথা পাঠাবার কথা।"
ব্রজনাথজীর কৃপা করিয়া স্মরণ
অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে মায়ের নয়ন।
গিরিবালা যেন সেই গিরির নন্দিনী
সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের সুযোগ্যা ঘরণী।
দশ বিশ মণ নয় শুধু আধমণ
তার বেশী যেন তাঁর নাই প্রয়োজন।
সে কারণ নারায়ণ নরদেহ ধরে
পুত্ররূপে যুগে যুগে আসে তাঁর ঘরে।

লীলাময় ভগবান ওহে ব্রজনাথ
লহ লহ এ দাসের কোটি প্রণিপাত।
যাঁকে কেন্দ্র করি তব লীলার বিলাস
তাঁর পদে হোক মোর অখণ্ড বিশ্বাস।
অনুপম লীলা তাঁর স্মরি অনুখন
করে নতি দুষ্টমতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৮

।। অধ্যাপনা শুরু-১৩৩৩।। রামাশ্রম প্রতিষ্ঠা।।
।। দুর্ব্বলতা।। নামানন্দে।।

ছুটিছে দুরন্তবেগে কাল নিরন্তর
তেরশ তেত্রিশ সাল এল অতঃপর।
একদা কহেন শিষ্যে যোগেশ্বর গুরু—
"এইবার কর তুমি অধ্যাপনা শুরু।"
তেরই আষাঢ় টোল প্রতিষ্ঠা কারণ
শ্রীগুরু ডুমুরদহে উপনীত হন।
ছাত্র হল গুরুপুত্র শ্রীমান শঙ্কর
শিবু নামে পরিচিত বিদ্যার্থী অপর।
শিষ্যেরে বলেন গুরু—"শঙ্করকে দিয়ে
সঙ্কোচ না করে বেড়া লইও বাঁধিয়ে।"
আগুরী বাড়ীতে স্থান হল নির্বাচন
'ব্রজনাথ চতুষ্পাঠী' হল উদ্বোধন।
সেদিন প্রথম পাঠ গুরুর সম্মুখে
সযত্নে দিলেন প্রভু শঙ্কর শিবুকে।
গুরুদেব বলিলেন শিষ্যেরে তখন—
"এত দিনে হল মোর কর্ম্ম সমাপন।"
শুধান বিনয়ে প্রভু অনতিবিলম্বে—
"আপনার হল ছুটি, এ'র কবে হবে?"
গুরুদেব দাশরথি কহেন উত্তরে—
"টোল করে দিবে তুমি শ্রীমান্ শঙ্করে।
এ কার্য্য তোমার গুরুদক্ষিণা সমান
তারপর ছুটি তব কর্ম্ম অবসান।"

'সনাতন' সেই কালে পত্র সুবিখ্যাত
প্রভু তার সম্পাদক পদে হন বৃত।
প্রতি মাসে নামযজ্ঞ চব্বিশ প্রহর
ব্রজনাথ ধামে সুরু হল এ বৎসর।

জ্যেষ্ঠপুত্র 'রঘুনাথ' নয়ই শ্রাবণ
করিলেন এই সালে জনম গ্রহণ।
ভাদ্রমাসে 'পাগলের খেয়াল' নামক
প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম পুস্তক।
দিনলিপি এ গ্রন্থের মূল উপাদান
সত্য তাই ছত্রে ছত্রে যেন মূর্ত্তিমান।
নিত্য দিনলিপি লেখা প্রভুর অভ্যাস
তারই মাধ্যমে হয় সত্যের প্রকাশ।
বিচিত্র জিজ্ঞাসা কত জাগে তাঁর মনে
আসে বাধা নিত্য নব সাধক জীবনে।
জয়াজয় আশা ভয় হর্ষ অবসাদ
ডাইরীতে কোন কিছু নাহি পড়ে বাদ।
প্রবন্ধ আকারে সত্য নামে লেখনীতে
ভাবের প্রকাশ কভু কবিতায় গীতে।
সঙ্কলিত হল সব গুরুর আদেশে
উপদেশ দেন তিনি পুস্তক প্রকাশে।
স্বামিজীও হন প্রীত দেখে শুনে সব
মুদ্রণের কার্য্য শীঘ্র না হয় সম্ভব।
সুহৃদ্ বিজ্ঞানানন্দ বহুদিন পর
করিলেন এ ব্যাপারে প্রযত্ন বিস্তর।
তার ফলে এই কালে শুভ প্রকাশন
অবিলম্বে দিকে দিকে মহা আলোড়ন।
স্বল্পকালে নিঃশেষিত হল সব 'কপি'
তাই নব সংস্করণ হল পুনরপি।

সুপ্রাচীন কালীতলা এ গাঁয়ে বিখ্যাত
বর্ত্তমানে সুগভীর জঙ্গলে আবৃত ।
লোকালয় হতে দূরে নিভৃত এ স্থান
জীর্ণ এক শিবালয় সেথা বিদ্যমান।
ভজনের অনুকূল নির্জ্জন জঙ্গলে
কঠোর সাধন এবে নিয়মিত চলে।

সাধনার সমধিক সুবিধার তরে
ভূমি এক খণ্ড হল সংগৃহীত পরে।
গঙ্গাতীরে সেই স্থান অতি মনোরম
তেরশ চৌত্রিশে সেথা হল রামাশ্রম।
শাস্ত্রমতে সে আশ্রম প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে
অন্নপূর্ণা অর্চ্চনার পূর্ব্বের দিবসে।
এলেন ডুমুরদহে গুরু দাশরথি,
রামাশ্রম দরশনে প্রীত হন অতি।
ব্রজনাথে আশ্রমেতে হল আনয়ন
হল পাঠ পূজারতি প্রতিষ্ঠা কারণ।
সেই সাথে আর হল নাম রামায়ণ
যোগ দিল পঞ্চানন আদি ভক্তগণ।

রামাশ্রম প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল আগে
আক্রান্ত হলেন প্রভু দুর্ব্বলতা রোগে।
প্রথমতঃ প্রভু তাহা রাখেন গোপন
ক্রমে ব্যাধি তীব্র রূপ করিল ধারণ।
হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হতে দেরী নাই আর
এইরূপ বোধ হয় সর্ব্বক্ষণ তাঁর।
জপ ধ্যান কিম্বা লীলাচিন্তার সময়
সব বন্ধ হয়ে আসে - এ তো তাহা নয়।
পরদিন চলিলেন গুরুর নির্দ্দেশে
অন্নপূর্ণা পূজা লাগি শিখিরা উদ্দেশে।
পথিমধ্যে সেইরূপ হল পুনরায়
শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় যায়।
শরীর অবশ প্রায় না চলে চরণ
বসে পড়ে হন শীঘ্র ধ্যানে নিমগন।
শরীর সামান্য সুস্থ হলে পুনরায়
ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে যান শিখিরায়।
কোন মতে পূজা সাঙ্গ করিবার পর
ব্রজনাথ ধামে ফিরে এলেন সত্বর।

বন্ধুবর শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুরে বাস তার ডাক্তার পেশায়।
একদিন সেথা প্রভু করিয়া গমন
বলেন বিস্তৃতভাবে ব্যাধি বিবরণ।
পরীক্ষা করিয়া বক্ষ বলিল ডাক্তার—
"দেখিতেছি বাকী নাই হতে কিছু আর।
খাবি না কিছুই আর চ্যাঁচাবি কেবল
হৃদ্‌যন্ত্র সে কারণ বড়ই দুর্ব্বল।"
এইমত আরো কত 'মধুর' বচন
অকৃপণভাবে বৈদ্য করে বরিষণ।
বিদায় গ্রহণ করি প্রভু অনন্তর
ডুমুরদহের দিকে হন অগ্রসর।
তখন ষ্টেশন ছিল খামারগাছিতে
উত্তম-আশ্রমে অগ্রে যান তথা হতে।
স্বামীজী রোগের কথা করিয়া শ্রবণ
দিলেন অর্জ্জুন ছাল করিতে সেবন।
নামপ্রেমে ভর পুর প্রভুর অন্তর
নামের উপর সদা করেন নির্ভর।
নামের অনন্ত শক্তি করিয়া চিন্তন
অবিলম্বে করিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ—
কলিতে তারকব্রহ্ম নাম মহৌষধি
নামে নিবারিত হয় সর্ব্ববিধ ব্যাধি।
নামেতেই দুর্ব্বলতা হবে নিরাময়'
নামের আশ্রয় ত্যাগ সমীচীন নয়।
নাম ত্যজি ঔষধাদি করিলে সেবন
নাম প্রতি অবিশ্বাস হবে প্রদর্শন।
ঔষধ সেবনে তাই রহেন বিরত
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বাড়ে ক্রমাগত।
দুর্ব্বল হলেন প্রভু ক্রমশঃ এমন
ক্ষণমাত্র না পারেন করিতে কীর্ত্তন।
শ্রবণের সামর্থ্যও হল তিরোহিত
একদিন গুরু পাশে হন উপনীত।

সব শুনি গুরুদেব কহেন তখন—
“তোমার দেহের এবে ভোগ প্রয়োজন।
করেছ সুদীর্ঘকাল শ্রম যে প্রকার
উপবাস অনিয়ম আদি অত্যাচার,
ব্রহ্মচর্য্যহীন যদি হত অন্য কেহ
বহুপূর্ব্বে ধ্বংস হত তার মরদেহ।
যা’ হোক এবার দাও দেহটাকে ভোগ
তা’হলেই হবে দূর দুর্ব্বলতা রোগ।”
শিষ্যটি যে নিরাসক্ত চির উদাসীন
আর্থিক অবস্থা তার বড়ই সঙ্গীন।
এ কথা তো শ্রীগুরুর অবিদিত নয়
শিষ্যটিরে দেন ত্বরা তাই মুদ্রাদ্বয়।
সেই অর্থে এক সের গব্যঘৃত কিনি
খেলেন কয়েকদিন ঘৃত আর চিনি।
আহারের গুণে আর গুরুর কৃপায়
স্বল্পকাল মধ্যে ব্যাধি লইল বিদায়।
দেহে মনে পূর্ব্বভাব এল ক্রমে ক্রমে
কীর্ত্তনাদি সুরু পুন হল পূর্ণোদ্যমে।

একদিন সোমড়ায় হল নিমন্ত্রণ
শ্রীগুরু সশিষ্যে সেথা করেন গমন।
ব্রজনাথ ধামে রাত্রে এলেন দু’জনে
তখন মুখর গৃহ শ্রীনামকীর্ত্তনে।
শুধালেন গুরুদেব—“বল কি কারণ
অসময়ে গৃহে তব চলিছে কীর্ত্তন।”
সবিনয়ে দেন প্রভু প্রশ্নের উত্তর—
“প্রতি মাসে হয় নাম চব্বিশ প্রহর।
পূর্ণিমার প্রাতে সুরু হয় সংকীর্ত্তন
মাসিক সে নাম গান চলিছে এখন।”
গুরু ক’ন—“সংকীর্ত্তন হলে গৃহে এত
ছেলেদের পড়াশুনা হবে যে ব্যাহত।”

প্রভু ক'ন—"এ দাসের স্বাধীনতা নাই
আপনার ইঙ্গিতে 'এ' চলিছে সদাই।
আজ্ঞা হলে পারি নাম বন্ধ করিবারে।"
গুরু ক'ন—"সে আদেশ দিব কী প্রকারে।"
আলোচনা আর নাহি হল অগ্রসর
হল নাম যথারীতি চব্বিশ প্রহর।
একদিন কহিলেন গুরু পুনরায়—
"সতীশ দাদার গৃহে শ্রীহরিসভায়।
দক্ষযজ্ঞ করেছিনু পাঠ একবার
হরিসভা উঠে গেল স্বল্প পরে তার।
এবার ডুমুরদহে করিয়া গমন
পড়িব সে দক্ষযজ্ঞ করেছি মনন।"
প্রভু কন—"হরিসভা উঠে যদি যায়
সন্ন্যাস গ্রহণ করি লইব বিদায়।"

সাতদিনে ভাগবত করি পারায়ণ
গুরুদেব দিগসুয়ে কীর্ত্তনে মগন।
যোগদান করিতে সে নামযজ্ঞ স্থলে
করিলেন যাত্রা প্রভু প্রভাতে সদলে।
ক্ষিতীশ অতুল ভক্ত পাঁচু সরকার
রজনী পটলমালা সাথে চলে তাঁর।
আর চলে শিবু হাৎ বটু পঞ্চানন
চলিতে চলিতে পথে করেন কীর্ত্তন।
প্রথমে পতাকা হাতে চলে শিবু হাৎ
কীর্ত্তনের দল চলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
শ্বেতবর্ণ মনোরম বৃহৎপতাকা
জয়গুরু মহানাম তারো পর আঁকা।
পরজবাহারে ভক্ত ধরেছে শ্রীনাম
বাজিছে বেহালা বাঁশী হারমোনিয়াম।
খোল করতাল সহ বহু বাদ্য বাজে
ইন্দু আর কালী যোগ দিল পথমাঝে।

পৌঁছিলেন সবে যবে গৃহ সন্নিকটে
গুরুদেব শশব্যস্তে আসিলেন ছুটে।
গোপালজীউর বাটী করিয়া গমন
কীর্ত্তনে উঠিল মাতি নামকারীগণ।
নানা সুরে ইন্দু সেথা করে নাম গান
আনন্দে উঠিল ভরি সবাকার প্রাণ।
নেমে এল আনন্দের মন্দাকিনী ধারা
গুরুদেব মহানন্দে হন আত্মহারা।
সঙ্কীর্ত্তন অন্তে তিনি নামকারীগণে
করালেন জলযোগ অতীব যতনে।
প্রভুর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা হয় নি সমাধা
এ ব্যাপারে তাই কিছু দেখা দিল বাধা।
গুরুদেব অবিলম্বে দিলেন বিধান—
"নামগানে নামদানে সঁপিয়াছ প্রাণ।
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার আজি নাই প্রয়োজন
জলযোগ কর তুমি নিশ্চিন্তে এখন।"
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি অতঃপর
আদেশ পালনে প্রভু হন তৎপর।

প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান
দুঃখ জ্বালা হতে জীবে করে পরিত্রাণ।
তাঁরই কৃপায় স্মরি তাঁর লীলাকথা
দাস জনার্দ্দন রাখে প্রভু পদে মাথা।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—১৯

।। তীর্থ পর্য্যটন (কাশী-বৃন্দাবন-প্রয়াগ-বিন্ধ্যাচল....) ১৩৩৫ ।।

অনন্তের পথযাত্রী চলেছে সম্মুখে
বিপদ বাধার মাঝে সদা হাসিমুখে।
কখন নিকটে আর কখন বা দূরে
প্রায়শঃ বেড়ান তিনি দেশে দেশে ঘুরে।
চৌঠা চৈত্র তেরশত পঁইত্রিশ সন
তীর্থ পর্য্যটনে যান পুণ্য বৃন্দাবন।
গুরুদেব দাশরথি বিদায়ের ক্ষণে
তাকালেন শিষ্য প্রতি সজল নয়নে।
সদা-হাসিমুখ তাঁর বিষাদে মলিন
এমন তো ঘটে নাই পূর্ব্বে কোনদিন।
বিদায় নিয়েছে তাঁর স্নেহময়ী মাতা
বিদায় নিয়েছে পুত্র দুহিতা জামাতা।
কখনও চোখে তাঁর আসে নাই জল
আজ শিষ্য-বিচ্ছেদের ব্যথায় বিহ্বল।।
অসীম স্নেহের হেন পেয়ে পরিচয়।
প্রভুর বিদায়ক্ষণ হল মধুময়।
শ্রীগুরু বাসেন ভাল যাঁরে এ প্রকার
কেন চিত উল্লসিত নাহি হবে তাঁর ।

প্রভুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্ মন্মথ
ধানবাদে সরকারী চাকুরীতে রত।
প্রভুর চরণে তাঁর অগাধ ভকতি
নন্দরাণী পত্নী তার ভক্তিমতী অতি।
পতি পত্নী দুজনার অসীম আগ্রহে
পদধূলি দেন প্রভু তাহাদের গৃহে।
পঞ্চানন জ্যেষ্ঠ তার গুরুগত প্রাণ
পথিমধ্যে প্রভু সাথে করে যোগদান।

অনন্তর গয়াধামে গিয়ে দুই জনে
পিণ্ডদান আদি কর্ম্ম করেন যতনে।
তথা হতে কাশীধামে করেন গমন
সঙ্গী সেই ভাগ্যবান ভক্ত পঞ্চানন।
গাড়ীতে আলাপ এক পণ্ডিতের সাথে
বসতি কাশীতে তার খালিসপুরাতে।
কাশীতে রহেন সেই পণ্ডিত ভবনে
মাতাপুত্রে সেবা যত্ন করে প্রাণপণে।
গঙ্গাস্নান অন্তে করি মন্দিরে গমন
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা হল দরশন।
কাশী হতে যান প্রভু বৃন্দাবন ধামে
পঞ্চানন ফিরে এল দাসপুর গ্রামে।
নিলেন গোপালজীর বাড়ীতে আশ্রয়
বাবাজী ও মায়ী করে যত্ন অতিশয়।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি পুণ্য বৃন্দাবন
সুন্দর মন্দির হেথা শোভে অগণন।
জীবন্ত বিগ্রহ তায় কী বা চমৎকার
সে সব দর্শনে জাগে আনন্দ অপার।
'রাধে রাধে' ধ্বনি কানে আসে সর্ব্বক্ষণ
উঠিতে বসিতে 'রাধে' বলে সর্ব্বজন।
'রাধে রাধে' বলে চৌকি দেয় চৌকিদার
সে 'রাধে'তে চৌর চিত্তে ভীতির সঞ্চার।
গৃহস্থ আশ্বস্ত সেই 'রাধে রাধে' রবে
ভক্ত চিত্ত উল্লসিত নামের প্রভাবে।
সুখে দুঃখে সম্ভাষণে সম্বোধনে 'রাধে'
এক 'রাধে' সব ভাব প্রকাশে অবাধে।
অবিরাম 'রাধে' নাম শ্রবণে কথনে
ব্রজেশ্বরী কৃপা করি দেন ভক্তি ধনে।
হেন 'রাধে রাধে' নাম শুনি নিশিদিন
প্রভুর আনন্দ হৃদে জাগে সীমাহীন।
দোলের মহোৎসব চলিছে তখন
শ্রীধামে বহিছে যেন আনন্দ প্লাবন।

আঠার দিবস হল শুভ অবস্থান
ধাম ছেড়ে যেতে তবু নাহি চায় প্রাণ।
অতঃপর মথুরাতে করি পদার্পণ
মন্দিরাদি দরশনে পুলকিত হন।
হেথা কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণু-অবতার
এসেছেন আলো করি কংস-কারাগার,
বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপ ধরে
ধর্ম্মসংস্থাপন তরে সেই সে দ্বাপরে।
তাঁর দিব্যস্পর্শ-ধন্য পুণ্য 'জন্মস্থান'
দিয়েছে এ মথুরারে দুর্ল্লভ সম্মান।
এ যাত্রায় প্রভু আরো করেন দর্শন
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।

কাশীধামে আসিলেন প্রভু অনন্তর
পথিমধ্যে অকস্মাৎ হল খুব জ্বর।
দেখা দিল গায়ে পান-বসন্তের গুটি
এবার ওঠেন প্যারীমোহনের বাটী।
'রাম রাম' করে সদা শ্রীপ্যারীমোহন
ভক্তিযুক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ তার ভ্রাতাগণ।
পূর্ব্ব গৃহ ইহাদের ছিল ভূতেশ্বরে
সেবাযত্ন সবে মিলে যথাসাধ্য করে।
প্রীতিপ্রদ ইহাদের সঙ্গ অতিশয়
তথাপি প্রভুর মনে হইল উদয়—
গলগ্রহ হয়ে থাকা না হয় শোভন
অন্যত্র গমনে তাই চলে আয়োজন।
গোবিন্দ প্যারীর ভ্রাতা করে নিবেদন—
"আমাদের ছেড়ে যেতে চান কী কারণ?
কি প্রকারে আপনি বা হন গলগ্রহ
করিছেন হেথা পাঠ কীর্ত্তন প্রত্যহ।
অন্যত্র করিলে অর্থ দিত বিনিময়ে
আমরাই তব পাশে আছি ঋণী হয়ে।

এক মুঠো অন্ন হেথা করেন গ্রহণ
তার লাগি এত কেন চিন্তা অকারণ!''
এ প্রকার ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শনে
বিরত হলেন প্রভু অন্যত্র গমনে।
এদিকে 'গ্রহণ'-যোগে শ্রীগুরু তখন
সদলে এ পুণ্যক্ষেত্রে উপনীত হন।
রমণদাদার মাতা কুটাই ধীরেন
শ্যালিকা তাহার এক সঙ্গেতে এলেন।
শ্রীগুরু কহেন—''দেহ সারে নি তোমার
শীঘ্র করে দেশে ফিরে যাও এইবার।''
সদলে এলেন দেশে প্রভু অনন্তর
রহিলেন কাশীধামে গুরু যোগেশ্বর।

কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে পরের বৎসর
গেলেন প্রয়াগে পুন গুরু যোগেশ্বর।
গঙ্গাতীরে ঝুপড়ীতে রহেন সেখানে
কাল কাটে ভাগবত পাঠে জপধ্যানে।
সরস্বতী পূজা অন্তে মাঘমাস শেষে
প্রভুও করেন যাত্রা প্রয়াগ উদ্দেশে।
সেজদি কুটাই আর শ্বশ্রূমাতা তার
তীর্থ যাত্রা পথে সঙ্গী হলেন এবার।
গুরুকন্যা আর প্রভু পথে সর্ব্বক্ষণ
করিলেন মুক্তকণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রয়াগে তখন মেলা হয়ে গেছে শেষ
সমাপ্ত গীতের যেন আছে স্বল্প রেশ।
গিয়েছেন মেলা ছেড়ে বহু সাধু সন্ত
তবুও আছেন কত নাই তার অন্ত।
সে দৃশ্য ভাষায় কেবা করিবে বর্ণন
দেখেননি হেন প্রভু জীবনে কখন।
অন্তরেতে আনন্দের আসিল জোয়ার
গুরুর কুটীর পার্শ্বে স্থান হল তাঁর।

যমুনার পরপারে করিয়া গমন
একদিন হল বেণীমাধব দর্শন।
নৌকাযোগে গুরুদেব একদা সবারে
নিয়ে যান পুণ্যতোয়া গঙ্গার ওপারে।
দেখেন তথায় গুহা প্রকাণ্ড বিস্তৃত
তার মাঝে সাধু এক আছেন শায়িত।
জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগ নাই
আর সাধু একজন, বাহিরে সদাই
'রাম বল রাম বল' বলে নিজ মনে
আনন্দিত হন সবে সাধু দরশনে।
"রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।"
এই নাম গাহে সাধু অন্য এক জন
সুর করে গাহে সাথে সঙ্গী ভক্তগণ।
প্রভুও করেন সেথা খুব নামগান
কুটাই তাঁহার সাথে করে যোগদান।

অনন্তর শ্রীগুরুর সহিত সকলে
গেলেন সানন্দ চিত্তে পুণ্য বিন্ধ্যাচলে।
হরিনাম অবিরত গাহিতে গাহিতে
প্রভু আর গুরুকন্যা চলিলেন পথে।
দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে করি দরশন
করিছেন নিম্নপানে সকলে গমন,
পাঁচ ছয় বছরের ছোট কালো মেয়ে
প্রভুরে জড়িয়ে ধরে বলে এ সময়ে—
"একটি পয়সা বাবু দাও গো আমায়,"
কুটাই পয়সা দিলে লইল বিদায়।
প্রভুর হৃদয়ে পরে জন্মিল সন্দেহ
এ বালা মানবী কিম্বা অন্য আর কেহ।
আবার ভাবেন—মোর কী আছে সাধন
কেন বা দিবেন মাতা হেন দরশন।

বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করি গুরু যোগেশ্বর
পৌঁছিলেন কাশীধামে সদলে সত্বর।
সানন্দে করেন দেব-দরশন তাঁরা
রাজঘাট সন্নিকটে বাসা হল ভাড়া।
দোকানে দোকানে দেখি সূর্তি আর জর্দ্দা
আপন খেয়ালে প্রভু কহেন একদা—
"বৌদিদি থাকিতেন যদি এ সময়
পান খেয়ে আনন্দিত হতেন নিশ্চয়।"
বলিলেন অবিলম্বে গুরু যোগেশ্বর—
"কুটাই দোকান থেকে পান ক্রয় কর।
পান খেতে প্রবোধের হয়েছে বাসনা।"
গুরুর আদেশক্রমে পান হল কেনা।
সূর্তি জর্দ্দা নিজে তিনি করিলেন দান
সানন্দে খেলেন প্রভু গুরুদত্ত পান।
শ্রীগুরুর ভালবাসা বর্ণিবার তরে
'মন্নাথ' গ্রন্থেতে প্রভু লিখেছেন পরে—
"অলৌকিক ঠাকুরের স্নেহ ভালবাসা
প্রকাশ করিতে পারি নাই হেন ভাষা।
উদয় হবার আগে বাসনা এ মনে
করেছেন পূর্ণ তিনি সদা সযতনে।"
ভ্রমণ সমাপ্ত করি এবারের মত
সদলে হলেন প্রভু গৃহে প্রত্যাগত।
গুরুদেব দাশরথি একা অতঃপর
তারিঘাট অভিমুখে হন অগ্রসর।

যাঁর পদ-কোকনদ সর্ব্বতীর্থ সার
তীর্থ পর্য্যটনে কী বা প্রয়োজন তাঁর!
অমৃত সমান লীলা স্মরি মধুময়
দাস জনার্দ্দন মাগে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২০

।। আদর্শ গৃহীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।। ভাগ্নীর বিবাহ।।
।। রমণদাদার সেবা।। বিমলের উপনয়ন।।
।। গুরুশিষ্যে মান-অভিমান।।

সাধকের চিরকাম্য ভাগীরথী তীর
নির্ম্মিত হয়েছে সেথা পাতার কুটীর।
চারিদিকে সুবিশাল তুলসী কানন
আদর্শ ভজনস্থল নিরালা নির্জ্জন,
গঙ্গার পশ্চিমতীরে অতি মনোরম
সাধনের আদি কেন্দ্র পুণ্য রামাশ্রম।
পূত পরিবেশে প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায়
অপার্থিব আনন্দের অমৃত ধারায়।
ভূ-ভারতে আর যেন নাই হেন স্থান
মর্ত্ত্যমরু মাঝে মহা সুখস্বর্গোদ্যান।
তীর্থপর্য্যটন অন্তে প্রভু পূর্ণোদ্যমে
হলেন সাধনে মগ্ন এই রামাশ্রমে।

বিচিত্র মাধুর্য্যে ভরা প্রভুর জীবন
অনলসভাবে চলে কঠোর সাধন।
তারই সাথে অন্যদিকে চলিছে সংসার
মধুর মিলন যেন গঙ্গা যমুনার।
সংসারেতে দাস তিনি কর্ত্তা ভগবান
করেন এ ভাব নিয়ে গৃহে অবস্থান।
যোগী যথা যথাতথা করে বিচরণ
পদ্মপত্রে থাকে নীর অথবা যেমন,
তেমনি নির্লিপ্ত আর মুক্ত উদাসীন
কর্ত্তব্যপালনে তবু শৈথিল্যবিহীন।
ব্রজনাথজীর পূজাপাঠ ভোগারতি
ত্রিসন্ধ্যা করেন যত্নে নিত্য যথারীতি।

কুলদেবতার পূজা আরতির শেষে
কহিলেন একদিন প্রভু হেসে হেসে—
"ছেলেরা রয়েছে বহু তবু দেখা যায়
মেয়েরা আরতিকালে কাঁসর বাজায়।
এ থেকে অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার
বোধগম্য নাহি হয় কী বা আছে আর।"
নিয়মিত এ গৃহের ছেলেমেয়েগণ
দেবসেবা কার্য্যে অংশ করিত গ্রহণ।
প্রতিদিন আরতির কালে তিনবার
যোগদান আবশ্যিক ছিল সবাকার।
এ নিয়মে অবহেলা করি প্রদর্শন
প্রায়শঃই যোগ নাহি দিত ছাত্রগণ।
সাবধান হল তারা প্রভুর ইঙ্গিতে
অতঃপর যোগ দেয় নিত্য আরতিতে।

ভগ্নী শৈলবালা থাকে ব্রজনাথ ধামে
আছে তার কন্যা এক মহামায়া নামে।
মায়ার বিবাহ কাল হল সমাগত
পাত্রের সন্ধানে প্রভু হন তাই রত।
প্রয়াগ যাত্রার স্বল্প পূর্ব্বে সে কারণ
কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে করেন গমন।
ভাবী বৈবাহিক সাথে হল পরিচয়
আলাপে হলেন প্রভু প্রীত অতিশয়।
দাবী নাহি করি কিছু অর্থাদি সম্বন্ধে
পাত্রপক্ষ হল রাজী প্রস্তাবে সানন্দে।
আঝাপুরে ছিল পাত্র শ্রীমান্ সনৎ
সেথা গিয়ে জানিলেন তার মতামত।
জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রভু নিরন্তর
করেন গুরুর 'পরে নিশ্চিন্তে নির্ভর।
গুরুদেব এলে দেশে তাঁরই নির্দ্দেশে
বিবাহের দিন স্থির হল অবশেষে।

রমণ-জননী বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
সত্বর কহেন পুত্রে করি সম্বোধন—
"বাবার ভাগ্নীর বিয়ে সমাগত প্রায়
রেখো লক্ষ্য কী বলিব অধিক তোমায়।"
মাতৃভক্ত শ্রীরমণ শুনি এই কথা
করেন দু'শত মুদ্রা ঋণের ব্যবস্থা।
অযাচিত হেন কত আনুকূল্য আসে
শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হল অনায়াসে।
শুধালেন রমণেরে পরে একদিন—
"এক কালে শোধিতে কি হবে সব ঋণ?
অথবা সামর্থ্য হবে যখন যেমন
সে মত কিস্তিতে অর্থ করিব অর্পণ?
এক সাথে যদি দিতে হয় সমুদয়
ডাকঘরে ধীরে ধীরে করিব সঞ্চয়।"
শুধালেন শ্রীরমণ বিবরণ শুনি—
"কী কারণে অর্থদানে আগ্রহী আপনি?"
উত্তরে কহেন প্রভু—"নাহি কি স্মরণ
মায়ার বিবাহে ঋণ করিনু গ্রহণ?"
রমণ কহিল অতি বিনয়ে এবার
"প্রয়োজন নাই আর ও টাকা দেবার।
একান্তই অভিলাষ যদি অর্থ দিতে
করিবেন ব্যয় ওটা দেবসেবাদিতে।"
প্রভু হতে অর্থ কিছু না করি গ্রহণ
ঋণশোধ করিলেন নিজেই রমণ।
হেন উদারতা দেখি রমণদাদার
কহেন আপন মনে প্রভু বার বার—
"ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি দীন অতিশয়
বাঁধিলে অশোধ্য প্রেমে হে মহাহৃদয়।
করুন মঙ্গলময়ী মঙ্গল তোমার
নাই কিছু ভাষা আর অধিক বলার।"

শ্রীমান্ বিমলকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের তনয়
উপনয়নের তার হয়েছে সময়।
কর্ত্তব্য পালনে প্রভু সজাগ সতত
চৈত্রমাসে ভ্রাতুষ্পুত্র হল উপনীত।
উপনয়নের পর গুরু যোগেশ্বর
শিষ্যেরে লইয়া সাথে যান সিল্লাগড়।
তথাকার কার্য্য শেষে তাঁরা দুইজন
দিগসুই অভিমুখে করেন গমন।
নাহিক বিলম্ব আর 'ব্রাহ্মণসেবার'
গুরুগৃহে নিমন্ত্রণ হল সবাকার।
শিষ্যেরে কহেন গুরু অনতিবিলম্বে
"কাল তব গৃহে যাওয়া সম্ভব না হবে।"
প্রভু ক'ন—"ভবিষ্যতে আমিও এখানে
আসিব না কভু আর কোন অনুষ্ঠানে।"
মায়েদের সঙ্গে লয়ে গুরুগৃহ হতে
করিলেন যাত্রা প্রভু স্বগৃহের পথে।
নয়াসরায়ের কাছে পথে অতঃপর
হঠাৎ প্রবলভাবে সুরু হল ঝড়।
বিনোদের দোকানেতে ঝড়ের সময়
মায়ীগণ সহ প্রভু নিলেন আশ্রয়।
পদ্মা আদি ছিল সাথে—সানন্দে তখন
সুরু করিলেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
জল ঝড় শেষ হলে সকলেরে লয়ে
পৌঁছিলেন নিরাপদে আপন আলয়ে।

প্রভু যাত্রা করিবার স্বল্পক্ষণ পরে
কহেন যুগলদাদা গুরু যোগেশ্বরে—
"তুমি যেতে পারিবে না একথা বলায়
ক্রোধেতে প্রবোধ যেন হল ক্ষিপ্ত প্রায়।"
গুরুদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে দিলেন উত্তর—
"রাগ নয় অভিমান আমার উপর।"

গুরুশিষ্য নিত্যপ্রেমে বাঁধা পরস্পরে
সম্পর্ক মধুর অতি অন্তরে অন্তরে।
বাহিরেতে লীলাছলে মান অভিমান
অন্তর জগতে নাই ক্ষুদ্র ব্যবধান।
পরদিন গুরুদেব যোগেশ্বরে তাই
ব্রজনাথ নিকেতনে দেখিল সবাই।
সেথা উপস্থিত থাকি অতি দীর্ঘক্ষণ
করালেন সযতনে ব্রাহ্মণভোজন।

ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলেরে আদর্শে আপন
গঠন করিতে প্রভু করেন যতন।
স্কুলে পাঠ বন্ধ করি শেখান সংস্কৃত
শেখান ত্রিসন্ধ্যা আর নিত্যকর্ম্ম যত।
শেখান যা ব্রাহ্মণের অতি আবশ্যক
কৃপা করে আর তারে দিলেন তিলক।
শিক্ষা দেন সযতনে যজন-যাজন
সুরু হল বালকের নূতন জীবন।

বিশ্বরঙ্গমঞ্চে দক্ষ অভিনেতা প্রভু
কভু গৃহী কভু যোগী মহাভক্ত কভু।
কোন অঙ্কে শিষ্য তিনি গুরুগতপ্রাণ
গুরু সাজি কভু দীক্ষা করেন প্রদান।
কলিহত জীবকুলে করিতে উদ্ধার
দিকে দিকে কভু নাম করেন প্রচার।
আবার সংসারে যাহা তুচ্ছ অতিশয়
সে দিকেও দৃষ্টি রহে সকল সময়।
কত রূপে কত লীলা করিছ নিয়ত
নাহিক সামর্থ্য তাহা বুঝিবার মত।
হৃদয় মাঝারে মোর এই অভিলাষ
জনমে জনমে তব হই যেন দাস।
কৃপা করি তোমার ও অভয় চরণে
দিও ঠাঁই যুগে যুগে দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা - ২১

।। শ্রীশ্রীকমলা মা (প্রভুপত্নী) -এর কথা।।

।। তাঁর ব্যথা - তাঁর মহত্ত্ব ,পাতিব্রত্য ,আত্মত্যাগ ।।

।। তাঁর দেহত্যাগ - ১৩ই বৈশাখ , ১৩৩৭ ।।

প্রভু এবে দিবসের অধিকাংশ ক্ষণ
জপধ্যানে রামাশ্রমে রহেন মগন।
রাতে পূজা আহারাদি হলে সমাপন
আশ্রমেতে গিয়ে রাত্রি করেন যাপন।
একদিন রাত্রিকালে নিজ দাবী নিয়ে
মহাসতী ধর্ম্মপত্নী এলেন এগিয়ে।
পরিধানে লাল চেলী—সবার অজ্ঞাতে
চলিলেন রামাশ্রমে পতির পশ্চাতে।
বধূর সন্ধান হল গৃহের সর্ব্বত্র
গতিবিধি একমাত্র জানে গুরুপুত্র।
যেতে হল রামাশ্রমে তাকে অবশেষে
গুরুপুত্রে দেখে প্রভু কহিলেন হেসে।
"বাপজীরে এসেছিস্—ঘরে আয় তবে ....."
দেখিল সে মাতা সেথা বসিয়া নীরবে ,
ধীর স্থির সৌম্য শান্ত দেবীমূর্ত্তি মত
শঙ্করের শির হল শ্রদ্ধায় আনত।
"ঠাকুমার কথামত এলাম হেথায়।"
এত বলি গুরুপুত্র লইল বিদায়।

সহধরমিণী প্রতি কর্ত্তব্য আপন
নিষ্ঠার সহিত প্রভু করেন পালন।
পতিপ্রাণা আর্য্যনারী যে পথে চলিয়া
হয়েছেন যুগে যুগে প্রাতঃস্মরণীয়া ,
বালিকা বধূরে প্রভু বিবাহের পরে
দিয়েছেন সে পথের সন্ধান সাদরে।

চুঁচুড়ার টোলে করি শিব দরশন
করেছেন শ্রীগুরুর পদে নিবেদন—
"কৃপা করি দীক্ষা দিন সিদুকে এবার
আপনার আশীর্ব্বাদে মুক্তি হবে তার।"
লিখেছেন সেই কালে প্রভু গৃহিণীকে
"কমলা, একদা আমি নিদারুণ দুঃখে ।
বিধাতারে কত নিন্দা করেছি বর্ষণ
চিনিতে পারিনি আমি নিজেরে তখন ,
তোমারেও পারি নাই চিনিতে সেকালে
এখন বুঝেছি সব গুরুকৃপাবলে।
তুমি আমি এই বার গেছি ধরা পড়ে
সব না বলিব—- জেনে নাও জপ করে।
মনে রাখ এইটুকু এবে মোটামুটি
জ্যোতির কণিকা মোরা এ সংসারে দু'টি।
নিখিল বিশ্বেরে শিক্ষা দিবার কারণ
তোমার আমার হল মর্ত্ত্যে আগমন।
আমার কমলা তুমি যুগ যুগ ধরে
বুঝে নাও এই সত্য জপ করে করে।
বুঝিতে পারিবে সব কর জপ যদি
উঠিতে বসিতে জপ কর নিরবধি।
আমি তব তুমি মোর জেনো ইহা সার
অধিক কী বলি— ইতি—প্রবোধ তোমার।"

সহধরমিণীরও নাহিক তুলনা
কায়মনোবাক্যে তিনি পতিপরায়ণা।
আশৈশব ভক্তিমতী দেবদ্বিজ প্রতি
পরমদেবতা আর ধ্যান-জ্ঞান পতি।
আত্মলোপ যেন তাঁর জীবনের ব্রত
পতির গরবে সতী গর্ব্বিতা সতত।
দেবতারে পূজা করে মানব যেমন
তেমনই করেন পূজা পতির চরণ।

পতির প্রীতির তরে করেন সংসার
করেন সযত্নে সেবা কুলদেবতার।
শাশুড়ী ননদ আদি আছেন সংসারে
যথাসাধ্য সেবাযত্ন করেন সবারে।
সুকঠোর শ্রম আর তীব্র অনটন
না পারে করিতে তাঁর আনন্দ হরণ।
অভাবের সংসারেতে অন্ন জোটা ভার
কাহারো বিরুদ্ধে নাই অভিযোগ তাঁর।
দারিদ্র্য উৎসবে হেথা হয় পরিণত
করেন উৎসাহভরে উপবাস ব্রত।
যে দিন থাকে না কিছু অন্ন ছাড়া আর
তেঁতুলে তৃপ্তিতে হয় মধ্যাহ্নে আহার।
অতিথির তরে মুক্ত রহে সদা দ্বার
সেবাতে পতির মত আগ্রহ অপার।
অসময়ে অতিথির হলে আগমন
হাসিমুখে দেন তুলে আহার্য্য আপন।
হয়ত সেদিন আর নাহি জোটে অন্ন
অতিথির সেবা করি হয়ে যান ধন্য।

এগিয়ে চলেছে কাল দ্রুতগতি অতি
ক্রমে তাঁর কোলে এল সন্তান সন্ততি।
শিশুদের যথাসাধ্য করেন যতন
প্রয়োজন হলে কভু করেন শাসন।
এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব তাঁর
শাসনের নামে নাহি করেন প্রহার।
স্বভাবতঃ দুষ্ট হয় সব শিশুগণ
দুরন্তপনায় তাই বিরক্ত না হন।

সংসারে বিরাগী পতি চির উদাসীন
সেবার সুযোগ তবু ছিল এতদিন।
সতীনারী সুখে দুঃখে সর্ব্ব অবস্থায়
পতির চরণ সেবি ধন্য হতে চায়।

তাই গেল বনবাসে রাজরাণী সীতা
তাই কত মহাসতী হল সহমৃতা।
সতীর পরমকাম্য সেবা অধিকার
যায় বুঝি লুপ্ত হয়ে তাঁর এইবার।
সাধন-ভজন লাগি পতি-নারায়ণ
করেছেন রামাশ্রমে থাকিতে মনন।
যাঁর লাগি এ সংসার— সব যাঁর তরে
তিনিই সংসার হতে যেতে চান সরে।
তবে তো সংসার হবে শ্মশান সমান
বেদনায় কেঁদে ওঠে গৃহিণীর প্রাণ।
অসহায় দেবী এই বিপদের ক্ষণে
হলেন শরণাগত শ্রীগুরুচরণে।

"এষ্টব্যা বহবো পুত্রা যদ্যপ্যেকো বা গয়াং ব্রজেৎ ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।।"
বহুপুত্র প্রাপ্তি ইচ্ছা করিবে পোষণ
গয়ায় গমন যদি করে একজন।
শ্রদ্ধাভরে সেথা করে জলপিণ্ড দান
কিম্বা করে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
নীলবর্ণ বৃষ করে অথবা উৎসর্গ
পুত্র হতে পিতামাতা লভে সুখ স্বর্গ ।
এই শ্লোক পত্রমাঝে লিখে অতঃপর
পাঠালেন শিষ্যটিরে গুরু যোগেশ্বর।
দিগ্‌সুয়ে গুরু শিষ্যে ঘটিলে মিলন
করেন পত্রের কথা গুরু উত্থাপন—
"কি ভাবিলে মনে তুমি সেই শ্লোক পড়ে ?"
বিনয় বচনে প্রভু কহেন উত্তরে —
"শ্লোক পড়ে মনে মোর হইল উদয়
গৃহ হতে পত্র কেহ দিয়েছে নিশ্চয়।"
গুরুদেব কহিলেন—"সত্য অনুমান।"
শিষ্যেরে শিষ্যার পত্র করিলেন দান।

দেখিলেন প্রভু পত্রে সহধরমিণী
লিখেছে গুরুর কাছে দুঃখের কাহিনী—
"দাদা, আমি ভক্তিহীন বিপদে এবার
করি তব শ্রীচরণে কিছু আবদার ...
ইদানীং রামাশ্রমে রাত্রে অবস্থান
ভোরে উঠে গৃহে এসে করে প্রাতঃ স্নান।
আবার আশ্রমে গিয়ে জপতপ করে
দুপুরে বাড়ীতে আসে স্বল্পকাল তরে।
পূজা করে ভাত খেয়ে সেথা চলে যায়
আরতির আগে রাতে আসে পুনরায়।
আরাত্রিক- আদি অন্তে আশ্রমে আবার
রাত্রিকালে এসে করে সামান্য আহার।
ভোজনান্তে আশ্রমেতে শুতে যায় চলে
সেবায় বঞ্চিত আমি হই তার ফলে।
একসাথে নাহি হয় সংসার সাধন
একটি ছাড়িতে এবে করেছে মনন।
কিছুই লাগে না ভাল এ জীবনে আর
হু হু করে জ্বলে যায় হিয়া অনিবার।
ফাঁকা ফাঁকা লাগে এই বিরাট সংসার
কান্নাই কেবল পুঁজি জীবনে আমার!
দুঃসময়ে করেছেন রক্ষা বার বার
এবারো করুন এই বিপদে উদ্ধার।"

ক্ষণপরে কহিলেন গুরু পুনরায়—
"ও শ্লোক লিখিতে পারি কেবল তোমায়।
অন্য কেহ হলে নাহি লিখিতাম কভু।"
নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন প্রভু।
শিষ্যেরে জানেন গুরু—তাই অতঃপর
ছেড়ে দেন সব ভার তাঁরই উপর।
ফল কিছু নাহি হল এত সব করে
মহান সাধক চলে স্বীয় পথ ধরে।

জীবনের স্রোত বহে পূর্ব্বেকার মত
জপধ্যানে সদা প্রভু রহেন নিরত।
সতীর দুঃখের নাহি হল অবসান
জাগিল হৃদয়ে বুঝি তীব্র অভিমান।
পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে
ছায়া যথা নাহি পারে ছাড়িতে কায়ারে।
নরদেহে পতিদেবে লভিবার তরে
সতীনারী মরদেহ পরিগ্রহ করে।
স্থূলেতে পতির সেবা না হয় যখন
পতিব্রতা দেয় তার দেহ বিসর্জ্জন।

আত্মলোপে পূর্ব্ব হতে চলিছে প্রস্তুতি
এবার দিলেন দেবী চরম আহুতি।
বাড়ীতে সকলে প্রায় ব্যাধিতে কাতর
ভোগ রন্ধনের ভার দেবীর উপর।
স্নান লাগি করিলেন গঙ্গায় গমন
মনে হল পেটে যেন করিছে কেমন।
দুইবার মলত্যাগ হল পর পর
স্নানান্তে এলেন ফিরে গৃহেতে সত্বর।
ঢুকিলেন যথারীতি রন্ধন-শালায়
অচিরেই শৌচে যেতে হল পুনরায়।
গায়ে জল ঢেলে যবে ঢুকিলেন ঘরে
হঠাৎ গেলেন পড়ে মেঝের উপরে।
সংজ্ঞাহীন রোগিণীর শুশ্রূষার তরে
স্বজনেরা এল ত্বরা ব্যাকুল অন্তরে।
চোখেমুখে দেয় জল কেহ সযতনে
সাধ্যমত রহে রত কেহ বা ব্যজনে।
নিভিবার আগে দীপ জ্বলে দপ্ করে
তেমনি ফিরিল জ্ঞান ক্ষণিকের তরে।
বৈদ্য বলে—"....দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগ।"
ঔষধ না হল আর করিতে প্রয়োগ।

তেরই বৈশাখ দেবী ছাব্বিশ বৎসরে
লভিলেন চিরমুক্তি দেহত্যাগ করে।
বাহিরের ব্যবধান হল একাকার
আত্মলোপ ব্রত হল সম্পূর্ণ এবার ।
অকালে গেলেন দেবী শুধু অভিমানে
অথবা বৃহৎ স্বার্থে বিশ্বের কল্যাণে!
হয়ত এ মহাসত্য বুঝেছেন সতী
পতি তাঁর সবাকার— জগতের পতি।
জগৎ পতিরে তাই জগতের হিতে
গেলেন উৎসর্গ করে অকুণ্ঠিত চিতে ।

গঙ্গাতীরে মরদেহ করা হবে দাহ
শবযাত্রা হল নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ।
প্রভু রয়েছেন প্রায় সবার পশ্চাতে
যেতে যেতে দেখা পথে বুনুবাবু সাথে।
"ভাল আছ বুনু?"—প্রভু শুধালেন হেসে
বুনুবাবু বাক্যহারা বিস্ময় আবেশে।
কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি অকস্মাৎ
পেয়েছেন সাতিশয় কঠিন আঘাত,
শান্তকণ্ঠে হাসিমুখে সেজন কেমনে
শুধায় কুশলবার্ত্তা পরিচিত জনে!
কঠিন তপস্যামগ্ন প্রভুর অন্তরে
ছিল না কি ক্ষুদ্র ঠাঁই গৃহিণীর তরে?
ছিল না কি প্রেমপ্রীতি স্নেহ ভালবাসা ?
বিষয়ী মনের এ কি বিষম জিজ্ঞাসা!

বাহিরের আবরণে কিম্বা আচরণে
কখন না যায় চেনা মহাজনগণে।
প্রভুরে চেনাও নহে সহজ ব্যাপার
পূত প্রেমে পরিপূর্ণ প্রাণ মন তাঁর।
এ প্রেম সমুদ্রতুল্য গভীর গম্ভীর
এ প্রেম হিমাদ্রি সম সমুন্নত শির।

এ প্রেমে মিলনে নাই আনন্দ উচ্ছ্বাস
এ প্রেমে বিচ্ছেদে নাই শোকের প্রকাশ।
এ এক বিচিত্র প্রেম কামগন্ধহীন
অনির্ব্বাণ এ প্রেমের শিখা অমলিন।

এ প্রেম পরশধন্য সতী শিরোমণি
দাসের প্রণতি লহ হে মোর জননি।
যুগে যুগে যাঁর পদসেবার কারণ
ধরণীর ধূলা 'পরে তব আগমন,
সেই পতি গতি মোর সে আমারো স্বামী
তাঁর পাদপদ্ম যেন সেবি দিবাযামী।
তাঁর মধুময় লীলা স্মরি অনুখন
দাস জনার্দ্দন বন্দে অভয় চরণ।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২২

।। সাইনোভাইটিস রোগ—১৩৩৭।।

পৌষের দ্বিতীয় দিন দিগ্‌সুই হতে
গুরুশিষ্য দু'জনায় চলেছেন পথে।
শ্রীগুরুর লক্ষ্যস্থল নিত্যানন্দপুর
যাবেন ডুমুরদহে মোদের ঠাকুর।
গুরুদেবে শুধালেন পথের মাঝার—
"কি বিষয়ে দিবে তুমি পরীক্ষা এবার ?"
সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"বেদান্তের মধ্য দিব করেছি মনন।"

পৌষের তৃতীয় দিন অমাবস্যা তিথি
স্নানান্তে করেন পূজা প্রভু যথারীতি।
পূজারত থাকাকালে জ্বর এল গায়
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ সেই অবস্থায়।

অনন্তর এল ডাক জলযোগ তরে
প্রভু কন—"দাও খেতে বটু ও শঙ্করে।
আমার হয়েছে জ্বর খাব না এখন
জল খেলে বেড়ে যাবে দেহের কম্পন।"
ক্রমশঃ বাড়িছে জ্বর—লেপ মুড়ি দিয়ে
চুপচাপ রৌদ্রে প্রভু রহিলেন শুয়ে।
শুধালেন ভগিনী তা করি বিলোকন—
হ্যাঁরে তুই জ্বরেতে কি হলি অচেতন?
রাম নাম হতে কেন নিলি অবসর !"
সংক্ষেপে কহেন প্রভু—"দিদি ,খুব জ্বর।"
দিন দুই তিন জ্বর চলিল প্রবল
শীর্ণ দেহযন্ত্র হল ক্রমশঃ বিকল।
ফুলে গেল আগাগোড়া দক্ষিণ চরণ
শয্যায় আশ্রয় তাই করেন গ্রহণ।
উত্থান শকতি ক্রমে হল তিরোহিত
এলেন কুনাইবাবু চিকিৎসা নিমিত্ত ।
হোমিও চিকিৎসা তার চলিল প্রথম
ব্যাধির না স্বল্পমাত্র হল উপশম।
সৌরেন্দ্রমোহন নামে বিখ্যাত ডাক্তার
করেন গ্রহণ পরে চিকিৎসার ভার।
সারা পা-টি পেকে গেছে— কঠিন ব্যারাম
'সাইনোভাইটিস' এর পুঁথিগত নাম।
প্রয়োজন দেখা দিল অস্ত্র চিকিৎসার
দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত চিত্ত সবাকার।
অবশেষে এল সেই ভয়াবহ ক্ষণ
করিল ক্রন্দন শুরু আত্মীয়-স্বজন ।
যাঁর অঙ্গে হবে তীক্ষ্ণ ছুরিকা চালনা
তাঁর মনে বিন্দুমাত্র নাহিক ভাবনা।
একে একে করা হল সবারে বাহির
রহিল ডাক্তার আর শঙ্কর সুধীর।
প্রস্তুত হলেন বৈদ্য সৌরেন্দ্রমোহন
প্রয়োজনে সহায়তা করিছে দু'জন।

উরুতে দু'ইঞ্চি ছুরি দিলেন বসিয়ে
পুঁজ কোথা ভাবিছেন ডাক্তার বিস্ময়ে।
আরও গভীরে অস্ত্র চালান ডাক্তার
প্রবল বেগেতে পুঁজ এল এইবার।
এত পুঁজ এত রক্ত—ভরে গেল ঘর।
প্রভুরে আড়াল করে সযত্নে শঙ্কর।
দেখিলেন সব প্রভু আপন নয়নে
বিকার সামান্যতম নাই তবু মনে।
দেখেছেন কত রোগী প্রবীণ ডাক্তার
এমন দেখেন নাই পূর্ব্বে কভু আর।
ভাবেন অবাক হয়ে প্রভুর বিষয়—
মানুষ নহেন ইনি দেবতা নিশ্চয়।
এই ঘটনার পর এ গৃহে কখন
আর নাহি করিতেন 'ভিজিট' গ্রহণ।
পরে পুন মণিবাবু বৈদ্য চুঁচুড়ার
করিলেন একদিনে অস্ত্র তিনবার।
একবারও করা নাহি হল অচেতন
প্রভুর মুখেতে নাম সদা নারায়ণ।
রহিলেন অবিচল সকল সময়
নির্ম্মম ছুরিকাঘাত যেন কিছু নয়।
অভিজ্ঞ ডাক্তার কার্য্য করি সমাপন
প্রভুরে পরম স্নেহে করেন চুম্বন।
অস্ত্রোপচারের সেই ভীষণ ঘটনা
যে দেখেনি পারিবে না করিতে কল্পনা।
রহিলেন দীর্ঘকাল শয্যাগত প্রভু
নাম ছাড়া নাহি রহে জিহ্বা তাঁর কভু।
রামনাম ছিল পূর্ব্বে মুখে অনিবার
'রাম' স্থলে 'নারায়ণ' এলেন এবার।
তা নেহারি প্রশ্ন মনে হইল উদয়
তবে কি আসন্ন এবে অন্তিম সময়।
আশ্রমের স্বামিজীকে কহেন একদা—
"রাম নামে দীর্ঘকাল জিহ্বা মোর সাধা।

ইদানীং সদা মুখে আসে নারায়ণ
'নারায়ণ তনুত্যাগে'— বলে বিজ্ঞজন।
তবে তনু ত্যজিবার এল কি সময় ?''
স্বামিজীর মনে জাগে সীমাহীন ভয়।
কহিলেন মনোভাব করি সংবরণ—
"ও কিছু না—যেই রাম সেই নারায়ণ।''

মাতা ভগ্নী কত যত্ন করেন সতত
তবু নাহি নিরাময় হয় সেই ক্ষত।
তাই শেষে খ্যাতনামা পতিতপাবন
প্রভুর চিকিৎসাভার করেন গ্রহণ।
অমোঘ ঔষধ কত দিলেন ডাক্তার
সযত্ন প্রয়াস সব ব্যর্থ হল তার।
অবশেষে অসহায় পতিতপাবন
করিলেন প্রভুপাশে আত্মসমর্পণ।
বলিলেন—'ইচ্ছাশক্তি করুন প্রয়োগ
নচেৎ না নিরাময় হবে এই রোগ।''
ঈষৎ হাসেন প্রভু না দেন উত্তর
ক্রমে ক্রমে রোগমুক্তি হল অতঃপর।
বসার সামর্থ্য এল তিনমাস পর
বসিলেন বহুকষ্টে শয্যার উপর।
তখনো চলার শক্তি আসে নাই ফিরে
হাঁটিতে শেখেন ঘরে 'বার' ধরে ধরে।
অতঃপর যষ্টিভর করি বগলেতে
গৃহ হতে বাহিরেতে যান কোন মতে।

দারুণ ব্যাধিতে যবে প্রভু শয্যাগত
নিয়মিত আসে ভক্ত প্রিয়জন কত।
আসেন প্রসাদীবাবু অধর ডাক্তার
রমণদাদার মাতা সহোদরা আর।
শৈল শ্যাম দীনবন্ধু ভক্ত নারায়ণ
সম্পাদক দাদা আদি আরো কত জন।

কখন করেন তারা সদলে কীর্ত্তন
প্রভুরে আনন্দ দিয়ে সবে ধন্য হন।
নাহি মেলে স্বামিজীর স্নেহের তুলনা
ঘন ঘন তাই তাঁর চলে আনাগোনা।
আর আসে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ বিজ্ঞান
প্রায়শঃ লইতে প্রিয় বন্ধুর সন্ধান।
একদিন বেলুড়ের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
প্রভুরে শুনিয়ে গান দিলেন আনন্দ।
নিয়মিত আসে ভক্ত ছোট পঞ্চানন
প্রভুর প্রীতির তরে করে সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রীমহাভারত পড়ে ভক্ত পুরঞ্জয়
শ্রোতা ও পাঠক হন পাঠেতে তন্ময়।
শ্রীগুরুর যোগ্য পুত্র শ্রীমান্ শঙ্কর
পরিচর্য্যা করে নিত্য সযত্নে বিস্তর।
জননীর সেবাযত্ন তুলনাবিহীন
মধ্যাহ্নে শৌচের বেগ হয় কোনদিন,
সত্বর আসেন মাতা ত্যজিয়া আহার
সেদিন ভোজন আর নাহি হয় তাঁর।
শয্যা 'পরে শুয়ে ত্যাগ হয় মূত্র মল
হাসিমুখে মুক্ত মাতা করেন সকল।
যে রূপে পালন করে শিশুরে জননী
প্রভুর সেবাও মাতা করেন তেমনি।
শ্রীগুরুর হয় কভু শুভ আগমন
শিষ্যেরে আনন্দ দেন দিয়ে দরশন।
আর্থিক সাহায্য তিনি করেন কখন
আর অর্থ দেয় ভক্ত শ্রীরাধারমণ।
অযাচিত অর্থ কত আসে এ প্রকার
তাই দিয়ে বয়ে চলে দুর্দিনে সংসার।

ঈশ্বরের অহৈতুকী কৃপার ধারায়
শরণাগতের সব দুঃখ দূরে যায়।

এ সত্য বাস্তবক্ষেত্রে করিতে প্রয়োগ
প্রভুর বুঝিবা হেন সুকঠিন রোগ।
কত রূপে কত লীলা করিছ নিয়ত
নাহিক সামর্থ্য তাহা বুঝিবার মত।
বুঝিয়াছি সার তব পাদপদ্মদ্বয়
দাস জনার্দ্দনে দাও চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৩

।। অনুপম অনুভূতি।। 'তাপস হবিব' নাটক ।। স্বপ্নে ব্রাহ্মীদীক্ষা ১৩৩৮।।
।। শ্রীগুরুর তিরোভাব—১৩৩৯ ।।

নদীর এ কূল ভাঙ্গে আর কূল গড়ে
এ নিয়ম চিরন্তন বিশ্বচরাচরে।
বাহিরে যখন রোগ যন্ত্রণার ঝড়
অন্তরে আনন্দধারা বহে নিরন্তর।
অনুপম আধ্যাত্মিক অনুভূতি রাশি
প্রভুর হৃদয়রাজ্যে ভীড় করে আসি।
অনাহত নাদ কত অবিরাম চলে
দৌর্ব্বল্য ইহার মূলে ভাবেন সকলে।
ভ্রূযুগল মধ্যে হয় বিন্দু দরশন
ভাবিলেন ইহা বুঝি রোগ নিবন্ধন।
কভু সংজ্ঞা লোপ পায় হন সমাহিত
দুর্ব্বলতা বলি ইহা হয় অনুমিত।
মনে হয় 'হার্ট ফেল' হবে কোন দিন
শমন সম্মুখে তবু চিত্ত শঙ্কাহীন।
অবশেষে গূঢ় সত্য হল অনুভব
ব্যাধি নয় সাধনার ফল এই সব।
বলিলেন প্রভু—"দেখি একদিন মন
ক্রমাগত ঊর্দ্ধলোকে করিছে গমন।

দেহত্যাগ হবে বুঝি ভাবিলাম মনে
সহসা আকাশবাণী পশিল শ্রবণে—
'এখনো অনেক কাজ রয়েছে তোমার'
নিম্ন অভিমুখে মন এল এইবার।"

দীর্ঘকাল রোগভোগ চলিল কঠিন
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান তবু চলে ত্রুটিহীন।
উত্থান শকতিহীন প্রভু অসহায়
করেন তান্ত্রিক সন্ধ্যা শুয়ে বিছানায়।
বৈদিক ত্রিসন্ধ্যা তাঁর প্রতিনিধি হয়ে
করেন ভগিনীপতি সানন্দ হৃদয়ে।
যথারীতি চলে গৃহে পূজাপাঠ সব
চলে নিয়মিতভাবে নামের উৎসব।
শ্রীহরিবাসর চলে পড়াবার ঘরে
ধর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাধি নাহি বাধা সৃষ্টি করে।

এক ব্যাধি যায় যদি আসে ব্যাধি আর
নীচু নাহি করা যায় কোমর এবার।
তিন মাস একটানা এক কাতে শুয়ে
কোমরটা গেছে যেন একখানা হয়ে।
ক্রমে সেই কোমরের তীব্র যন্ত্রণায়
শয্যায় আশ্রয় নিতে হল পুনরায়।
অনুভূতি মাঝে ডুবে আছেন সদাই
দৈহিক যন্ত্রণা প্রতি কোন লক্ষ্য নাই।
একদা অসহনীয় যন্ত্রণায় যবে
ডাকিছেন 'গুরুদেব গুরুদেব' রবে।
বিচিত্র ঘটনা এক ঘটিল তখন
গুরুদেব সশরীরে দিলেন দর্শন।
আসিবার পথে শুনি শিষ্যের আহ্বান
আনন্দে উঠিল ভরি শ্রীগুরুর প্রাণ।
কৃপানিধি গুরুদেবে করি দরশন
দেহকষ্ট ভুলে প্রভু আনন্দে মগন।

রোগশয্যাতেও নাই করমে বিরতি
লোকহিতকর কর্ম্ম চলে যথারীতি।
'তাপস হবিব' নামে নাটক বিখ্যাত
এইকালে প্রভু দ্বারা হল বিরচিত।
গ্রামের মুসলমান অধিবাসীগণ
'কর্ণার্জ্জুন' অভিনয়ে করেছে মনন।
প্রভু কন—"অশোভন তোদের প্রয়াস
এ নাটক অভিনয়ে কেন অভিলাষ ।
আছে যাতে মুসলমান ধর্ম্মাদি বিষয়
তেমন নাটক তোরা কর অভিনয়।"
তারা বলে—"আপনিই দিন লিখে তবে।"
প্রভু কন—"উপাদান এনে দিতে হবে।"
'লায়লা-মজনু' তারা দিল প্রথমতঃ
সে কাহিনী প্রভুর না হল মনোমত।
দিল তারা গ্রন্থ আনি আর এক খানি
ছিল তায় হবিবের জীবন-কাহিনী।
এই গ্রন্থ হল অতি আনন্দদায়ক
এ থেকেই সৃষ্টি হল পূর্ব্বোক্ত নাটক।

ষোলই কার্ত্তিক রাতে আটত্রিশ সনে
গুরুদেব ব্রাহ্মীদীক্ষা দিলেন স্বপনে।
পত্রের মাধ্যমে প্রভু জানালেন সব
পত্র পেয়ে পূজ্য গুরু রহেন নীরব।
সুস্থ হয়ে প্রভু পরে দিগ্‌সুয়ে যান
প্রবল বৈরাগ্যে পূর্ণ শ্রীগুরুর প্রাণ।
ধনজন দেহ গেহ পুত্র পরিবার
কিছুই লাগেনা আর ভাল যেন তাঁর ।
কাহাকেও যেন আর নাহি প্রয়োজন
সংসারে আছেন মাত্র নাহিক বন্ধন।
যথাকালে ফিরে এসে ব্রজনাথ ধামে
জানালেন প্রভু পুন পত্রের মাধ্যমে —

"কঠিন পীড়ায় দেহ রক্ষা হল বটে
এখন পড়েছি এক গভীর সংকটে।
মনের দুর্গতি দেখি জাগিছে সন্দেহ
এই আমি সেই আমি কিম্বা অন্য কেহ।"
শিষ্যের এ পত্র পড়ি গুরু যোগেশ্বর
পুত্রের মারফৎ শীঘ্র দিলেন উত্তর—
"ভগবান যা করেন তাতেই কল্যাণ
এ জগৎ চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান।
য়্যাসা দিন না রহেগা—এই বাণীত্রয়
রেখো মনে সযতনে সকল সময়।
হবে সব সঙ্কটের সুষ্ঠু সমাধান
হলে শান্ত পথভ্রান্ত তব মনপ্রাণ।......"

তেরশত ঊনচল্লিশ সালে অতঃপর
কাব্যের আদ্যেতে হল উত্তীর্ণ শঙ্কর।
এবার মধ্যের পাঠ করিবে গ্রহণ,
কেনা হল সানুবাদ 'সাহিত্য দর্পণ'।
রমণদাদার এক কন্যার বিবাহে
গুরুদেব দাশরথি যান তার গৃহে।
প্রভুও শঙ্কর সহ করেন গমন
শিষ্যেরে দেখিয়া গুরু কহেন তখন—
'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থ রয়েছে তো ঘরে
কেন তা কেনালে পুন শঙ্করের তরে?"
কহিলেন প্রভু—"নাই অনুবাদ তায়
ও গ্রন্থ কিনিতে হল তাই পুনরায়।"
শ্রীগুরু কহেন—"দেহ ভাল না আমার
তোমারো তো দেহভাব একই প্রকার।
পুরাণ পড়াও যদি ভাল হয় তবে
কুলগত ব্যবসায় রাখিতে তো হবে।"
সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"যেমন আদেশ হবে করিব তেমন।"

শ্রীগুরু কহেন—"তবে পড়াও পুরাণ।"
"তাই হবে"—বলে শিষ্য গুরুগতপ্রাণ।
বলেন বিবাহ অন্তে গুরু পুনরায়—
"তারিঘাটে ত্বরা যেতে আছে অভিপ্রায়।...."
শ্রীগুরু স্বগৃহ পানে হন অগ্রসর
ডুমুরদহেতে যান প্রভু ও শঙ্কর।

গুরুদেব তারিঘাটে করেন গমন
এদিকে প্রভুরে জ্বরে করে আক্রমণ।
তারিঘাট থেকে 'তারে' পৌঁছিল খবর
পীড়ায় কাতর অতি গুরু যোগেশ্বর।
দিগ্‌সুই হতে বার্ত্তা আনিল ভূষণ
তার সাথে গেল গৃহে গুরুর নন্দন।
যাবার সময় প্রভু কহেন শঙ্করে—
"তারিঘাট গিয়ে তুই টেলিগ্রাম করে।
অবশ্য জানাবি দাদা আছেন কেমন,
আমার তো জ্বর তবু হলে প্রয়োজন।
অবিলম্বে যাব ছুটে তাঁর পদতলে।"
তারিঘাটে গেল শীঘ্র শঙ্কর সদলে।
"এসেছিস্ কে কে ?" গুরু শুধান শঙ্করে
"মা আর পিসিমা"—পুত্র জানাল উত্তরে।
"প্রবোধ কেমন আছে?" শুধান সত্বর
শঙ্কর কহিল—"বাবা ,তাঁর খুব জ্বর।
আসার সময় তিনি বলেছেন মোরে
জানাতে সংবাদ তব টেলিগ্রাম করে।"
কহিলেন গুরুদেব শান্ত নির্ব্বিকার—
"টেলিগ্রাম করিতে না হবে তারে আর।
পোষ্টকার্ড আছে ঐ ব্যাগের মাঝারে
সকাল বেলায় পত্র লিখে দিস্ তারে।"

মধ্যরাত্রে শৌচ আদি করি সমাপন
কহিলেন—"জপ পূজা করিব এখন।"

"শয়ন করুন বাবা আপনি সত্বর
পূজাদি করিব আমি।"—কহিল শঙ্কর।
শ্রীগুরু কহেন—"সন্ধ্যা করিতে তো হবে।"
"শুয়ে তা করুন।"—পুত্র কহে অবিলম্বে
শয্যা করে দেয়া হল মেঝের উপরে
রাখা হল গঙ্গাজল মাথার শিয়রে।
শুয়ে শুয়ে জপে রত হয়ে অতঃপর
ত্যজিলেন মরদেহ গুরু যোগেশ্বর।
খবর পেলেন প্রভু আপন অন্তরে
কহিলেন জননীরে ব্যথাতুর স্বরে—
"শ্রীগুরু গেলেন চলি আমাদের ফেলি।"
মা শুধায়—"এ খবর কোথা হতে পেলি?"
দারুণ আঘাতে প্রভু বুঝি বেসামাল
সংবাদ আসেনি তাঁর ছিল না খেয়াল।
কী আর বলেন তিনি প্রশ্নের উত্তরে,
তারিঘাট থেকে 'তার' পত্র এল পরে।
এ জগতে সবা হতে উর্দ্ধে যাঁর স্থান
সঁপেছেন যাঁর পদে দেহ গেহ প্রাণ,
যিনি গুরু উপদেষ্টা বন্ধু একাধারে
অভাবিতভাবে আজ হারালেন তাঁরে।
কী ভীষণ এ আঘাত ! কি যে মর্ম্মান্তিক !
বাহিরে অটল তবু নির্ভীক সৈনিক।
জগৎ কল্যাণ মহা জীবনের ব্রত
চলেছেন দৃঢ় পদে সম্মুখে সতত
শিরে লয়ে গুরুদত্ত মহাগুরু ভার
এই হল শ্রেষ্ঠতম গুরুপূজা তাঁর।
প্রাণপণে শ্রীগুরুর কর্ম্ম সম্পাদন
গুরুপদে সর্ব্বোত্তম অর্ঘ্য নিবেদন।

না ভজিনু গুরুপদ মুই মূঢ়মতি
না জানি অন্তিমে মোর কী বা হবে গতি।

অহৈতুকী তব কৃপা সম্বল কেবল
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণ কমল।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৪

।। শ্রীগুরুদেবের ক্ষুধা (১৩৩৯) ও তার নিবৃত্তি ।।

শ্রীগুরুদেবের ছিল যত যজমান
প্রভুরে সকলে করে বিস্তর সম্মান।
সুললিত কণ্ঠোত্থিত মন্ত্র উচ্চারণ
সহজে ভুলিতে নাহি পারে শ্রোতাগণ।
অর্থে অনাসক্তি আর মিষ্ট ব্যবহার
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে চিত্তে সবাকার।
সর্ব্বোপরি তপোপূত শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে
স্বতঃই লুটায় শির ও রাঙা চরণে।
শ্রীগুরুর প্রতিনিধি হলে প্রয়োজন
প্রভুকেই চায় পেতে যজমানগণ।
রসুলপুরেতে ছিল এক যজমান
মহাদেব নাম তার অতি ভক্তিমান।
দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর
যেতেন গৃহেতে তার গুরু যোগেশ্বর।
শ্রীগুরুর আকস্মিক প্রয়াণের পর
পড়িল পূজার ভার প্রভুর উপর।
অষ্টম্যাদি পূজা শেষে নিশিতে যখন
মহাদেব গৃহে প্রভু নিদ্রায় মগন,
পূজ্যপাদ গুরুদেব করি আগমন
সহসা স্বপনে শিষ্যে দেন দরশন।
দেখিলেন স্পষ্ট প্রভু সেই শুভ রাতে
শ্রীগুরু পাঞ্জাবী গায়ে—ব্যাগ তাঁর হাতে,
সাদা রঙ কাপড়ের জুতা পায়ে প'রে
সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকিলেন ঘরে।

বলিলেন—"আমি বড় ক্ষুধায় কাতর।"
ভাঙ্গিল প্রভুর নিদ্রা স্বল্প কাল পর।
শয্যা 'পরে বসে পড়ে ভাবিছেন মনে—
শ্রীগুরু ক্ষুধার্ত্ত কেন আজি কী কারণে!
হয়েছে বৃযোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সম্পাদন
হয়েছে বিদায় বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
হয়েছে দক্ষিণাসহ শত গীতা দান
ভাগবত পাঠ আদি নানা অনুষ্ঠান।
কেন তবু মিটিল না আজো ক্ষুধা তাঁর!
ব্যথাহত চিতে প্রভু ভাবেন আবার—
আমি তো পৃথকভাবে কিছু করি নাই
ক্ষুধার নিবৃত্তি বুঝি হয় নাই তাই।
ভাবিছেন এ প্রসঙ্গ প্রভু যত যত
বার বার অঙ্গ তাঁর হয় রোমাঞ্চিত।
পরক্ষণে পুন মনে হইল উদয়—
এ ক্ষুধা কখন সেই ক্ষুদ্র ক্ষুধা নয়।
চেয়েছেন তিনি এই বিশ্বের কল্যাণ
চেয়েছেন জীবে নাম করিতে প্রদান।
হয় নাই তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত প্রচার
হয় নাই যাওয়া আজো আরব তাতার।
হয় নাই বিতরণ বিশ্বে নাম সুধা
তাই বুঝি মিটে নাই আজো তাঁর ক্ষুধা।
শক্তি যদি দাও তবে এ অধম দাস
ক্ষুধার নিবৃত্তি তরে করিবে প্রয়াস।
এ প্রকার ভাবনার ক্ষণকাল পর
শান্ত হল চিন্তাকুল প্রভুর অন্তর।
শ্রীগুরু এ ধরা ছেড়ে গেলেন ওপারে
জগৎকল্যাণ চিন্তা তাঁরে নাই ছাড়ে।
বারে বারে পৃথ্বী 'পরে করি আগমন
দেন স্বপ্নে উপদেশ—উৎসাহ কখন।
এতো শুধু স্বপ্ন নয় সত্য মহাসত্য
সূর্য্যোদয় যথা হয় পূর্ব্বাকাশে নিত্য।

নির্দ্দেশ পেলেন পুন নাদের মাধ্যমে—
'হে ঋষি ঝাঁপিয়ে পড় নূতন উদ্যমে।'
দৈববাণী স্বপ্নাদেশে ভরিল না মন
জাগিল সঙ্কল্প —চাই সাক্ষাৎ দর্শন।
সুরু হল নীলাচলে তপ সুদুস্তর
সীমিত আহার মৌন ধ্যান নিরন্তর।
এক লক্ষ্য এক পণ সাক্ষাৎ দর্শন
অন্যথা সমাধিযোগে দেহ বিসর্জ্জন।
প্রতীক্ষায় দিন যায় যায় কত রাত
অবশেষে আসিলেন নীলাচলনাথ।
"যা যা নাম দিগে যা—"প্রত্যাদেশ করে
অন্তর্হিত হন তিনি স্বল্পকাল পরে।
পূর্ব্বেই হয়েছে সুরু নাম বিতরণ
প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি করে উৎসাহ বর্দ্ধন।
সুরু হল অভিযান—প্রভু সীতারাম
ছুটিলেন দিকে দিকে গাহি মহানাম,
সাথে তাঁর সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী
ম্লান করি দিগ্বিজয়ী রাজার কাহিনী।
নাই অস্ত্র ঝনৎকার নাই লোকক্ষয়
নামে আর প্রেমে হল কত দেশ জয়।
দাসত্ব স্বীকার করি কত নরপতি
জানায় সদলবলে প্রভুপদে নতি।
নামের প্লাবনে দেশ যায় ভেসে কত
দিন মাস বর্ষ চলে যায় ক্রমাগত।
তবুও বিরাম নাই চলিছে প্রচার
দেখিলেন স্বপ্ন এক প্রভু পুনর্ব্বার ঃ—
গুরুগৃহে উঠানেতে গোয়ালের ধারে
গুরুদেব দাশরথি উদ্যত আহারে।
সম্মুখেতে কদলীর পত্রের উপর
দেয়া আছে আহারের সামগ্রী বিস্তর।
স্বপনে ভাবেন প্রভু দেখিলে তাঁহারে
পাছে কোন বিঘ্ন হয় গুরুর আহারে,

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশের পর
এলেন পশ্চাৎ পানে অতীব সত্বর।
শ্রীগুরু শুধান শিষ্যে করি বিলোকন—
"গেল কি এদেশ ছেড়ে শ্বেতকায়গণ ?"
সবিনয়ে কন প্রভু উত্তরে সত্বর—
"এ দাসের জানা নাই সে সব খবর।"
জানিয়ে দিলেন যেন গুরু দাশরথি
এত দিনে হল তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি।
প্রভুর প্রচার তবু নাহি যায় থামি
পক্ষান্তরে হল তাহা শত পথগামী।
লেখনী মাধ্যমে চলে প্রচার যেমন
ভাষণে উদাত্ত কণ্ঠে নাম বিতরণ।
অনন্তকালোদ্দিষ্ট অখণ্ড শ্রীনাম
কত মঠ আশ্রমেতে চলে অবিরাম।
বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত স্বরযন্ত্র যত
শ্রীনাম প্রচারে নিত্য হয় নিয়োজিত।
নব নব পথে ধায় প্রচারের গতি
এক পল অনুপল নাহিক বিরতি।

গুরুর মিটেছে ক্ষুধা নাহিক সংশয়
তোমার ক্ষুধা কি প্রভু মিটিবার নয়!
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তব অতি ভয়ঙ্কর
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাট উদর!
এসব বুঝি না আমি দীন অতিশয়
তোমায় ভুলিয়া বৃথা ভজিনু বিষয়।
না জানি কেমনে হব ভবনদী পার
তব কৃপা বিনা মোর গতি নাই আর।
কর দেব এ অধমে কৃপা বরিষণ
রাঙা পদে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৫

।। পুত্র প্রভৃতিকে শিক্ষাদান ।।
।। প্রহার বর্জ্জিত শাসন—উদ্দেশ্য সংশোধন ।।
।। অধ্যাপক জীবন।।

মহাকালচক্র দ্রুত হয় আবর্ত্তিত
দিন মাস বর্ষ বয়ে যায় ক্রমাগত।
তারই সাথে সমতালে কিম্বা আরো দ্রুত
প্রভুর জীবন স্রোত নিত্য প্রবাহিত।
চাতুর্ম্মাস্যকালে চলে স্বপাক ভোজন
জপ ধ্যান পূজা মৌন শাস্ত্র অধ্যয়ন।
কঠোর তপস্যা কত চলে রাত্রিদিন
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সম আয়াসবিহীন।
আয়োজন নাই কোন নাই যত্ন চেষ্টা
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নাই ইনি সাক্ষী দ্রষ্টা।

সুমহান কর্ম্মযোগী প্রভু সীতারাম
শত কর্ম্মযজ্ঞ তাঁর চলে অবিরাম।
নামদান দীক্ষাদান বিদ্যা বিতরণ
লক্ষ্য সবে জগতের কল্যাণ সাধন।
অসংখ্য কর্ম্মের ফাঁকে নিত্য সযতনে
শিক্ষা দেন নিয়মিত পুত্রকন্যাগণে।
গুরুপুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল ছাত্র তাঁর
সেই সাথে একজন বাড়িল এবার।
জননী ও ভগিনীর স্নেহের আশ্রয়ে
উঠিয়াছে পুত্র আর কন্যা বড় হয়ে।
পুত্র রঘুনাথ এবে পড়ে পাঠশালে
শিক্ষা দেন প্রভু তারে অবসর কালে।
সতত সজাগ দৃষ্টি পুত্রের উপর
প্রত্যহ ডাকেন তারে আহারের পর।

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম প্রভু করেন তখন
পুত্রকে শোনাতে হয় পড়ি রামায়ণ।
ভকত-চরিতসুধা-আদি তৎসহ
পিতার প্রীত্যর্থে পুত্র পড়য়ে প্রত্যহ।
বিচিত্র পুস্তক ছিল একখানি আর
'রাম' নাম তিনবার * প্রতি পত্রে তার।
মুদ্রিত সে রামনাম বৃহৎ অক্ষরে
তা'হতে শোনাতে হয় ক' টি পাতা পড়ে।
তারপর ছাত্রদের পড়ান যখন
পুত্রকে থাকিতে হয় কাছে সর্ব্বক্ষণ।
উপনয়নের বহু পূর্ব্ব হতে তারে
শেখালেন মুখে মুখে যত্ন সহকারে।
বহু দেবতার স্তব ধ্যান ও প্রণাম
আর শেখালেন জপ—রাম রাম রাম।

প্রয়োজনে ছেলেদের করেন শাসন
গায়ে না করেন কভু হস্ত উত্তোলন।
বাগানে বৃক্ষেতে বেঁধে রাখেন কখন
মা যশোদা বাঁধিতেন গোপালে যেমন।
কখন বা থান ইট ধরি দুই হাতে
এক পায়ে হয় দুষ্ট শিশুরে দাঁড়াতে।
বিচার করিয়া শাস্তি করেন প্রদান
লক্ষ্য শুধু সংশোধন—শিশুর কল্যাণ।
প্রহারের প্রতি সদা বিষম বিতৃষ্ণা
একবার তাই তিনি করেন ঘোষণা—
"ছেলেদের করিবে যে যথেচ্ছ প্রহার
সীতারাম না লইবে ভোগ হাতে তার।"
ছিল তাঁর এক আর বিশেষ বিধান—
যত বড় অপরাধ করুক সন্তান
সাত খুন মাপ যবে করিবে ভোজন
চলিবে না সে সময় সামান্য শাসন।

* শ্রীরাম রাম রাম

ভয়ে শুধু ছোটদের না শুকায় প্রাণ
বৃদ্ধগণ সর্ব্বক্ষণ ভয়ে কম্পমান।

সব দিকে প্রসারিত দৃষ্টি অবিরাম
এক দিন দেখিলেন ঘরে বহু আম।
শুধালেন অচিরাৎ বড়দের ডেকে—
"এত আম আমদানি হল কোথা থেকে ?"
জানা গেল —এনেছে তা পেড়ে একজন
চপল শিশুরা করে হামেশা এমন।
কহিলেন সব শুনে প্রভু পুনরায়—
"এ ভাবে না বলে আনা বড়ই অন্যায়।
তাদের বাড়ীতে দিয়ে আসুক সত্বর।"
আদেশ পালিত হল মুহূর্ত্ত ভিতর।
সবার আশঙ্কা মনে ছিল সীমাহীন
হয়ত বা হবে শাস্তি অতীব কঠিন।
একদিন পুত্র আম এনেছে কুড়িয়ে
দেখিলেন হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।
একে একে সব আম পরীক্ষান্তে কন—
"গাছ থেকে পেড়ে যেন এনো না কখন।"

ভারতের সনাতন বৈদিক ধারায়
শিক্ষক জীবন চলে পূর্ণ গরিমায়।
বিদ্যার্থীর দল আসে জ্ঞান আহরণে
ধন্য হয় লভি স্থান প্রভুর চরণে।
কুড়ি কিম্বা ততোধিক ছাত্র পড়ে কভু
হাসিমুখে সকলেরে দেন ঠাঁই প্রভু।
অধ্যাপনা অর্থ নয় শুধু বিদ্যা দান
বিনামূল্যে দেয়া হয় অন্ন বাসস্থান।
জানেন আদর্শ গৃহী শুধু আপ্যায়ন
হস্ত তাঁর জানে দান না জানে গ্রহণ।
অন্তরে মোদের জাগে বিস্ময় অপার
কী উপায়ে চলে এই বিরাট সংসার !

প্রভুর জীবন নাট্যে অলৌকিক সব
বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা তার না হয় সম্ভব।
পাঠ চলে নিয়মিত বাহিরের ঘরে
বসেন তথায় প্রভু চৌকির উপরে।
কম্বলে মাদুরে নীচে বসি ছাত্রগণ
সানন্দ অন্তরে পাঠ করেন গ্রহণ।
টোলেতে নিয়ম হেথা পাঠের সুরুতে
একটি অধ্যায় পড়া হয় গীতা হতে।
সযত্নে নূতন পাঠ দেন তারপরে
ধরেন শেষেতে পড়া এক এক করে।
প্রভুর নিকট পাঠ করিতে গ্রহণ
ত্রিসন্ধ্যাদি শিক্ষা অগ্রে হত প্রয়োজন।
প্রভু তাঁর ছাত্র গণে শিক্ষা দেন সযতনে
ইতিহাস কাব্য ব্যাকরণ।
বিবিধ বিষয়ে তাঁর কী গভীর অধিকার
পাণ্ডিত্যের না হয় বর্ণন।।
সহজ মৌলিক ব্যাখ্যা জীবন্ত দৃষ্টান্ত টীকা
সরস বাচনভঙ্গী তাঁর।
নির্ঝরিণী ধারা মত হয় স্বতঃ উৎসারিত
পাঠে করে প্রাণের সঞ্চার।।
বাগ্‌দেবী জিহ্বা 'পরে নিত্য যেন নৃত্য করে
অধ্যাপনা অপরূপ অতি।
ভাগ্যবান ছাত্রগণ নাহি হয় বিস্মরণ
সুমধুর সেই সুখস্মৃতি।।
পাঠ চলে যতক্ষণ নাই আন দিকে মন
লক্ষ্য শুধু পাঠের বিষয়।
ধ্যানে আর অধ্যয়নে নাই ভেদ সেই ক্ষণে
গুরু সাথে বিদ্যার্থী তন্ময়।।
বিনীত বিদ্যার্থীগণ করে নিত্য আস্বাদন
অধ্যাপনা-লীলা অতুলন।
আমি অতি মূঢ়মতি নাই ভাব অনুভূতি
কেমনে তা করিব বর্ণন।।

যাঁর লীলা করি গান ভাব ভাষা তাঁরই দান
তাঁর স্পর্শে ধন্য এ জীবন।
তাঁর শ্রীচরণতরী মস্তক উপরে ধরি
চিন্তে লীলা দাস জনার্দ্দন।।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৬

।। তর্করত্ন মশায়ের সঙ্গে মিলন।।
।। নিত্যকর্ম্ম লোপ।। পণ্ডিতপ্রবরের প্রশস্তি ।।

ভারত গগনে যিনি স্বীয় প্রতিভায়
পাণ্ডিত্যে মহত্ত্বে ত্যাগে আর সাধনায়
মধ্যাহ্নের দিনমণি সম দীপ্যমান
সনাতন ধর্ম্ম আর শাস্ত্র যাঁর প্রাণ,
অসীম আগ্রহভরে সমগ্র জীবন
শাস্ত্রমহাসিন্ধু করি সযত্নে মন্থন
কলিহত জনগণে দিলেন অমৃত
বেদব্যাস রূপে যিনি সর্ব্বত্র পূজিত,
তিনি এই ভারতের অমর সন্তান
পঞ্চানন তর্করত্ন পণ্ডিত মহান।
প্রভু সাথে পণ্ডিতের হল পরিচয়
মিলিল নিবিড়ভাবে দুইটি হৃদয়।
বাল্যকাল হতে প্রভু পণ্ডিতপ্রবরে
করেন অসীম শ্রদ্ধা আপন অন্তরে।
গ্রন্থের ভিতর দিয়ে সুরু পরিচয়
পড়েছেন প্রভু এঁর পুরাণ নিচয়।
পড়েছেন বেদান্ত ও সাংখ্য দরশন
হয়েছে অনেক আগে প্রথম মিলন,
পুরাণের ছাত্র প্রভু টোলেতে তখন
একদিন ভাটপাড়া করেন গমন।

পরিচিত ব্যক্তি এক অতি সমাদরে
নিয়ে গেল মহামান্য পণ্ডিত গোচরে।
প্রভুরে দেখিয়ে সঙ্গী করে নিবেদন—
"ইনি সদা রাম নাম করেন কীর্ত্তন।"
পণ্ডিতপ্রবর ক'ন শুনি পরিচয়—
"রাম রাম করা ভাল নাহিক সংশয়।
কিন্তু পুণ্য বিপ্রকুলে যাহার জনম
শাস্ত্ররক্ষা করা তার কর্ত্তব্য প্রথম।"
সেবার না আলোচনা হল অগ্রসর
বিদায় নিলেন প্রভু ক্ষণকাল পর।

বঙ্গাব্দের তেরশত ঊনচল্লিশ সনে
পত্রবিনিময় সুরু দুই মহাজনে ।
'বঙ্গবাসী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায়
লেখেন প্রবন্ধ এক পণ্ডিত মশায়।
অন্তরের ব্যথা যেন বাণীরূপ ধরি
প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে উঠেছে গুমরি।
সে প্রবন্ধ পড়ে প্রাণ প্রশ্নে প্রপীড়িত
পাঠালেন পত্র প্রভু পণ্ডিতে ত্বরিত—
"সনাতন ধরমের যিনি স্তম্ভ সম
শাস্ত্রনিষ্ঠা শাস্ত্রজ্ঞান যাঁর অনুপম,
এ প্রকার ব্যথা তাঁর চিত্তে কী কারণ!
তবে কি করিলে যত্নে শাস্ত্র অধ্যয়ন
চলিলে শাস্ত্রীয় পথ ধরি নিরন্তর
দুঃখ হতে পরিত্রাণ নাহি পায় নর!"
অবিলম্বে জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত প্রবর
দিলেন প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তর—
"দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে হয় শাস্ত্রানুশীলন
জ্ঞান ভক্তি লাভ আর প্রতিষ্ঠা কারণ।
প্রথম উদ্দেশ্য নিয়ে যে জন মহান
শাস্ত্রের সেবায় সঁপে স্বীয় মন প্রাণ

শান্তি সদা করে তাঁর অন্তরে বিরাজ,
কলির প্রভাবে জীব পথভ্রষ্ট আজ,
ছুটিছে সকলে যশ অর্থের সন্ধানে
শাস্ত্রচর্চ্চা তাই প্রাণে শান্তি নাহি আনে।"

অনুভূতি আসে যবে সাধক জীবনে
পথ ভুল হল কিনা প্রশ্ন জাগে মনে,
তর্করত্ন মহাশয় সকাশে তখন
লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভু করেন বর্ণন।
পণ্ডিতের শিরোমণি সাগ্রহে সত্বর
শাস্ত্রসিন্ধু মথি দেন প্রশ্নের উত্তর।
অকপটে কখন বা করেন স্বীকার—
"এ পথের অভিজ্ঞতা সীমিত আমার।"
স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসা তুলনাবিহীন
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় যত যায় দিন।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকালে প্রভু অতঃপর
নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে হলেন তৎপর।
সুরু হল নিয়মিত গঙ্গাস্নান প্রাতে
সন্ধ্যাপূজা জপ ধ্যান হোম সেই সাথে।
দ্বিপ্রহরে পুনরায় স্নান ও তর্পণ
ব্রজনাথজীর পূজা ভোগ নিবেদন।
পিতৃশ্রাদ্ধ ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্যদেব বলি
নিত্য নিষ্ঠান্বিতভাবে চলে এ সকল-ই।
প্রসাদ প্রাপ্তির পর বিশ্রাম গ্রহণ
অপরাহ্ণে নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন।
যথাকালে আরাত্রিক পুন সন্ধ্যাবেলা
হেনমতে দিনে রাতে চলে নবলীলা।
অচিন্ত্য অবস্থা হল ক্রমশঃ উদ্ভব
মন্ত্ররক্ষা করা আর না হয় সম্ভব।
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি বন্ধ হয়ে যায়
ব্যর্থ হয় চেষ্টা—প্রভু দ্রষ্টা অসহায়।

সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ না হয় সম্ভব
ওঙ্কারেতে লয়প্রাপ্ত হয় মন্ত্র সব।
শাস্ত্রবিধি অনুসারে তেরই শ্রাবণ
স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভু করেন গ্রহণ।
কর্ম্মবন্ধ দেখি বলে গুরুকন্যা তাঁর—
"কাকামণি এইবার দেখান ডাক্তার।"
দিগসুইবাসী বৈদ্য দীনবন্ধু ঘোষ
রোগীরে দেখিয়া বলে—"দেহে নাই দোষ।
কর্ম্মত্যাগ হেতু নাই চিন্তার কারণ
রোগ না এ সমাধির পূর্ব্বের লক্ষণ।"
প্রভু এই অবস্থার পূর্ণ বিবরণ
তর্করত্ন মহাশয়ে করেন জ্ঞাপন।
জানালেন অবিলম্বে পণ্ডিত এবার—
"পত্রে অবগত হয়ে বৃত্তান্ত তোমার
অসীম আনন্দে মোর হৃদি ভরে যায়,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি তোমায়
করিছে সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চস্তরে অতি,
তোমায় স্পর্শিতে নাই মোদের শকতি।"
তেরশ চল্লিশ সন পৌষ শনিবার
রামাশ্রমে হল শুভ আগমন তাঁর।
ভারতবিখ্যাত এই পণ্ডিতপ্রবরে
যথাযোগ্য মর্য্যাদায় অভ্যর্থনা তরে
ধ্রুবানন্দ মহারাজ শিষ্যাদি সহিত
রামাশ্রমে যথাকালে হন উপস্থিত।
মনোরম রামাশ্রম করি দরশন
তর্করত্ন মহাশয় আনন্দে মগন।
প্রভুরে কহেন তিনি—"নাহিক ভাবনা
চলিছে সঠিক পথে কর্ম্ম ও সাধনা।"

চিনেছেন সাধকেরে পণ্ডিতপ্রবর
অসীম ভরসা তাই প্রভুর উপর।

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ সুযোগ্য সন্তান
মৃত্যুকালে পিতৃদেবে কাতরে শুধান—
"আপনি তো চলিলেন অমর-আলয়ে
কিন্তু কলি-কবলিত এই দুঃসময়ে
কারোপরে মোরা সবে করিব নির্ভর
কে করিবে আমাদের রক্ষা অতঃপর ?
মৃত্যুপথযাত্রী সেই সুমহান জ্ঞানী
শোনালেন দৃঢ়কণ্ঠে আশাভরা বাণী—
"প্রবোধ রহিল ধর্ম্মরক্ষার কারণ
সে করিবে এ দুর্দিনে পথ প্রদর্শন।
সে দিবে সবারে আলো ঘুচাবে আঁধার
সে করিবে পথহারা জীবেরে উদ্ধার।
কলি হ'তে বলী এই সাধক মহান
কলি তার ভয়ে সদা রবে ম্রিয়মান।"

ধন্য ধন্য তর্করত্ন পণ্ডিত প্রধান
ধন্য তব ধর্ম্মনিষ্ঠা ধন্য শাস্ত্রজ্ঞান!
যাঁহার উপরে তব ভরসা অপার
দাস জনার্দ্দন ঠাঁই মাগে পদে তাঁর।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৭

।। অগণিত অনুভূতি—১৩৪০।।

।। রামাশ্রমে গুহা খনন—কঠোর মৌন।।

তেরশ চল্লিশ সন করিছে বহন
স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি অগণন।
আশ্রমের স্বামিজীর সাদর আহ্বানে
যান প্রভু জন্মোৎসবে তাঁর জন্মস্থানে।
জন্মভূমি ক্ষীরপাই লোকে লোকারণ্য
পুণ্যক্ষেত্রে আসি সব ভক্তগণ ধন্য।
চারিদিকে ' দীয়তাং ভুজ্যতাং ' রব
আনন্দের মহামেলা হল জন্মোৎসব।
মহতী সভার সেথা হল আয়োজন
ভাষণ দিবার তরে এল আমন্ত্রণ।
সেদিন সভায় যেন কী হল সহসা
ভাবের আবেগে প্রভু হারালেন ভাষা।
মুহূর্ত্তে ঘটিল সেই অদ্ভুত ব্যাপার
বক্তৃতার মাঝে রুদ্ধ হল কণ্ঠ তাঁর।
কোন্ লোকে নিরুদ্দেশ হল তাঁর মন
কিম্বা একি সমাধির পূর্ব্বের লক্ষণ?
স্বামিজীর অনুমতি নিয়ে সেইক্ষণে
বসিলেন ধীরে ধীরে আপন আসনে।
কী কারণ অঘটন ঘটিল এমন
সে রহস্য বুঝিল না অনেকে তখন।
পরদিন বিষ্ণু নামে যুবক শুধায়—
"কি দাদা কী হল কাল রাতের সভায়?"
উত্তরে কহেন প্রভু—"কী জানি হে ভাই
এ প্রকার পূর্ব্বে আর কভু হয় নাই।"
স্বামিজী ছিলেন কাছে কহেন যুবাকে—
"ভাবের আধিক্য হলে ভাষা নাহি থাকে।"

এখানেই ঘটনার নাহি হল শেষ
প্রভুর শ্রীচণ্ডীপাঠে সুখ্যাতি বিশেষ।
তাঁর গীতা চণ্ডীপাঠ করিলে শ্রবণ
আনন্দে ভরিয়া ওঠে শ্রোতাদের মন।
পরদিন বলিলেন গিরি মহারাজ—
"আমার আঁতুড় ঘরে পড় চণ্ডী আজ।"
চণ্ডীপাঠ কার্য্য হল আরম্ভ অচিরে,
অদূরে বালিকাবৃন্দ মহারাজে ঘিরে
মধুর বন্দনাগীতি করিছে কীর্ত্তন,
প্রভুর অন্তরে জাগে আশঙ্কা তখন—
চিত্ত কি একাগ্র হবে এত কলরবে?
হয়ত আনন্দলাভ পাঠে নাহি হবে।
মহতের জন্মস্থান পুণ্য অতিশয়
চিত্ত সেথা সহজেই ঊর্দ্ধমুখী হয়।
তাই পাঠ আরম্ভের স্বল্পক্ষণ পর
প্রভুর দেহে ও মনে এল ভাবান্তর।
কণ্ঠ যেন হয়ে এল ক্রমশঃ নীরব
পাঠ সাঙ্গ করা তাই হল অসম্ভব।
আনন্দ করিছে খেলা সারা দেহ ঘিরে
বাহ্যজ্ঞান হয়ে এল লুপ্ত ধীরে ধীরে।
ভাবঘন মূর্ত্তিখানি দুলিছে তখন
আনন্দ-আবেশে দেহে চলিছে কম্পন।
কভু ঊর্দ্ধে কভু পার্শ্বে ওঠে হস্তদ্বয়
স্বতঃই কত না মুদ্রা প্রকাশিত হয়।
চণ্ডীপাঠ করেছেন পূর্ব্বে বহু বার
হয় নাই কভু হেন আনন্দ অপার।
কৃষ্ণানন্দ বলে পরে—"পাঠের সময়
অত ভাব দেখানোটা ভাল কাজ নয়।"
স্বতঃ প্রকাশনে আর বাহ্য প্রদর্শনে
কী প্রভেদ সাধারণে বুঝিবে কেমনে!

সাধন-ভজনে নাই ক্ষণিক বিরতি
গৃহে ফিরে সুরু হল নূতন প্রস্তুতি।
প্রভুর নির্দ্দেশ পেয়ে অনুরাগিগণ
আশ্রমে গোপনে গুহা করিল খনন।
পৌষমাসে সুরু হল নূতন অধ্যায়
চলিল কঠোর মৌন নিভৃত গুহায়।
একেবারে একা এবে অন্তরে বাহিরে
রত্নের সন্ধানে ডুব দিলেন গভীরে।
আহারের মাত্রা হল স্বল্প দিন দিন
ক্রমে কৃশ কলেবর হল আরো ক্ষীণ।
উৎকণ্ঠিত গৃহস্থিত আত্মীয়-স্বজন
চিন্তান্বিত শিষ্যভক্ত অনুরাগিগণ।
নির্ব্বিকার প্রভু মগ্ন কঠোর সাধনে
বাহ্য বিশ্ব বিস্মরণ বুঝিবা এক্ষণে।
কে করে কায়িক চিন্তা—কোথা অবসর?
অনন্তের অভিযাত্রী হন অগ্রসর।
চলিছে প্রণব জপ ত্যজি সব কাজ
অনতিবিলম্বে এল ঘড়ির আওয়াজ।
তিন চার দিন মধ্যে 'হরে কৃষ্ণ....' নাম
নারী ও পুরুষ কণ্ঠে চলে অবিরাম।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
পাঁচ ছয় দিন মধ্যে এ নাম কীর্ত্তন
বহু যন্ত্রে বহু কণ্ঠে চলে সর্ব্বক্ষণ।
সন্ধ্যাবেলা বাদ্য বাজে বিবিধ প্রকার
আরতির সে সঙ্গীত অতি চমৎকার।
শ্রীনামের দল এল কভু মনে হয়
ভিতরেই ঘটে সব বাহিরেতে নয়।

পথ ভুল হল কিনা প্রশ্ন জাগে মনে
গঙ্গার কিনারা ধরি অতি সংগোপনে,

প্রভু তাঁর সংশয়ের নিরসন আশে,
উত্তম-আশ্রমে যান স্বামিজী সকাশে।
পূজ্যপাদ মহারাজ শুনি বিবরণ
কিছুক্ষণ ভেবে ক'ন সিদ্ধান্ত আপন—
"পথ ভুল হয় নাই—সব পথ দিয়ে
ঠাকুর এবার তোকে চলছেন নিয়ে।"
স্বামিজীর কথা শুনি শান্ত হল মন
রামাশ্রমে যথারীতি চলিল সাধন।
গায়ত্রী জপিতে পরে করেন প্রয়াস
উপস্থিত হল আসি এবার আকাশ।
তা শ্রবণে হৃষ্টমনে মহারাজ ক'ন—
"বিরাটের মাঝে তুই পড়িলি এখন।"
মৌনভঙ্গ হলে প্রভু সব বিবরণ
তর্করত্ন মহাশয়ে করেন জ্ঞাপন।
সত্বর পণ্ডিতবর জানালেন মত—
"ভাবনা করো না কিছু ঠিক আছে পথ।
প্রণব অথবা নাদ করিবে গ্রহণ
এই প্রশ্ন একমাত্র বিচার্য্য এখন।
সপ্তাহ প্রণব জপ করিবার পর
দেখ নাদ হয় কিনা শ্রবণগোচর।
যথাকালে ফলাফল করিবে জ্ঞাপন
প্রণবতত্ত্বের দিব উত্তর তখন।
ভাবিতে এ ক'টি দিন হবে আবশ্যক
আমি নহি তোমা সম উন্নত সাধক।
শাস্ত্রভারবাহী মাত্র আমি মন্দমতি
ঈশ্বর কৃপায় অল্প আছে অনুভূতি।
সে অনুভবের 'পর করিয়া নির্ভর
দিলাম তোমার এই প্রশ্নের উত্তর।"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোঃ সাধক মহান
মৌন অন্তে হাওড়াতে তাঁর কাছে যান।

সবিনয়ে করিলেন প্রভু নিবেদন—
"মন্ত্র গেল নাহি হল ইষ্ট দরশন।
কী করিলে দরশন হবে মোর তবে?"
কহেন বিজয়কৃষ্ণ—মহাকাশে হবে।
সাবধানে এবে পথ হও অগ্রসর
অবশ্য পুরিবে তব অভীষ্ট সত্বর।"

সাধকের লব্ধ যত অনুভূতি নাদ
দেয় তাঁর অগ্রগতি প্রভৃতি সংবাদ।
ঠিক পথে চলিছে কি সাধনার ধারা
বোঝা যায় অনুভূতি পরীক্ষার দ্বারা।
তাই যত আসে নাদ আর অনুভূতি
বিচারান্তে দেন প্রভু সে সবে স্বীকৃতি।
বিচার করিতে মাত্র আছে দু'টি পথ
সাধকের অনুভব আর শাস্ত্রমত।
অনাহত নাদ কোটি সহস্র প্রকার
শাস্ত্রে দিগ্‌দরশন আছে মাত্র তার।
তাই নাদ অনুভূতি ব্যাখ্যার কারণ
সাধকের দ্বারে প্রভু করেন গমন।
কে করিবে এ সবের যথাযথ ব্যাখ্যা
অনেকের কাছে এ যে বিষম পরীক্ষা!
দুই চারিজন মাত্র হলেন সমর্থ
বুঝিতে প্রভুর মহা সাধনার অর্থ।

এ সব বুঝি না কিছু শুধু এই জানি
ত্রিভুবনে সার তব চরণ দুখানি।
জনমে জনমে প্রভু ও রাঙা চরণে
কৃপা করে দিও ঠাঁই দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা-২৮

।। পুত্রের উপনয়ন ও শিক্ষা ।।

।। কন্যার বিবাহ —১৩৪২।। বৈবাহিক নারায়ণ।।

আপন আপন কর্ম্ম করিতে সাধন
জীবগণ এ জগতে করে আগমন।
ধরণীতে বরণীয় যাঁরা সুমহান
স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদনে সদা যত্নবান।
কর্ত্তব্যের নাই শেষ নাই সংখ্যা তার
এক কর্ম্ম হয় শেষ আসে কর্ম্ম আর।
অনলস অনাসক্তভাবে অনুখন
করেন আদর্শ গৃহী কর্ত্তব্য আপন।
করিল অষ্টম বর্ষে পুত্র পদার্পণ
শুভ উপনয়নের আশু প্রয়োজন।
অনতিবিলম্বে হল আয়োজন তার
ফাল্গুনে পুত্রের হল সূত্র সংস্কার।
লোক-উপকারে প্রভু সদা সচেতন।
পুত্ত্রেরে বৈদিক সন্ধ্যা করান প্রত্যহ
শিবপূজা দেন শিক্ষা নিত্য যত্নসহ।
শিখালেন নারায়ণ লক্ষ্মীপূজা আর
দেন তারে তদুপরি তিলক এবার।
দেবভাষা শিক্ষাদানে হয়ে যত্নবান
সাগ্রহে অমরকোষ প্রত্যহ পড়ান।
আপন আদর্শমত করিতে গঠন
রাখেন কাছেতে তারে প্রায় সর্ব্বক্ষণ।
তুলসীর বৃক্ষ যবে করেন রোপণ
যখন যতনে জল করেন সেচন
অথবা করেন যবে ফুলের বাগান
পুত্র তাঁর সন্নিকটে করে অবস্থান।
স্বহস্তে বাঁধেন বেড়া যবে নিজ গৃহে
সে কালেও পুত্র তাঁর কাছে কাছে রহে।

অবিরাম বহে শত কর্ম্মের প্রবাহ
সম্মুখে কর্ত্তব্য এল কন্যার বিবাহ।
শ্রীমতী জানকী তাঁর কন্যা একমাত্র
চাই এবে তার তরে যোগ্য এক পাত্র।
পাত্রের সন্ধানে প্রভু হন তৎপর
প্রয়াস সফল হল দীর্ঘকাল পর।
বঙ্গাব্দের তেরশত বিয়াল্লিশ সনে
বিবাহের দিন স্থির হইল শ্রাবণে।
শুভক্ষণে সুসম্পন্ন হল আশীর্ব্বাদ
গায়ে হলুদের আগে এল দুঃসংবাদ—
পাত্রের জননী ত্যাগ করিয়াছে দেহ
সে কারণ সম্পাদন না হবে বিবাহ।
শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানে জন্মিল ব্যাঘাত
বিনামেঘে অকস্মাৎ হল বজ্রপাত।
এদিকে সম্পূর্ণ প্রায় হল আয়োজন
গৃহেতে এসেছে বহু আত্মীয়স্বজন।
কুটুম্বের কলরবে মুখর উৎসব
অভাবিতভাবে এবে বিষাদে নীরব।
একী হল হায় হায়! কী হবে উপায়
আকুল জননী ভগ্নী মহা দুশ্চিন্তায়।
সর্ব্ব অবস্থায় প্রভু সদা অচঞ্চল
ভেঙ্গে নাহি পড়ে কভু তাঁর মনোবল।
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব সবই তাঁর দান
তাই তাঁর হাসিমুখ নাহি হয় ম্লান।
জননীরে ধীরে ধীরে কহেন তখন—
তুমি মা হ'য়ো এবে অধীর এমন।
বিবাহের লগ্ন আছে তিন দিন পর
জেনে রাখ যেখানেই থাক ভাবী বর
সেদিনেই শুভকর্ম্ম হবে সম্পাদন
তুমি মা কাউকে যেন ছেড়ো না এখন।"

বিলম্ব না করি প্রভু বহির্গত হন
প্রথমতঃ কলিকাতা করেন গমন।
এসেছে করিতে যারা বিয়ের বাজার
জানালেন তাদেরকে সব সমাচার।
পাত্রের সন্ধান তাঁর উদ্দেশ্য অপর
আসামেতে আছে পাত্র পেলেন খবর।
আসামে না গিয়ে শেষে গেলেন খন্যানে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নামে বিপ্র সন্নিধানে।
গৃহস্বামী ভাবে মনে প্রভু দরশনে—
আজি রাত পোহায়েছে অতি শুভক্ষণে।
অগণিত জন যাঁর দরশন আশে
শত বাধা অতিক্রম করে অনায়াসে
যাঁর পাদপদ্মমূলে লভিয়া আশ্রয়
পাপী তাপী জ্ঞানী গুণী ভক্ত ধন্য হয়,
গুরু-ইষ্টরূপে পূজে বহুজন যাঁরে
আজ তিনি উপস্থিত এ দীনের দ্বারে!
কোন্ পুণ্যে হল মোর সৌভাগ্য এমন
কী আছে সুকৃতি মম আমি অভাজন!
কহিলেন স্বল্পপরে প্রভু সীতারাম—
"আছে এক পুত্র তব খবর পেলাম।
আমারো বিবাহযোগ্যা কন্যা এক আছে
এ প্রস্তাব তাই আজ আপনার কাছে ....."
কিছু আর বলিবার সুযোগ না দিয়ে
কহেন দেবেন্দ্রনাথ অতীব বিনয়ে—
"এত কথা ক'য়ে কেন দেন মিছে লাজ
যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা তব হোক্ শুভ কাজ।"
ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা প্রভুর সহিত
এ মহাসৌভাগ্য তাঁর কল্পনা অতীত।
আনন্দেতে আত্মহারা হলেন এমন
পাত্রী দেখিবারও তাঁর নাই প্রয়োজন!
তবু ভাবী বৈবাহিকে করি আনয়ন
আপন কন্যারে প্রভু করান দর্শন।

গোরক্ষপুরেতে পাত্র চাকুরীতে রত
পিতা তারে বার্ত্তা 'তারে' পাঠান ত্বরিত।
যথাকালে হল সাঙ্গ শুভ অনুষ্ঠান
সালঙ্কারা কন্যা প্রভু করিলেন দান।
কী বা আছে আন কন্যাদানের সমান
কন্যাদানে আত্মদানে কীবা ব্যবধান!
সবাকার দুশ্চিন্তার হল অবসান
ব্রজনাথ ধাম যেন ফিরে পেল প্রাণ।
যাঁর ইচ্ছা হতে নেমে আসে বিপর্য্যয়
তাঁর ইচ্ছাতেই শেষে সব মধুময়।
ভাঙ্গাগড়া খেলা তাঁর লীলা চিরন্তন
হর্ষ-শোকে অভিভূত মোরা অকারণ।

প্রভুরে ছাড়িতে যেন নাহি চাহে রোগ
দেহযন্ত্রে পুন দেখা দিল গোলযোগ।
অবশেষে যথাযোগ্য চিকিৎসা কারণে
যেতে হল কলিকাতা মাতুল ভবনে।
আশ্রমের স্বমিজীর সীমাহীন স্নেহ
ব্রজনাথ ধাম যেন তাঁর নিজ গেহ।
প্রভুরে আদর করি ডাকেন শ্বশুর
পুত্র কন্যাদির সাথে সম্পর্ক মধুর
জামাই শ্বশুরে ঘটে যখনি মিলন
আধ্যাত্মিক আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ।
কলিকাতা নগরীতে করি আগমন
অসুস্থ প্রভুরে তিনি করেন দর্শন।
রমণ প্র ভৃতি আসে প্রভুর সকাশে
সঙ্গেতে ভুজেন্দ্রনাথ মন্ত্রদীক্ষা আশে।
অব্রাহ্মণে দীক্ষা নাহি দেন এ সময়
ভুজেনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
ব্যাকুলতা দেখি প্রভু প্রীত সবিশেষ
'হরেকৃষ্ণ' নাম সহ দেন উপদেশ।

বৈবাহিক মহাশয় অতি সদাশয়
ইতিমধ্যে প্রভু পদে নিলেন আশ্রয়।
'নারায়ণ' নামে হন পরিচিত পরে
প্রভু তাঁরে এই নাম দেন কৃপা করে।

বিচিত্র মধুর লীলা কীবা চমৎকার
বুঝিতে না পারি কোথা আদি অন্ত তার।
কর কৃপা যেন সদা লীলা তব স্মরি
দীন দাস জনার্দ্দনে দাও পদতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—২৯

।। কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন—১৩৪৩।।
।।'ওঙ্কারনাথ' নাম—কৌপীন-বহির্বাস-গ্রহণ।।
।। কঠোর মৌন। আকাশবাণী—"ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়"।।

অনন্তর তেরশত তেতাল্লিশ সনে
হলেন নিমগ্ন প্রভু কঠোর সাধনে।
শিব দরশন যাঁর হয়েছে দু'বার
সাধনার কীবা আর প্রয়োজন তাঁর।
যৌবনে যাচিয়া যিনি দেখালেন ইষ্ট
তাঁর আর সাধনার কীবা অবশিষ্ট!
বুঝি তাঁর শ্রীচরণে লভিয়া আশ্রয়
চায় চির ধন্য হতে সাধনা নিচয়।
অথবা আমরা যারা সাধনে কুণ্ঠিত
সুকঠিন এই তপ তাদের নিমিত্ত।

প্রভুর অবস্থা আসে নূতন নূতন
ছিন্ন হয়ে যায় ক্রমে কর্ম্মের বন্ধন।

যেরূপে নির্মোক ত্যাগ সরীসৃপ করে
কিম্বা শুষ্কপত্র পড়ে বৃন্ত হ'তে ঝরে,
তেমনি সহজভাবে কর্ম্মরাশি তাঁর
চলে গেল একে একে মুক্ত করি ভার।
পড়াতে গেলেন চেষ্টা হল না সফল
মুখ বন্ধ দুই চক্ষু ভরে এল জল।
অতীব অদ্ভুত আজি এ কী ব্যবহার
অপ্রস্তুত অধ্যাপক আর ছাত্র তাঁর!
ছাত্রদের অক্ষমতা করিয়া জ্ঞাপন
বলেন—"অন্যত্র গিয়ে কর অধ্যয়ন।"

শ্রীহরিবাসর হয় বাহিরের ঘরে
ভাঙ্গিছেন মঞ্চ প্রভু উৎসবের পরে।
"মা—মা—মাগো"—বলি করি চীৎকার
ডাকিলেন অকস্মাৎ প্রভু বার বার।
ডাক শুনে মাতা সেথা দ্রুতগতি এলে
কহিলেন— "রাজা হবে মা তোমার ছেলে।
জেনে রাখ একদিন রাজা হবে ঠিক-ই
পড়েছে মাথার 'পরে জোড়া টিক্‌টিকি।
একটির রঙ সাদা, কালো অন্যটির
রাজা-সাধু দুই-ই হবে জেনো ইহা স্থির।"

কঠোর সাধন লাগি চলিছে প্রস্তুতি
কর্ত্তব্য পালনে নাই স্বল্পতম ত্রুটি।
শঙ্করে দিলেন করে টোল এইবার
পুত্র রঘুনাথ দাস হল ছাত্র তার।
গুরুর দক্ষিণা আর গৃহ হতে ছুটি
সমকালে সিদ্ধ হল উদ্দেশ্য এ দু'টি।
গুরুধাম হতে ফিরে আপন আলয়ে
ঘুরিলেন প্রজাবাড়ী রঘুনাথে লয়ে।
কহিলেন অবশেষে—"রাখিও স্মরণ
ব্রজনাথজীর প্রজা ওরা সর্ব্বজন।"

সংসারে কিছুই নাই 'আমার' 'আমিত্ব'
ব্রজনাথ কর্ত্তা আর ইনি তাঁর ভৃত্য।
বাড়ীঘর আর যত বিষয় সম্পত্তি
অনাসক্ত ভৃত্যরূপে সযতনে অতি
করেছেন এতকাল রক্ষণাবেক্ষণ,
ছিন্ন হয়ে গেল এবে কর্ম্মের বন্ধন।
সংসারের সীমাহীন কর্ত্তব্যের ভার
প্রত্যর্পণ প্রয়োজন হল এইবার।
ব্রজনাথ পদপ্রান্তে প্রভু সে কারণ
দলিলপত্রাদি সব করেন অর্পণ।
এল এবে অবসর সংসার জীবনে
এল অবকাশ অতি কঠোর সাধনে।
সম্মুখেতে অপেক্ষিয়া বিরাট সংসার
বিশ্ব জুড়ে আর্ত্ত সুরে ওঠে হাহাকার।
সে জ্বালার কেবা আর করিবে মোচন
পৃথ্বী'পর যোগ্যতর আছে কোন জন!

গুরুদেব দিয়েছেন নাম 'সীতারাম'
তর্করত্ন দেন তাঁরে 'যোগানন্দ' নাম
প্রণবেতে সিদ্ধিলাভ করি এই সনে
পেলেন 'ওঙ্কারনাথ' নাম প্রভু ধ্যানে।
এ নাম তেইশে পৌষে গ্রহণ কারণ
জলপথে ত্রিবেণীতে করেন গমন।
বহুপূর্ব্বে দীক্ষালাভ হয়েছে যে ঘরে
কালের প্রভাবে তাহা এতদিন পরে
ভগ্ন জীর্ণ ইষ্টকের স্তূপে পরিণত;
কিছু তার পরিষ্কার করি সাধ্যমত
কলস স্থাপন সেথা সযতনে করে
লিখিয়া 'ওঙ্কারনাথ' বটপত্র 'পরে
গ্রহণ করেন তিনি এ নাম এবার
ছোট হল সেই সাথে বস্ত্রের আকার,

কৌপীন ও বহির্বাস করেন গ্রহণ
হেনমতে সুরু হল নূতন জীবন।
ধ্রুবানন্দ স্বামিজীরে জানাতে প্রণতি
উত্তম-আশ্রমে হল ক্ষণিক বিরতি।
নববস্ত্রে কৌপীনাদি করি নিরমাণ
স্বামিজী সাদরে করে প্রভুরে প্রদান।
কহিলেন অনন্তর গিরি মহারাজ—
"'ওঙ্কারনাথ' নাম হল তোর আজ।"
'শ্রীসীতারামদাস ওম্‌কারনাথ'
এ মহানামের এবে শুভ সূত্রপাত।

পূর্ব্বে মৌন রহিতেন একমাস করে
এবারে তা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের তরে।
মৌন গ্রহণের দৃশ্য কীবা অনুপম!
প্রেমী শিষ্যভক্ত বহু হল সমাগম।
সবাকার মনে সে কী আনন্দ বেদনা
যে দেখেনি সে পারে না করিতে কল্পনা!
রাত্রে নাম পাঠ পূজা হল সমাপন
রামজীর নৈশভোগ হল নিবেদন।
প্রসাদ প্রাপ্তির পর প্রভু পুনর্ব্বার
এলেন অপেক্ষমান ভক্তের মাঝার।
একদিকে ব্যাকুলিতা মায়েরা সকল
অন্যদিকে উপবিষ্ট ছেলেদের দল।
পৃথক পৃথকভাবে সকলের সঙ্গে
করেন আলাপ প্রভু বিবিধ প্রসঙ্গে।
কীভাবে চলিতে হবে দেন সে নির্দ্দেশ
কারোপরে ঝ'রে পড়ে কৃপা সবিশেষ।
বিচ্ছেদের ক্ষণ ক্রমে হয় সমাগত
শ্রীচরণে শির সবে করে অবনত।
অবশেষে দেয়া হয় গুরুজীর জয়
শ্রীমুখে উঠিল ফুটি সঙ্কল্প দুর্জ্জয়।

ব্রজনাথ নিকেতন হতে ঘুরে এসে
চলেন এগিয়ে মৌন কুটীর উদ্দেশে।
ঘরে ঢুকে দ্বারে যবে দিলেন অর্গল
বেদনায় অনেকের চোখে এল জল।
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি বাহিরে তখন
স্বজনেরা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
কাঁদে কত শিষ্যভক্ত বন্ধু প্রিয়জন
কেহ বা নীরবে অশ্রু করে বিসর্জ্জন।
আকাশ নক্ষত্র আর তরুলতা যত
সকলি নীরবে যেন ক্রন্দন নিরত।
অকস্মাৎ চারিদিকে করি কলরব
কাঁদিয়া উঠিল বুঝি পক্ষীগণ সব।

সুরু হল মৌন এবে—কাষ্ঠমৌনব্রত
আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতি কত
আবিভূত হয় নিত্য হৃদি মাঝে তাঁর
কত নাদ জ্যোতি আসে যায় অনিবার।
বিচিত্র রহস্য কত হল উন্মোচন
কে পারে করিতে তার সংখ্যা নিরূপণ।
মাঘের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় দিবসে
গুরুদেব দাশরথি রাতে স্বপ্নে এসে
প্রভুরে দর্শনদান করি পুনরায়
শুধালেন—"জান তুমি কোন্ সম্প্রদায় ?"
"রামানুজ সম্প্রদায়"—প্রভুর জবাব,
"বলিব তোমায় সব—এই তব ভাব।"
গুরুদেব এই বাক্য করি উচ্চারণ
করিলেন একখানি চিত্র প্রদর্শন।
বুঝিলেন তাহা দেখি প্রভু এইবার
জ্ঞানযোগ মার্গ নয়—ভক্তভাব তাঁর।
মহামতি দাশরথি কন পুনরায়—
"শ্রীনাম প্রচার হবে করিতে তোমায়।"

করিলেন অন্তর্দ্ধান গুরু যোগেশ্বর
প্রভুর মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিল সত্বর।

চলিতে লাগিল মৌন পূর্ব্বেকার মত
ফাল্গুনের প্রথমার্দ্ধ হল প্রায় গত।
এইকালে দেখিলেন প্রভু এক দিন
অন্তরে আনন্দধারা বহে অন্তহীন।
অনুপম আনন্দের সে মহাপ্লাবন
জাগায় সাধক চিতে ভাবনা তখন—
এমন আনন্দ নিয়ে মানুষ কি পারে
নির্জ্জনে ভুঞ্জিতে একা ত্যজিয়া সবারে।
রহিলেন তবু একা ত্যজি লোকসঙ্গ
সুকঠোর মৌনব্রত নাহি হয় ভঙ্গ।
মাঝে মাঝে বাহিরেতে করি আগমন
মস্তক উপরে জল করেন সিঞ্চন।
এল ক্রমে ফাল্গুনের অষ্টাদশ দিন
ট্যাম্‌টেমি বাদ্য বাজে বিরামবিহীন।
সেই সাথে পরাবাণী চলে দিবানিশি—
"জগৎকল্যাণে পড় ঝাঁপিয়ে হে ঋষি।"
সতত কানের কাছে এ আদেশ চলে
উনিশেতে মৌনত্যাগ হল তার ফলে।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন
প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি করয়ে ধারণ,
তেমনি প্রভুর এই ক্ষণিক বিরতি
এ শুধু কঠোরতম তপের প্রস্তুতি।
প্রভুর লীলার কথা অতি চমৎকার
বুঝিতে শকতি নাই আদি অন্ত তার।
অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে মাগে ঠাঁই দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা-৩০

।। শ্রীনাম প্রচার—১৩৪৩ ।। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ —১৩৪৪।।

।। মহাপ্রচারের সূত্রপাত ।।

বিশ্বের কল্যাণে প্রভু সতত তৎপর
বিশ্রামের নাই যেন ক্ষুদ্র অবসর।
মৌন অন্তে মহামন্ত্র প্রচারের তরে
প্রস্তুতি আরম্ভ হল বিলম্ব না করে।
নিশান নির্ম্মাণ হল সংখ্যায় বিস্তর
আকারে যেমন বড় তেমনি সুন্দর।
ত্রিবেণী ডুমুরদহে প্রচারের তরে
দায়িত্ব অর্পিত হল বটুর উপরে।
ক্ষিতীশ শঙ্কর শৈল প্রভৃতিরে আর
দেন দিগ্‌সুই গ্রামে প্রচারের ভার।
নিজে প্রভু মহানাম প্রচার কারণ
পুণ্যধাম নীলাচলে করেন গমন।
বৈবাহিক নারায়ণ মহাভাগ্যবান
প্রভু সাথে প্রচারেতে করে যোগদান।
অনাথ পরমানন্দ জগবন্ধু আর
গৌর মুখোঃ* যোগ দিল প্রচারে এবার।
চৈত্রের তেরই পুণ্য দোল পূর্ণিমাতে
প্রচার লীলাতে প্রভু উঠিলেন মেতে।
সুরু হল একযোগে সর্ব্বত্র প্রচার
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ হল চারিধার।
শ্রীধাম ডুমুরদহ আর সিম্‌লাগড়
দিগ্‌সুই আদি হল শ্রীনামে মুখর।
ধরমশালায় থাকি পুণ্য নীলাচলে
আপনি প্রচার প্রভু করেন সদলে।

* ১। বেয়াই শ্রীনারায়ণজী (খন্যান), ২। শ্রীঅনাথবন্ধু বন্দ্যোঃ (থৈপাড়া), ৩।শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোঃ (ঐ), ৪। শ্রীপরমানন্দ (হাবু -ত্রিবেণী) ৫। শ্রীগৌর মুখোঃ (দিগসুই)

চলিছেন নাম গেয়ে মহাপ্রচারক
প্রয়োজন হতে কম সঙ্গী সহায়ক।
ভাড়া করা হল তাই শ্রীখোলবাদক
আর ভাড়া করা হল নিশানবাহক।
বৃহৎ পতাকা সাথে চলিছে বিস্তর
"হরে কৃষ্ণ" সহ নানা মন্ত্র তারোপর
বহুকণ্ঠে গরজিয়া ওঠে মহানাম
কীর্ত্তনে মুখর আজি নীলাচল ধাম।
প্রচারান্তে দেশে ফিরে এল সঙ্গীদল
রহিলেন সেথা দুই বেয়াই কেবল।
স্বপনের দরশনে প্রভু তৃপ্ত নয়
আকাশবাণীতে তাঁর ভরেনি হৃদয়।
সাক্ষাৎ দর্শনে চাই আদেশ এবার
তবে তিনি করিবেন শ্রীনাম প্রচার।
স্বর্গদ্বারে স্বর্গধামে ভাড়া নিয়ে ঘর
দুস্তর সাধনপথে হন অগ্রসর।
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'
হেন ভাব নিয়ে মৌন করেন গ্রহণ।
প্রথমতঃ সাত দিন হবিষ্য কেবল
দ্বিতীয় সপ্তাহে খাদ্য দুধ আর ফল।
তৃতীয়ে গোদুগ্ধ বিনা কিছু নয় আর
চৈত্রের সংক্রান্তি হতে সুরু তপস্যার।
চৈত্র শেষে নববর্ষে হল পদার্পণ
বহু ঘটনার সাক্ষী চুয়াল্লিশ সন।
একে একে দিন আর রাত হয় গত
সাধনায় কঠোরতা বাড়ে ক্রমাগত।
বিকেলে কেবল ত্যজি আসন প্রত্যহ
সমুদ্র দর্শনে যান বৈবাহিক সহ।
ভাড়াটিয়া আসে যায় পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে
গোলমাল ধ্যানে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

নিরজন বৃক্ষতল করিতে সন্ধান
করিলেন বেয়াইকে নির্দ্দেশ প্রদান।
বহির্ব্বাস কৌপীনাদি পরিবর্ত্তনান্তে
বৈশাখের দশে মৌন কুটীরে একান্তে
নিশীথে হলেন যবে ধ্যানে নিমগন
শ্রবণে পশিল নাদ নূপুর নিক্কণ
ছোট ছেলে নাচে যদি চরণে নূপুর
যে নাদ নির্গত হয় অতীব মধুর,
মাথার দক্ষিণ দিকে এবে অবিরাম
চলিছে তেমন এক নাদ অভিরাম।
বসে বসে ধ্যানে নিত্য কাটে দীর্ঘক্ষণ
নিম্নাঙ্গে হয়েছে তাই যন্ত্রণা ভীষণ।
বসার স্থানের দশা শোচনীয় অতি
অধিক বসার মত নাহিক শকতি।
ত্বরা করে শুয়ে পড়ে প্রভু সে কারণ
শুনিছেন নূপুরের ধ্বনি অতুলন।
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে এল জ্ঞান তাঁর
আবির্ভূত হল এক জ্যোতি গোলাকার।
বাম দিক হতে জ্যোতিমধ্যে অকস্মাৎ
আসিলেন ভগবান প্রভু জগন্নাথ।
বলিলেন হাত নেড়ে মৃদু মধু হেসে—
"যা যা নাম দিগে যা"—প্রভুর উদ্দেশে।
বাঞ্ছিত নির্দ্দেশ দান করি ভগবান
করিলেন ডান দিক দিয়ে অন্তর্দ্ধান।
আনন্দ-আবেশে পূর্ণ প্রভুর অন্তর
রোমাঞ্চিত হল তাঁর সর্ব্ব কলেবর।
উঠে বসে করিছেন মনে আলোচনা
সদ্য সংঘটিত সুধা-সম্পৃক্ত ঘটনা।
মানস নয়নে পুন হয় দরশন
কীভাবে শ্রীজগন্নাথ আবির্ভূত হন।
কীভাবে আদেশ দেন শ্রীনাম প্রচারে
সেই রূপ অপরূপ ভাসে বারে বারে।

সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর তাঁর
এখনো মনের কানে তুলিছে ঝঙ্কার।
ভাবাবেশে দীর্ঘক্ষণ হইল অতীত
অবশেষে এল ফিরে প্রভুর সম্বিত।
মৌন ত্যজি বেয়াইকে কহেন তখন—
"নির্জ্জন স্থানের আর নাই প্রয়োজন।
মৌনের উদ্দেশ্য এবে হয়েছে সফল।"
বলিলেন আদেশের বৃত্তান্ত সকল।
"যা যা নাম দিগে যা"—ছোট্ট প্রত্যাদেশ
আবার কত যে বড় নাই তার শেষ।
যেমন পশ্চাৎপটে উৎকট সাধন
সীমাহীন কর্ম্মযজ্ঞ সম্মুখে তেমন।
নীলাচলনাথের এ আজ্ঞা রূপায়ণে
দিতে হবে নির্ব্বিচারে নাম সর্ব্বজনে।
দীক্ষাদানে রহিল না কঠোরতা আর
সবাকার তরে মুক্ত প্রভুর দুয়ার।
পাঁচ লক্ষ জপে আর নাই প্রয়োজন
সে-ই পাবে দীক্ষা এবে যাচিবে যে জন।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি ভুবনেশ্বর
পথিমধ্যে একে একে ভ্রমি অতঃপর
কলিকাতা নগরীতে আসি দুজনায়
উঠিলেন শ্রীরমণ বাবুর বাসায়।
প্রভুর দর্শন আর সঙ্গলাভ করে
অসীম আনন্দ জাগে সবার অন্তরে।
সতীর্থ প্রবোধ বন্দ্যোঃ বন্ধু পুরাতন
অন্তিম মুহূর্ত্ত তার মায়ের তখন।
হয়েছে তীরস্থ করা পেয়ে এ খবর
চলিলেন 'নিমতলা' সদলে সত্বর।
মুমূর্ষুর কর্ণে করি মহামন্ত্র দান
করিলেন প্রভু তার সদ্‌গতি বিধান।

প্রবোধচন্দ্রের মাতা মহাভাগ্যবতী
প্রভুর কৃপায় তাঁর হল উর্দ্ধগতি।
আদেশ প্রাপ্তির পর তিনিই প্রথম
হলেন কৃতার্থ লভি কৃপা অনুপম।
জীবোদ্ধারে মত্যুকালে শিব দেন নাম
আজি সেই ভূমিকায় প্রভু সীতারাম।

পুরীধামে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি প্রকরণ
পত্রে প্রভু তর্করত্নে করেন জ্ঞাপন।
শাস্ত্রনিষ্ঠ সুপণ্ডিত সানন্দে সত্বর
দিলেন প্রভুর সেই পত্রের উত্তর—
"হে বৎস! যে মহাকার্য্য করিতে সাধন
করিলে এ কলিযুগে জনম গ্রহণ,
মনে হয় সিদ্ধ হবে সে কার্য্য সত্বর
পত্র পাঠে ভরে গেল আনন্দে অন্তর।
এবার জগতে হোক্ শ্রীনাম প্রচার
ধন্য হোক্ নামাশ্রয়ে এ বিশ্ব সংসার।
চিরজীবী হও তুমি হে মহাসাধক
প্রচার প্রয়াস হোক সফল সার্থক।......"
শ্রীরামদয়াল সাথে অন্তরের টান
পুরী হতে ফিরে প্রভু তাঁর কাছে যান।
প্রত্যাদেশ বিবরণ করেন জ্ঞাপন
সব শুনি শ্রীদয়াল আনন্দিত হন।

নীলাচলে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির খবরে
এল নব উদ্দীপনা সবার অন্তরে।
প্রচারে সক্রিয় অংশ করিতে গ্রহণ
আসে নিত্য নামপ্রেমী ভক্তশিষ্যগণ।
পড়ে গেল মহাধুম শ্রীনাম প্রচারে
সুরু হল নবলীলা জগৎ উদ্ধারে।
গুরুধাম দিগসুয়ে করি পদার্পণ
শ্রীনাম প্রচারে প্রভু হন নিমগন।

সারা গ্রামে বহে যেন নামের প্লাবন
প্রধান উদ্যোগী হেথা শ্রীরাধারমণ।
গ্রামবাসী নাহি আসি জুটিল কেবল
দূর-দূরান্তর হতে এল ভক্তদল।
ভক্তবর পুরঞ্জয় আনন্দিত চিতে
দিগসুই ধামে এল নামে যোগ দিতে ।
প্রচারে গিরিজাবাবু হল সহায়ক
আর যোগ দিল আসি শ্রীদুর্গা ঘটক।
শ্বেতবর্ণ ছোট বড় অসংখ্য নিশান
শ্রীনাম প্রচার লাগি হয়েছে নির্মাণ।
শ্রীরাধারমণবাবু রমেশেরে দিয়ে
নিয়েছেন এ সকল নিশান লিখিয়ে।
পরবর্ত্তী রবিবার ডুমুরদহেতে
সদলে প্রচারে প্রভু উঠিলেন মেতে।
পবিত্র ত্রিবেণীতীর্থে পরম উৎসাহে
শ্রীনাম প্রচার হল পরের সপ্তাহে।
ইছাপুর শম্ভুপুর আর সিম্লাগড়
একে একে হয়ে ওঠে শ্রীনামে মুখর।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন প্রভু সীতারাম
যেচে যেচে দ্বারে দ্বারে বিলান শ্রীনাম।
ছুটিছেন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামান্তরে
কাননে কান্তারে আর নগরে প্রান্তরে।
সঙ্গীদল পরিবৃত করতাল করে
শ্রীনামের জয়ধ্বজা কাঁধের উপরে,
বক্ষে শোভে শ্রীগুরুর পাদুকা যুগল
ছুটিছেন দিকে দিকে নামের পাগল।
ছুটিছেন অবিরাম মহাপ্রচারক
সাথে সদা 'সর্ব্বগ্রাসী' নাম 'মারাত্মক' ।
যেখানেই পড়ে তাঁর খঞ্জ ও চরণ
মুহূর্ত্তে পাগল সেথা নরনারীগণ।
কেউ হাসে কেউ কাঁদে কেউ নাচে গায়
কেউ ছাড়ি ঘরবাড়ী তাঁর পিছু ধায়।

অসহায় জীব আসে বড় ভরসায়
সারা দেশ ভেসে যায় নামের বন্যায়।
চৈতন্যদেবের পর হয় নাই আর
এমন পাগল-করা ব্যাপক প্রচার।

তুমি-ই কি সেই গৌর নব কলেবরে
এলে পুন পৃথ্বী'পরে জীবোদ্ধার তরে!
হয়ত এ অনুমান নয় মোর ঠিক
হয়ত দয়ালু তুমি তাঁরও অধিক।
তোমার উপমা তুমি নহে কেহ আর
সামান্য বুদ্ধিতে এই বুঝিয়াছি সার।
নিতাই গৌর আদি যতেক গোঁসাই
তা সবারে নতি করে এই ভিক্ষা চাই—
কর এ দাসের শিরে আশীষ বর্ষণ
প্রভু-পায় ঠাঁই পায় যেন জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা-৩১

।। ভবানীপুরে প্রথম চাতুর্ম্মাস্য—১৩৪৪।।
।। বাড়ীওলার ভাবান্তর।। পাঠ শ্রবণে সুভাষ-জননীর আনন্দ।।
।। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিতে সংশয় ।।

বঙ্গাব্দের তেরশত চুয়াল্লিশ সন
প্রথম চাতুর্ম্মাস্য হল আয়োজন।
শিষ্য আর ভক্তদের একান্ত ইচ্ছায়
কলিকাতা নগরীতে শাঁখারীপাড়ায়
পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নেয়া হল ঘর,
সম্মুখে তুলসী বন বিশাল চত্বর।
সন্নিকটে কালীঘাট মায়ের মন্দির
দিবারাত্রি সেথা যাত্রী ভক্তদের ভিড়।

পুণ্যতোয়া আদিগঙ্গা নহে বেশী দূর
এ সব কারণে স্থান পছন্দ প্রভুর।
তুলসী কাননে ঘেরা, মনোরম স্থান
'তুলসীদাস আশ্রম' রাখা হল নাম।
আষাঢ় সংক্রান্তি দিন অপরাহ্নকালে
নূতন আশ্রমে প্রভু এলেন সদলে।
জননী ও ভগিনীর হল আগমন
বেয়াই প্রভৃতি আরো এলেন ক'জন।
ক্ষণমধ্যে বহুজন হল সমাগম
কীর্ত্তনে মুখর হল তুলসী আশ্রম।
বহুকণ্ঠে মহামন্ত্র চলে সুমধুর
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হল আরম্ভ প্রভুর।
একে একে এল সেথা আরো বহুজন
জামাই প্রভৃতি আসে কখন কখন।
অনাথ দ্বিজেন গৌর হল সহচর
প্রভুর সেবায় তারা নিয়ত তৎপর।
আত্মীয় বান্ধব আসে আসে ভক্তদল
আসে বটু রঘুনাথ মন্মথ বিমল।
বেলুন হইতে আসে সুশীলকুমার
'বীরভক্ত' বলি যার খ্যাতি চারিধার।
জয়াদেবী শান্তিদেবী আর ভগ্নীগণ
এ মহা-আনন্দক্ষেত্রে করে আগমন।

তপস্যা ফিরিছে সদা প্রভুর পশ্চাতে
দিবসের শুভারম্ভ হয় ভোর রাতে।
প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতির পর প্রতিদিন
রুদ্ধদ্বার কক্ষে হন আসনে আসীন।
সাড়ে বারটায় ধ্যান হলে সমাপন
আদিগঙ্গা অভিমুখে করেন গমন।
স্নানশেষে ফিরে এসে ভোগ নিবেদন
অতিথির সেবা অন্তে হবিষ্য গ্রহণ।

স্বল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে বাহিরেতে যান
সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে নামে যোগ দান।
এ সময় নিত্য হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন
যোগদান করে ভক্ত প্রতিবেশীগণ
নামে যোগ দিতে আসে শরৎ কাণ্ডার
যতীন নগেন কুণ্ডু বহু জন আর।
সিপাহীর দল আসে প্রতি বুধবার
গাহে নাম 'সীতারাম' উৎসাহে অপার।
ঢোলকাদি সহ এই সুউচ্চ কীর্ত্তন
আনন্দমেলায় করে আনন্দ বর্ধন।
বৈচিত্র্য সৃষ্টির লাগি শনি রবিবার
লীলাকীর্ত্তনাদি হয় অতি চমৎকার।
সহরের সুবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণ
স্বেচ্ছায় শুনায় আসি প্রভুরে কীর্ত্তন।
লীলাকীর্ত্তনের আগে পরে কিছুক্ষণ
শ্রীতারকব্রহ্মনাম হয় সঙ্কীর্ত্তন।
একদা প্রমথবাবু গাহিছেন যবে
লীলাকীর্ত্তনের রসে আত্মহারা সবে,
প্রভুও অচিরে হন সমাধি মগন
অদ্ভুত ঘটনা এক ঘটিল তখন।
সমাধিস্থ অবস্থায় খঞ্জ পদখানি
অভাবিত ক্ষিপ্রতায় ঋজুভাবে টানি
করিলেন নৃত্য সুরু উদ্দণ্ড উদ্দাম
ধন্য সবে নেহারি সে দৃশ্য অভিরাম।
ভক্তগণে হৃষ্টমনে করয়ে চিন্তন—
এতদিনে হল বুঝি খঞ্জত্ব মোচন।
রামনাম কীর্ত্তনের কালে অন্যদিন
সমাধিমগন প্রভু বাহ্যজ্ঞানহীন।
যদি বা সমাধি ভাঙ্গে বিস্তর চেষ্টায়
অচিরেই সমাহিত হন পুনরায়।
অতি দীর্ঘকাল পরে ঘটিল ব্যুত্থান
সবাকার দুশ্চিন্তার হল অবসান।

নবরাত্রি নামযজ্ঞ হল আয়োজন
রমেশ সাজাল মঞ্চ অতীব শোভন।
শুভ মহালয়া দিন অধিবাস ক'রে
অখণ্ড শ্রীনাম সুরু প্রতিপদে ভোরে।
নামযজ্ঞে যোগ দিতে শিষ্যভক্তগণ
দূর-দূরান্তর হতে করে আগমন।
শ্রীনামে মুখর সদা আশ্রম প্রাঙ্গণ
অনুখন বহে যেন আনন্দ-প্লাবন।
সুষ্ঠুভাবে হয় নিত্য প্রসাদ বণ্টন
নামকারীগণ সহ তৃপ্ত সর্ব্বজন।
দশমীর প্রাতে নাম হলে সমাপন
'জয়' দিতে দিতে প্রভু সমাহিত হন।
'সীতারাম' নাম চলে সুদীর্ঘ সময়
প্রভুর সমাধি তবু ভঙ্গ নাহি হয়।
শঙ্খধ্বনি ঘণ্টাধ্বনি চলিল প্রবল
সমাধি না ভাঙ্গে তবু—সকলি বিফল।
দিবা অবসানে প্রায় বেলা পাঁচটায়
ফিরিলেন লীলাময় বাহ্য অবস্থায়।

বিত্তবান বাড়ীওলা নয় চিত্তবান
প্রভু হতে তাই সদা রাখে ব্যবধান।
নাম পাঠ প্রার্থনাদি 'বৃথা চীৎকার'
উষ্মার সঞ্চার করে অন্তরে তাহার।
বিধবা ভগিনী তার প্রায় সর্ব্বক্ষণ
কেবল করুণ কণ্ঠে করয়ে ক্রন্দন।
হারায়েছে দুই পুত্রে স্বল্প ব্যবধানে
তাই তার শোকাবেগ বাঁধ নাহি মানে।
একদিন আনা হল আশ্রমেতে তারে
তখনো বিরতি নাই শোকার্ত্ত চীৎকারে।
স্নেহভরে মধুস্বরে প্রভু তারে ক'ন—
"কী তোমার দুঃখ মাগো? কাঁদ কী কারণ?
আজি হতে পুত্র আমি হলাম তোমার।"

স্তব্ধ হল পুত্রশোক মুহূর্ত্ত মাঝার।
শত সান্ত্বনায় শান্ত না হত যে জন
নিমেষের মাঝে আজ-এ কীবা অঘটন!
পাছে বশ করে ফেলে সাধু শক্তিমান
বাড়ীওলা এই ভয়ে সদা ম্রিয়মান।
ভগ্নী পুত্র আদি তার পরিজনগণে
দৃঢ়স্বরে মানা করে আশ্রম গমনে।
হঠাৎ অন্তরে তার এল ভাবান্তর
উপজিল প্রভু পদে ভকতি বিস্তর।
ভক্তিমান পুত্র তার দক্ষ সঙ্কীর্ত্তনে
পিতাপুত্রে গাহে নাম আনন্দিত মনে।
আশ্রয় গ্রহণ করি প্রভুর চরণে
ধন্য হল অবিলম্বে এরা দুই জনে।
সংসারের সুখৈশ্বর্য্য ত্যজিয়া অক্লেশে
প্রভু সাথে গেল পুত্র চাতুর্ম্মাস্য শেষে।

যেথায় চাতুর্ম্মাস্য চলিছে এবার
দয়ালের বাস নয় বেশী দূরে তার।
অপরাহ্ন কালে করি সেথায় গমন
পড়িয়া শোনান প্রভু 'কথা রামায়ণ'।
ভক্তিমতী এক মায়ী নাম অন্নপূর্ণা
নিয়মিত আশ্রমেতে করে আনাগোনা।
প্রভুর কয়েকখানি গ্রন্থ একবার
সুভাষচন্দ্রের মাকে দেন উপহার।
গ্রন্থগুলি পাঠ করি আনন্দিত মনে
মহীয়সী নারী এল প্রভুর দর্শনে।
প্রভু রামদয়ালের সকাশে তখন,
পাঠে রত স্বরচিত 'কথা রামায়ণ'
পাঠ শেষে কহিলেন সুভাষ-জননী—
এ হৃদয় তৃপ্ত নয় এতটুকু শুনি।
নিয়ে নিজ নিকেতনে সাধক-প্রবরে
শুনিতে বাসনা পাঠ জাগিল অন্তরে।

সে কারণ মায়ী কাল বিলম্ব না করে
জানালেন আমন্ত্রণ প্রভুরে সাদরে।
অবশেষে জগদ্ধাত্রী পূজার দিবসে
গেলেন প্রভুরে নিয়ে আপন আবাসে।
দীর্ঘক্ষণ শুনি পাঠ 'কথা রামায়ণ'
রত্নগর্ভা নারী অতি পুলকিত হন।
মহাত্মা গান্ধীর সাথে প্রভুর মিলনে
হলেন সচেষ্ট তিনি অতীব যতনে।
এ প্রয়াস নাহি হল সর্ব্বাংশে সফল
আলাপ হল না হল দর্শন কেবল।

নামপ্রেমী ভক্ত এক 'মাষ্টার মশায়'
তুলসী আশ্রমে আসে প্রতিদিন প্রায়।
অদ্ভুত অবস্থা হয় মাঝে মাঝে তার
মহানন্দে শঙ্খনাদ করে বারংবার।
'কৃষ্ণরে কৃষ্ণরে' বলি হুঙ্কার ছাড়িয়া
প্রভুর চরণতলে পড়ে আছাড়িয়া।
অতুলন গুরুভক্তি পান্নার অন্তরে
ঘন ঘন আশ্রমেতে যাতায়াত করে।
তার পুত্র আর বধূমাতা এ সময়
প্রভুর অভয় পদে লইল আশ্রয়।
ভক্তিরসে ডুবে গেল সকলে সত্বর
প্রভুর অসীম কৃপা এদের উপর।
বাগবাজারেতে বাস শ্রীমতী পান্নার
পাঠ লাগি যান সেথা প্রতি গুরুবার।
'সৎসঙ্গে' যোগ দিতে শনিবার করে
'উৎসব' কার্য্যালয়ে পদধূলি পড়ে।

এই কালে নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে
প্রচার করেন প্রভু প্রায়শঃ সদলে।
একবর্ষ কাল ব্যাপী নাম সঙ্কীর্ত্তন
চিৎপুর ও কালীঘাটে চলিছে তখন।

সত্যানন্দ মহারাজ আর হীরালাল
এই দুই শ্রীনামের করে দেখ্ভাল্।
গোয়েঙ্কা শ্রীহীরালাল অর্থ দিতে চান
সবিনয়ে করিলেন প্রভু প্রত্যাখ্যান।
সানন্দে সদলে করি সঙ্কীর্ত্তন কভু
যান কালীঘাটস্থিত নামযজ্ঞে প্রভু।
কীর্ত্তনের দল নিয়ে আবার কখন
চিৎপুরে নামক্ষেত্রে করেন গমন।
শিষ্যভক্ত আর নিজ পুত্রে সঙ্গে করে
একদিন যান প্রভু বরাহনগরে।
মহানন্দে মহানাম করি সঙ্কীর্ত্তন
বেলুড় মঠেতে পরে করেন গমন।
দ্বারদেশে রুদ্ধ হল সবাকার গতি
নাম সহ প্রবেশে না মিলে অনুমতি।
ভিতরে যাবে না নাম সবে সে কারণ
ফিরিবার তরে ত্বরা করে আয়োজন।
মঠের ভিতর হতে সাধু একজন
জানালেন আমন্ত্রণ প্রভুরে তখন।
এবার সদলে প্রভু গেলেন ভিতরে
দিলেন প্রসাদ বহু সাধু সমাদরে।
দক্ষিণেশ্বরে করি মাতৃ-দরশন
সবে মিলে সে প্রসাদ করেন গ্রহণ।

দ্বিজেন নামেতে শিষ্য সরল-হৃদয়
প্রভুর চরণে তার ভক্তি অতিশয়।
কোন্ সে অশুভক্ষণে জন্মিল সংশয়
হয়ত আদেশ ভ্রম —সত্য তাহা নয়।
রমণবাবুরে তাই ডাকিয়া নিভৃতে
কহিল সে সব কথা অকপট চিতে।
রমণ কহিল—"সব চিন্তা কর দূর
পেয়েছেন প্রত্যাদেশ মোদের ঠাকুর।"

দ্বিজেন সে কথা শুনি কহে পুনরায়—
"কেমনে বিশ্বাস করি এ সব কথায় ?"
রমণ তখন দেয় জবাব সুস্পষ্ট—
"মানব সমাজে দেখ পুলিস নিকৃষ্ট।
পুলিস বিভাগে ওঁছা গোয়েন্দা আবার
আমি সেই সি-আই-ডির ওঁছা অফিসার।
তুমি যে আমার চেয়ে ঘৃণ্য অতিশয়
সে কারণে তব মনে এমত সংশয়।"

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন তরে
মনস্থ করেন প্রভু পাঠাতে পুত্ররে।
এ প্রসঙ্গে শুনি সব ভাইপো বিমল
জানালেন প্রতিবাদ অতীব প্রবল।
বোঝালেন প্রভু তারে নাহি হল ফল
কহিলেন শেষে—"এটা আমার আমল
ভাল বলি মনে যাহা করিব বিচার
তোর তাতে বাধা দিতে নাই অধিকার।
তোদের আমল পরে আসিবে যখন
সে সময় স্বীয় সাধ করিস্ পূরণ।"
অবশেষে পুত্র হতে মতামত লয়ে
পাঠালেন তারে 'সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়ে'।
সুরু হল ব্রহ্মচর্য্য বেদ অধ্যয়ন
সনাতন পদ্ধতিতে জীবনগঠন।

পুণ্য রাসপূর্ণিমায় হল অবিরাম
উদয়াস্ত কাল-ব্যাপী 'হরে কৃষ্ণ' নাম।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম হল সারা রাতি
পর প্রাতে প্রতিপদে ব্রতের সমাপ্তি।
মধুময় লীলাকথা করিয়া স্মরণ
প্রভুপদে প্রণমিছে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩২

।। পান্না-মাকে কৃপা-১৩৪৪।। বিবাদের মধুর সমাপ্তি ।।
।। প্রচার ও মৌন।। দ্বিতীয় চাতুর্ম্মাস্য (ডুমুরদহ) —১৩৪৫।।
।। দেবোদ্ধার—জীবোদ্ধার।। হিংসা জয়।।
।। রথযাত্রায় পুরীতে প্রচার।।

প্রথম চাতুর্ম্মাস্য সমাপ্তির পরে
'তুলসী আশ্রম' ছেড়ে যান স্থানান্তরে।
দক্ষিণের প্রান্ত ত্যজি মহানগরীর
উত্তরেতে বাগবাজারে হলেন হাজির।
ভক্তিমতী পান্না-মার গৃহে অবস্থান
চলে পাঠ নাম গান উপদেশ দান।
যাতায়াত করে শিষ্য আর ভক্তবৃন্দ
নিত্য সেথা মহোৎসব—অপার আনন্দ।
একদিন অন্নপূর্ণা মন্দির ভিতরে
সুরু হল নাম অষ্টপ্রহরের তরে।
মন্দিরের অভ্যন্তরে কীর্ত্তন চলায়
আপত্তি জানায় কোন অংশীদার তায়।
অসহায় উদ্যোক্তারা করে হায় হায়
সমাধানে কেহ কোন উপায় না পায়।
প্রসন্ন বদনে প্রভু কহেন তখন—
"মায়ের ইচ্ছায় সব হয় সঙ্ঘটন
আট নয় মার ইচ্ছা চব্বিশ প্রহর
নাম মঞ্চ নিয়ে চল উপরে সত্বর।"
উপরে আশ্রম ঘরে বিরাম বিহীন
সমারোহে সঙ্কীর্ত্তন হল তিন দিন।

ভক্তেরে অভয় দান চিরব্রত তাঁর
বিপন্ন অনাথে প্রভু করেন উদ্ধার।

কোন্নগর স্থিত মাতৃ আশ্রম বিখ্যাত
সেথা এক উৎসবেতে হলেন আহূত।
সঙ্গীদল সহ প্রভু করি সঙ্কীর্ত্তন
যথাকালে কোন্নগরে উপনীত হন।
ধ্রুবানন্দ স্বামিজীও এসেছেন তথা
দু'জনে সাক্ষাৎ হল, হল কিছু কথা।
স্বামিজী কহেন—"শিষ্য নিয়ে এইবার
তোর সাথে মনান্তর হবে কি আমার?"
অনতিবিলম্বে প্রভু সবিনয়ে ক'ন—
"হেন কথা কহিছেন আজি কী কারণ ?"
স্বামিজীর শিষ্যা 'দাসী' অনাথা বিধবা
ব্রজনাথধামে থেকে করে নানা সেবা।
অনাথ প্রভুর শিষ্য একদা উল্লাসে
গাহে স্বীয় গুরুস্তুতি বিধবা সকাশে।
আর বলে—"অন্য যারা করে দীক্ষাদান
তারা কেউ নয় মোর গুরুর সমান
পাঁকে-পড়া গুরু তারা স্বীয় শিষ্যগণে
ভবরোগ হতে মুক্ত করিবে কেমনে?"
ব্যথিত হৃদয়ে দাসী স্বামিজী সদন
করেছে সম্প্রতি এই সব নিবেদন।
অনাথের উক্তি প্রতি স্বামিজী তখন
করেন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ।
অনাথ সে কালে ছিল উপস্থিত সেথা
কহিল—"কখনো আমি কহিনি ও কথা।"
প্রভু আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি
কহিলেন স্বামিজীর পা দুখানি ধরি—
"শুনিলাম একী কথা তব মুখে আজ
আমি সদা করিতেছি আপনার-ই কাজ।
আমি তো বিজ্ঞানানন্দ শিষ্য আপনার।"
চরণে ঠেকান মাথা প্রভু বার বার।
অবশেষে দাঁড়ালেন উঠি যেই ক্ষণে
জড়িয়ে ধরেন বক্ষে দু'জনা দু'জনে।

আবেগে উভয়ে করে অশ্রু বিসর্জ্জন
সে অপূর্ব্ব দৃশ্য বাক্যে না যায় বর্ণন।
মুহূর্ত্তে সকল গ্লানি হয়ে গেল দূর
ফিরে এল পূর্ব্বেকার সম্পর্ক মধুর ।

শ্রীনামের দল নিয়ে প্রভু অতঃপর
দিকে দিকে প্রচারেতে হন তৎপর।
বেলুন গ্রামেতে নাম প্রচারের শেষে
পৌঁছিলেন গুরুধাম দিগসুয়ে এসে।
নিত্যানন্দপুরে নাম করি বিতরণ
শ্রীধাম ডুমুরদহে উপনীত হন।
পথে ঘাটে জনপদে চলে সঙ্কীর্ত্তন
উঠিল নামের সে কী প্রচণ্ড গর্জ্জন!
সঙ্কীর্ত্তনে সুনিপুণ সঙ্গীগণ সব
গাহে নাম প্রাণকৃষ্ণ অনাথ মাধব
ফটিক মন্মথ আর রমেশ অমর,
চারিদিক মহানাম কীর্ত্তনে মুখর।
দীক্ষা পেয়ে অগণিত ভক্ত হয় ধন্য
অনেকের মন্ত্র হয় একালে চৈতন্য।
সংশয়ের কালো মেঘ ভাইপোর চিতে
প্রভুরে চাহিল তাই পরীক্ষা করিতে।
লোকচক্ষে স্বীয় শক্তি করিতে প্রকাশ
প্রভুর না স্বল্পতম জাগে অভিলাষ।
বার বার অনুরোধ করেন জননী
দিলেন পরীক্ষা তাই অবশেষে ইনি।
এইবার তৃপ্ত তাঁর ভাইপোর মন
সর্ব্ববিধ সংশয়ের হল নিরসন।
পিতৃগুরু স্বামিজীর অনুমতি নিয়া
পিতৃব্যের পাদপদ্মে সমর্পিল হিয়া।
শরণ গ্রহণ করি প্রভুর চরণে
সত্বর হলেন মগ্ন কঠোর সাধনে।

পরযায়ক্রমে চলে মৌন ও প্রচার
মৌন তপস্যার কাল এল পুনর্ব্বার।
পৌষের তিরিশে নাম সুরু হল ভোরে
চলিল সে নামোৎসব সারা দিন ধরে।
অনন্তর রাত্রিকালে পাঠ হলে শেষ
শিষ্যভক্তগণে প্রভু দেন উপদেশ।
রাত্রি প্রায় তিনটায় পূর্ব্বসূচী মত
অনির্দ্দিষ্ট কাল তরে সুরু মৌনব্রত।
কঠোর মৌনের শেষে সুরু জীবোদ্ধার
বাহির হলেন নাম করিতে প্রচার।
উদ্ধার লীলায় মত্ত প্রভু সীতারাম
শ্রীনামে পবিত্র হল কত দেশ গ্রাম।
কেবল মানব নয় স্থাবর জঙ্গম
ধন্য হয় লভি তাঁর কৃপা অনুপম।
নবরূপ পেল কত জীর্ণ দেবালয়
পূজা পেল পরিত্যক্ত প্রতিমা নিচয়।
তারাগুণে গাজনের উৎসব নিমিত্ত
শিবের মন্দির এক হল নিরমিত।
অপূজিত শিবলিঙ্গ চারিটির আর
করিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা পূজার।
প্রভুর কৃপায় ধন্য ভক্ত পঞ্চানন
শিবের পূজার ভার করিল গ্রহণ।

শেষ হল তেরশত চুয়াল্লিশ সাল
এল নববর্ষ—এল চাতুর্ম্মাস্য কাল।
শ্রীধাম ডুমুরদহ অতীব পবিত্র
এ বৎসর হল পুণ্য চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্র।
চলিল উৎসব আর নাম সঙ্কীর্ত্তন
দলে দলে যোগ দিল শিষ্যভক্তগণ।
এবার পূজার কালে হল অবিরাম
চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্যে দশ দিন নাম।

মহাব্রত চাতুর্ম্মাস্য হলে সমাপন
সুরু হল আর লীলা—তীর্থ পর্য্যটন।
পর্য্যটন সাথে চলে শ্রীনাম প্রচার
তীর্থক্ষেত্র হয় পূত পাদস্পর্শে তাঁর।
সংক্রান্তির দিন পৌষ মাসে পুনরায়
হলেন নিমগ্ন প্রভু মৌন সাধনায়।
ডুমুরদহেতে নাম পূজাদির ভার
প্রভুর নির্দ্দেশে নিল সনৎকুমার।
মৌন অন্তে সুরু হল শ্রীনাম প্রচার
সেই সাথে চলে কত মন্দির সংস্কার।
অপূজিত দেবদেবী দেখেন যেখানে
সেবাদির বন্দোবস্ত করেন যতনে।
শ্রীধাম ডুমুরদহে তারাগুণে আর
বিলুপ্ত গাজন প্রভু করেন উদ্ধার।

তুলসী ভট্টার গৃহে হল নিমন্ত্রণ
সদলে গেলেন সেথা করি সঙ্কীর্ত্তন।
সমরসে গেছে ভরে দেহ মন প্রাণ
তাঁর কাছে তুল্য তাই আল্লা ভগবান।
মন্দির মসজিদ গীর্জা সবই সমান
সমান খৃষ্টান হিন্দু আর মুসলমান।
পথিমধ্যে মসজিদেতে বন্ধ করি নাম
করিলেন প্রভু সেথা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
হেন কালে উত্তেজিত এক মুসলমান
চীৎকার করিয়া বলে—"তলোয়ার আন্।
দেখি এই পথ দিয়ে কোন্ মিঞা যায়!"
বিকারবিহীন প্রভু অবিচল তায়।
যে জন বর্জ্জন হিংসা মনেপ্রাণে করে
ব্যাঘ্র কভু নাহি হিংসে সে মহান নরে।
প্রভুরে দর্শন করি উন্মত্ত যবন
ভুলিল বুঝিবা তাই হিংস্র আচরণ।

নির্ব্বিঘ্নে সবারে লয়ে প্রভু অতঃপর
হরিনাম গান করি হন অগ্রসর।

বিবাহের বয়ঃকাল দেখি সমাগত
ভাইপোর যোগ্য পাত্রী হল নির্বাচিত।
প্রভুর নাহিক দাবী কোনও প্রকার
লক্ষ্য তাঁর দরিদ্রের কন্যাদায়োদ্ধার।
নিকটেই বৈবাহিক মশায়ের গৃহ
উঠিলেন সেথা সব বরযাত্রী সহ।
কন্যাপক্ষ যাতে কোন সঙ্কটে না পড়ে
খাওয়ালেন সকলেরে সেথা ভাল করে।
সন্ধ্যা নেমে এল দেখে প্রভু তাড়াতাড়ি
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ যান বিয়েবাড়ী।
বরযাত্রী দল করে নাম সঙ্কীর্ত্তন
নির্ব্বিঘ্নে বিবাহপর্ব্ব হল সমাপন।

অনন্তর তেরশত ছেচল্লিশ সালে
পুরীধামে যান প্রভু 'রথের' প্রাক্কালে।
ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণের তরে
যাত্রার বিরতি হল কটক সহরে।
বীণাপাণি ক্লাবে সেথা দিলেন ভাষণ
অতঃপর নীলাচলে উপনীত হন।
এইকালে নাদ চলে অন্তর মাঝার—
"অবিরাম কর নাম যতনে প্রচার।
তরানোর তরে তোর তনুটি ধারণ
দেশে দেশে কর যেচে নাম বিতরণ।"
'রথ' উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসরের মত
পুরীতে প্রচুর সাধু সন্ত সমাগত।
সবার উপরে প্রভু লভিলেন স্থান
লভিলেন সবা হতে অধিক সম্মান।
সংবাদ মাধ্যম দিল সুউচ্চ আসন
'ষ্টেটস্‌ম্যানে' ছাপা হল নিম্ন বিবরণ—

"ত্রিবেণীর যোগানন্দ স্বামী সীতারাম
এসেছেন রথযাত্রাকালে পুরীধাম।
বিখ্যাত ধর্ম্মীয় নেতা তিনি একজন
মতবাদ তাঁর ঃ—
সদা কর সঙ্কীর্ত্তন।
এযুগে সম্ভব নয় যোগ-যাগ-ধ্যান
পুরাকালে করিতেন ঋষিরা যেমন।
ঈশ্বরের নামগান কর অনিবার
'নামযোগে' কলিযুগে হবে-ই উদ্ধার।
সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি
বেদাদি শাস্ত্রেতে জ্ঞান সুগভীর অতি।
নীলাচলে রথযাত্রা উৎসবের শেষে
ফিরিবেন যোগানন্দ স্বামী বঙ্গদেশে।"

সূর্য্য যদি আপনারে লুকাইতে চায়
ধরা পড়ে লোকচক্ষে আপন প্রভায়।
কুসুম লুকাতে যদি করয়ে প্রয়াস
ঢাকিতে কি পারে তার মধুর সুবাস!
নিজেরে লুকাতে যত প্রভুর যতন
ততই স্বরূপ তাঁর হয় উন্মোচন।
ভেদি তাঁর দীনতার দৃঢ় আবরণ
ফুটে ওঠে দীননাথ অধমতারণ।
তাই তাঁর গুণ গায় মুগ্ধ সাংবাদিক
বন্দনায় মুখরিত তাই দশ দিক।
তোমার স্তবের ভাষা নাই মোর জানা
না জানি গাহিতে দেব তোমার বন্দনা।
শুষ্ক এ হৃদয়ে করি প্রেম বিন্দু দান
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণে স্থান।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৩

।। তৃতীয় চাতুর্ম্মাস্য—(চিতেরমার পড়া)—১৩৪৬।।
।। অকৃপণ কৃপা ।। অন্নসত্র—প্রসাদ মহিমা ।।।। সবই নারায়ণ ।।
।। মস্তকে ফণী।। স্বল্প প্রসাদে বহুজনের তৃপ্তি।। অভ্যাগত গুরুর মত।।

রথের প্রচার শেষে প্রভু সীতারাম
সদলে এলেন ফিরে ত্যজি পুরীধাম।
চাতুর্ম্মাস্য চিতেরমার পড়ায় এবার
মধ্যবর্ত্তী কালে চলে শ্রীনাম প্রচার।
বৎসরের মাঝে মাত্র এই চারি মাস
নিয়ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয় তাঁর বাস।
শিষ্যভক্ত সহজেই সঙ্গলাভ করে
অপার আনন্দ তাই তাদের অন্তরে।
অন্যকালে কভু চলে তীর্থ পর্য্যটন
সঙ্গীদল সহ নাম প্রচার কখন।
ঠিকানার ঠিক নাহি রহে সে সময়
বহুভাগ্য বিনা সঙ্গলাভ নাহি হয়।
আর যবে মৌনব্রতে রহেন মগন
সঙ্গ দূরে থাক্ নাহি মেলে দরশন।
চাতুর্ম্মাস্যে তাই আসে শিষ্যভক্তগণ
জিজ্ঞাসু পিপাসু আর্ত্ত প্রার্থী অগণন।
সবারে সাদরে প্রভু করেন গ্রহণ
সবারে সমান স্নেহ করেন বর্ষণ।

অনলস সীতারাম অতন্দ্র সতত
প্রতিদিন সম্মুখীন হন প্রশ্ন শত।
দুরূহ প্রশ্নের দেন সহজ উত্তর
ভরে যায় মহানন্দে জিজ্ঞাসু অন্তর।
গুরুভার সমস্যার হয় সমাধান
পথহারা পায় ত্বরা পথের সন্ধান।

সদা হাসিমুখ প্রভু সদানন্দময়
নেত্রদ্বয় হতে ঝরে অমৃত অভয়।
শ্রীমুখের পানে তাই করি দৃষ্টিপাত
ভুলে যায় রোগী তার রোগ অচিরাৎ।
শোকী সব শোকজ্বালা হয় বিস্মরণ
ভুলে যায় পাপতাপ অতি অভাজন।
অমৃত-সিঞ্চিত দুটি মুখের কথায়
সর্ব্বহারা ক্ষণমধ্যে সব ফিরে পায়।
প্রেমের পরশ পেয়ে দীন অকিঞ্চন
সম্রাটের সিংহাসনে করে আরোহণ।

আসিতে পারেনি যারা সেই ভক্তগণ
পত্রের মাধ্যমে করে সংযোগ স্থাপন।
কত যে প্রার্থনা তা'তে নাই সংখ্যা তার
কেহ চায় রোগমুক্তি কেহ দায়োদ্ধার,
কেহ অর্থ—সমস্যার কেহ সমাধান
পরমার্থ চায় অতি অল্প ভাগ্যবান।
পড়েন সেসব প্রভু এক এক করে
বিরক্তির চিহ্ন মুখে নাই ক্ষণ তরে।
সময়ের অনটন তীব্র হয় যত
সমাধান সূত্র বার হয় সেই মত।
সময়-সংকট হতে পেতে অব্যাহতি
সমকালে একাধিক কর্ম্মে হন ব্রতী।
পত্রপাঠ সাথে চলে প্রণাম গ্রহণ
ফাঁকে ফাঁকে শিষ্যভক্ত সাথে আলাপন।
নিশীথ সময়ে যবে হয় অবসর
লিখিতে করেন সুরু পত্রের উত্তর।
মাঝে মাঝে এই কাজে রাত্রি হয় শেষ
সেদিন বিশ্রাম আর না হয় বিশেষ।
অধিকাংশ পত্রোত্তর লেখেন আপনি
রেখে দেন সাধারণ দুই চারিখানি।

শিষ্যগণ দেয় সেই পত্রের উত্তর
কৃপা করি দেন তিনি শ্রীহস্তে স্বাক্ষর।
ভক্ত পায় প্রভু স্পর্শ ও দ'ুটি অক্ষরে
আনন্দে অন্তর তার ওঠে নৃত্য করে।

অর্দ্ধোলঙ্গ নগ্নগাত্র নগ্নপদ যাঁর
কাষ্ঠসম শুষ্কতনু অস্থিচর্ম্মসার,
নামদানে যাঁর প্রাণে অসীম উল্লাস
আছে তাঁর এক আর বিচিত্র বিলাস—
যেথা প্রভু সীতারাম সেথা সদাব্রত
যা নেহারি নৃপতির শির লাজে নত।
শিষ্যভক্ত নিত্য যত করে আগমন
সবা লাগি প্রসাদের রহে আয়োজন।
অভুক্ত সন্তান তরে জননীর মন
কেঁদে ওঠে নিদারুণ ব্যথায় যেমন,
অভ্যাগত যথাযথ না কৈলে আহার
প্রভু পান শতগুণ বেদনা তাহার।
নাই পার যেন তাঁর স্নেহ মমতার
একাধারে মাতা পিতা তিনি সবাকার।
আড়ম্বর নাই কোন অন্ন ও ব্যঞ্জনে
তবুও শুধান আসি নিজে জনে জনে—
"ডাল ভাত খাওয়া বাবা—ভরিল উদর?"
পেট ভরে আর ভরে ভক্তের অন্তর।
কেহ যদি যেতে চায় না পেয়ে প্রসাদ
সখেদে কহেন প্রভু —"এর-ই অপরাধ।
এ তোকে বাসিতে ভাল আজো পারে নাই
প্রসাদ লঙ্ঘন করি যেতে চাস্ তাই।"
চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মিত দীক্ষা দান চলে
মন্ত্র পেয়ে ধন্য হয় ভক্ত দলে দলে।
দীক্ষিত না করে যদি প্রসাদ গ্রহণ
কন ত্বরা—"কর্ তোরা মন্ত্র প্রত্যর্পণ।"

গুরুপ্রসাদের নাই তুলনা ধরায়
প্রসাদ মাধ্যমে শিষ্য গুরুকৃপা পায়।
অশান্তি অশুভ সব হয় শীঘ্র দূর
সাত্ত্বিক অনন্দে চিত্ত হয় ভর পুর।
জপাদিতে বাড়ে চিতে নিষ্ঠা অহরহ
প্রসাদ প্রদানে তাই প্রভুর আগ্রহ।

আসে যত অনাহূত দীনহীন জন
সকলেই ইষ্ট তাঁর সব নারায়ণ।
কুকুরাদি প্রাণীরাও নারায়ণ তাঁর
সযত্নে তাদের নিত্য করান আহার।
তাঁর কথা—"এই রূপে এসেছ যখন
তোমায় না ঘরে নিয়ে করাব ভোজন।
সনাতন শাস্ত্রবিধি করি শিরোধার্য্য
কলাতলা চল দিব তোমায় আহার্য্য।"
'কেলো' বলে ডাকে যারে সর্ব্বসাধারণ
প্রভু তার নাম দেন 'কালো নারায়ণ'।
'লাল নারায়ণ' নাম কারো রাখা হয়
তাঁর চোখে এ জগৎ নারায়ণময়।

প্রসাদ পরব মেটে মধ্যাহ্নের পর
প্রভুর তখনো নাই অল্প অবসর।
বিশিষ্ট অতিথি আসে দুই চারি জন
তাদের সহিত চলে কথোপকথন।
আলাপনে তৃপ্ত হয় আগন্তুকগণ
প্রভুপদে লয় কেহ অচিরে শরণ।
অপরাহ্ণ অতিক্রান্ত হয় ধীরে ধীরে
গৃহীদের অনেকের যেতে হবে ফিরে।
চায় তারা শ্রীমুখের মিষ্ট দু'টি বাণী
বাঞ্ছা আর স্পর্শিবার চরণ দু'খানি।
প্রাণের প্রার্থনা প্রভু করেন পূরণ
বহুজনে বক্ষে টেনে দেন আলিঙ্গন।

প্রশ্ন ওঠে স্নেহভরা কণ্ঠ হতে তাঁর—
"বাবারা মায়েরা কবে আসিবি আবার?"
এক সীতারাম যেন হয়ে বহুজন
করেন এ মহাযজ্ঞ ক্ষেত্রে বিচরণ।
কখন ভাঁড়ারে গিয়ে করেন সন্ধান
মালপত্র আছে তত্র কত পরিমাণ।
ভাঁড়ারী বিনীত কণ্ঠে করে নিবেদন
"জানি নাই অদ্যাবধি অভাব কেমন?"
হেসে প্রভু অন্যদিকে হন অগ্রসর
চতুর্দ্দিকে কর্ম্ম তাঁর রয়েছে বিস্তর।

একদিন যবে প্রভু সমাধিমগন
অদ্ভুত ঘটনা এক ঘটিল তখন।
অকস্মাৎ দেখা গেল মস্তকেতে তাঁর
সর্প এক মস্ত ফণা করেছে বিস্তার।
বসিয়া আছেন প্রভু যেন মহেশ্বর
ভয়েতে কাতর শিষ্য ভক্তের অন্তর।
কী করিবে কেহ কিছু ভাবিয়া না পায়
সকলেই করে বোধ বড় অসহায়।
কিছুই করার নাহি হল প্রয়োজন
শ্রীঅঙ্গের সঙ্গসুখ লভি কিছুক্ষণ,
সবাকার আশংকার করি অবসান
নাগরাজ যথাস্থানে করিল প্রস্থান!

একদিন মধ্যাহ্নের ভোগ হল শেষ
প্রসাদ বণ্টনে নাই বিলম্ব বিশেষ,
হেনকালে হল বহু ভক্ত সমাগম
প্রসাদ সে অনুপাতে নিতান্তই কম।
মাতা ঠাকুরাণী গণি সমূহ প্রমাদ
পুত্র পাশে মহাত্রাসে পাঠান সংবাদ।
আপন কুটীর মাঝে বসি নিজমনে
ছিলেন মগন প্রভু শাস্ত্র অধ্যয়নে।

পুত্র রঘুনাথ আসি জানাল খবর
রন্ধনশালায় তিনি গেলেন সত্বর।
গুরুজীর জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ
কর্ম্মী শিষ্যদের প্রতি কহেন তখন—
"কাজ সুরু কর্ তোরা অনতিবিলম্বে।"
প্রভুর নির্দ্দেশ মত বসে গেল সবে;
পরিতৃপ্তিভরে তারা করিল ভোজন
অন্নব্যঞ্জনের নাহি হল অনটন।
অনটন দূরে থাক্ দেখা গেল পরে
উদ্বৃত্ত রয়েছে কিছু কর্ম্মীদের তরে।

একদিন অতিথির হল আগমন
শিষ্য বিশ্বনাথ করে যোগ্য আপ্যায়ন।
স্থান নাহি মেলে কোথা শয়নের তরে
শুতে দেয়া হল তাই রন্ধনের ঘরে।
এলেন তথায় প্রভু ক্ষণকাল পরে
অতিথিরে লয়ে সাথে যান স্থানান্তরে।
সেবকে কহেন—"শোন্ শাস্ত্র-অভিমত
অভ্যাগত সর্ব্বক্ষেত্রে পূজ্য গুরুবৎ।"

সহজে আপন প্রভু করেন সবারে
মুগ্ধ হয় সবে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহারে।
এক চিন্তা সবাকার অন্তর মাঝার—
"আমা প্রতি প্রেম প্রীতি সর্ব্বাধিক তাঁর।"
করেছেন পুরাকালে বৃন্দাবনধন
সমকালে সহস্রের হৃদয়রঞ্জন।
এ কি সেই নাটকের পুনরভিনয়?
নবরূপে কৃষ্ণচন্দ্র হল কি উদয়?
চকিতে এমত প্রশ্ন উঁকি দেয় চিতে
মূর্খ মুই সে রহস্য না পারি বুঝিতে
নাই কোন খেদ তায় যদি কৃপা করি
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৪

।।প্রচার ও দেবোদ্ধার ।। কেন এত দীক্ষা ।।মৌনে পরাবাণী ও ফণী ।।
।। নবগ্রামে অখণ্ড নাম।। রামানন্দ মঠে চাতুর্ম্মাস্য—১৩৪৭।।
।। সর্পদষ্ট নামকারীকে রক্ষা।। পুত্র প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী অতিথি।।

চাতুর্ম্মাস্য অন্তে সুরু হল পুনর্ব্বার
মহোৎসাহে দিকে দিকে শ্রীনাম প্রচার।
পূর্ব্বে যারা সঙ্গী ছিল প্রচারের কালে
এবারেও একে একে আসিল সকলে।
জগন্নাথ হরনাথ সুশীলকুমার
রমেশাদি করে নাম অতি চমৎকার।
অমরাদি নিত্যসঙ্গী নামকারীগণ
অপূর্ব্ব দরাজ কণ্ঠে করে সঙ্কীর্ত্তন।
চলেছেন পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামান্তরে
মেঠোপথ ধরে ধরে রোদ জল ঝড়ে।
বিভূতি ঘোষের বাটী ইদিলবাটিতে
চলেছেন নাম সহ হাঁটিতে হাঁটিতে।
বহু যন্ত্র সহ নাম চলিছে প্রবল
সাথে আছে মগরার সুধীরের দল,
আর আছে নামকারী শিষ্যভক্তগণ
সব মিলে সঙ্গী এবে উনত্রিশ জন।
পথিপার্শ্বে অবস্থিত বর্ধমান থানা
সেথা কর্ম্মী এক জন জানাল প্রার্থনা—
"কৃপা করি হোক্ হেথা শুভ পদার্পণ"
ভক্তের বাসনা প্রভু করেন পূরণ।
হিন্দু মহাসভাকর্ম্মী মিত্র শ্রীকুমার
প্রবেশিল প্রভু সাথে থানার মাঝার।
দারোগা মুসলমান—ভদ্র ব্যবহার
সযত্নে প্রভুরে দিল বসিতে চেয়ার।

"সিগারেট নিন"—বলি করে আপ্যায়ন
প্রভু কন—"ও সকল করি না সেবন।
মিত্র কহে—'ইনি নহে সাধু আপ্টু ডেট
নাহি হয় সহ্য ধাতে তাই সিগারেট।"
বাহিরে আরম্ভ হল প্রবল বর্ষণ
ভিতরে সমান তালে চলিল কীর্ত্তন।
বৃষ্টিশেষে শ্রীকুমার সেদিন সবারে
করাইল জলযোগ যত্ন সহকারে।
সঙ্গীগণে কন প্রভু—" দেখ ভগবান
সবার মঙ্গল সদা করেন বিধান।
দৈবযোগে মিলেছিল থানায় আশ্রয়
নেয়ে যেতে হত আজ নচেৎ নিশ্চয়।
এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলা প্রয়োজন
লীগের মন্ত্রীত্বকাল বাংলায় তখন।
যখন যেথায় প্রভু করেন গমন
আপনা হতেই সব হয় আয়োজন।
নামই যেন বহে নামকারীদের ভার
অযাচিতভাবে আসে ভোগের সম্ভার।
প্রয়োজন হতে কিছু জোটে অতিরিক্ত
সানন্দে সমাধা হয় দান সদাব্রত।

নাম দান সাথে লীলা চলে চমৎকার
অপূজিত দেবদেবী মূরতি উদ্ধার।
অসংখ্য বিগ্রহ হেন হেথায় হোথায়
হল পুন প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ মর্য্যাদায়।
সেই সাথে পরিত্যক্ত বহু দেবালয়
প্রভুর পরশ পেয়ে প্রাণবন্ত হয়।
একদিন দেবোদ্ধারে হন অগ্রসর
জঙ্গল গভীর সেথা অতি ভয়ঙ্কর।
তার মাঝে আছে এক প্রাচীন বিগ্রহ
গ্রাম হতে করা হল অস্ত্রাদি সংগ্রহ।

কাজ সুরু হতে এল সাপের গর্জ্জন
প্রভু কন—"মুখে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সেই সাথে কর হাতে নিজ নিজ কাজ।"
দূরে গেল অবিলম্বে সর্প মহারাজ।
তথাকার দেবোদ্ধার কার্য্য সাঙ্গ করে
গেলেন শ্রীনাম সহ প্রভু গ্রামান্তরে।

শুধাইল একদিন বৈদ্য একজন—
"করিছেন কী কারণ শিষ্য অগণন?
মহাপুরুষেরা পূর্ব্বে এসেছেন কত
করেনি তো শিষ্য এত আপনার মত।"
অনতিবিলম্বে প্রভু দিলেন উত্তর—
"করেছেন বহু শিষ্য আচার্য্য শঙ্কর।
আপন খেয়াল বশে ঈশ্বর যখন
যে কার্য্য সাধনে যারে করেন প্রেরণ,
যন্ত্রীরূপে সে জন তা করে অনুষ্ঠান,
মানুষ নিমিত্ত মাত্র কর্ত্তা ভগবান।"
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এমত উত্তর
অতঃপর নিরুত্তর হল বৈদ্যবর।

নিবেদিল পত্রে এক কিশোর কুমার—
"অকারণ সর্ব্বজন করে তিরস্কার।
তার ফলে দুঃখানলে বক্ষ ভরপুর
কী উপায়ে আমার এ জ্বালা হবে দূর?"
জানালেন প্রভু তারে পত্রের উত্তরে—
"অকারণে বন্য ব্যাঘ্র হিংসা নাহি করে।
বিধাতার সুবিচার সূক্ষ্ম অতিশয়
বিনা দোষে কারো রোষে পড়িতে না হয়।
স্বীয় দোষ অন্বেষণে হও তৎপর
দূর হবে মনোকষ্ট অতীব সত্বর। ....."

মৌন গ্রহণের কাল হল সমাগত
কঠোর সাধনে হন রামাশ্রমে রত।
নিস্তব্ধ গুহায় কভু ধ্যানে নিমগন
কভু পঞ্চবটী তলে লিখন পঠন।
সাধনরাজ্যের কত তত্ত্ব এ সময়
আপনা হতেই আসি উপস্থিত হয়।
নির্ঝরিণী-ধারা সম ভাব ভাষা আসে
গ্রন্থরাজি বিরচিত হয় অনায়াসে।
হৃদিমাঝে পরাবাণী চলে নিরন্তর—
"রে মুক্ত পুরুষ তুই নাম দান কর্।
নাম দান হোক তোর জীবনের ব্রত
মুক্ত তুই মুক্ত ওরে গগনের মত।"
একদা নিশীথে স্বপ্নে করেন দর্শন
নবগ্রামে চলিতেছে প্রচণ্ড কীর্ত্তন।
স্বপ্ন পরে গেল যবে টুটি ঘুমঘোর
তখনো আছেন প্রভু নামেতে বিভোর।
আগামী দিনেতে যাহা হবে সংঘটন
সে শুভ সংবাদ বহি আনিল স্বপন।
নবগ্রামে গোবিন্দের মন্দির চত্বরে
অখণ্ড শ্রীনাম সুরু হল স্বপ্ন পরে।
দু'টি নামযজ্ঞ সেথা চলে অবিরাম
'নব বৃন্দাবন' হয়ে ওঠে নবগ্রাম।

একদিন প্রভু এই মৌনের সময়
পঞ্চবটীতলে বসি লিখনে তন্ময়।
অকস্মাৎ দৃষ্টিপাত করি মৌনীবর
দেখেন সম্মুখে এক সর্প ভয়ঙ্কর।
বিচিত্র খেয়ালে ফণা মেলি নাগরাজ
প্রসারিত পদপার্শ্বে করিছে বিরাজ।
ডান পা-টি বিস্তারিত রয়েছে সম্মুখে
হয়েছে বিকল সেটি অতীতে অসুখে।

নড়িবার এতটুকু নাহিক উপায়
মনেও তেমন কোন নাই অভিপ্রায়।
ভয় কোথা ? কাকে ভয় ? যিনি অনুখন
সবামাঝে ইষ্টদেবে করেন দর্শন।
"তুমি তো সেই গো" বলি প্রভু অবশেষে
করিলেন প্রণিপাত সর্পের উদ্দেশে
প্রণিপাতে পরিতৃপ্ত নাগ-ভগবান
অবিলম্বে তথা হতে করে অন্তর্দ্ধান।

দীর্ঘ দুই মাস মৌনে হল অবস্থান
চৈত্রের প্রথম দিন ব্রত অবসান।
ডুমুরদহের দল 'সুরলহরী'র
নামগানে অনুরাগ অতীব গভীর।
দলের প্রধান গঙ্গোঃ সনৎকুমার
'প্রেমানন্দ' নাম প্রভু রেখেছেন তার।
মৌনের সময় এরা নিত্য দীর্ঘক্ষণ
প্রভুরে বাহির হতে শোনাত কীর্ত্তন।
মৌনান্তে উৎসাহ যেন বাড়ে দিন দিন
নাম নিয়ে নিত্য চলে গ্রাম প্রদক্ষিণ।

অনন্তর তেরশত সাতচল্লিশ সনে
পহেলা বৈশাখ প্রভু যান তারাগুণে।
চড়ক উপলক্ষ্যে এই পদার্পণ তাঁর
উৎসবে করিল নব প্রাণের সঞ্চার।
সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হল তারাগুণ
সবার আনন্দ তায় বাড়ে শতগুণ।
অনুগত ভক্ত সেথা ছিল পঞ্চানন
তার গৃহে ভোগাদির হল আয়োজন।
পরদিন দিগসুয়ে শুভ আগমন
লক্ষ্মীনারায়ণজীর মিলিল দর্শন।
পরমগুরুর পুত্র এই মহাজন
রামনাম রসনায় তাঁর সর্ব্বক্ষণ।

এ মিলনে দোঁহা-মনে আনন্দ না ধরে
প্রভুর উদ্দেশ্যে তিনি কহিলেন পরে—
"অধর্ম্মে যখন ভরে বিশ্ব চরাচর
স্থির না থাকিতে আর পারেন ঈশ্বর।
যে কোন শরীর তিনি করিয়া ধারণ
করেন এ ধরণীতে ধর্ম্মসংস্থাপন। ......"
অচিরাৎ প্রণিপাত করি প্রভু তাঁরে
এ প্রসঙ্গ এড়াইতে যান স্থানান্তরে।

চিতেরমার পড়াতে হয়েছে সম্প্রতি
'রামানন্দ মঠ' এক মনোরম অতি।
চাতুর্ম্মাস্য এবার এ মঠে উদ্‌যাপন
মহাসমারোহে চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শিষ্যভক্ত দলে দলে আসে যথারীতি
চলে দীক্ষা উপদেশ অন্নদান নিতি।
এই কালে ঘটে এক মহা অঘটন ঃ—
নাম করে ফিরছিল ভক্ত একজন
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' নাম তবু অকস্মাৎ
পথিমধ্যে কাল সর্প হানিল আঘাত
চলার শকতি নাই বিষের জ্বালায়
ছট্‌ফট্ করে ভক্ত প্রাণ যায় যায়।
চারিদিক হতে ছুটে এসে লোকজন
বিষজ্বালা নিবারণে করে প্রাণপণ।
ব্যর্থ হল সবাকার সকল প্রয়াস
জীবন সম্বন্ধে হল সকলে হতাশ।
নিরুপায় হয়ে শেষে শিষ্যভক্তগণ
প্রভু পাশে গিয়ে সব করে নিবেদন।
অবিলম্বে প্রভু সেথা করি পদার্পণ
শুনিলেন ধীরভাবে সব বিবরণ।
নামের দুর্নামে বুঝি ব্যথিত অন্তর
স্পর্শিলেন ক্ষতস্থান শ্রীহস্তে সত্বর।

গরল অমৃতরূপ করিল ধারণ
মৃত্যুপথযাত্রী পেল নূতন জীবন।
ভাবিছে সকলে একি দৃষ্টির বিভ্রম
শুধায় বিস্ময়ে—"এটা হল কী রকম?"
প্রভু ক'ন—"সীতারাম কিছু নাহি জানে।"
এ কথায় নাহি পায় তৃপ্তি কেহ প্রাণে।
প্রভু ক'ন—"ছিল আয়ু বেঁচে গেল তাই
এ-ব্যাপারে 'এ'র কোন বাহাদুরি নাই।
সীতারাম এর বেশী কিছু নাহি জানে।"
নিজেরে লুকাতে প্রভু চান সাবধানে!

শ্রীধাম ডুমুরদহ হতে অতঃপর
পৌঁছিল নাতির শুভ জন্মের খবর।
'গুরুদাস' * নাম প্রভু রাখিলেন তার
এ প্রসঙ্গে কৃপা করি কহিলেন আর—
"পুত্রকন্যারূপে যারা করে আগমন
তাদের অতিথি সম করিবে পালন।
মানুষ করিবে সদা আদরে যতনে
আশা যেন বাসা কভু নাহি বাঁধে মনে।
কে যে কবে চলে যাবে কিছু ঠিক নাই
আসক্তি বর্জ্জন বড় নিরাপদ তাই।
ধরমশালাতে মোরা রয়েছি সকলে
অবশ্যই একদিন যেতে হবে চলে।
আগাগোড়া সং-এ মোড়া অনিত্য সংসার
চিত্তে চির চিন্ত্য এই চিত্র চমৎকার!

সংসার মায়ায় মুগ্ধ রয়েছি সতত
ভুলে যাই প্রভু তাই তব কথামৃত।
অনিত্য বিষয়ে চিত্ত অবিরাম ধায়
অনুখন তনু মন তাই জ্বলে যায়।

*প্রভুর দেয়া আর এক নাম 'বড় অতিথি'

নিজগুণে কৃপা প্রভু করেছ যখন
নিজগুণে দাও দাসে ও রাঙা চরণ।
তব কৃপা বিনা মোর নাই আর গতি
দাস জনার্দ্দন করে ও পদে প্রণতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৫

।। প্রচার ও কন্যাদায়োদ্ধার লীলা ।।
।। চাতুর্ম্মাস্য (ডুমুরদহ)—১৩৪৮/৪৯।।
।। ডুমুরদহে রেল ষ্টেশন।। খুলনা প্রচার।।
।। ব্রজনাথ ধামে চুরি।।

চিতেরমারপড়াতে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
ভ্রমিলেন বহুস্থান প্রচার উদ্দেশ্যে।
প্রচার ও মৌন চলে পরযায়ক্রমে
প্রচারান্তে মৌন সুরু হল রামাশ্রমে।
দু'টি আশ্রমের কথা ভাসে তার চিতে
তারিঘাটে এক আর অন্যটি কাশীতে।
চৈত্রের পহেলা মৌনে ঘটিল বিরতি
আবার প্রচার সুরু হল যথারীতি।
বসন্ত মল্লিক নামে ভক্ত একজন
এবার প্রচারে অংশ করিল গ্রহণ।
অতীব মধুর তার কণ্ঠ অতুলন
নাম-গানে হয় যেন সুধা বরিষণ।
সকল যন্ত্রেতে তার দেখি অধিকার
সবাকার চিত্তে জাগে বিস্ময় অপার।
শান্ত শিষ্ট সদাশিব—নাই অহংকার
'সদানন্দ' নাম প্রভু রাখিলেন তার।

প্রচারের সাথে সুরু হল এইবার
আরেক নূতন লীলা—কন্যাদায়োদ্ধার।
মধ্যস্থ হলেন প্রভু স্থির হল বিয়ে
পাত্রী স্বীয় গ্রামস্থিত রোহিতের মেয়ে।
তারাগুণ গ্রামবাসী শ্রীনরেন পাত্র
উঠিল প্রভুর গৃহে বর বরযাত্র।
অবস্থা সচ্ছল নয় কনের পিতার
দানের দ্রব্যাদি প্রভু করেন যোগাড়।
উপস্থিত থেকে নিজে বিবাহের স্থলে
মন্ত্রের অর্থাদি দেন সযতনে বলে।
বিবাহ ব্যাপারে দেখি অসীম উৎসাহ
মনে হয় তাঁরই বুঝি কন্যার বিবাহ!

সাজিল ডুমুরদহ উৎসব সজ্জায়
এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্য হেথা পুনরায়
যথারীতি চলে নাম পাঠ সদাব্রত
শিষ্যভক্ত অগণিত ভিড় করে নিত্য।
চাহে শিষ্য একজন সঙ্গ ত্যজিবারে
বোঝালেন প্রভু তারে বিবিধ প্রকারে।
শিষ্যটির মনে তবু না এল সুমতি
অবশেষে প্রভু তারে দেন অনুমতি।
বলিলেন—"হরি হরি! অবোধ বালক
কী ভুল করিলি আহা না বুঝি সম্যক্।
মঙ্গলময়ের ইচ্ছা হউক পূরণ।"
শিষ্যটি করিল শেষে বিদায় গ্রহণ।

নানা প্রশ্ন নিয়ে নিত্য আসে ভক্তগণ
একদিন জিজ্ঞাসিল ভদ্র একজন—
"যোগীর ধনীর গৃহে যোগভ্রষ্ট জন
দেহ অবসানে করে জনম গ্রহণ।
সনাতন শাস্ত্রে আছে এই সত্য বাণী
নৃপতি ভরত কেন পেল মৃগযোনি?"

প্রত্যুত্তরে প্রভু তারে কহিলেন সার—
"সামান্য বিশেষ ভেদে বিধি দু'প্রকার।
সামান্য বিধিতে উচ্চ কুলেতে জনম
বিশেষ বিধিতে তার হয় ব্যতিক্রম।
অন্তিম সময়ে জাগে যে ভাব অন্তরে
সেই ভাব করে লাভ জীব জন্মান্তরে।
বিশেষ বিধিতে এই স্পষ্ট অভিমত,
মৃত্যুকালে যোগভ্রষ্ট নৃপতি ভরত
হরিণশিশুরে মনে করিল স্মরণ
মৃগযোনি লাভ তার হল সে কারণ।"

ধ্রুবানন্দ স্বামিজীর উপদেশ মত
এ বৎসর মৌনে প্রভু রহেন বিরত।
ছিল না ডুমুরদহে রেলের ষ্টেশন
খামারগাছিতে যেতে হত সে কারণ।
রেলযাত্রা ছিল তাই কষ্টকর অতি
ডুমুরদহেতে 'হল্ট' হয়েছে সম্প্রতি।
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে ইহার
নিয়মিতভাবে বহু যাত্রী দরকার।
স্বামিজী ও প্রভু গ্রামে রহেন দু'জনে
শিষ্যভক্ত আসে কত নিত্য দরশনে
গ্রামবাসীদের হল বাসনা পূরণ
হল্ট-এর ষ্টেশনেতে হল উত্তরণ।

ব্রজনাথজীর বাড়ী দোল মহোৎসব
আনন্দে উঠিল মাতি গ্রামবাসী সব।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ সেই শুভ দিন
মহানন্দে হল সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ।
উত্তম-আশ্রমে নাম পৌঁছিবার পরে
আনন্দ ধরে না যেন প্রভুর অন্তরে।
করেন উদ্দণ্ড নৃত্য তুলি দুই হাত
সে আনন্দ সংক্রামিত হল অচিরাৎ।

নাচে সঙ্গীদল আর নাচে আশ্রমিক
আনন্দধারায় যেন ভাসে দশ দিক।
অতঃপর নাম নিয়ে সবার সহিত
বল খেলিবার মাঠে হন উপস্থিত।
ক্ষণকাল তরে হল স্তিমিত কীর্ত্তন
সবার উদ্দেশ্যে প্রভু কহেন তখন—
"যার যার দেহ আজ আবীরে রঞ্জিত
ব্রজনাথ ধামে তারা সবে নিমন্ত্রিত।"
ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত ক্লান্ত সঙ্গীদল
এ বারতা শুনি দেহে পায় নব বল।
ভক্তগণ সহ পুন মত্ত হয়ে নামে
হাজির হলেন হরি ব্রজনাথ ধামে।

পাণ্ডুয়া প্রচার পর্ব্ব পরিসমাপ্তিতে
চলেছেন গো-শকটে নাম বিলাইতে
বেলুনের বীর ভক্ত সুশীল কুমার
সস্ত্রীক হাজির হল পথের মাঝার।
অদূরে তাদের পুরে পদার্পণ তরে
দম্পতি মিনতি করে অতীব কাতরে।
অন্যত্র গমন তাঁর আশু প্রয়োজন
প্রভু তাই অসম্মতি করেন জ্ঞাপন।
কহিলেন—"শীঘ্র সেথা পৌঁছানোর কথা
সীতারাম মিথ্যাবাদী হবে যে অন্যথা।
বাক্ ব্রহ্ম—হবে তার অপব্যবহার
প্রার্থনা মঞ্জুর নয় সম্ভব এবার।"
সত্যাশ্রয়ী সীতারাম সত্যে অবিচল
ব্যর্থ হল অনুনয়—নয়নের জল।
ড্যামরাতে হবে যেতে ডাক এল তাঁর
কলেরা নিয়েছে সেথা মারীর আকার।
আর্ত্তের সেবায় প্রভু সদা তৎপর
শ্রীনামের দল সেথা পৌঁছিল সত্বর।

যাদু জানে নাম কিম্বা মহাপ্রচারক
অচিরেই হল শান্ত ভীষণ মড়ক!

ভক্তের প্রার্থনা প্রভু করিতে পূরণ
খুলনাতে প্রচারেতে করেন মনন।
রথের প্রাক্কালে তাই লয়ে সঙ্গীগণ
পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে বহির্গত হন।
টাকাকড়ি নাই হাতে বিশেষ সম্বল
নাম দানে তবু প্রাণে আগ্রহ প্রবল।
অধিকাংশ পথ তাই যান হেঁটে হেঁটে
অযাচিতভাবে নিত্য আহারাদি জোটে।
সম্মুখেতে এল এক পরীক্ষা কঠিন
জুটিল না কিছু প্রায় পথে একদিন।
অবশেষে সবে মিলে খেয়ে ভিজে ছোলা
দিলেন কাটিয়ে হাসি মুখে সারাবেলা।
পরদিন হতে কষ্ট রহিল না আর
আসিতে লাগিল ভোজ্য বিবিধ প্রকার।
জগন্নাথ আশ্রম পাটকেলঘাটায়
প্রতিষ্ঠিত হল পুণ্য রথযাত্রায়।
শ্রীরাজেন ঘোষ দিল আশ্রমের স্থান
করে দিল নিজ ব্যয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ।
গুন্টুরে প্রচারে গিয়ে প্রভু সাথে পরে
গুরু সন্নিধানে ভক্ত দেহ রক্ষা করে।
হরেন বিশ্বাস আর পিতৃদেব তার
দু'জনে প্রভুর শিষ্য ভকতি অপার।
হরেনের অবস্থিতি পারকুমিরায়
প্রচারের কালে প্রভু রহেন তথায়।
গ্রামে গ্রামে চলে নিত্য নাম বিতরণ
সেই সাথে উপদেশ মধুর ভাষণ।
হরেনাদি ছাড়া নাই শিষ্য সেথা আর
তবু বেশ ভালভাবে চলিল প্রচার।

খুলনাতে মহানাম প্রচারের শেষে
সঙ্গীশিষ্যদের লয়ে চলিলেন দেশে।
পথিমধ্যে উল্টে গেল নৌকা একবার
কোনক্রমে সকলেই পেলেন উদ্ধার।
প্রভু কন—"কাল তোরা ছিলি তো দোকানে
তাই সবে এইভাবে শুচি হলি স্নানে।"

আশ্রমের স্বামিজীর উপদেশ ক্রমে
এবারেও চাতুর্ম্মাস্য পুণ্য রামাশ্রমে।
পূজনীয় স্বামিজীর কৃপা অফুরান
নানাভাবে আনুকূল্য করেন বিজ্ঞান।
সমারোহে চাতুর্ম্মাস্য হয় উদ্‌যাপিত
নাম পাঠ সদাব্রত চলে নিয়মিত।
এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্যে হল অবিরাম
এক মাসকালব্যাপী অখণ্ড শ্রীনাম।
কত লোক আসে যায় নাই সংখ্যা তার
সবাকার তরে মুক্ত প্রভুর দুয়ার।
কোথা হতে আসে এত ভোগের সম্ভার
কেমনে রন্ধন হয় বিতরণ আর,
কেমনে যে সব কিছু সুসম্পন্ন হয়
ভাবিতেও জাগে মনে অপার বিস্ময়!
ব্যাধির লক্ষণ পেল শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ
বিশ্রামের নাই তবু স্বল্প অবকাশ।
দিবানিশি রাশি রাশি করমেতে যুক্ত
খোঁজ নেন কে খেয়েছে—কে আছে অভুক্ত।
হারিকেন নিয়ে রাতে করেন সন্ধান
কে শুয়েছে আর কার জোটে নাই স্থান।
দীক্ষা উপদেশ দান প্রণাম গ্রহণ
সমস্যার সমাধান অভাব মোচন
নাম পাঠ প্রার্থনাদি চলে নিত্য সব
ব্যাধিতে বিঘ্নিত নাহি হয় মহোৎসব।

নিশা অবসানে দেখা গেল একদিন
ব্রজনাথধামে দ্বার অর্গলবিহীন।
চমকিয়া উঠি মাতা দেখেন বিস্ময়ে
বাসনপত্রাদি সব গেছে চুরি হয়ে।
হেন পাত্র নাই কিছু অবশিষ্ট ঘরে
ছেলেদের খেতে দেয়া যায় যাতে করে।
পরদিন মাতৃদেবী হয়ে নিরুপায়
চালালেন কাজ সব কলার পাতায়।
হেন মতে কিছুদিন কাটাবার পর
জানালেন মাতা সব পুত্রের গোচর।
প্রভু ক'ন—"দুস্থ জন করিলে প্রার্থনা
তোমরা মা ও-সকল কখন দিতে না।
ভাগ করে ভোগ মোরা করিতে না জানি
নিজেরাই শুধু চাই পেতে সবখানি।
দায়ে পড়ে ওরা করে পরস্ব হরণ
ওদের মোদের চেয়ে বেশী প্রয়োজন।...."
তস্করের সমর্থনে শুনি যুক্তি সব
অবিলম্বে মাতৃদেবী হলেন নীরব।
বিষয়ী ব্যক্তির যাহা হৃদিবিদারক
বিরক্তের ক্ষেত্রে তাহা আনন্দদায়ক।
চুরিতে সবার মনে অপার বেদনা
প্রভুর অন্তরে জাগে বিচিত্র ভাবনা—
একজন মাত্র আছে চোর চরাচরে
তিনিই করেন চুরি নানা রূপ ধরে।
অনাদি অতীত হতে তিনি বারবার
করিছেন কত চুরি নাই সংখ্যা তার।
করেছেন চুরি ক্ষীর নবনী মাখন
কীর্ত্তি তাঁর গোপিকার বসন হরণ।
যুগে যুগে মর্ত্ত্য বুকে করি আগমন
এ ধরার পাপভার করেন হরণ।
চুরির সংবাদে তাই প্রভু নির্ব্বিকার
বিন্দুমাত্র দুঃখ নাহি জাগে চিত্তে তাঁর।

কত উর্দ্ধে আছ প্রভু নাগাল না পাই
কৃপা করি দাও ধরা পাই ছোঁয়া তাই।
জীবনে মরণে তব কৃপাই সম্বল
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণকমল।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৬

।। রামানন্দ মঠে জগদ্ধাত্রী পূজা—মগরা আক্রমণ।।
।। রামেশ্বরপুরে চাতুর্ম্মাস্য—পঞ্চাশের মন্বন্তর।।
।।পুত্রের বিবাহ।।

শ্রীরাধারমণবাবু করেছেন দান
চিতেরমার পড়াতে আশ্রমের স্থান।
অতিশয় ভক্তিমতী মাতৃদেবী তার
জগদ্ধাত্রী অর্চ্চনায় আগ্রহ অপার।
মার নামে প্রতি বর্ষে মঠে পূজা হয়
প্রভুও হাজির সেথা হন সে সময়।
পূজার পূর্ব্বের দিন হয় সংঘটন
অপূর্ব্ব ব্যাপার এক— মগরা আক্রমণ
এবারো এলেন মঠে প্রভু যথারীতি
সুরু হল পূর্ণোদ্যমে সমর প্রস্তুতি।
চারিদিকে পড়ে গেল সাজ সাজ রব
সমবেত হল আসি সৈন্যগণ সব।
সেনাধ্যক্ষ প্রভু নিজে করতাল হাতে
শত শত বীর সৈন্য চলেছে পশ্চাতে।
কার অস্ত্র খোল কার হারমোনিয়ম
কার হাতে করতাল বাঁশী ঢোল ড্রাম।
আরো কত আছে অস্ত্র নাই সংখ্যা তার
ধ্বজা ওড়ে ছোট বড় বিবিধ প্রকার।

বাহিনীর পুরোভাগে ছোট শিশুগণ
নামে মত্ত উর্দ্ধহস্ত নৃত্যপরায়ণ।
'মঙ্গল' উদাত্ত কণ্ঠে ধরেছে শ্রীনাম
আনন্দে করেন নৃত্য প্রভু সীতারাম।
নাম করে উচ্চকণ্ঠে সব সঙ্গীগণ
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ গগন পবন।
ভক্তগণ সাথে প্রভু সানন্দ অন্তরে
চলেছেন নৃত্য করে 'জি-টি-রোড' ধরে।
খঞ্জনী বাজিয়ে নৃত্য করিছেন প্রভু
কখনো পশ্চাতে আর সম্মুখেতে কভু।
সবারে সমান কৃপা করেন বর্ষণ
তাঁরে হেরি উজ্জীবিত হয় সর্ব্বজন।
চারিদিক হতে ওঠে কীর্ত্তনের রোল
ভক্তগণ প্রেমানন্দে বলে হরিবোল।
মনে হয় সত্যযুগ এল বুঝি আজ
ভয়ে ভয়ে পলায়ন করে কলিরাজ।
ভাবান্তর আসে যত পাপিষ্ঠের মনে
ছুটে এসে যোগ দেয় নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
স্থির বুঝি থাকিতে না পারে দেবগণ
অলক্ষ্যেতে থাকি নাম করয়ে শ্রবণ।
মগরার পথে পথে নামগান করি
ভ্রমিছেন যেন আজ স্বয়ং শ্রীহরি।

মগরা বিজয় পর্ব্ব করি সমাপন
ফিরিলেন মঠে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ।
হবে হেথা জগদ্ধাত্রী পূজা পরদিন
ভাঁড়ারে 'বাড়ন্ত' সব—সম্বলবিহীন।
নিশা অবসান তবু চিন্তা নাই মনে
যথারীতি পূজারম্ভ হল শুভক্ষণে।
বিচিত্র মধুর লীলা হেরি অনন্তর
আনন্দে বিস্ময়ে ভরে সবার অন্তর।

ভোজবাজি হল যেন মুহূর্ত্ত মাঝার
অযাচিত ভাবে এল বিবিধ সম্ভার।
তা দিয়ে সেবকবৃন্দ অতীব সত্বর
রন্ধন করিল ভোগ সযত্নে বিস্তর।
জন সমাগম হল কয়েক হাজার
আকণ্ঠ প্রসাদ পেয়ে তৃপ্তি সবাকার।
আনন্দের হাট যেন বসিল এখানে
আনন্দ ধরে না আর ভক্তদের প্রাণে।
দেখা গেল বিজয়ার পরে পুনরায়
ভাণ্ডার পূর্ব্বের মত আছে শূন্যপ্রায়।

বর্ষ শেষে চাতুর্ম্মাস্যে উদ্যোগ প্রভুর
এবার ব্রতের ক্ষেত্র রামেশ্বরপুর।
'পঞ্চাশের মন্বন্তর'—বড় দুঃসময়
অন্ন লাগি হাহাকার সারা দেশময়
করিছেন যথারীতি প্রভু অন্নদান
রক্ষা পায় তাই কত অসহায় প্রাণ।
সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ পেয়ে এ খবর
সাহায্য দানের লাগি হল অগ্রসর।
কহেন প্রসঙ্গক্রমে প্রভু সীতারাম—
"খাই দাই আর সদা করি হরিনাম।
প্রাণের তাগিদে রত রই অন্নদানে
অন্ন দ্বারা সেবি নররূপী ভগবানে।
সেবা প্রেম ভালবাসা প্রাণের জিনিষ
হিসাবে কি মেলে কভু এদের হদিস!
হিসেব-নিকেশে তাই মাথা ব্যথা কম
ও কাজ করিতে মোরা হব না সক্ষম।
যা দেবে খাইয়ে দেব জেন সুনিশ্চয়
পয়সার নাহি কোন হবে অপচয়।"
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এ হেন বচন
আশাহত হয় যত আগন্তুকগণ।

সরকারী মহলের কঠোর বিধান
খরচপত্রের চাই হিসাব প্রমাণ।

প্রভুর সতর্ক দৃষ্টি সদা সব দিকে
এবার চাহেন বিয়ে দিতে পুত্রটিকে।
বাগড়ী হতে পাত্রীপক্ষ হয়ে উপস্থিত
সাক্ষাৎ করিল প্রভু প্রভৃতি সহিত।
পাত্রীর পিতার নাম তুলসীচরণ
করেছেন তার টোলে প্রভু অধ্যয়ন।
সানন্দে সম্মত হন এ প্রস্তাবে প্রভু
কার্য্যকালে বিঘ্ন বহু দেখা দিল তবু।
পাত্রীটির গাত্রবর্ণ নয় সমুজ্জ্বল
সে কারণে কারো মনে আপত্তি প্রবল।
প্রভু নিজে এ বিবাহে দিয়েছেন কথা
কভু আর হতে তার পারে কি অন্যথা।
কারো কোন আপত্তি না তুলিলেন কানে
হলেন তৎপর তিনি মৌন অবসানে।
অবশেষে স্থির হল শুভ দিন ক্ষণ
যথাকালে আশীর্ব্বাদ হল সমাপন।
পাওনা-দেনার কথা বলার নিমিত্ত
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর হন উপনীত।
এ সবে প্রভুর নাই আগ্রহ বিশেষ
মার কাছে যেতে তাই দিলেন নির্দ্দেশ।
গুরুপুত্র বলিছেন—শ্রোতা আর সব
দাবী নাই কিছু তাই সকলে নীরব।

বিবাহের নিমন্ত্রণ বিচিত্র ব্যাপার
ঠিক হল যার সাথে দেখা হবে যার
সে করিবে তৎক্ষণাৎ তাকে নিমন্ত্রণ,
অন্যথা দুষ্কর অতি এ কার্য্য সাধন।
পুরোহিত পাওয়া হল কঠিন ব্যাপার
কেহ নাহি চাহে নিতে এ কার্য্যের ভার।

করিছেন যিনি পুরো জগতের হিত
তাঁর ঘরে পুরোহিত জোটে কদাচিৎ!
বরকে আদেশ দেন প্রভু সে কারণ—
''তুই নিজে নান্দীমুখ কর্ সম্পাদন।
এ কার্য্যে সাহায্য তোকে করিবে বিমল
সীতারাম বসে বসে দেখিবে সকল।''
নিষ্ঠাভরে সর্ব্ব কর্ম্ম হল সমাপন
যথাকালে বরসহ বহির্গত হন।
যাত্রাকালে কী বিপত্তি হল অকস্মাৎ
আষাঢ়-আকাশ হতে সুরু বৃষ্টিপাত।
সবারে অধীর দেখি প্রভু লীলাময়
ঘোষিলেন উচ্চকণ্ঠে গুরুজীর জয়।
প্রভুর ইঙ্গিতে জয় দিল সঙ্গীগণ
অচিরে থামিল সেই ধারা বরিষণ।
শ্রীনামের দল সহ প্রভু অনন্তর
উঠিলেন মহানন্দে নৌকার উপর।
ছিল না সম্মতি তবু প্রভুর নির্দ্দেশে
ভ্রাতুষ্পুত্র বরকর্ত্তা হয়েছেন শেষে।
দিগসুই গুরুধামে বিবাহ-বাসর।
সঙ্কীর্ত্তন সহ প্রভু হন অগ্রসর।
বরযাত্রী সঙ্গে চলে পাঁচশত প্রায়
বিচিত্র বিবাহ কথা বর্ণন না যায়।
নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাঙ্গ হইল বিবাহ
ফিরিলেন গৃহে নব পুত্রবধূ সহ।
মুখ দেখি দেন তারে তুলসীর হার
প্রথমা বধূরে * দেন একগাছি আর।
'শ্রী' নাম দিলেন প্রভু নূতন বধূর
জনসমাগম হল গৃহেতে প্রচুর।
তিলমাত্র স্থান আর নাই কোথা শূন্য
বাড়ী ও পাশের বাড়ী লোকে লোকারণ্য।

* ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ

বাগানবাড়ীর দৃশ্য একই প্রকার
সুরু হল ভোজপর্ব্ব বিচিত্র ব্যাপার।
বাড়ী হতে কালীতলা পথের দু'ধারে
সারি সারি নরনারী বসিল আহারে।
এক দল উঠে পড়ে আহারের পর
আর এক দল বসে অতীব সত্বর।
পরিতৃপ্ত হয় সবে আকণ্ঠ ভোজনে
এমন শোনেনি কেহ দেখেনি নয়নে।
সারাদিন চলে হেন অন্ন বিতরণ
রাত্রি আট ঘটিকায় ভোজ সমাপন।

দিনান্তে দানের দ্রব্য দেখিবার তরে
প্রভুর আহ্বান এল গৃহ অভ্যন্তরে।
সরল শিশুর মত তাঁর আচরণ
উলটি-পালটি সব করেন দর্শন।
বিলাতী বিলাস দ্রব্য তুলে নিয়ে হাতে
শুধালেন সকৌতুকে—"কী আছে ইহাতে?"
উত্তর আসিল—"ওটা অধর-রঞ্জক
প্রলেপনে ঠোঁট করে লাল টক্‌টক্।"
পরে প্রিয় পুত্র প্রতি প্রভু হেসে ক'ন—
ব্রজনাথ গৃহকর্ত্তা ভুলো না কখন।
সুগন্ধি সাবান সেন্ট 'সোনো' পাউডার
আগে তাঁরে দিয়ে তবে ক'রো ব্যবহার।
জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনীরে বৌদিরে আর
কিছু কিছু করে দিও স্বর্ণ অলঙ্কার।
এই মত হয়ে গেল ব্যবস্থা সত্বর
তবু নাহি তৃপ্ত হয় প্রভুর অন্তর।
প্রথমা বধূর কথা মনে হল তাঁর
তাকে যেন আরো কিছু দেয়া দরকার
অবশেষে জেনে নিয়ে মতামত তার
দিলেন গড়িয়ে 'বাঁক' নামে অলঙ্কার।

ধন্য তব সূক্ষ্মদৃষ্টি ধন্য সুবিচার
অচিন্ত্য মধুর লীলা বোঝে সাধ্য কার!
দাস জনার্দ্দন তাই নত করে শির
প্রণমিছে পুণ্য পাদপদ্মে প্রভুজীর।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৭

।। চাতুর্ম্মাস্য দিগসুই(১৩৫১)-কটক-ডুমুরদহ-দশেড়ে-একলকী(১৩৫৫)।। বড় অতিথির উপনয়ন।।

দিবা অবসানে রাতি আসে যথা নিতি
গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা আসে —সনাতন রীতি।
সেইমত চাতুর্ম্মাস্য মৌন ও প্রচার
পালাক্রমে ঘুরে ঘুরে আসে বার বার।
নামানন্দে দিকে দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে
হাজির হলেন প্রভু শ্রীধাম পুরীতে।
কয়েক দিবস সেথা করি অবস্থান
উৎকলবাসীরে দেন পথের সন্ধান।
আপন স্বভাবে নিত্য সঙ্গীগণে লয়ে
মহানাম সহ যান সব দেবালয়ে।
আনন্দেতে মত্ত হয়ে করেন শ্রীনাম
প্রতি মঠে দেবালয়ে করেন প্রণাম।

তেরশ একান্ন সালে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত
দিগসুই গুরুধামে হল উদ্‌যাপিত।
যথারীতি চলে পাঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন
চলে দীক্ষাদান আর অন্ন বিতরণ।
ভক্তশিষ্য আনাগোনা করে শত শত
আনন্দমেলায় গ্রাম হল পরিণত।

অতঃপর হেথাকার চাতুর্ম্মাস্য শেষে
বাহির হলেন তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশে।
অযোধ্যা ও কাশীধাম হল পর্য্যটন
সঙ্গেতে অমরনাথ আর নারায়ণ।

তেরশ বাহান্ন সালে কটক সহরে
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হল তেলেঙ্গাবাজারে।
হেথাকার রঘুনাথ মন্দির বিখ্যাত
সুবিশাল সে মন্দিরে হল এই ব্রত।
ভুজেন সতীশ-আদি প্রভুগতপ্রাণ
হেথাকার চাতুর্ম্মাস্যে উদ্যোগী প্রধান।
অখণ্ড শ্রীনামযজ্ঞ অর্ধশত দিন
চলিল এবার হেথা বিরামবিহীন।
উড়িয়া ভক্তেরা সব আসে দলে দলে
গাহে নাম উচ্চকণ্ঠে সানন্দে সকলে।
মৃদঙ্গ বাজায় এরা অতি চমৎকার
উত্তাল নামেতে যেন ভাসে চারিধার।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' মুখে নাহি হয় উচ্চারণ
প্রেমানন্দে 'ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ' করে সঙ্কীর্ত্তন।
'কৃষ্ণ' বলাবার চেষ্টা চলে 'ক্রুষ্ণ' স্থলে
রসনা বশে না আসে—'ক্রুষ্ণ' তবু বলে।
ভক্তি প্রেমে পরিপূর্ণ সরল হৃদয়
এদের উৎসাহ চিত্তে জাগায় বিস্ময়।
কখন কৌতুক করি কহেন কাহারে—
''ক্রুষ্ণ ক্রুষ্ণ' কীর্ত্তন কি আনন্দ সঞ্চারে?''
মাথা নেড়ে ভক্ত করে শীঘ্র নিবেদন—
''এমন আনন্দ আর পাই নি কখন।''
চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন পাঠ সদাব্রত
দীক্ষা পেয়ে ধন্য হয় ভক্ত শত শত।
আসে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট য়্যাড্‌ভোকেটগণ
আর কত গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জন।

প্রভুর স্নেহে ও প্রেমে মুগ্ধ হয় সবে
চরণে আশ্রয় কেহ লয় অবিলম্বে।
এদের দীনতা ভক্তি নাহি জানে সীমা
না পায় প্রকাশ পদমর্য্যাদা-গরিমা।
ধনী গুণী গৃহীগণ না আসে কেবল
আসেন সংসারত্যাগী সাধু-সন্ত দল।
কোন সন্ত অভিমান দিয়ে বিসর্জ্জন
প্রভুর চরণে করে শরণ গ্রহণ।
অকপট চিত্তে তারা করেন স্বীকার—
"বয়েছি সুদীর্ঘ কাল সন্ন্যাসের ভার
বৃথাই করেছি এই গেরুয়া ধারণ
বৃথাই করেছি কত কঠোর সাধন।
বহু পুণ্যে লভি তব চরণে আশ্রয়
নাই আজ কোন খেদ নাহিক সংশয়।"

কটকের জমিদার শ্রীক্ষিতীশ রায়
সতত সজাগ দৃষ্টি প্রভুর সেবায়।
বিদুষী আনন্দময়ী ধর্ম্মপত্নী তার
সবাকার সাথে অতি মিষ্ট ব্যবহার।
শুনিতে প্রভুর পাঠ অসীম আগ্রহ
পতি-পত্নী দু'জনায় আসেন প্রত্যহ।
পাঠ শেষে রাত্রে করি প্রসাদ গ্রহণ
তৈলযানে গৃহপানে করেন গমন।
উড়িয়া সংবাদপত্র 'মণিমঞ্জুষা'য়
ছাপা হল প্রভু কথা পরম শ্রদ্ধায়।
সেই সাথে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-বিবরণ
সবিস্তারে হল সেই পত্রেতে মুদ্রণ।

শ্রীধাম ডুমুরদহ পরের বৎসর
হল নাম কীর্ত্তনের ধ্বনিতে মুখর।
আকাশে বাতাসে ভাসে আনন্দের সুর
চলিছে চাতুর্ম্মাস্য হেথায় প্রভুর।

যথারীতি চলে দীক্ষা পাঠ আর নাম
অন্নদান সদাব্রতে নাহিক বিরাম।
ভক্তশিষ্য আসে কত নাই সংখ্যা তার
একষট্টি দিবস নাম চলিল এবার।

একই ধারায় চলে প্রভুর জীবন
চির পুরাতন তবু চির সে নূতন।
তেরশ তিপ্পান্ন সাল লইল বিদায়
চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল এল পুনরায়।
বাঁকুড়ার অন্তর্গত দশেঁড়ে আশ্রম
ধন্য হল কৃপাধারা লভি অনুপম।
মহোৎসাহে শ্রীনামের হল অধিবাস
চলিল অখণ্ড নাম হেথা তিনমাস
মহামন্ত্রে মুখরিত রহে চারিধার
হয় কত কলিহত পাতকী উদ্ধার।

তেরশ পঞ্চান্ন সালে বর্ধমানস্থিত
একলকী গ্রামে হল চাতুর্ম্মাস্য ব্রত।
এখানেও তিন মাস কাল অবিরাম
আনন্দ উৎসাহ ভরে চলিল শ্রীনাম।
যথাকালে চাতুর্ম্মাস্য হলে সমাপন
পুরীধামে মৌন প্রভু করেন গ্রহণ।
দীর্ঘকাল মৌনব্রত চলিল কঠোর
আপন অন্তরে প্রভু আনন্দে বিভোর।
অবশেষে চৈত্রমাসে ত্যজি মৌন ব্রত
শ্রীনাম প্রচারে পুন হলেন নিরত।

ক্রমশঃ বয়স বাড়ে 'বড় অতিথি'র
উপনয়নের তার দিন হল স্থির।
প্রভুর কর্ম্মের ধারা অলৌকিক সব
অবিলম্বে সুরু হল উদ্যোগ পরব।

নিমন্ত্রণ পত্ররাজি মার নামে লিখে
প্রথমত বিতরণ হল দিকে দিকে।
বহুজনে নিমন্ত্রণ যেথা প্রয়োজন
পত্রদ্বারা সে উদ্দেশ্য না হয় সাধন।
গ্রামে গ্রামে প্রতিনিধি করি তাই শেষে
নির্দ্দেশ দিলেন প্রভু তাদের উদ্দেশে—
"যার সাথে যার হবে এক্ষণে সাক্ষাৎ
সে করিবে নিমন্ত্রণ তারে তৎক্ষণাৎ।"
নিমন্ত্রণ করা হল হাজার হাজার
ত্যাগীশিষ্য ধীরানন্দ হল কেশিয়ার।
এ যেন সে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান
না দেখিলে করা নাহি যায় অনুমান।
অযাচিত অর্থ আসে থলি ভরে ভরে
প্রভুর নির্দ্দেশে ব্যয় হয় অকাতরে।
আপনার কিছু তাঁর নাই প্রয়োজন
সবারে আনন্দ দিয়ে আনন্দিত হন।
অর্থের বিষয়ে চির অনাসক্ত প্রভু
টাকা-কড়ি স্পর্শ নিজে না করেন কভু।
একজন অভিযোগ করিল হঠাৎ—
"অমুক করিছে বহু অর্থ আত্মসাৎ।"
প্রভু তারে মিষ্টবাক্যে বলেন তখন—
"প্রারব্ধ করিতে ক্ষয় করিছে হরণ।
অপরের নিলে দেবে জেলেতে নিশ্চয়
এ-র অর্থ নিয়ে করে প্রারব্ধের ক্ষয়।"

কভু চলে পরিক্রমা প্রচার উদ্দেশে
তীর্থ পর্য্যটনে যান কভু দূর দেশে।
প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে কখন কখন
প্রচার কারণে প্রভু করেন ভ্রমণ।
প্রভাত সময়ে হয় যেথায় সাক্ষাৎ
হয়ত সেথায় নাহি কাটে সেই রাত।

আজ প্রভু কলিকাতা কাল কাশীধামে
আবার দু'দিন বাদে হয়ত আসামে।
পরদিন যান পুরী কিম্বা তাড়িঘাট
যেথা যান বসে সেথা আনন্দের হাট।
খেলাঘর সম সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
দয়াল-নিঠুর পুন চলেন এগিয়ে।
এ পথ চলায় যেন নাহিক বিরতি
পতিতের গতি তরে তাঁর এই গতি।
অনিকেত সীতারাম বিশ্ব জুড়ে ঘর
ঘুরিছেন দেশে দেশে মহা যাযাবর।
অনন্ত প্রভুর লীলা অমৃত সমান
কোথা আদি কোথা অন্ত না পাই সন্ধান।
তবু মনে আস্বাদনে জাগে অভিলাষ
অধম দাসের তাই এ দীন প্রয়াস।
ভুল দোষ ক্ষমা করি ওহে দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৮

।। দাক্ষিণাত্য প্রচারে যাত্রা—১৩৫৬ ।।

।। খুরদায় আকস্মিক বিরতি ও প্রচার।। ভক্ত গোবর্দ্ধন।।

তেরশ ছাপ্পান্ন সালে বর্ষারম্ভ কালে
প্রচার প্রস্তুতি পুন পূর্ণোদ্যমে চলে।
পুণ্যভূমি ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল
এবারের প্রচারের মূল লক্ষ্যস্থল।
সাঙ্গ হল অবিলম্বে যাত্রা আয়োজন
সঙ্গীরা সাগ্রহে করে প্রহর গণন।
বারই বৈশাখ এল বিদায়ের দিন
আশ্রম প্রাঙ্গণ আজ বিষাদে মলিন।
ভরেছে মায়ের মন দারুণ ব্যথায়
স্বভাব সুলভ হাসি নিয়েছে বিদায়।
কত কষ্ট পাবে পুত্র দূর-দূরান্তরে
এ বেদনা শেল সম বিঁধিছে অন্তরে।
অতি ভোরে উঠি রেঁধে বিবিধ ব্যঞ্জন
করালেন সযতনে সবারে ভোজন।
ভক্তিভরে বন্দি প্রভু মায়ের চরণ
শ্রীগুরু-পাদুকা বক্ষে করেন বন্ধন।
শ্রীহস্তে গ্রহণ করি করতালদ্বয়
ঘোষিলেন উচ্চকণ্ঠে গুরুনামে জয়।
অবিলম্বে যোগ দিল সঙ্গী শিষ্যগণ
সেবানন্দ ধ্যানানন্দ গোবিন্দ সাধন
গৌর আর শম্ভু স্কন্ধে ঝোলাঝুলি সব।
সাথে আছে বাদ্যযন্ত্র বিবিধ প্রকার
শ্রীনাম কীর্ত্তন সুরু হল এইবার।

নীরবে গম্ভীরভাবে ভক্ত গোবর্দ্ধন
এক পাশে থাকি সব করে নিরীক্ষণ।

প্রভু পাশে ছুটে এসে দ্রুত আচম্বিতে
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে লাগিল নাচিতে।
দুই বাহু তুলি নাচে পাগলের প্রায়
নয়নের জলধারে বক্ষ ভেসে যায়।
উচ্চস্বরে বারে বারে করে উচ্চারণ—
"গুরো গুরো কৃপা কর গুরো নারায়ণ।"
ক্ষণে ক্ষণে হয় দেহে সাত্ত্বিক স্পন্দন
ধূলি তুলি দেয় স্বীয় মস্তকে কখন।
কখন বা অন্যদের দেয় শিরোপরে
"নারায়ণ পরা বেদা ...."গায় উচ্চস্বরে।
প্রভু হতে দূরে নিতে যতেক যতন
ব্যর্থ করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোবর্দ্ধন।
কাল বয়ে যায় দেখে প্রভু অবশেষে
স্থাপিলেন পদ্মহস্ত তার শিরোদেশে
ক্ষণমধ্যে গোবর্দ্ধন ভিন্নরূপ ধরি
কাঁপিতে লাগিল ঘন পৃথ্বী 'পরে পড়ি।
প্রভু-পাদপদ্ম প্রেমে পাকড়ি সবলে
সিক্ত করি দেয় ভক্ত নয়নের জলে।
জোর করি টানি প্রভু লইলা চরণ
ভূমিতলে গোবর্দ্ধন রহে অচেতন।
বেদনায় ভারাক্রান্ত বিদায়ের ক্ষণে
এ দৃশ্য বাড়ায় ব্যথা সবাকার মনে।
উন্নত সাধক এই ভক্ত গোবর্দ্ধন
তখনো সে করে নাই শিষ্যত্ব গ্রহণ।
নাদ বিন্দু জ্যোতি নিয়ে গম্ভীর ভাষায়
করেছে বিতর্ক ঘোর বিগত নিশায়।
ঠাকুরের অনুভবে হয়ে সন্দিহান
চেয়েছিল কাল রাত্রে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
যুক্তিতর্ক কোথা আজি কোথায় সংশয়
সব যেন গেল ভেসে ভাবের বন্যায়।

গ্রীষ্মকাল—সমাসন্ন তপ্ত দ্বিপ্রহর
পদব্রজে পরিক্রমা নয় সুখকর।
পীড়াপীড়ি করে সবে রিক্সাতে যেতে
প্রভু তায় সম্মত না হন কোন মতে।
দলের সম্মুখে রাখি নিশানবাহকে
চলিলেন দ্রুতগতি ষ্টেশনের দিকে।
বাহু তুলে নেচে নেচে গাহে সবে নাম
বাজিছে মৃদঙ্গ আর করতাল দ্রাম।
প্রভুর সান্নিধ্যসুখে সবে উদ্দীপিত
ভরাপেটে নামে নৃত্যে হয়ে ওঠে মত্ত ।
পথিপার্শ্বে জানালায় ভিড় করে সবে
পথচারী চেয়ে থাকে বিস্ময়ে নীরবে।
যে পথ চলিতে এক ঘণ্টা প্রয়োজন
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র লাগিল এখন।
ওয়ালটেয়ারে যাওয়া হবে প্রথমতঃ
টিকেটাদি সংগৃহীত হল সেই মত।
'খুরদা লোকাল' এল অনতিবিলম্বে
এক কামরার মাঝে উঠিলেন সবে।

প্রভুহারা পুরী যেন অন্ধকার পুরী
ভকতের প্রাণ ওঠে ব্যথায় গুমরি।
তুলে দিতে এসেছে যে শিষ্যভক্তগণ
ছল-ছল করে এবে তাদের নয়ন।
প্রণমিল প্রভু পদে এক এক করে
আশীর্ব্বাদ করি প্রভু ক'ন স্নেহ ভরে—
"নিত্য নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবি সকলে
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য দূরে যাবে চলে।...."
যথাকালে বাষ্পযান ত্যজিল ষ্টেশন
গাড়ীতে অখণ্ডভাবে চলিল কীর্ত্তন।
নাম ছাড়া নাহি রহে প্রভু সীতারাম
ট্রেনে-বাসে-জলযানে সদা চলে নাম।

সঙ্গীদের বিশ্রামের হয় প্রয়োজন
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই প্রভুর কখন।
খুরদা রোডেতে গাড়ী পৌঁছিল সত্বর
ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার স্বল্পকাল পর।
নূতন গাড়ীতে সবে করি আরোহণ
সানন্দে করিল সুরু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রেল কর্ম্মচারীগণ আসি অকস্মাৎ
কহিল কাতর কণ্ঠে করি যোড়হাত—
"রাতটুকু আজ হেথা থাকুন অন্ততঃ ...."
ব্যাকুলতা দেখি প্রভু হন অভিভূত।
অবশেষে করিলেন সম্মতি জ্ঞাপন
মহানন্দে আত্মহারা কর্ম্মীভক্তগণ।
পুনঃ পুনঃ প্রভু পদ-পঙ্কজ পরশে
গাহে মুখে হরিনাম পরম হরষে।
সঙ্গীদের মালপত্র লোকজন দ্বারা
পাঠাইল ত্বরা করি যথাস্থানে তারা।
গাড়ী হতে নেমে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
নাম গেয়ে রাজপথে অগ্রসর হন।
খোল করতাল সহ গাহে সঙ্গীগণ
যোগ দেয় একে একে পান্থ বহুজন।
খালি এক কোয়ার্টার হল বাসস্থান
সদলে করেন প্রভু সেথা নামগান।
শিশু বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় নরনারী কত
অতি অল্পক্ষণ মধ্যে হল সমাগত।
ভক্তিভরে শান্তভাবে ক্রমশঃ সকলে
লুটায় প্রভুর রাঙা চরণকমলে।
এত ভিড় তবু অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার
গণ্ডগোল নাহি হয় কোনও প্রকার।
আপন আপন স্থানে বসি ভক্তগণ
পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন শ্রবণ।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পানে দৃষ্টি অপলক
সুভোজ্য সমক্ষে যেন বুভুক্ষু বালক।

অপরাহ্ন কালে পুন প্রভুর নির্দ্দেশে
সকলে বাহির হল প্রচার উদ্দেশ্যে।
উড়িয়া বাঙ্গালী আর দাক্ষিণাত্যবাসী
যোগ দিল নামগানে একে একে আসি।
বাজারের কাছে নাম পৌঁছিল যখন
চতুর্দিক হতে ভক্ত এল অগণন।
এত ভিড় পথ চলা বড়ই দুষ্কর
আকাশ বাতাস সব শ্রীনামে মুখর।
শঙ্খধ্বনি করিছেন প্রভু বার বার
নামে উদ্দীপনা তায় বাড়ে সবাকার।
নামকারী নাচে পিয়ে সুরের মাদক
লম্ফ দিয়ে নাচে তালে শ্রীখোল বাদক।
ভক্তগণ নৃত্য করে দুই বাহু তুলে
কোট প্যান্টপরা বাবু নাচে হেলে-দুলে।
বাজীকর সম যিনি নাচান সবারে
সে প্রভুর মহালীলা কে বুঝিতে পারে!
অর্থ ফল মিষ্ট লয়ে এল কত জন
প্রভুর ইঙ্গিতে অর্থ হল প্রত্যর্পণ।
বিতরণ হল সব মিষ্ট আর ফল
ধীরে ধীরে চলে পথে শ্রীনামের দল।
বিশাল জনতা এক পিছু পিছু চলে
আনন্দে মাতিয়া গায় শ্রীনাম সকলে।
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ হল চারিধার
নাম বিনা শ্রবণে না পশে কিছু আর।

পুরী একস্প্রেস যোগে পূজনীয়া মাতা
ফিরিবেন শিষ্যগণ সহ কলিকাতা।
ষ্টেশনের পানে প্রভু হন অগ্রসর
বাঞ্ছিত বাষ্পীয় যান এল স্বল্প পর।
অভাবিতভাবে পেয়ে প্রভুর দর্শন
আনন্দে অধীর মাতা আর শিষ্যগণ।

শ্রদ্ধাভরে প্রভু আর শিষ্যভক্তদল
প্রণমিল জননীর চরণকমল।
কলিকাতাগামী দলে আছিল আদিত্য
প্রভুর চরণে তার চিত্ত সমর্পিত।
প্রচারেতে সঙ্গী হতে বাসনা প্রবল
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল।
শুধালেন প্রভু তাই—"টাকা আছে সাথে?"
আদিত্য কহিল—"স্বর্ণ তাগা আছে হাতে।
শ' চারেক টাকা পাব এর বিনিময়ে
এ কাজে না লাগে যদি কী হবে এ দিয়ে।"
"চল তবে"—কহিলেন প্রভু হেসে হেসে
ঝাঁকুনি দিলেন জোরে ধরি তার কেশে।
গোবর্দ্ধন পুনরায় পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি
প্রভুর চরণতলে যায় গড়াগড়ি।
কেঁদে কেঁদে সকাতরে করে নিবেদন—
"আমিও তোমার সাথে করিব গমন।
যেওনা আমায় ফেলি মিনতি চরণে,
তোমার বিহনে আমি বাঁচিব কেমনে?"
বক্ষমাঝে প্রভু তারে করিয়া ধারণ
বোঝালেন বলি কত মধুর বচন
তবু আজি নাহি রাজী গৃহেতে ফিরিতে
সেবকেরা জোর করি তুলিল গাড়ীতে।
লম্ফ দিয়া গোবর্দ্ধন পড়িল ভূতলে
আবার তুলিল তারে শিষ্যেরা সবলে।
পুনরায় গোবর্দ্ধন করে লম্ফ দান
পরক্ষণে বাষ্পযান হল চলমান।

ফিরে এসে দেখিলেন ভক্ত শত শত
বাসস্থান সন্নিকটে প্রতীক্ষায় রত।
পুণ্য দরশনে মহা আনন্দে সকলে
লুটাতে লাগিল ত্বরা শ্রীচরণতলে।

অচিরে সভার এক হল আয়োজন
শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রভু দিলেন ভাষণ।
স্বভাবমধুর কণ্ঠে সরল ভাষায়
উপদেশ চলে সেথা একঘণ্টা প্রায়।
মুগ্ধচিত্তে ভক্তগণ করিছে শ্রবণ
সহসা হলেন প্রভু সমাধিমগন।
সমাধি ভঙ্গের পর আবার সকলে
লুটাল প্রভুর রাঙা চরণকমলে।
রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দ ভোজনের তরে
জানাল প্রভুর পদে প্রার্থনা কাতরে।
বার বার অনুনয় করে তারা কত
প্রভু তবু কিছুতেই না হন সম্মত।
চিঁড়া সহ ফলমিষ্টি করি নিবেদন
সবে মিলে করিলেন প্রসাদ গ্রহণ।

যাত্রার প্রস্তুতি পুন পরদিন প্রাতে
গোবর্দ্ধন যথারীতি যেতে চায় সাথে।
ফিরিবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে তার
করিলেন যাত্রা প্রভু ওয়ালটেয়ার।
বাষ্পযানে পালাক্রমে চলিল শ্রীনাম
হঠাৎ নিলেন টেনে হারমোনিয়াম।
বলিলেন—"তোরা সবে করে নিলি পালা
সীতারাম বাদ পড়ে রয়েছে একেলা।
এইবার এ-র পালা—ইচ্ছা যদি হয়
বাজাতে পারিস মাত্র তার বেশী নয়।"
গাহিলেন নানাবিধ সুরে বহুক্ষণ
আনন্দে উজ্জ্বল তাঁর মধুর আনন।

ক্ষণে ক্ষণে নব নব লীলার বিলাস
মূর্খ মুই কেমনে তা করিব প্রকাশ!
অক্ষমতা ক্ষমা করে দাস জনার্দ্দনে
দিও ঠাঁই জন্মে জন্মে ও রাঙা চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৩৯

।।ওয়ালটেয়ারে স্বল্পক্ষণ—১৩৫৬।।
।। ভিজাগাপট্টমে প্রচার।।
।। ভক্ত সীতারামিয়ার প্রতি কৃপা ।।

ওয়ালটেয়ারে রাতেএল বাষ্পযান
একে রাত্রি তদুপরি অচেনা এ স্থান।
না মেলে আশ্রয় কোথা বিশ্রামের তরে
খেদ নাই তবু তায় প্রভুর অন্তরে।
ষ্টেশন সংলগ্ন ছিল রেলের ভবন
বারান্দায় রাত্রি সবে করেন যাপন।
প্রভাত সময়ে আসি কহে দারোয়ান—
"অবিলম্বে ছেড়ে যেতে হবে এই স্থান।"
কহিলেন হেসে প্রভু বিকারবিহীন—
"একভাবে কারো নাহি কাটে চিরদিন।
য়্যাসা দিন না রহেগা রাখিস বিশ্বাস
দুঃখকষ্ট সুখেরই তো শুভ অধিবাস।
যা কিছু মঙ্গল তরে করে ভগবান
শৌচ সারা হলে তোরা ছেড়ে দে এ স্থান।"

অদূরে সমুদ্রতীরে ভিজাগাপট্টম
অচিরে গেলেন সেই স্থানে মনোরম।
'টারনার্স চোলট্রী'তে পাওয়া গেল ঘর
মালপত্র রাখা হল সেথায় সত্বর।
'চোলট্রী' ও 'ছত্রম্'—এই শব্দদ্বয়
ধর্ম্মশালা অর্থে হেথা ব্যবহৃত হয়।
ছত্রপার্শ্বে বৃক্ষতলে লয়ে সঙ্গীগণ
আরম্ভ করেন প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম ও নামীর কী যে তীব্র আকর্ষণ
অচিরেই জনারণ্য হল সে প্রাঙ্গণ!

শ্রীনামের চতুর্দ্দিকে ভিড় করি সবে
শ্রবণ করিছে নাম সাগ্রহে নীরবে।
কেহ করে শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
কেহ দেয় নানা মিষ্ট কেহ কলা আম।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীশিষ্যগণ
ফল মিষ্ট অবিলম্বে করে বিতরণ।
সঙ্গীদ্বয় আসি কয় বিষণ্ণ বয়ানে—
"কন্ট্রোলের কড়াকড়ি ভীষণ এখানে।
কোন মতে নাহি হল চালের যোগাড়।"
প্রভুর তা শুনি সে কী আনন্দ অপার!
কহিলেন—"ভয় নাই কর নাম গান
ভগবান যা করেন তাতেই কল্যাণ।"
এ কথায় নাহি হয় তুষ্ট সঙ্গীগণ
গাহে নাম মনোভাব করি সঙ্গোপন।

ভদ্র এক এল সেথা স্বল্পকাল পর
প্রভুর সম্বন্ধে তার আগ্রহ বিস্তর।
নিবারিতে কৌতূহল গোবিন্দজী বলে—
"বঙ্গদেশ হতে মোরা এসেছি সকলে।
শীর্ণকায় জটাধারী ঐ যে অদূরে
সবাকার মধ্যস্থলে সুমধুর সুরে
গাহিছেন নেচে নেচে 'হরে কৃষ্ণ' নাম
ইনিই মোদের গুরু প্রভু সীতারাম।
প্রচারে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর
দিকে দিকে মহামন্ত্র বিলাতে তৎপর।
দ্বাদশ বৎসর হেন চলিছে প্রচার
এসেছেন কৃপা করি হেথা এইবার।"
শুনি সব আনন্দিত চিতে আগন্তুক
প্রভু সনে আলাপনে অতীব উৎসুক।
গোবিন্দ কহিল—"প্রভু ইংরাজী না জানে
যা বলার অসংকোচে বলুন এখানে,

জানাব সে সব তাঁরে অনতিবিলম্বে।"
আগন্তুক ভক্ত কহে—" কথা পরে হবে।
প্রণামে সুযোগ করে দিন প্রথমতঃ
বড়ই অসুস্থ আমি চলিতে অশক্ত।"
শুনেই এলেন সেথা প্রভু সীতারাম
আগন্তুক ভক্তিভরে করিল প্রণাম।
প্রভু তারে স্নেহভরে করি আলিঙ্গন
শুধালেন—"এ-র কাছে কী বা প্রয়োজন?"
নিয়ে যেতে চায় নিজ গৃহে সে প্রভুরে
প্রার্থনা জানাল অতি বিনয়ের সুরে।
স্পষ্টভাবে অসম্মতি জানালেন প্রভু
আগন্তুক প্রার্থনায় অবিচল তবু।
প্রাণের প্রার্থনা তার করিতে পূরণ
প্রভু পদে বারে বারে করে নিবেদন
রোগজীর্ণ স্থূলদেহ কষ্টে নত করি
কহিল সে অবশেষে শ্রীচরণ ধরি—
"শুনেছি স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের নাই
ভক্তের ইচ্ছায় তিনি চলেন সদাই।
আজিকে তোমারি জেদ রহিল বজায়
ভক্ত নই তাই আমি বড় অসহায়।"
শেষ দিকে বাষ্পরুদ্ধ হল কণ্ঠস্বর
ঝরিল নয়ন হতে অশ্রু ঝর ঝর।
অশ্রুবিন্দু সম কীবা আছে উপচার
স্থির না থাকিতে প্রভু পারিলেন আর।
হেসে পুন ভক্তবরে করি আলিঙ্গন
কহেন—"করিবে তব গৃহে এ গমন।
তবে এক শর্ত আছে করহ শ্রবণ
সেথা গিয়ে নাহি হবে ভোগাদি রন্ধন।
দিতে পার দই চিড়া ফল কিছু আর
তার দ্বারা হবে সারা ভোগ দেবতার।"
প্রভুমুখে হেন বাক্য শ্রবণের পর
অতিশয় আনন্দিত হল ভক্তবর।

যানযোগে যেতে প্রভু সম্মত না হন
নাম নিয়ে পদব্রজে করেন গমন।
দ্বারদেশে করযোড়ে করি আবাহন
স্বহস্তে করিল ভক্ত পাদ-প্রক্ষালন।
গৃহ অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে অনন্তর
বসিতে আসন দিল অতীব সুন্দর।
দেবদেবী মূর্ত্তি কত শোভে অনুপম
গৃহ নয় মনে হয় এ যেন আশ্রম।
মঙ্গলগিরি সীতারামিয়া নাম তার
হেথাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনী জুয়েলার।
হীরা মণি মুক্তাদির কারবার করে
বহু গৃহ পণ্যশালা আছে এ সহরে।
বসনভূষণে নাই কোন আড়ম্বর
পরিধেয় বস্ত্রখানি হাঁটুর উপর।
ভূমিতে লুটিয়ে করে প্রভুরে প্রণাম
নেত্রদ্বয় হতে ঝরে অশ্রু অবিরাম।
দেহ তার বারংবার হয় রোমাঞ্চিত
নামকারী শিষ্যগণ তায় উদ্দীপিত।
খোল করতাল ঝাঁজ বাজিছে মধুর
নামের ধ্বনিতে সারা গৃহ ভরপুর।
এ গৃহের লজ্জাশীলা পুরনারীগণ
রেখেছিল ব্যবধান যত্নে এতক্ষণ।
আর নারে রহিবারে অন্তরালে স্থির
এমনই আকরষণ নাম ও নামীর!
এবার হাজির হল প্রভুর সম্মুখে
আঁখিকোণে আনন্দাশ্রু স্নিগ্ধ হাসি মুখে।
অপলক নেত্রে করে শ্রীরূপ দর্শন
শ্রীঅঙ্গও ভাবাবেশে টলিছে তখন।
সমাধিমগন প্রভু হলেন সত্বর
গৃহস্বামী প্রণমিতে হল অগ্রসর।
বাধা দিয়ে সবিনয়ে কহে সঙ্গীগণ—
"সমাহিত রয়েছেন ঠাকুর এখন।

নির্দ্দেশ রয়েছে তাঁর —এ সময় কেহ
করিবে না স্পর্শ তাঁর অপার্থিব দেহ।''
সঙ্গীরা করিল নাম অর্দ্ধ দণ্ড প্রায়
আবার এলেন প্রভু বাহ্য অবস্থায়।
অনন্তর পূজা পাঠ হলে সমাপন
চিড়া দই ফল মিষ্টি হল নিবেদন।
প্রভুর 'গ্রহণ' অন্তে সঙ্গীশিষ্যদল
আকণ্ঠ ভোজন করে সুভোজ্য সকল।
উপবাসী গৃহস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশে
মধ্যাহ্ন ভোজন লাগি গেল অবশেষে।
এই অবসরে প্রভু ক'ন সঙ্গীগণে—
''য়্যাসা দিন না রহেগা—থাকে যেন মনে।
কভু গাছতলা আর দোতলা কখন
বারান্দায় রাত্রি কাল করিলি যাপন।
দারোয়ান তাড়া দিল প্রভাত সময়
পথে পথে ঘুরে ছত্রে মিলিল আশ্রয়।
আবার এখন চেয়ে দেখ ভগবান
জুটিয়ে দিলেন কত মনোরম স্থান।
অপেক্ষিছে বৃক্ষতল বুঝি পুনরায়
সুখ দুঃখ কর লক্ষ্য আসে আর যায়।
এ দুটিরে সমভাবে করিলে গ্রহণ
দুঃখ নাহি দুঃখপ্রদ হয় কদাচন।''

গৃহকর্ত্তা সাঙ্গ করি মধ্যাহ্ন ভোজন
প্রণমিয়া করযোড়ে করে নিবেদন—
''মহাভাগ্য ফলে তব পাদপদ্ম চুমি
ধন্য আজি এ দাসের এই বাসভূমি।
তবু নাহি পাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রাণে
করুন কৃতার্থ সেবা অধিকার দানে।
অধম দাসের এক আছে নিকেতন
সমুদ্রের সন্নিকটে— ক্ষুদ্র আয়তন।

যতদিন অভিলাষ করি সেথা বাস
করুন প্রচার —এই ভিখ মাগে দাস।"
ভাবিলেন চুপ করি প্রভু কিছুক্ষণ
অবশেষে করিলেন সম্মতি জ্ঞাপন।
মহানাম গান করি অপরাহ্ন কালে
ছত্রে উপনীত প্রভু হলেন সদলে।
প্রাঙ্গণে উদ্দণ্ডভাবে চলিল কীর্ত্তন
ও বেলার মত শ্রোতা এল অগণন।
কত জন আসি কত ফল দিয়ে যায়
বিতরিত হল সব প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাবেতে বিহ্বল কেহ শ্রীনাম শ্রবণে
কেহ বা লুটায় আসি অভয় চরণে।
ঘণ্টা দুই নাম করি চলিলেন ফিরে
বহুজন পিছু পিছু চলে ধীরে ধীরে।
নেচে নেচে চলে সবে গাহি মহানাম
পথিমধ্যে বহু ভক্ত জানায় প্রণাম।
জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসি এ সময়ে
শম্ভুর নিকট হতে খোল নিল চেয়ে।
নেচে নেচে খোল বাদ্য করে ভক্তবর
নামে নৃত্যে মেতে ওঠে সকলে সত্বর।
ভক্ত সীতারামাইয়ার একান্ত আগ্রহে
পদধূলি দেন তার দোকানে ও গৃহে।
উভয় স্থানেই হল প্রচণ্ড কীর্ত্তন
ভিড় করি নরনারী এল অগণন।
শ্রীনাম শ্রবণে আর প্রভুর দর্শনে
আনন্দ ধরে না যেন ভক্তদের মনে।
আনন্দে করিছে নৃত্য প্রভুর অন্তর
সমাধিমগন তিনি হলেন সত্বর।
খোল ছেড়ে নবাগত ভক্ত অকস্মাৎ
নাচিছে উন্মাদবৎ তুলি দুই হাত।
নাম তারে আকর্ষণ করেছে এমন
দেহ গেহ কিছু আর নাহিক স্মরণ।

জরুরী কার্য্যের তার ছিল খুব তাড়া
কীর্ত্তন আনন্দে এবে বাহ্যজ্ঞানহারা।
নাচিতে নাচিতে ভক্ত হয়ে অচেতন
প্রভুর চরণতলে পড়িল তখন।
শ্রীনাম শ্রবণে জ্ঞান লভিল অচিরে
প্রভুও এলেন বাহ্য অবস্থায় ফিরে।
প্রণমিল নবাগত পাঁচ টাকা দিয়ে
টাকা ক' টি প্রভু তারে দিলেন ফিরিয়ে।
প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল এইবার
পাগল শ্রীহরনাথ গুরুদেব তার।
কেশে ধরি প্রভু তারে কহেন আদরে—
"পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছ অন্তরে।"

অনেক হয়েছে রাত তাই অবিলম্বে
বাসস্থান অভিমুখে চলিলেন সবে।
সীতারামিয়ার ভ্রাতা চন্দনরামিয়া
দিয়েছে পূর্ব্বেই ফল দুধ পাঠাইয়া।
প্রেম ভকতির দাবী এদের অন্তরে
সম্মতির তরে তাই অপেক্ষা না করে।
চাল ডাল তরকারী ফল-মূল নানা
দধি দুগ্ধ ঘৃত মিষ্ট জানা ও অজানা
অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রত্যহ পাঠায়
সতত সতর্ক দৃষ্টি প্রভুর সেবায়।
উভয় ভ্রাতার হৃদে ভকতি বিস্তর
ভক্তিতে জিনিল তারা প্রভুর অন্তর।
ভক্তির মাহাত্ম্য ভবে কে বলিতে পারে
ভক্তিসম মহারত্ন কী আছে সংসারে!
ভক্ত প্রতি ভগবান সদাই সদয়
ভক্তের নিকট তাঁর চির পরাজয়।

ভক্ত ঠাঁই পরাজয়ে পরানন্দ তাঁর
নাহি পাই আদি অন্ত এ মহালীলার।

এ দীনের এক বিন্দু নাহিক ভকতি
ভাবি চিতে অন্তিমেতে কীবা হবে গতি!
অগতির গতি ওহে প্রভু কৃপা করি
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪০

।।ভিজাগাপট্টমে প্রচার—১৩৫৬।। 'পেণ্টামা'র প্রেম ।।
।। সিংহাচলমে দর্শন ও প্রচার।।

শ্রীনামে মুখর হল ভিজাগাপট্টম্
পরিবেশ হেথাকার অতি মনোরম।
দক্ষিণ ও বামদিকে সুন্দর পাহাড়
সম্মুখে সমুদ্র শোভে অনন্ত অপার।
প্রভাত সময়ে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
স্নান লাগি সমুদ্রেতে করেন গমন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি অম্বু-অধীশ্বরে
সিঞ্চিলেন পূত বারি মস্তক উপরে।
অনন্তর ধীরে ধীরে নেমে যান জলে
পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামে সঙ্গীরা সকলে।
সফেন রজতশুভ্র ঢেউগুলি আসে
"আ যাও আ যাও"—প্রভু ডাকেন উল্লাসে।
উত্তাল তরঙ্গমালা অতি ভয়ঙ্কর
কৌশলে কাটিয়ে প্রভু হন অগ্রসর।
বিজয় গরবে হেসে চলেন্ সম্মুখে
আনন্দের হাসি ফোটে সঙ্গীদের মুখে।
মহানন্দে জলক্রীড়া করি কিছুক্ষণ
উঠিলেন তীরে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ।
স্থানীয় মহিলা এক এল স্বল্প পর
বয়স পঁচিশ কিম্বা ছাব্বিশ বৎসর।

বেশভূষা সাদাসিধা সহজ সরল
হাসিভরা মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল।
প্রভুর চরণে পড়ি লাগিল কাঁপিতে
উঠিয়া দাঁড়াল ত্বরা প্রভুর ইঙ্গিতে।
কহিল অনেক কথা দুর্বোধ্য ভাষায়
হাত নেড়ে আরো কত বলে ইসারায়।
প্রভুরে সে নিয়ে যেতে চায় নিজ ঘরে
টানিতে লাগিল তাই হাত খানি ধরে।
নিঃসঙ্কোচ আচরণ দেখি মনে হয়
যেন কত জনমের কত পরিচয়।
সদলে গেলেন প্রভু করি সঙ্কীর্ত্তন
বসিতে সে মায়ী দিল উচ্চ কাষ্ঠাসন।
পাত্রমধ্যে ধৌত করি চরণযুগল
শিরে স্পর্শি যত্নে তুলে রাখিল সে জল।
ভাবাবিষ্ট চিত্তে করি কর্পূরে আরতি
চরণকমলে মায়ী জানাল প্রণতি।
প্রভু তার শিরস্পর্শ করি অনন্তর
বাসস্থান অভিমুখে হন অগ্রসর।
বাহিরে অপেক্ষমান নরনারীগণ
অচিরে চরণধূলি করিল গ্রহণ।

জলযোগ অন্তে প্রভু করিছেন নাম
সেই মায়ী আসি পুন জানাল প্রণাম।
'পেণ্টামা' তাহার নাম শুনি প্রভু ক'ন—
"এ তোর 'লক্ষ্মী মা' নাম রাখিল নূতন।
প্রসাদ পাবার তার হল নিমন্ত্রণ
শ্রীনাম শিখাতে হন যত্নপরায়ণ।
বারে বারে নাম তারে বলে দেন প্রভু
ঠিক মত বলিতে না পারে মায়ী তবু।
চলিল বিস্তর চেষ্টা সুদীর্ঘ সময়
ক্রমবিপর্য্যয় তবু অব্যাহত রয়।

যথাকালে হল পূজা ভোগ নিবেদন
সানন্দে করিল সবে প্রসাদ গ্রহণ।
পেণ্টামা প্রসাদ পেয়ে পুলকিত মনে
স্বেচ্ছাক্রমে সেবা করে মাতি সঙ্কীর্ত্তনে।
মাজিছে বাসন হাতে— মুখে সর্ব্বক্ষণ
এলোমেলোভাবে নাম করিছে কীর্ত্তন।
অপরাহ্নকালে প্রভু নিত্যকার মত
শ্রীনাম প্রচারে পথে হন বহির্গত।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যায় আনন্দের সাড়া
ছুটে আসে ভক্তগণ হয়ে আত্মহারা।
প্রণাম করিছে সবে লুটায়ে ভূতলে
শিশুরাও প্রণমিছে আসি দলে দলে।
জনতা বাড়িল হেন ফিরিবার পথে
ভিড় ঠেলি চলা নাহি যায় কোনমতে।

সহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জন
মাঝে মাঝে আসি শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
সঙ্গীদের কাছে তারা বলে বার বার—
"অভয়বাণীর কথা বড় চমৎকার।
সুলিখিত যুক্তিপূর্ণ বড়ই সুন্দর
নাম সঙ্কীর্ত্তন কিন্তু সবার উপর।
তোমাদের নামে যেন সুধা ঝরে পড়ে
তার সাথে তুল্য কিছু নাই পৃথ্বী 'পরে।
বিভিন্ন যন্ত্রের সাথে তোমরা যখন
ভাবেতে বিহ্বল চিত্তে করি সঙ্কীর্ত্তন
বিচরণ কর এই সহরের পথে
সেইকালে তোমাদের অঙ্গের জ্যোতিতে
পথের আলোকমালা হয় যেন ম্লান,
মহানন্দে নৃত্য করে সবাকার প্রাণ।
বলে তারা—কী দেখিনু কী শুনিনু আর
তোমাদের কথা আজি মুখে সবাকার।

ভাষার দুরধিগম্য ব্যবধান হেতু
হয়নি রচিত বাহ্য মিলনের সেতু।
জিনেছ তোমরা তবু সহরের মন
তোমাদের গুরু নহে মনুষ্য কখন।
সামান্য মনুষ্য নহ তোমরাও কেহ
মোদের কথায় কিছু ক'রোনা সন্দেহ।
অতিশয়-উক্তি এতে বিন্দুমাত্র নাই
এমত কহিছে আজি সহরে সবাই।"
এ প্রকার স্তুতি নিত্য করে কত জন
হরিষ-বিষাদ নাই প্রভুর কখন।
প্রভুর নিকট এর মূল্য কতখানি
আপনি জানেন প্রভু মোরা কী বা জানি।

আছে এক দেবালয় অতি মনোহর
বিরাজ করেন সেথা বেঙ্কট-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন সহ সেথা গিয়ে একদিন
করিলেন প্রণিপাত আর প্রদক্ষিণ।
আর এক দিন যান ভাইজাগ হ'তে
ছয় সাত ক্রোশ দূরে সিংহাচলমেতে।
সেই স্থানে উচ্চ এক পাহাড়ের শিরে
আছেন নৃসিংহদেব সুন্দর মন্দিরে।
ভক্তবর প্রহ্লাদেরে সেই শৃঙ্গ হ'তে
ফেলেছিল পিতা তার সুদূর অতীতে।
'চন্দন উন্মোচন' উৎসব নিমিত্ত
অগণিত ভক্ত সেথা হয়েছে মিলিত।
নাম নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠিতে উঠিতে
মধ্যপথে ভক্ত এক এল আচম্বিতে।
পার্ব্বতীচরণ সোম ভক্তটির নাম
প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে করিল প্রণাম।
প্রভুর কায়িক শ্রম লাঘবের তরে
উঠাতে লাগিল যত্নে হাত ধরে ধরে।

সহস্র সংখ্যক সিঁড়ি উল্লঙ্ঘন করি
উঠিলেন প্রভু সেই পাহাড় উপরি।
মন্দিরের সম্মুখেতে এলেন যখন
দেখা গেল দ্বার রুদ্ধ—হল না দর্শন।
সে কারণ সবে মিলি মন্দির প্রাঙ্গণে
উঠিলেন মত্ত হয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
রজনী গভীর হলে সাঙ্গ করি নাম
চিড়াদি প্রসাদ পেয়ে করেন বিশ্রাম।
প্রভাতে গেলেন পুন দর্শন আশায়
প্রচণ্ড ভিড়েতে সেথা পথ রুদ্ধ প্রায়।
দৈববশে অযাচিত ভদ্র এক এসে
করিলেন সহায়তা মন্দির প্রবেশে।
আকারে বৃহৎ খুব নহে সে মন্দির
আড়ম্বরহীন তার ভিতর বাহির।
মন্দিরের অভ্যন্তরে লৌহ শিক দ্বারা
নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ যেন অন্ধকার কারা।
সেথায় বিরাজমান লক্ষ্মীমাতা সহ
ভগবান নরসিংহ—অপূর্ব্ব বিগ্রহ।
দর্শন প্রণাম করি আনন্দিত মনে
কীর্ত্তন করেন প্রভু অদূরে সগণে।
সঙ্গতে বিবিধ যন্ত্র কী বা চমৎকার
মধুনামে নিনাদিত হল চারিধার।
যুবা বৃদ্ধ নরনারী আসি দলে দলে
লুটাতে লাগিল ক্রমে প্রভু-পদতলে।
ফলমূল মিষ্টি নিয়ে এল কতজন
শ্রোতাদের মধ্যে সব হল বিতরণ।
আরো কতজন আসি আকুল অন্তরে
আহার্য্য গ্রহণ তরে অনুনয় করে।
গ্রহণ বিষয়ে প্রভু নিদয় নিঠুর
কারো তাই প্রার্থনাই না হয় মঞ্জুর।
হাঁড়ি কড়া চাল ডাল নিয়ে বার বার
রন্ধনে তাগিদ দেয় ছত্র ম্যানেজার।

রন্ধনাদি কার্য্যে হবে ঝামেলা প্রচুর
প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হয় প্রভুর।
চিঁড়া মিষ্টি ক্রয় করি আনি অবশেষে
নিবেদিত হল ভোগ প্রভুর নির্দ্দেশে।
আড়াই ঘটিকা কালে সাঙ্গ করি নাম
পেলেন প্রসাদ আর ক্ষণিক বিশ্রাম।
নাম নিয়ে যাত্রা করি অপরাহ্ন কালে
ভিজাগাপট্টমে ফিরে এলেন সদলে।

দীক্ষা নিতে কারো চিতে আগ্রহ অপার
অচিরে প্রার্থনা হয় পূরণ সবার।
চরণে আশ্রয় লভি হয় তারা ধন্য
কারো কারো মন্ত্র হয় একালে চৈতন্য।
পেণ্টামা ইংরাজী বাংলা কিছু নাহি জানে
ইসারা সম্বল ভাব আদান-প্রদানে।
দীক্ষার সময় প্রভু কৃপা করি তারে
দিলেন নির্দ্দেশ গুরু নাম জপিবারে।
প্রভুর আদেশ মত পেণ্টামা সত্বর
উচ্চকণ্ঠে বলে—"গুরু গুরু জপ কর্।"
প্রভু ত্বরা কহিলেন—"গুরু গুরু গুরু"
তখন নির্ভুল জপ করিল সে সুরু।

এখানে প্রচার পর্ব্ব সমাপন করি
সদলে যাবেন প্রভু পুণ্য গোদাবরী।
সমাগত হয়ে এল বিদায়ের ক্ষণ
বিষাদে মলিন মুখ তাই ভক্তগণ।
পেণ্টামার আঁখি দুটি করে ছল্ ছল্
আপন কর্ত্তব্যে তবু সদা অবিচল।
ঝোলাঝুলি ছিল যত নিজে কাঁধে করে
তুলে দিল একে একে রিক্সার উপরে।
মাল সহ রোগাক্রান্ত সঙ্গী এক জন
ষ্টেশনে রিক্সায় চড়ে করিল গমন।

অন্য সঙ্গীদের লয়ে প্রভু অনন্তর
সঙ্কীর্ত্তন করি হেঁটে হ'ন অগ্রসর।
পথের দু'ধার হ'তে আসি নরনারী
প্রভুর চরণতলে যায় গড়াগড়ি।
সীতারামিয়ার গৃহে দিলেন দর্শন
প্রণমিল সবে আসি অভয় চরণ।
বেদনায় আজ তারা যেন বাক্যহারা
নীরবে মুছিছে শুধু নয়নের ধারা।
নামগানে উপদেশ দিয়ে কিয়ৎক্ষণ
সঙ্গীগণ সহ শীঘ্র বহির্গত হন।
দ্রুতগতি চলিলেন ষ্টেশনের পথে
ভক্তিমতী পেণ্টামাও চলে সাথে সাথে।
প্রভুর ঝুলিটি শোভে স্কন্ধদেশে তার
তা দেখে কহেন হেসে প্রভু এইবার—
"স্ত্রীলোকের স্কন্ধে ঝুলি উঠিল প্রথম
নিয়মে প্রথম এই হল ব্যতিক্রম।"
টিকেট কাটার পর এসে গেল গাড়ী
পেণ্টামার ইচ্ছা মনে যেতে গোদাবরী।
কাতর অন্তরে কত করে নিবেদন
স্ত্রীলোকেরে নিতে প্রভু সম্মত না হন।
বাজিল গার্ডের বাঁশী ছেড়ে দিল গাড়ী
কাঁদিছে আকুল প্রাণে অসহায়া নারী।
হাত নেড়ে সকলেরে জানাল ইঙ্গিতে
অন্তরের আবেদন—চিঠিপত্র দিতে।
সীমাহীন বেদনায় ভারাক্রান্ত প্রাণে
একদৃষ্টে তাকিয়ে সে রহে গাড়ী পানে।
পড়ে আছে দেহ মাত্র—নেই যেন প্রাণ
দৃষ্টির বাহিরে ক্রমে এল বাষ্পযান।
"দেখ্‌লি তো ভালবাসা"—বলি অনন্তর
পেণ্টামার কথা প্রভু কহেন বিস্তর।
জীবনে এসেছে কত বিদায় লগন
বিচলিত প্রভু কভু হন নি এমন।

আজ একা পেণ্টামার নয়নের জল
প্রভুরে করেছে বুঝি বড়ই চঞ্চল।

ধন্য ধন্য ভক্তি তব ধন্য হে পেণ্টামা
প্রচারিলে ভূমণ্ডলে ভক্তির মহিমা।
যে প্রভুর পদে তব অপার ভকতি
দাস জনার্দ্দন করে সে চরণে নতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪১

।। গোদাবরী প্রচার—১৩৫৬।।
।। পথে সঙ্গীগণে শিক্ষাদান।। মাদক বর্জ্জন।।

ভাইজাগে বাষ্পযানে আরোহণ করি
এবার সদলে যাত্রা পুণ্য গোদাবরী।
সঙ্গীগণ প্রভু সাথে রচি ব্যবধান
কামরাতে অন্য প্রান্তে করে নামগান।
চলমান বাষ্পযান মাঝারে তখন
ঘটিল অভাবনীয় মহা অঘটন।
নামপ্রেমী সীতারাম নামের পাগল
নাম ছাড়া না রহেন যিনি এক পল,
তাঁরই নির্দ্দেশে গেল সঙ্কীর্ত্তন থেমে,
হঠাৎ কহেন—"যাবে সীতারাম নেমে।"
এ প্রকার ব্যবহার নেহারি প্রভুর
সঙ্গীদের বক্ষ কাঁপে ভয়ে দুর দুর।
কী কহিবে কী করিবে ভাবিয়া না পায়
কহিলেন হেন কালে প্রভু পুনরায়—
"তোদের টান্‌ছি বুকে আয় আয় বলি
দূরে দূরে সদা সরে যাস্ যে কেবলি।

গলদ রয়েছে এ-র নিশ্চয় বিস্তর
যা কভু না হয় এ-র নয়ন গোচর।
তোরা সেই ত্রুটি এ-কে কর্ প্রদর্শন
সংশোধনে প্রাণপণে করিব যতন।....
কিসের অভাব আছে ? কী তোদের চাই ?
সীতারাম পূর্ণ করি দিবে সবটাই।
নেশা আছে ? নেমে গিয়ে কর্ ধূমপান
খেতে ইচ্ছা ? যথাযথ হবে সমাধান।
লাজ ভুলে প্রাণ খুলে এ-কে সব বল্
যা তোদের প্রয়োজন এ দিবে সকল।
সরে গেলে শুধু মেলে বিপরীত ফল
বিচ্ছিন্নতা বিড়ম্বনা বাড়ায় কেবল।"
ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর
সামান্য সামলে নিয়ে ক'ন স্বল্প পর—
"ভাল ভাবে তোরা সবে দেখ্ ভেবে মনে
কোন কিছু করিতে কি পারিস্ গোপনে?
এ-কে কি আড়াল করা সম্ভব কখন?
কোথা যাবি কত দূরে?—বল্ বাপধন।
দূরে গিয়ে লুকোবার আছে কি উপায়?
সীতারাম সব কিছু দেখিতে যে পায়।...."
প্রভুর আবেগভরা মধুর বচনে
সঙ্গীগণ সচেতন হল এতক্ষণে।
চরণ সান্নিধ্যে করি আসন গ্রহণ
আরম্ভিল উচ্চকণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অফুরন্ত যেথা প্রেম ক্ষমার ভাণ্ডার,
ক্ষণমধ্যে সমাধান সেথা সমস্যার।

গোদাবরী এল গাড়ী মধ্যরাত্রে প্রায়
আশ্রয় মিলিল এক বৃক্ষের তলায়।
বাহির হলেন প্রাতে করি নামগান
জগন্নাথ মঠে শেষে পাওয়া গেল স্থান।

অনতিবিলম্বে আসি সাধু একজন
ধৌত করে শ্রদ্ধাভরে প্রভুর চরণ।
মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীক্ষেত্রের মত
জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি সুসজ্জিত।
মঠাধ্যক্ষ হরিদাস সিদ্ধ মহাজন
শাস্ত্রনিষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণব—অন্ধ দু'নয়ন।
করিলেন প্রণিপাত প্রভুর চরণে
আনন্দের অশ্রুধারা ঝরে দু'নয়নে।
প্রভুও করেন তাঁরে শ্রদ্ধা নিবেদন
করেন দোঁহারে দোঁহে দৃঢ় আলিঙ্গন।
মধুর মিলন দৃশ্য করি বিলোকন
আনন্দিত ভাগ্যবান সন্ত ভক্তগণ।
জমে ওঠে অবিলম্বে নাম সঙ্কীর্ত্তন
বাল বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় এল বহু জন।
বালক বালিকাগণে লয়ে অতঃপর
শ্রীনাম শিখাতে প্রভু হন তৎপর।
কীর্ত্তন আয়ত্ত্ব করি অতি অল্প কালে
গাহে নাম সুমধুর সুরে আর তালে।
এ নাম সবার করে আনন্দবর্দ্ধন
প্রভুও আনন্দে শীঘ্র সমাধিস্থ হন।
অতীতেও এক দল ছোট ছেলে মেয়ে
বিষ্ণুপুরে স্বল্পক্ষণে নাম শিখে নিয়ে
করতাল ড্রাম সহ করি নামগান
করেছিল সবাকার আনন্দ বিধান।
বলেছেন এ প্রসঙ্গে প্রভু বার বার—
"এর মূলে পূর্ব্বজন্ম-অর্জ্জিত সংস্কার।"

সমাধিভঙ্গের পর মঠ-অধীশ্বর
কহিলেন সবিনয়ে প্রভুর গোচর—
"কী এখন প্রয়োজন করুন আদেশ,
বাঙ্গালীর কী কী ভোজ্য প্রিয় সবিশেষ?

কৃপা করি অসংকোচে করুন প্রকাশ
ধন্য হোক্ সেবা করি দীন হরিদাস।"
প্রভু ক'ন—"বারোজন রয়েছি আমরা ..."
মঠাধীশ বাধা দিয়ে কহিলেন ত্বরা—
"বারো হোক্ কিম্বা হোক্ সংখ্যাটা হাজার
মোরা দাস—অভিলাষ সেবা-অধিকার।
সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবার নিমিত্ত
উৎসর্গিত হেথাকার যত কিছু বিত্ত ।
সেবার মাধ্যমে হোক্ সদ্-ব্যবহার,
আপনি মোদের সেবা করুন স্বীকার।"
বিনয়ে করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
"মোদেরও রয়েছে অর্থ স্বল্প পরিমাণ।"
সাধু ক'ন—"এ-ও সেই রামজীর-ই সব।"
প্রার্থনা এড়ানো তাই না হয় সম্ভব।

প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীগণ রহে রত
নামগানে নিত্য দীর্ঘক্ষণ।
আরম্ভ প্রভাত কালে মধ্যাহ্ন অবধি চলে
ভোগ অন্তে হয় সমাপন।।
এবার চলার পথে ভিজাগাপট্টম হ'তে
সুরু এই প্রচারের রীতি।
এখানেও সেই মত নামগান অব্যাহত
ভোর হতে ভোগাবধি নিতি।।
হেথায় দ্বিতল 'পরে আশ্রয় বৃহৎ ঘরে
সম্মুখেতে বারান্দা বিশাল।
সেথা সঙ্গীশিষ্যগণ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন
সাথে ঝাঁঝ খোল করতাল।।
শ্রীনামের আকর্ষণে অতিশয় হৃষ্টমনে
দলে দলে আসে ভক্তগণ।
সুমধুর নাম গানে প্রভু স্বল্প ব্যবধানে
বার বার সমাধিস্থ হন।।

দ্বিপ্রহরে যথারীতি সাঙ্গ হলে ভোগারতি
সাময়িক বিরতি কীর্ত্তনে।
প্রসাদ পর্ব্বের পরে অপ্রশস্ত অবসরে
যায় সবে বিশ্রাম গ্রহণে।।
প্রভু এই অবসরে কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে
অনলস বিচরণে রত।
পত্রসেবা গ্রন্থপাঠে সিংহভাগ নিত্য কাটে
প্রতীক্ষিয়া আরো কর্ম্ম কত।।
বিশিষ্ট দর্শনপ্রার্থী নিবেদিতে আসে আর্ত্তি
কিম্বা চায় পথের সন্ধান।
বিশ্রাম বিস্মৃত হয়ে দয়াময় এ সময়ে
ভক্তজনে করুণা বিলান।।
অপরাহ্ন সমাগমে বিশ্রামান্তে নবোদ্যমে
তৈরী হয় সঙ্গীশিষ্যগণ।
শ্রীনাম প্রচার তরে সহরের পথ ধরে
পরিক্রমা চলে দীর্ঘক্ষণ।
নরনারী শত শত হয় শীঘ্র সমাগত
শুনিতে সে নাম মধুময়।
অনেকে আনন্দে অতি নামগানে ওঠে মাতি
নৃত্য করে তুলি বাহুদ্বয়।।
প্রভুরে দর্শন করি যেন সারা গোদাবরী
অপার আনন্দে আত্মহারা।
চরণে লুটায় কেহ ফল ফুল দেয় কেহ
আঁখিকোণে আনন্দাশ্রু ধারা।।
নগরে প্রচার শেষে মঠের প্রাঙ্গণে এসে
সঙ্কীর্ত্তনে মাতে সঙ্গীগণ।
শ্রীনাম শ্রবণ তরে পরম আগ্রহভরে
মঠাধীশ উপনীত হন।।
নাম শেষে হৃষ্টমনে প্রভু সনে আলাপনে
হন রত সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি।
আলোচ্য বিষয় শাস্ত্র জগতে যা একমাত্র
আনন্দের পথের দিশারী।।

আলোচনা অবকাশে মাদক প্রসঙ্গ আসে
যা বিনাশে আয়ু বুদ্ধি বল।
তামাকুর দোষ যত মঠাধীশ সাধ্যমত
যুক্তিসহ বলেন সকল।।
আলোচনা সাঙ্গ হলে প্রভু সঙ্গীশিষ্য দলে
অবিলম্বে করেন আহ্বান।
মোহন্তের উপদেশ শোনালেন সবিশেষ
সেই সাথে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
বোঝালেন যত্নে অতি মাদকের পরিণতি
দেহে মনে কী ক্ষতি ভীষণ।
কাম্য যেথা আত্মহিত নেশা অতি অনুচিত
যা' বলেন শাস্ত্র মহাজন।।
গুরুমূর্ত্তি পানে রাখি অপলক দুই আঁখি
ভাবাবেগে ক'ন পরক্ষণে—
"অপরাধী তোরা নোস্ সবটাই এ-র দোষ
করেছি আপোষ নেশা সনে।।
আমিই তো এত কাল ধরি নাই ক'ষে হাল
অহেতুক দিয়েছি প্রশ্রয়।
হালে তাই হেন হাল তোরা সব বেসামাল
চা তামাক না হলেই নয়।।
এবার শৈথিল্য ছাড়ি ধরি তীক্ষ্ণ তরবারি
নেশা-অরি করিব বিনাশ।
মাদক বর্জ্জন তরে আজি হতে সুরু করে
সময় দিলাম এক মাস।।
নেশা ত্যাগ করিবারে কেহ যদি নাহি পারে
নির্ধারিত সময় সীমায়।
'এ'কে ত্যাগ করি তবে যায় যেন অবিলম্বে
সেই জন যেথা প্রাণ চায়।।
প্রতিক্রিয়া অচিরাৎ পাদপদ্মে প্রণিপাত
করি ত্বরা সঙ্গী একজন।
দেশলাই আর বিড়ি সব একত্রিত করি
পদপ্রান্তে করে সমর্পণ।।

অপচয় রোধিবারে প্রভু ক'ন আদিত্যেরে
"যে বাবারা করে ধূমপান।
এগুলি না ফেলে রেখে তাদের আড়ালে ডেকে
যথাকালে করিস্ প্রদান।।"
সমবেত সঙ্গীশিষ্যে ক'ন প্রভু অবশেষে
"ত্যাগীগণ তরে এ বিধান।
গৃহীরাও প্রাণপণে সব নেশা নিরসনে
নিরন্তর হবি যত্নবান।।"

গোদাবরী ধামে করি শুভ অবস্থান
চারি দিন কৃপা করি শ্রীনাম বিলান।
হেথাকার ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীগণ
প্রভুরে বিস্তর শ্রদ্ধা করে প্রদর্শন।
যখনি চলেন পথে শ্রীনাম প্রচারে
নর-নারী ভিড় করে পথের দুধারে।
কখন কখন ভিড় হয় এ প্রকার
পথ চলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য ব্যাপার।
পুণ্যক্ষেত্রে সমারোহে প্রচারের পর
এবার গন্তব্যস্থল মাদ্রাজ সহর।
বেলা চারিটায় হল যাত্রা আয়োজন
ধরিল করুণ সুরে নাম সঙ্গীগণ।
মঠাধীশ আর তার অনুচরগণ
পরম শ্রদ্ধায় বন্দে প্রভুর চরণ।
সময় সংক্ষেপ তাই অতীব সত্বর
নাম নিয়ে প্রভু দ্রুত হন অগ্রসর।
পথিমধ্যে করে ভিড় ভকতের দল
অনেকের মুখ ভার নয়ন সজল।
দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার প্রাক্কালে
রাজমণ্ড্রী ষ্টেশনেতে এলেন সদলে।
ষ্টেশন প্রাঙ্গণে নাম কীর্ত্তনের তরে
আবেদন হল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে।

অনতিবিলম্বে আসি ষ্টেশন মাষ্টার
দিলেন উন্মুক্ত করি বিশ্রাম-আগার।
সদলে সেথায় প্রভু করেন কীর্ত্তন
লোকে লোকারণ্য হল ষ্টেশন প্রাঙ্গণ।
বিদায়ের ক্ষণ পূর্ব্বে ষ্টেশন মাষ্টার
আসিলেন পত্নী-পুত্র সহ পুনর্ব্বার।
প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে করিয়া প্রণতি
রাখিলেন পঞ্চমুদ্রা শ্রদ্ধাসহ অতি।
এমন বিনীত ভক্ত দুর্ল্লভ সংসারে
করেন সপরিবারে কৃপা প্রভু তারে।
গাড়ীর সময় হলে নাম বন্ধ করে
উঠিলেন সবে একে কক্ষ-অভ্যন্তরে।
অকস্মাৎ দেখা গেল সেবানন্দ নাই
সুরু হল অচিরাৎ অন্বেষণ তাই।
স্বল্পকাল মধ্যে তার মিলিল সন্ধান,
সে কহে—"আর না চাহে যেতে মোর প্রাণ।"
সাধন কহিল—"দাদা, কেন কর রাগ
বাবার সম্মতি নিয়ে ক'রো সঙ্গত্যাগ।"
সেবানন্দ সহ সবে শীঘ্র এল যানে,
প্রশ্রয় না দেন প্রভু রাগ অভিমানে।
কহেন সবারে—"যদি কারো ইচ্ছা হয়
যেতে পারে দেশে ফিরে যে কোন সময়।
গাড়ী ভাড়া দেয়া হবে ফিরিবার তরে
তদুপরি মাথা প্রতি কুড়ি টাকা করে।"
'সেবা' না করিয়া কোন উত্তর প্রদান
নীরবে আনত শিরে করে অবস্থান।

দাও মান অভিমান কর তাহা দূর
অচিন্ত্য তোমার লীলা অতীব মধুর।
সে লীলার সিন্ধু হতে এ অধম দাস
ক্ষুদ্র এক বিন্দু পানে করে অভিলাষ।
কৃপা বিনা এ বাসনা না হবে পূরণ
করে নতি কৃপাপ্রার্থী দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪২

।। মাদ্রাজে সপ্তাহাধিক কাল প্রচার—১৩৫৬।।

।। পণ্ডিচেরী ভেলুপুরম্ চিদাম্বরমে পদার্পণ।।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে যবে থামে বাষ্পযান
বহুজন জড়ো হয়ে শোনে নামগান।
তেলেগু 'অভয় বাণী' চলে বিতরণ
মনোযোগ সহ তাহা পড়ে ভক্তগণ।
এগিয়ে চলার পথে দেখা গেল পরে
কেহ সে অভয় বাণী আর নাহি পড়ে।
ঔদাসীন্যভরে কেহ ছুঁড়ে ফেলে দূরে
সযতনে কেহ রাখে পকেটেতে পুরে।
হাবভাবে অনুমান করে সঙ্গীদল
পেরিয়ে এসেছে গাড়ী তেলেগু অঞ্চল।
তামিল অঞ্চলে যান করেছে প্রবেশ
পূর্ব্বোক্ত প্রচার পত্র বিলি হল শেষ।
উদ্বৃত্ত সে 'বাণী' হল রক্ষিত ঝোলায়
আবার বিলানো যাবে ফেরার বেলায়।

বাষ্পযানে যথারীতি চলিছে কীর্ত্তন
পরদিন রাত্রে এল মাদ্রাজ ষ্টেশন।
অদূরে বিরাট এক বটবৃক্ষতলে
কাটালেন সেই রাত্রি সানন্দে সকলে।
মঙ্গল আরতি প্রাতে হলে সমাপন
সুরু হল বৃক্ষতলে অখণ্ড কীর্ত্তন।
শ্রীনামের আকর্ষণে নর-নারীগণ
দলে দলে বৃক্ষতলে করে আগমন।
ভক্তিভরে কেহ করে শ্রীপদে প্রণাম
অবাক আনন্দে শোনে মধুময় নাম।
ধর্ম্মশালা ছিল এক বৃক্ষের অদূরে
অধ্যক্ষ আকৃষ্ট হল শ্রীনামের সুরে।

সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা দুই কীর্ত্তনের তরে
বিনয়ে সে নিবেদিল প্রভুর গোচরে।
আপন ইচ্ছায় হল সেবায় তৎপর
ভোগের তণ্ডুল আদি পাঠাল বিস্তর।
রাত্রিকালে সুরু হল শ্রীনাম ছত্রম্-এ
জনতার ভিড় জমে ওঠে ক্রমে ক্রমে।
সঙ্কীর্ত্তনে ঝরে যেন অমৃতের ধারা
নামকারী সহ শ্রোতা নামে মাতোয়ারা।
ছত্রমের ম্যানেজার প্রতিনিধি দ্বারা
পুষ্পমাল্য পরাইল প্রভু কণ্ঠে ত্বরা।
সমাগত ভক্তগণ আনন্দিত চিতে
শ্রীনামের তালে তালে লাগিল নাচিতে।
অনতিবিলম্বে প্রভু সমাহিত হন
সে দুর্ল্লভ দৃশ্য দেখি ধন্য সর্ব্বজন।
গভীর নিশিতে সাঙ্গ হল মহানাম
জলযোগ অন্তে সবে করেন বিশ্রাম।

সকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রায় প্রতিদিন
নাম সহ রাজপথে চলে প্রদক্ষিণ।
ভক্তির প্রাবল্য কিছু হয় হেথা দৃষ্ট
জনতা সহজে হয় নামেতে আকৃষ্ট।
নামগান শুনি কেহ আনন্দে মগন
প্রভু-অঙ্গকান্তি কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ আসে শ্রীচরণে প্রণামের তরে
কেহ চায় নিয়ে যেতে আপনার ঘরে।
কেহ চাহে সযতনে করাতে ভোজন
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনে কোন জন।
সেবা লাগি কেহ অর্থ করে আনয়ন
গ্রহণে প্রায়শঃ প্রভু সম্মত না হন।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর বিপুল ভাণ্ডার
নিতে নয় দিতে চান করিয়া উজাড়।

প্রচারে বাহির হয়ে পথে একদিন
শ্রীমুখে উঠিল ফুটি সঙ্কল্প কঠিন।
সবারে শ্রীনাম দানে বদ্ধপরিকর
মাঝে মাঝে থেমে প্রভু হন অগ্রসর।
ভিড় ঠেলি এল ভক্ত রাজাইয়া নাম
লুটিয়ে প্রভুর পদে করিল প্রণাম।
ভকতের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
নাম সহ হল তার গৃহে পদার্পণ।
গৃহেরে মন্দির বলি হয় অনুমান
পরিবারে সকলেই অতি ভক্তিমান।
গৃহস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ে লয়ে কক্ষান্তরে
শেখালেন নাম প্রভু পরম আদরে।
যে ঘরে চলিতেছিল নাম সঙ্কীর্ত্তন
পরে সেথা আসি ক'ন—"বল সর্ব্বজন
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।"
উপস্থিত বালবৃদ্ধ নর-নারী যত
প্রভুর নির্দ্দেশে হল নামগানে রত।
হেন মতে গণদীক্ষা করিয়া প্রদান
সাধিলেন দয়াময় জীবের কল্যাণ।
ক্ষণিক আলাপ লাগি আসি একজন
দু'ঘণ্টা অধিক কাল করিল যাপন
ঈশ্বরে বিশ্বাস তার নাহিক অন্তরে
শ্রদ্ধা নাই আধুনিক সাধুদেরোপরে।
প্রভু সাথে ক্ষণিকের এই আলাপনে
অভাবিত ভাবান্তর এল তার মনে।
অকস্মাৎ মুগ্ধ আজি যেন ইন্দ্রজালে
বলিতে লাগিল তাই বিদায়ের কালে—
"ভগবান বলি যদি থাকে কেহ ভবে
রয়েছেন তিনি মোর সম্মুখেই তবে।
বলিতে বলিতে অশ্রু ঝরে ঝরঝর্
প্রভুও সমাধি মগ্ন হলেন সত্বর।

নাস্তিক মুহূর্ত্তে পায় আস্তিক্য স্বভাব
এ কি যাদু কিম্বা সাধুসঙ্গের প্রভাব!

পার্থসারথির হেথা আছে দেবালয়
দর্শনীয় স্থান রূপে মান্য অতিশয়।
রামচন্দ্র রঙ্গনাথ শ্রীবরদরাজ
শঠকোপ- আদি দেব করেন বিরাজ।
সদলে শ্রীনাম সহ করিয়া গমন
মন্দিরের ঘরে ঘরে করেন দর্শন।
দর্শনে প্রণামে প্রাণে পেলেন আনন্দ
দেখায় সম্মান সেথা সেবাইতবৃন্দ।
রাজপথে ভক্তগৃহে দেবালয়ে আর
সপ্তাহ অধিক হেথা চলিল প্রচার।
ভক্ত সমাগম হয় সর্ব্বত্র প্রচুর
শ্রদ্ধাভরে স্পর্শে তারা চরণ প্রভুর।
কেহ নাম গায় উচ্চে কেহ নৃত্য করে
তা হেরি প্রভুর যেন আনন্দ না ধরে!

পণ্ডিচেরী লক্ষ্য করি প্রভু অতঃপর
সঙ্গীশিষ্যগণসহ হন অগ্রসর।
প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে মাদ্রাজ ষ্টেশনে
ব্যর্থ হয় সঙ্গীগণ সংযোগ রক্ষণে।
অবস্থা দর্শনে প্রভু কহেন সত্বর—
"যে যথা পারিস্ তোরা ত্বরা উঠে পড়্।"
প্রভু আর সঙ্গীগণ বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে
উঠিলেন কোনক্রমে অতিশয় কষ্টে।
প্রভুর সহিত আছে গোবিন্দ কেবল
অপর সঙ্গীর কাছে টিকিট সকল।
তিল ঠাঁই কোথা নাই বসিবার তরে
টিকিট পরীক্ষাকারী এল স্বল্প পরে।
গোবিন্দের হাত ধরি সবলে চেকার
নামাবার লাগি চেষ্টা করে বার বার।

টিকিট আছে কি নাই সে কথা জানার
প্রয়োজন বোধ নাহি করিল চেকার।
গোবিন্দেরে ছাড়ি সেই রেল কর্ম্মচারী
প্রভুরে নামাতে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি।
সজোরে শ্রীঅঙ্গ ধরি করে আকর্ষণ,
অভব্য এ আচরণ করি বিলোকন
ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরাজীতে গোবিন্দ সত্বর
রূঢ়বাক্য বরিষণ করিল বিস্তর।
শুধান আদিত্যে প্রভু প্রভাত সময়—
"বল দেখি 'বার্থ' শব্দে কীবা অর্থ হয়।"
আদিত্য বিনয়ে বলে—"বার্থ মানে জন্ম।"
শুধালেন পুন প্রভু 'পজেস'-এর মর্ম্ম।
আদিত্য উত্তর দিল—"অধিকার করা।"
গোবিন্দেরে ডাকি প্রভু কহিলেন ত্বরা—
"তুই বাবা কাল রাতে শকট মাঝারে
বলিস নি ভাল কথা চেকার বাবারে।
মানুষ যত না কেন করুক অন্যায়
অমন কুবাক্য বলা শোভা নাহি পায়।
ভাল-মন্দ যাহা কিছু কহিবি অপরে
হবে তা প্রযুক্ত স্বীয় ইষ্টের উপরে।
লীলাছলে ধরি রূপ বিবিধ প্রকার
এক তিনি রয়েছেন এ বিশ্ব মাঝার।"
লজ্জিত গোবিন্দ বলে—"উদ্ধত চেকার
ধরিল যখন বাবা হস্ত আপনার
মাথার না ঠিক মোর রহিল তখন।"
প্রভু ক'ন—"ক্রোধ কভু না হয় শোভন।
সে যখন হস্ত এ-র করিল ধারণ
তুই কেন ধরিলি না তাহার চরণ।"

যোগী কিম্বা ভক্ত মোরা ?—শুধায় আদিত্য
প্রভু ক'ন—"তোমরা সব প্রপন্ন ভকত।

করিতে করিতে নাম তোরা অবশেষে
যাবি এক আলোময় আনন্দের দেশে।
নাদ আর জ্যোতি লভি হয়ে যাবি ধন্য
সেই কালে যোগীরূপে হবি তোরা গণ্য।
লয়যোগে ধ্যেয় নাদ—হঠযোগে জ্যোতি
কলিযুগে যোগাভ্যাসে বিস্তর বিপত্তি।
হঠ আর লয় দুই যোগের অভ্যাস
করেছে সুদীর্ঘকাল সীতারামদাস।
সেই সাথে মহামন্ত্র করিছে কীর্ত্তন
তোদের যোগের কোন নাই প্রয়োজন।
নামপথ ধরে থাক্ দৃঢ় চিতে অতি
অনায়াসে হবে লাভ যোগীর সুগতি।
অনুভূতি না করিবি কখন প্রকাশ
বলিবি—"প্রপন্ন ভক্ত মোরা তাঁর দাস।"

পথের বিপত্তি বাধা অতিক্রম করি
অবশেষে পৌঁছিলেন প্রভু পণ্ডিচেরী।
শ্রীনাম প্রচারে হেথা বিঘ্ন অফুরান
ত্যজিলেন তাই ত্বরা প্রভু এই স্থান।
ভেলুপুরমেতে স্বল্প বিরতির পর
চিদাম্বরম্ পানে হন অগ্রসর।
নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নেমে অনতিবিলম্বে
নাম গেয়ে পথ ধরে চলিলেন সবে।
নটরাজ মন্দিরেতে করিয়া গমন
প্রদক্ষিণ অন্তে হল দেব দরশন।
তাণ্ডব নর্ত্তনরত শিব নটরাজ
উমাসহ এ মন্দিরে করেন বিরাজ।
সারি সারি দীপমালা মন্দির মাঝারে
বিগ্রহের চারিধারে শোভে বৃত্তাকারে।
মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অতি মনোরম
বিরাজিত অগণিত উচ্চ গোপুরম্।

মন্দিরের উচ্চ চূড়া উত্তর ভারতে
দাক্ষিণাত্যে গোপুরম্ তার পরিবর্ত্তে।
বিভিন্ন মন্দিরে সেথা হল দরশন
অনন্তশয়নে বিষ্ণু, শ্রীবংশীবদন।
বিষ্ণুদ্বার রক্ষা করে জয় ও বিজয়
জীবন্ত মানব যেন এই মূর্ত্তিদ্বয়।
জলাভাবে সঙ্গীগণ কষ্ট ভোগ করে
স্থান নাহি জোটে ভোগ রন্ধনের তরে।
চিঁড়ে আদি দিয়ে হল মধ্যাহ্নের ভোগ
স্থান ত্যাগে অবিলম্বে চলিল উদ্যোগ।
সঙ্গীগণ সহ প্রভু ষ্টেশন প্রাঙ্গণে
উঠিলেন মত্ত হয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্ধকার ষ্টেশনেতে চলিছে কীর্ত্তন
ধীরে ধীরে সমবেত হল বহু জন
অকস্মাৎ ভক্ত এক স্বতঃপ্রণোদিত
উজ্জ্বল হ্যাসাক্ সহ হল উপনীত।
ভিড়ের ভিতরে ভক্ত আর একজন
কীর্ত্তনের সাথে হল নৃত্য পরায়ণ।
নৃত্যশেষে পাদদেশে বসি অতঃপর
কাঁপিতে লাগিল ভক্ত ভাবে থরথর্।
এমত অবস্থা তার করি বিলোকন
অচিরে হলেন প্রভু সমাধিমগন।
সমাধি ভঙ্গের পর প্রভু কৃপা করে
শ্রীতারকব্রহ্ম নাম দেন ভক্তবরে।
অহৈতুকী কৃপাকণা কীভাবে কখন
কে জানে কাহার 'পরে হবে বরিষণ!
স্থান কাল পাত্রাদির নাহিক বিচার
কলি জীবে উদ্ধারণ—সে যে দায় তাঁর।
তাই তিনি দীন হীন ভিখারীর বেশে
ভ্রমিছেন নাম নিয়ে সদা দেশে দেশে।
"পাপী তাপী আয় ছুটে কে নিবিরে নাম"
মাগিছেন এই ভিক্ষা তিনি অবিরাম।

অযাচিত তোমার এ করুণা মহান
ভোগলুব্ধ আমি অন্ধ করি প্রত্যাখ্যান।
কৃপা-কশাঘাতে করি কালনিদ ভঙ্গ
দাও রাঙা চরণের সুধা সম সঙ্গ।
তব কৃপা বিনা নাই এ দীনের গতি
দাও দাস জনার্দ্দনে ও চরণে মতি।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৩

।। দাক্ষিণাত্য প্রচারের সমাপ্তি পর্ব্ব—১৩৫৬।।
।।গুরু সন্নিধানে মৌন।। অসুস্থ শরীরেও প্রচার অব্যাহত।।
।। সঙ্গীদের কলহের নিষ্পত্তি।। কিঙ্কর গোবিন্দদাসের সঙ্গত্যাগ।।

চিদাম্বরমে নাম প্রচারের পর
কুম্ভকোণ অভিমুখে হন অগ্রসর।
মধ্যরাত্রে লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিল যান
ষ্টেশনেই সেই রাত্রি সানন্দে কাটান।
পরদিন পুণ্যতোয়া কাবেরীর তীরে
মিলিল আশ্রয় এক প্রাচীন মন্দিরে।
কয়েক দিবস ধরি শিষ্য ধ্যানানন্দ
করেছে সবার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ।
"মৌন নিয়েছিস্"—প্রভু করেন জিজ্ঞাসা
ধ্যানের মুখেতে তবু ফুটিল না ভাষা।
শাস্ত্রীয় প্রমাণ করি সযত্নে উদ্ধার
কহিলেন শিষ্যটিরে প্রভু বারংবার—
"গুরু সন্নিধানে তাঁর আদেশ ব্যতীত
মৌনব্রতে অবস্থান বড়ই গর্হিত।"
এত সব উপদেশে নাহি হল ফল
ধ্যানানন্দ স্বীয়ভাবে রহে অবিচল।

প্রভুং তাই নিজ হাতে করেন রন্ধন
করেন আরতি আর ভোগ নিবেদন।

অগণিত দেবালয়ে শোভিত সহর
দেবদেবী অগণিত তায় মনোহর।
শ্রীনাম প্রচার চলে মন্দিরে মন্দিরে
কভু রাজপথে কভু কাবেরীর তীরে।
নামেতে আকৃষ্ট হয়ে আসে ভক্তগণ
প্রস্ফুটিত পুষ্পে ধায় মক্ষিকা যেমন।
সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করে দলে দলে
কেহ বা লুটায় আসি চরণ কমলে।
মন্ত্র নিতে এল ভক্ত শ্রীকুমার স্বামী
দীক্ষা অন্তে বলে—"গৃহ তেয়াগিব আমি।
তোমা সাথে চলে যেতে চাহে মোর প্রাণ।"
কহিলেন প্রভু—" গৃহে করি অবস্থান
কর নাম প্রচারিতে প্রত্যহ প্রয়াস,
অবিলম্বে সিদ্ধ হবে তব অভিলাষ।"

প্রবল জ্বরেতে প্রভু হলেন আক্রান্ত
শ্রীনাম প্রচারে তবু নাহি হন ক্ষান্ত।
ব্যাধিরে অগ্রাহ্য করি পূর্ব্বসূচী মত
রামেশ্বর অভিমুখে হন বহির্গত।
পথিমধ্যে অবস্থিত তাঞ্জোর সহর
দেখিলেন সেথা শিব বৃহৎ সুন্দর ঃ—
*"সুবিশাল দশহস্ত —সুউচ্চ শরীর,
উপবিষ্ট বৃষরাজ তাঞ্জোর মন্দিরে।
উমানাথে একদৃষ্টে দেখিছেন বীর,
ইহার তুলনা আছে মাত্র রামেশ্বরে।।
বৃষভের উপযুক্ত মহেশ মহান,
মন্দির মাঝারে তিনি হন অবস্থিত।

* শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত 'পুষ্পচন্দন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'তাঞ্জোর' কবিতার অংশ বিশেষ।

প্রত্যহ পূজকদল করে অর্ঘ্যদান,
আরোহিয়া গৌরীপট্টে হয়ে অবহিত।।..."

রামেশ্বরে জগন্নাথ পাণ্ডা মহাশয়
সযত্নে প্রভুরে দিল স্বগৃহে আশ্রয়।
শ্রীঅঙ্গ প্রবল জ্বরে অতীব কাতর
নিলেন আশ্রয় তাই শয্যায় সত্বর।
সঙ্গী শিষ্য সবে শীঘ্র করিয়া সন্ধান
তথাকার রাজবৈদ্যে করিল আহ্বান।
দর্শনী বিষয়ে বৈদ্য বড় সচেতন
পঞ্চমুদ্রা দিতে রাজী হল সঙ্গীগণ।
অবিলম্বে আসিয়া সে পাণ্ডার ভবনে
প্রভুরে পরীক্ষা করি দেখিল যতনে।
বিদায়ের ক্ষণ যবে হল সমাগত
মুদ্রা গ্রহণেতে বৈদ্য না হয় সম্মত।
দর্শনী প্রসঙ্গে পূর্ব্বে করি আলাপন
যে বৈদ্য রোগীর গৃহে করে পদার্পণ,
ক্ষণ ব্যবধানে তার হেন ব্যবহার
জাগায় সবার চিত্তে বিস্ময় অপার।

দেব দরশন লাগি অসুস্থ শরীরে
মাঝে মাঝে যান প্রভু অদূর মন্দিরে।
কখন থাকেন গৃহে ধ্যানে নিমগন
শিষ্যদের প্রচারার্থে করেন প্রেরণ।
শ্রীনামপ্রচার চলে বিরামবিহীন
মন্দিরে মন্দিরে নিত্য চলে প্রদক্ষিণ।
ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরেতে করে অবস্থান
রামেশ্বর, রামচন্দ্র, বিষ্ণু, হনুমান,
কাশীবিশ্বেশ্বর, নবমাতৃকা, পার্ব্বতী,
শিবাত্মজ কার্ত্তিকেয় আর গণপতি।
শহরের পথে চলে প্রচার কখন
ছুটে আসে শ্রোতা আর ভক্ত অগণন।

কেহ্ নাচে তালে তালে কেহ নাম গায়
নামকারীগণে মালা কেহ্ বা পরায়।
প্রভু দরশনে কেহ্ করে আগমন
কেহ্ করে শ্রীচরণে আত্মনিবেদন।

প্রচার পরব সাঙ্গ করি রামেশ্বরে
ধনুষ্কোটি হয়ে যান মাদুরায় পরে।
মীনাক্ষি মন্দির করি সানন্দে দর্শন
সদলে করেন প্রভু নাম বিতরণ।
ধর্ম্মভাব সুগভীর হেথায় সবার
চলে তাই মহোৎসাহে শ্রীনাম প্রচার।
নাম নিয়ে পথে যবে হন বহির্গত
যোগ দেয় নর-নারী ভক্ত অগণিত।
কেহ শোনে খুশী মনে কেহ্ নাম গায়
কেহ্ বা লুটায় শির রাঙা দু'টি পায়।
লোকলজ্জা সঙ্কোচাদি দিয়ে বিসর্জ্জন
নৃত্য করে তালে তালে কভু নারীগণ।
নামে মত্ত হয়ে ভক্ত নাচে সেই সাথে
রাজকীয় মেলা যেন চলে রাজপথে।
ভিড়েতে কখন পথ অবরুদ্ধ প্রায়
পথিক বাহন যান সব থেমে যায়।
গতি রুদ্ধ তবু ক্ষুব্ধ কেহ্ নাহি হয়
গতি দাতা 'নামী' যেথা নাম সাথে রয়।

সঙ্গীদের মধ্যে এক কলহের ফলে
রন্ধন আহার-আদি দুই স্থানে চলে।
এক দিকে ধ্যানানন্দ করিয়া রন্ধন
ভোগ দিয়ে করে সেই প্রসাদ গ্রহণ।
কিঙ্কর প্রণব অন্য সঙ্গীদের তরে
পৃথক রন্ধন করে কিছু দিন ধরে।
এক দিন ভোগারতি হল সব সারা
প্রসাদ গ্রহণে তবু নাই কোন তাড়া।

চুপ করে বসে প্রভু—বেলা বয়ে যায়
থমথমে আবহাওয়া ধরমশালায়।
করেছেন ত্যাগ প্রভু অন্ন আর জল
বেদনায় ভারাক্রান্ত তাই সঙ্গীদল।
ভয়ে ভয়ে তারা সবে প্রভু পাশে যায়
কোন কথা বলিবার সাহস না পায়।
মনে মনে করে সবে কারণ সন্ধান
ভেবে সারা তবু নাহি পায় সমাধান।
অবশেষে ধরি সবে অভয় চরণ
সঙ্কল্প ত্যাগের তরে করে নিবেদন।
সবার মলিন মুখ চোখে ঝরে জল
তথাপি নির্ব্বাক প্রভু সঙ্কল্পে অটল।
ধ্যানানন্দ নিম্নতলে নিরত রন্ধনে
সে-ই শুধু আসে নাই এ সঙ্কট-ক্ষণে।
ত্বরা তারে ডেকে আনে সঙ্গী একজন
শ্রীচরণ ধরি 'ধ্যান' করে নিবেদন—
"বাবা কি আমার 'পর করেছেন রাগ
সেই হেতু আজি কি এ অন্নজল ত্যাগ?
বলুন কী শাস্তি বাবা, নিলে এই দীন
ত্যজিবেন আপনি এ সঙ্কল্প কঠিন?"
নীরবতা ভঙ্গ করি প্রভু এতক্ষণে
কহিলেন ধ্যানানন্দে সজল নয়নে—
"সীতারাম মহানাম প্রচার কারণ
তের বর্ষে কত দেশে করিল ভ্রমণ।
ছেলেদের সাথে কভু পৃথক হাঁড়িতে
হয় নাই ইতিপূর্ব্বে আহার করিতে।
যা ঘটে নি কোন দিন অন্য কোন দেশে
দাক্ষিণাত্যে এসে তাই হল অবশেষে।
যে ছেলেরা প্রচারেতে সদা সহায়ক
তাদের নিমিত্ত হবে রন্ধন পৃথক!
আর তুই এ-র লাগি করিবি রন্ধন
এসব ভাবিতে ভাল লাগে কি কখন!

এক স্থানে অবিলম্বে রান্না সুরু কর্
সব তবে ঠিক হবে দেখিস্ সত্বর।"

কন্যাকুমারিকা তীর্থ ভারতবিখ্যাত
অনন্তর সেথা প্রভু হন উপনীত।
সদলে দর্শন করি দেবী কুমারিকা
উড়ালেন শ্রীনামের বিজয় পতাকা।
ভারত সাগর আর আরব সাগর
মিলিত হয়েছে হেথা দোঁহে পরস্পর।
অতি অপরূপ এই দৃশ্য বিলোকনে
শ্রীগুরুর বাণীমালা জাগিল স্মরণে ঃ—
"..... ঠাকুরের শ্রীমুখের সেই সে বচন।
আরব সাগর হেরি পড়িতেছে মনে।।
আরব তাতার আমি করিব গমন।
এ মধুর হরিনাম লইবে যবনে।।
করি উপলক্ষ্য এই অধম কিঙ্করে।
বিধর্ম্মীগণেও নাম করিছেন দান।।
পাঠাবেন কারে কবে আরব তাতারে।
জানেন আমার সেই গুরু ভগবান।।...."

ত্যজি কন্যাকুমারিকা ধাম মনোরম
নাম প্রচারিতে এবে যান শ্রীরঙ্গম্।
জীবগণে বিতরিতে কৃপা ভগবান
রঙ্গনাথ রূপে হেথা করে অধিষ্ঠান।
নগর মাঝারে তাঁর সুন্দর মন্দির
অগণিত গোপুরম্ শোভে উচ্চ শির।
সত্বর প্রচারে প্রভু হন তৎপর
নামের ধ্বনিতে হল নগর মুখর
মন্দির সম্মুখে হেথা হল একদিন
উদয়াস্ত সঙ্কীর্ত্তন বিরামবিহীন।
বহু জনসমাগম হল ক্রমে ক্রমে
সঙ্গীগণ গাহে নাম বিপুল উদ্যমে।

পতিতপাবন প্রভু পরম আদরে
আনিলেন শ্রোতাদের একে একে ধরে।
নামমঞ্চে ঘুরে ঘুরে একযোগে সবে
মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চরবে।
শ্রীনামের এ প্রকার প্রচণ্ড প্রতাপে
আকাশ বাতাস যেন থর থর কাঁপে।
প্রভুর আনন্দ আর মানে না বাঁধন
মুহূর্ত্ত মাঝারে তাই সমাধিমগন।
এক দিকে মহামন্ত্র চলে অবিরাম
প্রভু পাশে সেবকেরা গাহে—'সীতারাম'।
মধুনাম 'সীতারাম' শুনি ধীরে ধীরে
বাহ্য অবস্থায় প্রভু আসিলেন ফিরে।

ত্রিচী আর পক্ষীতীর্থ করি পর্য্যটন
কাঞ্চীপুরমেতে প্রভু উপনীত হন।
নানা রত্নে বিভূষিত শ্রীবরদরাজ
দ্বিতল মন্দিরে হেথা করেন বিরাজ।
শত আট শালগ্রাম শিলায় রচিত
বিচিত্র মাল্যেতে তাঁর কণ্ঠ সুশোভিত।
যে পবিত্র কূপ হতে রামানুজাচার্য্য
জল তুলি করিতেন দেবসেবা কার্য্য
সদলে সে কূপ প্রভু করি দরশন
নাম সহ ধর্ম্মশালে করেন গমন।
একালে বিশিষ্ট শিষ্য শ্রীগোবিন্দ দাস
সঙ্গত্যাগে অভিলাষ করিল প্রকাশ।
সবিনয়ে নিবেদিল প্রভুর সকাশে—
"শিষ্যের কর্ত্তব্য যাহা গুরুসঙ্গ বাসে,
যথাযথ অবগত আছি সেই সব
নিয়ম পালন তবু না হয় সম্ভব।
কৃপা করি তাই যদি দেন অনুমতি
পুণ্য এই কাঞ্চীপুরে করি অবস্থিতি।"

শিষ্যের অন্তরে দেখি ব্যাকুলতা অতি
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু দিলেন সম্মতি।
একা অবস্থানে যাহা প্রয়োজন হয়
দেয়া হল তারে সেই দ্রব্য সমুদয়।
কিঙ্কর পরমানন্দ বিনয়ে জানায়—
"রথোৎসবের কাল সমাগত প্রায়
তার পূর্ব্বে পুরীধামে পৌঁছা প্রয়োজন।"
ফেরার উদ্যোগ শীঘ্র হল সে কারণ।
সাঙ্গ করি দাক্ষিণাত্যে শ্রীনাম প্রচার
এলেন পুরীতে প্রভু দশই আষাঢ়।

কত দেশে কত নাম করিলে প্রচার
কত জীবে উদ্ধারিলে নাই সংখ্যা তার।
উদ্ধারণ লীলা করে আশার সঞ্চার
পাষণ্ডীও হবে তবে উদ্ধার এবার!
এ বিশ্বাস দেয় দাস জনার্দ্দনে বল
দাও হরি কৃপা করি চরণ কমল।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৪

।। চাতুর্ম্মাস্য—পুরী(১৩৫৬) - দিগসুই (১৩৫৭)।।
।। মৌন চাতুর্ম্মাস্য—পুরী (১৩৫৮)।।

পুরীধামে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত এ বৎসর
জগন্নাথ ক্ষেত্র হল কীর্ত্তনে মুখর।
চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষ্যে শত আট দিন
চলিল শ্রীনাম গান বিরামবিহীন।
যথারীতি নিতি নিতি মহোৎসব চলে
ভক্তশিষ্য নীলাচলে আসে দলে দলে।
সমারোহে চাতুর্ম্মাস্য হলে সমাপন
পুণ্য বারাণসী ধামে উপনীত হন।
মনোরম 'রামাশ্রম' পাঁড়ে হাবেলীতে
র'ন সেথা মাসাধিক মগ্ন মৌনব্রতে।
এ বারের কুম্ভমেলা পুণ্য হরিদ্বারে
মৌনশেষে যান সেথা শ্রীনামপ্রচারে।
গোবিন্দ সাধনানন্দ সেবানন্দ আর
ধীরানন্দ তারাপদ সঙ্গী হল তাঁর ।
সত্যানন্দ মহারাজ অতীব যতনে
আশ্রয় দিলেন সেথা প্রভুরে সগণে।
প্রচণ্ড উৎসাহ ভরে চলিল প্রচার
মুখরিত হল হরিনামে হরিদ্বার।
কুম্ভের প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
নামসহ বহুদেশ করেন ভ্রমণ।
বঙ্গাব্দের তেরশত সাতান্ন বৈশাখে
ঝাঁসী গোয়ালিয়রেতে যান একে একে।
উজ্জয়িনী ইন্দোরাদি ভ্রমি অতঃপর
সদলে হাজির হন ওঙ্কারেশ্বর।
পবিত্র সুন্দর স্থান সত্ত্বগুণময়
আনন্দে উঠিল ভরি প্রভুর হৃদয়।

হেথায় আশ্রম এক স্থাপন বিষয়
হল শুভ অভিপ্রায় অন্তরে উদয়।
সঙ্গী শিষ্য ধীরানন্দ গোবিন্দ কিঙ্কর
প্রস্তাব করিল পেশ নৃপতি গোচর।
সব শুনি নৃপমণি পুলকিত মন
করিলেন অচিরাৎ সম্মতি জ্ঞাপন।
ওঙ্কারেশ্বর হতে স্বল্পকাল পর
সদলে হাজির হন নাসিক সহর।
সেথা চারি সম্প্রদায় আখড়াতে স্থিতি
সোৎসাহে প্রচার কার্য্য চলে যথারীতি।
মোহন্ত শ্রীদীনবন্ধু দাস মহাশয়
প্রভুরে করেন শ্রদ্ধা ভক্তি অতিশয়।
প্রচারে প্রভুর কভু ক্লান্তি যেন নাই
সদলে নাসিক হতে গেলেন বোম্বাই।
পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরেতে থেকে
শ্রীনামপ্রচার কার্য্য চলে চতুর্দ্দিকে।
আঠারো দিবস হেথা চলিল প্রচার
ধন্য হল কত ভক্ত নাই সংখ্যা তার।
অনন্তর মহামন্ত্র প্রচার কারণ
পুণা সহরেতে প্রভু উপনীত হন।
আলিন্দী ও তুকারাম সাধক মহান
তাদের জনমস্থান দরশনে যান।
কিষ্কিন্ধ্যা পণ্ঢরপুর ভ্রমি ক্রমে ক্রমে
এলেন গুন্টুরে প্রভু রামনামক্ষেত্রমে।
তথা হতে অবশেষে পৌঁছিলেন পুরী
পথিমধ্যে ডাইরীর বাক্সো গেল চুরি।

এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কারণ
গুরুধাম দিগসুই হল নির্বাচন।
চাতুর্ম্মাস্য সুরু হতে সেথা অবিরাম
দীর্ঘ চারি মাসকাল চলিল শ্রীনাম।

অনিয়মে অতিশ্রমে ব্রতের সময়
হঠাৎ প্রভুর হল জ্বর আমাশয়।
রটি গেল এ সংবাদ দূর-দূরান্তরে
শিষ্যভক্তগণ এল আকুল অন্তরে।
রোগীটির কার্য্যক্রম করি বিলোকন
বিস্ময়েতে হতবাক হিতাকাঙ্ক্ষীগণ।
বুঝিতে না পারে তারা কোথা রোগ কার
রোগীটি যে সদাশিব সদা নির্ব্বিকার।
নিত্যকর্ম্ম যথারীতি চলিছে প্রত্যহ
সুকঠোর শ্রম আর কৃচ্ছ্র তৎসহ।
ব্যাকুল শিষ্যের এক প্রশ্নের উত্তরে
কহিলেন হেসে প্রভু দেহ লক্ষ্য করে—
"হ্যাঁরে বাবা, এটা খুব ভুগিছে এবার
দীনবন্ধু বাবা তাই ফুঁড়িছে এন্তার।
ওষুধ দিয়েছে খেতে দেখ আরো কত
হয়েছে এবার এটা জব্দ রীতিমত।"
সহজ সরল শিষ্য বুঝিতে না পারে
প্রভু আজি এত খুসী জব্দ দেখি কারে।
দিবসের কার্য্য শেষে বিশ্রামের তরে
এলেন নিশীথকালে শয়ন মন্দিরে।
পদপ্রান্তে বসি শিষ্য তিন চারি জন
আপন খেয়ালে প্রভু কহেন তখন—
"বলছিস্ বটে ব্যাধি ব্যথাদির কথা
এ না জানে কোন্‌খানে রোগ আর ব্যথা।
যখনি মুদ্রিত করি নয়ন যুগল
চারিধারে শুধু করে আলো ঝলমল্।
দেখ ভেবে তোরা সবে হেন অবস্থায়
কী করে দেহের ভোগ দাঁড়াবে হেথায়।"
কহিলেন পুনরায় ক্ষণকাল পর—
"এবার না ঠিকমত জমিল আসর।
আবার আসিতে হবে জেনে রাখ সার
সাড়ম্বরে আগমন হবে সেইবার।"

সানন্দে বিস্ময়ে মন ভাবে শিষ্যগণ—
কোথা কবে পুন হবে শুভ আগমন ?
কী কারণে তাঁর মনে এ ভাব উদয়
সম্মুখেতে রয়েছে কি অতি দুঃসময় ?
আসিছে কি অমারাতি ভয়ঙ্কর অতি
আসিছে কি ধরমের গ্লানি দ্রুতগতি ?
শিষ্যদের চিত্তে হেন প্রশ্ন জাগে কত
বাক্যব্যয়ে তবু তারা রহিল বিরত।
অধিক কথায় পাছে ব্যাধি বেড়ে যায়
উঠে এল শীঘ্র সবে সেই আশঙ্কায়।
নীরোগ হলেন প্রভু স্বল্প কাল পর
আনন্দে উঠিল ভরি সবার অন্তর।

প্রভুর নাটক এক হবে অভিনীত
দলে দলে শিষ্যভক্ত হল সমবেত।
অকস্মাৎ এল এক বিধবা যুবতী
বসনে ভূষণে তার পারিপাট্য অতি।
প্রণামান্তে বলিল সে অভিমান ভরে—
"বাবা তুমি পারিলে না চিনিতে আমারে ?"
ভাল করি নিরীক্ষণ করি অতঃপর
নির্ব্বিকার সুরে প্রভু দিলেন উত্তর—
"কবে কোথা দেখেছি যে না হয় স্মরণ,
কত দিন আগে মন্ত্র হয়েছে গ্রহণ ?"
মায়ী বলে—"দীক্ষা দিলে এক বর্ষ আগে,
সে কথা কি আজি তব স্মরণে না জাগে ?"
শুধালেন বিধবারে প্রভু পুনর্ব্বার—
"করেছিস্ এ-র সঙ্গ পরে কভু আর ?"
বিধবা কহিল শীঘ্র প্রশ্নের উত্তরে—
হয় নাই সঙ্গলাভ কভু আর পরে।
তবু সেই দীক্ষা দিনে তুমি হাবড়াতে
কয়েছিলে কত কথা আমাদের সাথে।"

নিজ মনে বার বার বলিল বিধবা—
"আমায় চিনিতে তুমি পারিলে না বাবা!"
অভিমানে চিত্ত তার হল ভরপুর
মস্ত যেন অপরাধ হয়েছে প্রভুর।
বুঝিলেন প্রভু সব তাই অবশেষে
দু'হাতে ললাট স্পর্শি কহিলেন হেসে—
"জননী গো তোমাদের কে চিনিতে পারে
দেব মুনি ঋষি ভুল করে বারে বারে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া কত রূপ ধরে
করে লীলা এ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ 'পরে।"

এল পিতা রোগগ্রস্ত সন্তানেরে লয়ে
প্রণমি প্রভুর পদে কহিল বিনয়ে—
"বিপদে পড়েছি বড়—বাবা, দিন দিন
হতেছে এ পুত্রটির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।
বলুন আপনি এর চোখ ভাল হবে।"
উত্তরে কহেন প্রভু অনতিবিলম্বে—
বয়স তো বেশী নয়-তাই মনে হয়
ডাক্তার দেখালে ব্যাধি হবে নিরাময়।"
শিষ্য কহে—"ভুলিব না ও-সব কথায়
ভাল করে দিন বাবা ধরি দুটি পায়।"
শান্ত কণ্ঠে দেন প্রভু নির্দ্দেশ আবার—
"ভাল হয়ে যাবে পুত্র দেখা না ডাক্তার।"
তবু শিষ্য করে পুন একই আবেদন,
বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে প্রভু কহেন তখন—
দু'টাকার বৈদ্যে যাহা হয় নিরাময়
তা' লাগি করাবি কেন তপস্যার ক্ষয়।
কার পাপে আজ ওর ব্যাধি এ রকম
ভেবে দেখ্ দায়ী তুই—তোর অসংযম।
বাড়াতে জপের সংখ্যা কর প্রাণপণ
সংযত জীবন কর সযত্নে যাপন।"

প্রভুর এ ভিন্ন মূর্ত্তি করি বিলোকন
শান্ত হল আবেদন স্তব্ধ সর্ব্বজন।

নূতন প্রসঙ্গ এক করি উত্থাপন
বিশিষ্ট সেবকবৃন্দে স্বল্প পরে ক'ন—
"একশ' পঁচিশ কোটি রামনাম লেখা
এ হারে চলিলে এ-র হবে কি তা দেখা?
এক লক্ষ করে যদি করি কম্পাল্‌সারি
তাহলে লিখন সাঙ্গ হবে তাড়াতাড়ি।"
পরিহাসপ্রিয় প্রভু পেলেই সুযোগ
অব্যর্থ ইংরাজী শব্দ করেন প্রয়োগ।
ক্ষণপরে নিজে থেকে বলেন আবার—
"দেখ্ যার এতগুলো ছেলে প্রফেসর,
দু'চারিটি ইংরাজী সে যদি নাহি বলে
পিতা রূপে তাহারে কি মানায় তা'হলে।"
মটর ডাক্তার অতি উৎসাহেতে বলে—
"লক্ষ্যমাত্রা হোক্ তিন এক লক্ষ স্থলে।"
এ শুভ প্রস্তাব প্রভু করি সমর্থন
কহিলেন—"কর্ সুরু খাতা বিতরণ।"

তেরশত আটান্নতে পুণ্য লীলাচলে
মৌন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন চলে।
ধর্ম্মপ্রাণ পূজ্যপাদ বন্দ্যোঃ দাশরথি
(সম্পাদক দিগসুই সাধন সমিতি)
এই কালে মৌনব্রত করিয়া গ্রহণ
থাকেন প্রভুর সাথে অধিকাংশ ক্ষণ।
একে একে দিন যায় মাস যায় চলে
সুকঠোর মৌন চলে পুণ্য নীলাচলে।
মহান তাপস মগ্ন কঠোর সাধনে
বাহ্য জগতেরে বুঝি নাহিক স্মরণে।
দরশন আর সঙ্গ লাভের আশায়
শিষ্যভক্তগণ রহে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

হেন তপস্যার তব কীবা প্রয়োজন
এ কি শুধু জগতের কল্যাণ কারণ।
তরাতে এসেছো যদি পাপীতাপীগণে
কেন কৃপা করিবে না দাস জনার্দ্দনে!

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৫

।। রাজোল 'রামনামসপ্তাহম্' উৎসবে—১৩৫৮।।
।। বাষ্পযানে মুসলমানে দীক্ষাদান ।।
।। হিন্দুপুরে প্রচারকালে কপিকুলের নৃত্য।।

চৈত্রের দশম দিনে—মৌনব্রত শেষে
গেলেন প্রচারে পুন দক্ষিণের দেশে।
সঙ্গী সম্পাদকদাদা, শ্রীশ্যামাশঙ্কর,
ধ্যানানন্দ, সেবানন্দ, মুকুন্দ কিঙ্কর,
ধীরানন্দ, জগবন্ধু, জয়ন্তীকুমার,
সনৎকুমার আদি নয় জন আর।
বাষ্পযানে জলযানে পথে সর্ব্বক্ষণ
চলিল তারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দীর্ঘ দুই দিন রাত্রি পথে পথে কাটে
অবশেষে পৌঁছিলেন রাজোলের ঘাটে।
শিষ্যভক্ত নরনারী অসংখ্য সেথায়
অসীম আগ্রহভরে আছে প্রতীক্ষায়।
রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাতে প্রভুরে
বাজিয়া উঠিল 'ব্যাণ্ড' ও-দেশীয় সুরে।
মালায় প্রভুর বক্ষ কণ্ঠ গেল ভরে
সঙ্গীগণ গাহে নাম সানন্দ অন্তরে।
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ দিক্ দিগন্তর
সমাধিমগন প্রভু হলেন সত্বর।

সরকারী ধর্ম্মশালা প্রভুর নিমিত্ত
রেখেছেন কর্ত্তৃপক্ষ করি সুসজ্জিত।
প্রবেশ পথের শোভা করিতে বর্ধন
নির্ম্মিত হয়েছে উচ্চ সুন্দর তোরণ।
বস্ত্র 'পরে সুলিখিত দু'টি বিজ্ঞাপন
সযত্নে তোরণগাত্রে হয়েছে স্থাপন।
বৃহৎ হরফে লেখা একটির গায় ঃ—
এসেছেন সাধু এক অধুনা হেথায়।
নাম—শত আট শ্রীসীতারামদাস
বঙ্গের ডুমুরদহে রামাশ্রমে বাস।....
'রামনামসপ্তাহম্' উৎসব কারণ
চলিছে উৎসাহ ভরে নানা আয়োজন।
কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভু প্রতি অতি ভক্তিমান
'সপ্তাহম্' উৎসবের উদ্যোগী প্রধান।
বিশেষতঃ শ্রদ্ধাপূর্ণ তার আমন্ত্রণে
এসেছেন হেথা প্রভু প্রচারে সগণে।
উৎসবের ক্ষেত্রে সদা নানা অনুষ্ঠান
কভু হরিকথা কভু ভজনাদি গান।
সশিষ্যে রহেন প্রভু ধরমশালায়
অগণিত ভক্ত সেথা নিত্য আসে যায়।
জনসমাগম দেখি হয় অনুমান
ধরমশালাই বুঝি উৎসবের স্থান।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সঙ্গীশিষ্যগণ
উৎসবের ক্ষেত্রে করে 'ভোগান্ত' কীর্ত্তন।
তাঁরই আদেশ মত কোন কোন দিন
উদয়াস্ত চলে নাম বিরামবিহীন।
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে দুইটার পর
বিশ্রামের তরে জোটে স্বল্প অবসর।
পত্রসেবা-আদি চলে বিশ্রামের ক্ষণে
নিভৃতে দর্শন দেন দর্শনার্থীগণে।
কেহ আসে ধর্ম্মকথা আলোচনা তরে
কেহ দীক্ষা যাচ্ঞা করে ব্যাকুল অন্তরে।

সেবানন্দ তার ছোট ছাত্রছাত্রীবৃন্দে
নামগান শিক্ষাদান করে মহানন্দে।
হেনমতে বিশ্রামান্তে সাড়ে চারিটায়
সাজ সাজ রব পড়ে ধরমশালায়।
শিষ্যগণে লয়ে প্রভু প্রচার কারণ
শোভাযাত্রা করি পথে বহির্গত হন।
ছোট বহু ছেলেমেয়ে সাথে সাথে চলে
যোগ দেয় অগণিত ভক্ত দলে দলে।
প্রচার যাত্রায় শোভে অসংখ্য পতাকা
প্রথম নিশান তার তেলেগুতে লেখা।
সমগ্র নগর ভ্রমি সন্ধ্যার সময়
উৎসবের ক্ষেত্রে নাম উপস্থিত হয়।
স্থানীয় বাদকবৃন্দ ব্যাণ্ডবাদ্য সহ
অভ্যর্থনা করে নামে সানন্দে প্রত্যহ।
আর সেথা উপস্থিত ভক্তগণ সবে
যোগ দেয় নামগানে অনতিবিলম্বে।

প্রার্থীদের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
বহু ভক্তগৃহে হয় শুভ পদার্পণ।
দ্বারদেশে করি ভক্ত কর্পূর আরতি
নিয়ে যায় গৃহমাঝে সমাদরে অতি।
বেদী কিম্বা উচ্চাসনে বসিয়ে সাদরে
চরণযুগল রাখে পূত পাত্র 'পরে।
পাদ প্রক্ষালন করি নারিকেল জলে
পান করে পাদোদক সানন্দে সকলে।
অতঃপর ভক্তগণ বহু উপচারে
শ্রীচরণ পূজা করে বিধি অনুসারে।
ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দোঁহার মাঝারে
ভেসে যায় তৃণসম ভাবের জোয়ারে।
প্রভু সঙ্গে মহানন্দ পায় ভক্তগণ
যেতে নাহি দিতে তাঁরে চাহে সে কারণ।

রাজোলে এগার দিন করি অবস্থান
দীক্ষা নাম উপদেশ করেন প্রদান।
বিদায়ের সম্ভাষণ করিতে জ্ঞাপন
মহতী সভার এক হল আয়োজন
সমবেত ভক্ত আর পণ্ডিতমণ্ডলী
নিবেদিল প্রভু পদে হার্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তথা হতে যাত্রা করি প্রভু অতঃপর
গুণ্টুরের অভিমুখে হন অগ্রসর।
রামনামক্ষেত্রমাদি হল দরশন
আর হল যথারীতি নাম বিতরণ।
স্বল্পকাল এই স্থানে করি অবস্থান
হিন্দুপুর অভিমুখে হন আগুয়ান।
গুণ্টুরে গাড়ীতে ভিড় হল ভয়ানক
সাহায্য করিল এক অচেনা যুবক।
প্রভু প্রতি আকর্ষিত হল তার মন
সম্ভ্রমে বসিতে দিল আপন আসন।
ধর্ম্ম আলোচনা সুরু হল ক্ষণপর
আনন্দে উঠিল ভরি যুবার অন্তর।
চলমান বাষ্পযান মাঝে সে তখন
প্রভু হতে মন্ত্রদীক্ষা করিল গ্রহণ।
অবশেষে ভক্তিভরে বিদায়ের ক্ষণে
প্রণতি জানাল যুবা প্রভুর চরণে।
অসঙ্কোচে করি স্বীয় পরিচয় দান
জানাল জনমসূত্রে সে মুসলমান।
প্রভুর বিচিত্র লীলা অলৌকিক সব
তাঁর অভিধানে শব্দ নাই —'অসম্ভব'।

যথাকালে হিন্দুপুরে হলেন হাজির
অপেক্ষিছে ভক্তবৃন্দ আগ্রহে অধীর।
হেথাকার আহ্বায়ক শ্রীরামলিঙ্গম্
প্রভু পদে ভক্তি তার অতি অনুপম।

শকট প্রস্তুত ছিল ষ্টেশনের ধারে
পাঠালেন যানযোগে শ্রদ্ধেয় দাদারে।
নামসহ পদব্রজে স্বল্পকাল পর
সঙ্গীগণে লয়ে প্রভু হন অগ্রসর।
ভক্তগণ চলে সাথে আনন্দিত চিতে
নগর মুখর হল নামের ধ্বনিতে।
বিরাট জনতা সহ প্রভু ধীরে ধীরে
সদলে এলেন এক সুন্দর মন্দিরে।
রাজার প্রাসাদতুল্য অতি সুদর্শন
দেবমূর্ত্তি সম্বলিত সুউচ্চ তোরণ।
হাজার দশেক ব্যক্তি বসিবার মত
আছে এক কক্ষ সেথা অতীব প্রশস্ত।
স্বল্পকাল মধ্যে ভিড় হল এ প্রকার
রহিল না তিল ঠাঁই সে কক্ষ মাঝার।
পরম উৎসাহ ভরে সঙ্গীশিষ্যগণ
অবিরাম মহানাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তচিত্তে আনন্দের নাহিক অবধি
ক্ষণকাল মধ্যে হল প্রভুর সমাধি।
শুনি নাম 'সীতারাম' অর্দ্ধ ঘণ্টা প্রায়
ফিরিলেন পুন প্রভু বাহ্য অবস্থায়।
ক্রমাগত জনতার ভিড় বেড়ে চলে
হাজার হাজার ভক্ত আসে দলে দলে।
দর্শনান্তে যত জন বাহিরেতে যায়
ক্ষণমধ্যে ততোধিক আসে পুনরায়।
অত্যল্প সময়ে ভিড় এত জনতার
হয় নাই দৃষ্ট কভু পূর্ব্বে কোথা আর।

হিন্দুপুরে তিন দিন চলিল প্রচার
ভিড় প্রায় প্রতিদিন একই প্রকার।
প্রভুর বিশ্রাম কক্ষ মন্দিরের পাশে
দিবারাত্র অগণিত ভক্ত সেথা আসে।

দীন ধনী নির্ব্বিশেষে আসে নর-নারী
আসে কত সম্মানিত রাজকর্ম্মচারী।
ছোট বড় বিদ্যার্থীরা আসে দলে দলে
ধর্ম্মাদি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে কৌতূহলে।
সাগ্রহে অভয় বাণী পড়ে ভক্তগণ
পুনর্ম্মুদ্রণ তাই হল প্রয়োজন।
তেলেগু ও ইংরাজীতে পাঁচ হাজার করে
মুদ্রিত হইল বাণী প্রচারের তরে।
মন্দিরেতে দিনে রাতে প্রায় সর্ব্বক্ষণ
প্রভুর নির্দ্দেশে নাম চলে সঙ্কীর্ত্তন।
প্রাতে আর অপরাহ্নে নিত্য দুই বার
সদলে নগরে প্রভু করেন প্রচার।
যন্ত্রযোগে মহামন্ত্র প্রচার কারণে
ভক্তগণ আয়োজন করেছে যতনে।
বাক্‌বিকিরণ যন্ত্র দিবস রজনী
পৌঁছে দেয় দিকে দিকে শ্রীনামের ধ্বনি।

ভক্তকুল বক্ষে ধরি হিন্দুপুর ধন্য
শ্রীরামলিঙ্গম্ তার মধ্যে অগ্রগণ্য।
একাধারে বিত্তশালী ভক্ত সদাচারী
ধার্ম্মিক বিনয়ী আর পর-উপকারী।
বয়স তিরিশ প্রায় দৃঢ় কলেবর
মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনে উৎসাহ বিস্তর।
তার আমন্ত্রণে আর অন্তরের টানে
প্রচারেতে পদার্পণ প্রভুর এ স্থানে।
এদের আতিথেয়তা অতি চমৎকার
ভোগের নিমিত্ত দেয় বিবিধ সম্ভার।
তিন দিনে ঘৃত দিল প্রায় এক মণ
পরিহাসপ্রিয় প্রভু কন সে কারণ—
"খেয়ে নে বাবারা সবে মিটাইয়া আশ
অতঃপর অপেক্ষিয়া আছে উপবাস।

কভু জোটে অট্টালিকা কভু বৃক্ষতল
বিধির বিধান সব—সবেতে মঙ্গল।"
হিন্দুপুর হতে যাত্রা করিবার পরে
সত্য হল এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে।

হিন্দুপুরে মন্দিরের পুরোহিতগণ
প্রভু প্রতি করে যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
শ্রীরামের অনুচর অসংখ্য বানর
এই স্থানে হয় নিত্য নয়নগোচর।
কপিকুল স্বভাবতঃ দুষ্ট অতিশয়
হিন্দুপুরে দেয় তারা ভিন্ন পরিচয়।
শ্রীনামপ্রেমিক যত শ্রীরামসেবক
আচরণ অতিশয় আশ্চর্য্যজনক।
সঙ্গীগণ সহ প্রভু করি সঙ্কীর্ত্তন
নগরের পথে যবে করেন ভ্রমণ,
খোল করতাল বাদ্য শুনি সেইকালে
মহোল্লাসে কপিদল নাচে তালে তালে।
বৃক্ষশাখে নৃত্য করে কোন কপিবর
কোনও বানর নাচে প্রাচীরের পর।
অট্টালিকা-শীর্ষে নাচে রাম-অনুচর
কেহ নাচে টেলিগ্রাফ পোষ্টের উপর।
ল্যাম্পপোষ্ট 'পরে কপি হয় নৃত্যরত
সানন্দে বাঁদর নাচে রয় যেথা যত।
অতীব অদ্ভুত দৃশ্য করি বিলোকন
পুলকিত হন প্রভু আর ভক্তগণ।
বানর-বহুল স্থানে তাই দীর্ঘক্ষণ
অতীব উৎসাহে হয় সনৃত্য কীর্ত্তন।

ত্রেতাযুগে রামরূপে তুমি একবার
দিয়েছিলে কপিকুলে সেবা অধিকার।
সে কথা আজিও তারা রেখেছে স্মরণে
তাই এত পুলকিত তব দরশনে।

সীতারাম রূপে পুন আসি এ ধরায়
মজালে সে কপিকুলে নামে পুনরায়।
বিচিত্র এ লীলা তব অতি মনোরম
এ রস গ্রহণে দাস নিতান্ত অক্ষম।
নিজগুণে কৃপা করি ও রাঙা চরণে
দিও ঠাঁই দীন এই দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৬

।। বাঙ্গালোর-তিরুপতি-কাঞ্চীপুর-পক্ষীতীর্থ
ও মাদ্রাজে প্রচার পরিক্রমা।।

হিন্দুপুরে তিনদিন প্রচারের শেষে
পৌঁছিলেন বাঙ্গালোরে চৈত্রের সাতাশে।
স্থানাভাব হেথাকার ধরমশালায়
অবস্থিতি হল তাই বৃক্ষের তলায়।
পরদিন স্নান জপ পূজাপাঠ শেষে
সদলে বাহির হন প্রচার উদ্দেশে।
চৈত্রমাস তদুপরি বেলা দ্বিপ্রহর
অনল সমান তেজ বর্ষে দিবাকর।
তবু নাই বিন্দুমাত্র শ্রান্তিক্লান্তি কভু
নামগানে নামদানে মাতোয়ারা প্রভু।
প্রচারান্তে ফিরে এসে দুইটার পরে
সুরু হল আয়োজন রন্ধনের তরে।
বৃক্ষতলে বস্ত্রদ্বারা ঘিরে কিছু স্থান
বিচিত্র রন্ধনশালা হল নির্ম্মাণ।
প্রভুর আনন্দ বড় দেখি পাকশালা
কহেন—"দোতলা কভি, কভি গাছতলা।"
চারটাকা সের হেথা চাল বিক্রি হয়
প্রভুর সে বিলাসিতা ধাতেনাহি সয়।

মুগ আলুসিদ্ধ ভোগ হল নিবেদন
অপরাহ্নে সে প্রসাদ সানন্দে গ্রহণ।
স্বল্পমাত্র বিশ্রামের পর পুনরায়
নগর কীর্ত্তনে হন বাহির সন্ধ্যায়।
রাত্রিকালে যাত্রা করি বাঙ্গালোর হতে
পৌঁছিলেন তিরুপতি পরদিন প্রাতে।
দুইদিন অন্ন কেহ করেনি গ্রহণ
তদুপরি বাষ্পযানে সুদীর্ঘ ভ্রমণ
সে কারণ সঙ্গীগণ ক্লান্ত অতিশয়
প্রভু শুধু ক্লান্তিহীন সদানন্দময়।
চেষ্টা তাঁর সবাকার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান
প্রবাসেতে দুঃখে কষ্টে আনন্দ প্রদান।
বিশ্রামে সুযোগ যাতে পায় সঙ্গীগণ
বারটার মধ্যে ভোগ হল নিবেদন।
অপরাহ্নে নাম নিয়ে হলেন বাহির
ভ্রমিলেন লক্ষ্মী রাম গোবিন্দ মন্দির।
আরো বহু মন্দিরেতে হল দরশন
আকর্ষিত হল ক্রমে ভক্ত অগণন।
রাশি রাশি পড়ে মালা প্রভুর গলায়
ভক্তগণ পদতলে গড়াগড়ি যায়।
প্রণামের পর্ব্ব শেষ হতে নাহি চায়
রজনী গভীর হল ফিরিতে বাসায়।
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে বারটার পর
বিশ্রাম গ্রহণে সবে পায় অবসর।

তিরুপতি বালাজীর মন্দির দর্শনে
পরদিন প্রাতে প্রভু গেলেন সগণে।
অদূরে উন্নত এক পর্ব্বতের শিরে
অধিষ্ঠিত ভগবান সুন্দর মন্দিরে।
তৈলযানযোগে সেথা পৌঁছিবার পর
নামগান করি প্রভু হন অগ্রসর।

বাদ্যযন্ত্র আদি সহ নিয়মানুসারে
প্রবেশ নিষিদ্ধ এই মন্দির মাঝারে।
সে কারণে সঙ্গীগণে লয়ে দীর্ঘক্ষণ
মন্দির সম্মুখে নাম করেন কীর্ত্তন।
অতঃপর যন্ত্র রাখি প্রহরী জিম্মায়
রহেন প্রতীক্ষারত দর্শন আশায়।
দীর্ঘক্ষণ গত হয় না মিলে দর্শন
বাহিরেতে গিয়ে পুন করেন কীর্ত্তন।
অবশেষে আসি সে বাঞ্ছিত লগন
ভগবান বালাজীর মিলিল দর্শন।
মধ্যভাগে অপরূপ সুন্দর মূরতি
বামে লক্ষ্মী দক্ষিণেতে দেবী পদ্মাবতী।
অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী—ভিড় অতিশয়
দর্শনে না পাওয়া গেল পর্য্যাপ্ত সময়।
জুটিল অদ্ভুত সঙ্গী হেথা একজন
উন্মাদের মত তার বাহ্য আচরণ।
আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করে একপায়
উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্র অবিরাম গায়।
বৃক্ষশাখা করি এক স্বহস্তে ধারণ
ভ্রমিল সে কীর্ত্তনের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ।
মুগ্ধনেত্রে সর্ব্বজন করি দৃষ্টিপাত
কহিলেন এ প্রসঙ্গে প্রভু অচিরাৎ—
"কীরূপে ছলনাময় আসে কোন্ দিন
মনুষ্যের পক্ষে তাহা বোঝা সুকঠিন।"

পরদিন কালাহস্তী দর্শন মানসে
সদলে করেন যাত্রা অতীব প্রত্যুষে।
কালাহস্তী সুবিশাল শিবের আলয়
জাগায় দর্শক চিত্তে অপার বিস্ময়।
সদলে আবার যাত্রা সন্ধ্যায় প্রভুর
এবার গন্তব্যস্থল পুণ্য কাঞ্চীপুর।

রেণুগুন্টা ষ্টেশনেতে ক্ষণিক বিরতি
ষ্টেশনেই হল পূজা ভোগ ও আরতি।
ফলমূল প্রসাদাদি গ্রহণের পর
বিশ্রামের তরে হল স্বল্প অবসর।
যথাকালে মালপত্র সহ পুনরায়
সঙ্গীরা প্রস্তুত হল গাড়ীর আশায়।
সবারে উদ্দেশ্য করি হঠাৎ তখন
উপদেশামৃত প্রভু করেন বর্ষণ—
"যতনে পারের কড়ি করি আহরণ
এভাবে প্রস্তুত র'বি সবে সর্ব্বক্ষণ।
ওপারেতে হবে যেতে অবশ্য সবার
কখন আসিবে ডাক নাই ঠিক তার।
মালপত্র ঘরবাড়ী আর টাকা কড়ি
কিছুই যাবে না সাথে—রবে সব পড়ি।
সযত্নে পাথেয় তাই করিয়া সঞ্চয়
রহিবি প্রস্তুত হয়ে সকল সময়।"

নববর্ষে শুভক্ষণে লয়ে সঙ্গীগণ
করিলেন কাঞ্চীপুরে প্রভু পদার্পণ।
দুইভাগে বিভক্ত এ বৃহৎ সহর
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী অতি মনোহর।
অপরাহ্নে শিবকাঞ্চী করিতে দর্শন
বাহির হলেন পথে লয়ে সঙ্গীগণ।
পথিমধ্যে অবস্থিত 'কামাখ্যি' দেবীর
দরশন হল এক সুন্দর মন্দির।
দেখিলেন শিবালয় বৃহৎ আকার
অগণিত গোপুরম্ অতি উচ্চ দ্বার।
সে মন্দির প্রদক্ষিণ করি অতঃপর
লভিলেন দরশনে আনন্দ বিস্তর।
সসম্ভ্রমে তথাকার পুরোহিতগণ
আন্তরিক অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।

বাদ্যযন্ত্র আদি সহ নিয়মানুসারে
প্রবেশ নিষিদ্ধ এই মন্দির মাঝারে।
সে কারণে সঙ্গীগণে লয়ে দীর্ঘক্ষণ
মন্দির সম্মুখে নাম করেন কীর্ত্তন।
অতঃপর যন্ত্র রাখি প্রহরী জিম্মায়
রহেন প্রতীক্ষারত দর্শন আশায়।
দীর্ঘক্ষণ গত হয় না মিলে দর্শন
বাহিরেতে গিয়ে পুন করেন কীর্ত্তন।
অবশেষে আসি সে বাঞ্ছিত লগন
ভগবান বালাজীর মিলিল দর্শন।
মধ্যভাগে অপরূপ সুন্দর মূরতি
বামে লক্ষ্মী দক্ষিণেতে দেবী পদ্মাবতী।
অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী—ভিড় অতিশয়
দর্শনে না পাওয়া গেল পর্য্যাপ্ত সময়।
জুটিল অদ্ভুত সঙ্গী হেথা একজন
উন্মাদের মত তার বাহ্য আচরণ।
আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করে একপায়
উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্র অবিরাম গায়।
বৃক্ষশাখা করি এক স্বহস্তে ধারণ
ভ্রমিল সে কীর্ত্তনের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ।
মুগ্ধনেত্রে সর্ব্বজন করি দৃষ্টিপাত
কহিলেন এ প্রসঙ্গে প্রভু অচিরাৎ—
"কীরূপে ছলনাময় আসে কোন্ দিন
মনুষ্যের পক্ষে তাহা বোঝা সুকঠিন।"

পরদিন কালাহস্তী দর্শন মানসে
সদলে করেন যাত্রা অতীব প্রত্যুষে।
কালাহস্তী সুবিশাল শিবের আলয়
জাগায় দর্শক চিত্তে অপার বিস্ময়।
সদলে আবার যাত্রা সন্ধ্যায় প্রভুর
এবার গন্তব্যস্থল পুণ্য কাঞ্চীপুর।

রেণুগুন্টা ষ্টেশনেতে ক্ষণিক বিরতি
ষ্টেশনেই হল পূজা ভোগ ও আরতি।
ফলমূল প্রসাদাদি গ্রহণের পর
বিশ্রামের তরে হল স্বল্প অবসর।
যথাকালে মালপত্র সহ পুনরায়
সঙ্গীরা প্রস্তুত হল গাড়ীর আশায়।
সবারে উদ্দেশ্য করি হঠাৎ তখন
উপদেশামৃত প্রভু করেন বর্ষণ—
"যতনে পারের কড়ি করি আহরণ
এভাবে প্রস্তুত র'বি সবে সর্ব্বক্ষণ।
ওপারেতে হবে যেতে অবশ্য সবার
কখন আসিবে ডাক নাই ঠিক তার।
মালপত্র ঘরবাড়ী আর টাকা কড়ি
কিছুই যাবে না সাথে—রবে সব পড়ি।
সযত্নে পাথেয় তাই করিয়া সঞ্চয়
রহিবি প্রস্তুত হয়ে সকল সময়।"

নববর্ষে শুভক্ষণে লয়ে সঙ্গীগণ
করিলেন কাঞ্চীপুরে প্রভু পদার্পণ।
দুইভাগে বিভক্ত এ বৃহৎ সহর
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী অতি মনোহর।
অপরাহ্নে শিবকাঞ্চী করিতে দর্শন
বাহির হলেন পথে লয়ে সঙ্গীগণ।
পথিমধ্যে অবস্থিত 'কামাখ্যি' দেবীর
দরশন হল এক সুন্দর মন্দির।
দেখিলেন শিবালয় বৃহৎ আকার
অগণিত গোপুরম্ অতি উচ্চ দ্বার।
সে মন্দির প্রদক্ষিণ করি অতঃপর
লভিলেন দরশনে আনন্দ বিস্তর।
সসম্ভ্রমে তথাকার পুরোহিতগণ
আন্তরিক অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।

সমাদরে নিয়ে গেল মন্দির মাঝার
যাত্রীদের নাই যেথা প্রবেশাধিকার।
নিয়ে গেল বিগ্রহের সন্নিকটে অতি
অতঃপর ভক্তিভরে করিল আরতি।
ধরমশালায় ফিরে দর্শনের পর
রন্ধনের কার্য্যে প্রভু হন তৎপর।
ধ্যানানন্দ করে নিত্য ভোগাদি রন্ধন
এখন বিশ্রাম তার ব্যাধি নিবন্ধন।

ভগবান বিষ্ণুদেব শ্রীবরদ নামে
বিরাজ করেন এই কাঞ্চীপুর ধামে।
পরদিন শ্রীবরদে করি দরশন
পূর্ব্বকথা সবিস্তারে করেন বর্ণন ঃ—
"এই স্থানে কাঞ্চীপূর্ণ ভক্ত মহাজন
করিতেন শ্রীবরদরাজেরে ব্যজন।
শালকূপ দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত
তথা হতে সেবা লাগি নিত্য নিয়মিত
করিতেন রামানুজ জল আনয়ন।
আজো এ প্রথার হেথা আছে প্রচলন।"
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিলে পুরোহিতগণ
ক্ষুদ্রাকৃতি কুম্ভ এক করে প্রদর্শন।
আজিও সেবকগণ সেই কুম্ভে করে
শালকূপ হতে জল আনে পূজা তরে।
বলিলেন প্রভু আরো বহু বিবরণ
সানন্দে শুনিছে সব সঙ্গী শিষ্যগণ
সমবেত হল ক্রমে ভক্ত অগণন
এল সব পাণ্ডা আর পুরোহিতগণ।
প্রভুর জ্ঞানের হেন পেয়ে পরিচয়
বিস্ময়ে উঠিল ভরি সবার হৃদয়।
সঙ্গীগণ প্রতি কৃপা বর্ষণ মানসে
কহিলেন অবশেষে তাদের উদ্দেশে—

"কে জানে এ পুণ্যধামে আবার কখন
হবে কিম্বা নাহি হবে পুন আগমন।
তোরা বাবা একটুকু নামগান কর্।"
আদেশ পালিত হল অতীব সত্বর।
যোগ দিল নামগানে ভক্ত অগণন
অচিরে হলেন প্রভু সমাধিমগন।
অপরাহ্নে ফিরিলেন ধরমশালায়
প্রসাদ পেলেন দিবা অবসানে প্রায়।
ক্ষণ কাল পরে পুন প্রচারের তরে
বাহির হলেন প্রভু সগণে নগরে।
কাঞ্চীপুরে তিন রাত্রি শুভ অবস্থান
অনন্তর তথা হতে সদলে প্রস্থান।

রাত্রিকালে পক্ষীতীর্থে পৌঁছিবার পর
আহার্য্য সন্ধানে হল সঙ্গীরা তৎপর।
পণ্যশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সকল
বিস্তর চেষ্টায় হল সামান্যই ফল।
সহরের বহু স্থানে করি অন্বেষণ
দুধ কলা গুড় স্বল্প হল আহরণ।
সব শুনি প্রভু দেন সহজ বিধান—
"আটা আছে সাথে সের দুই পরিমাণ।
দুধ গুড় কলা সহ মিশিয়ে সত্বর
সত্যনারায়ণজীর সিন্নি তৈরী কর্।"
সেবকেরা করে ত্বরা আদেশ পালন
মধ্যরাতে ভোগ অন্তে প্রসাদ গ্রহণ।
পরদিন প্রাতে পুন করি সঙ্কীর্ত্তন
সমগ্র সহরে নাম হল বিতরণ।
বাজার অঞ্চল হতে প্রায় দ্বিপ্রহরে
উঠিলেন নাম সহ পাহাড় শিখরে।
প্রতিদিন আসে এই পাহাড়ের 'পর
জটায়ুর বংশধর দুই নভশ্চর।

যথাকালে আজো তারা করি আগমন
সমর্পিত ভোজ্য যত করিল গ্রহণ।
দর্শনার্থীদের ভিড়— নাম সঙ্কীর্ত্তন
পক্ষীচিতে নাহি করে ভীতি উৎপাদন।
ভোজনান্তে পূজারীর মন্ত্রপাঠ শেষে
পক্ষীদ্বয় শীঘ্র হয় উড্ডীন আকাশে।
দর্শনান্তে ফিরে এসে দেড় ঘটিকায়
গেলেন সত্বর প্রভু রন্ধনশালায়।
করি প্রায় চারিটায় প্রসাদ গ্রহণ
যাত্রা লাগি আয়োজনে ব্যস্ত সঙ্গীগণ।
হেনকালে ক'ন প্রভু সবার উদ্দেশে—
"সবে কাল রাত্রিকালে এইস্থানে এসে
কত না যতন সহ পাতিলি সংসার,
সকলই গুটোতে হল আজই আবার।
এইরূপ অনাসক্ত হয়ে সর্ব্বক্ষণ
অসার সংসারে কাল করিবি যাপন।"

অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
সন্ধ্যাকালে মাদ্রাজেতে উপনীত হন।
পরদিন প্রাতে নাম করি সঙ্কীর্ত্তন
সদলে সমুদ্র স্নানে করেন গমন।
আনন্দে মাতিয়া সবে করে নামগান
দলের সম্মুখভাগে তেলেগু নিশান।
নাম শুনে আসে ছুটে ভক্ত অগণন
সঙ্গীরা 'অভয়বাণী' করে বিতরণ।
মায়ী এক নিয়ে যেতে চায় নিজ ঘরে
বারে বারে সকাতরে নিবেদন করে।
তার গৃহে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচার সময়
দিয়েছেন পদধূলি প্রভু দয়াময়।
কৃপা করি দিয়েছেন নাম সেইবার
দিয়েছেন একজোড়া করতাল আর।

এরা সবে অতিশয় ধার্ম্মিক সজ্জন
নিয়মিত হয় গৃহে ভজন কীর্ত্তন।
প্রভু পদে অফুরন্ত ভক্তি ও বিশ্বাস
দয়াময় প্রভু তাই দিলেন আশ্বাস—
স্নানান্তে কীর্ত্তনসহ ফিরিবেন যবে
প্রার্থনা পূরণ তার সে সময় হবে।
নাম নিয়ে দীর্ঘপথ ভ্রমি ধীরে ধীরে
পৌঁছিলেন অবশেষে সমুদ্রের তীরে।

ক্লান্ত ক্ষুব্ধ সঙ্গীগণ স্থির করে মনে
স্নানান্তে ফিরিবে তারা যান আরোহণে।
প্রভুর অজ্ঞাতে (?) তাই লইল সন্ধান
কোন্ পথে যাতায়াত করে কোন্ যান।
অন্তরবিহারী প্রভু পুণ্য স্নান শেষে
কহিলেন সঙ্গীগণে বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে—
"যে ছেলেরা পথকষ্টে অতীব কাতর
দাদার সঙ্গেতে বাসে যা চলে সত্বর।"
সম্পাদক দাদা কন—"তা হবে কী করে?
কথা আছে যেতে হবে মায়ীটির ঘরে।
সবে মিলে যাব সেথা করি সঙ্কীর্ত্তন
সে কারণে বাস যানে যাওয়া অশোভন।"
এমন বচন শুনি সঙ্গীগণ সব
মনের বেদনা চাপি রহিল নীরব।
শ্রান্তিক্লান্তিহীন প্রভু সগণে সত্বর
নামসহ দ্রুতপদে হন অগ্রসর।
নির্দ্দিষ্ট গৃহের দ্বারে এলেন যখন
গৃহবাসী করে যোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন।
গৃহে শোভে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি অতুলন
মহানন্দে হল সেথা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নামের মাধ্যমে কৃপা বিতরণ শেষে
যাত্রা হল ট্রামযোগে অস্থায়ী আবাসে।

ধরমশালায় ফিরে বিলম্ব না করে
উদ্যোগী হলেন প্রভু রন্ধনের তরে।
প্রসাদ গ্রহণ করি চারি ঘটিকায়
নগরে প্রচার হল রাত্রে পুনরায়।

হেনমতে চলে নিত্য নাম বিতরণ
ধন্য হল মাদ্রাজের ভক্ত অগণন।
ধন্য হল পাপী তাপী পাষণ্ড পামর
সমান প্রভুর কৃপা সবার উপর।
সে কৃপা স্মরণ করি পুলকিত মনে
দাস জনার্দ্দন নতি করে শ্রীচরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৭

।। মাদ্রাজে প্রচারান্তে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন—১৩৫৯।।
।। গুরু-আজ্ঞা পালনে শৈথিল্য—তার পরিণতি।।
।। শ্রীমা আনন্দময়ীর দর্শনে।।
।। চটক পর্ব্বতে আশ্রমের জন্য স্থান সংগ্রহ।।

অনিয়ম আর দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে
সঙ্গীগণ ক্লান্ত অতি শরীরে ও মনে।
যাত্রাকালে সবাকার ছিল এ ধারণা
এবার প্রচারপর্ব্ব সুদীর্ঘ হবে না।
কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল দিন যায় যত
প্রচার পরিধি বৃদ্ধি পায় ক্রমাগত।
প্রভু নিত্য হেন মত্ত কৃপা বিতরণে
হয়ত ফেরার কথা নাই তাঁর মনে
মনে মনে ভাবে তাই শ্রান্ত সঙ্গীগণ
এত কষ্ট দুর্ভোগের প্রভুই কারণ।

অভিমান জাগে কভু প্রভুর উপর
কখন বিদ্রোহী হয় বিক্ষুব্ধ অন্তর।
বলিতে সাহস নাই প্রভুর গোচর
অন্তরে গুমরি ওঠে ব্যথা নিরন্তর।
সঙ্গীদের মনোভাব হয়ে অবগত
সত্বর ফিরিতে প্রভু হলেন সম্মত।
বাংলার পরিবর্ত্তে লক্ষ্য নীলাচল
শুনি বার্ত্তা আনন্দিত সঙ্গীশিষ্যদল।
পরদিন বৈশাখের সপ্তম দিবসে
প্রস্তুতি আরম্ভ হল অতীব প্রত্যুষে।
একাদশী তিথি তাই আলু আর ডাল
ভোগ লাগি সিদ্ধ হল সকাল সকাল।
প্রসাদ গ্রহণ করি আনন্দিত মনে
সদলে এলেন প্রভু মাদ্রাজ ষ্টেশনে।
স্বল্পক্ষণ মধ্যে এল মায়ী একদল
সাথে রাশি ফুলমালা আর নানা ফল।
শ্রদ্ধাভরে সে সকল করি সমর্পণ
অসীম আগ্রহে বন্দে অভয় চরণ।
বাষ্পযান বেগবান হল ক্ষণ পরে
সঙ্গীদের প্রাণে এবে আনন্দ না ধরে।

অপরাহ্নে রিট্রাগুণ্টা নামক ষ্টেশনে
থামিয়া রহিল যান অজ্ঞাত কারণে।
খোল করতাল সহ চলিছে কীর্ত্তন
শ্রীনামে আকৃষ্ট সেথা হল বহুজন।
আদিবাসী একদল আসি অকস্মাৎ
কহিল কত কী কথা নাড়ি মুখ হাত।
সঙ্গী এক বলে—"মোরা প্রচার কারণ
মাদ্রাজের বহু স্থানে করিনু ভ্রমণ।
প্রচারান্তে যাই এবে পুণ্য নীলাচলে।"
একে নাহি বোঝে ভাষা অন্যে যাহা বলে।

অবশেষে দৃষ্টিপাত করি প্রভু প্রতি
দলপতি উঠে এসে জানাল প্রণতি।
স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় অর্দ্ধশত জন
সুশৃঙ্খলভাবে শ্রদ্ধা করে নিবেদন।
এক এক করি ওঠে গাড়ীর ভিতরে
দাঁড়ায় সম্মুখভাগে নিমেষের তরে,
মিশরীয় পদ্ধতিতে কুর্ণিশের মত
ভক্তিভরে ভূমি স্পর্শে দেহ করি নত।
প্রভু পানে মুখ রেখে অতি সাবধানে
পিছু হেঁটে ফিরে যায় নিজ নিজ স্থানে।
ইতিমধ্যে এল গাড়ী ছাড়িবার কাল
সেদিকে তাদের কোন নাহিক খেয়াল।
কর্ত্তৃপক্ষ হল নত ভক্তির নিকট
সবার প্রণাম শেষে ছাড়িল শকট।

অনন্তর রাত্রি নয় ঘটিকার পর
পূজাপাঠ ভোগ হল গাড়ীর ভিতর।
ফল-মূল আদি করি প্রসাদ গ্রহণ
দ্বার রুদ্ধ করে দিল ক্লান্ত সঙ্গীগণ।
গাড়ীতে বিশেষ ভিড় ছিল না তখন
কম্বল বিছিয়ে সবে করিল শয়ন।
নিদ্রামগ্ন হল প্রায় সকলে সত্বর
তেনালিতে এল যান কিছুকাল পর।
এখানে প্রচণ্ড ভিড়—যাত্রীগণ তাই
অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে খোঁজে তিল ঠাঁই।
রুদ্ধদ্বারে পদাঘাত করে বার বার
জানালা করিল মুক্ত সনৎকুমার।
বলিল বিনীত বাক্যে ক্ষুব্ধ যাত্রীগণে—
"অতিশয় ক্লান্ত মোরা দীর্ঘ পর্য্যটনে
কামরাটি ক্ষুদ্র অতি নাই হেথা স্থান
অন্যত্র করুন তাই আসন সন্ধান।

বুঝিতে না পারে একে অপরের ভাষা
সুরু হল অবিলম্বে বিষম বচসা।
অবস্থার দ্রুতগতি হল অবনতি
জানালার ফাঁকে সুরু হল হাতাহাতি।
সঙ্গীরা উঠিল ক্রমে শয্যা ত্যজি সবে
প্রভুর ভাঙ্গিল নিদ্রা উচ্চ কলরবে।
বিলোকন করি হেন উগ্র পরিবেশ
দ্বার খুলে দিতে প্রভু দিলেন নির্দ্দেশ।
অশুভ বুদ্ধির বশে সঙ্গীরা তখন
অহেতুক শিথিলতা করে প্রদর্শন।
পরিণতি হল অতি বিষময় তার
সারাপথে হল ভোগ দুর্গতি অপার।
যাত্রীদের ক্ষোভ বাড়ে উত্তর-উত্তর
পরিস্থিতি হল ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর।
প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর সঙ্গীশিষ্যদল
অভ্যন্তর হতে মুক্ত করিল অর্গল।
অচিরে অপেক্ষমান নরনারী যত
ধেয়ে এল কামরায় উন্মাদের মত।
বসিল কম্বলে আর দেহের উপর
দক্ষযজ্ঞ হল যেন গাড়ীর ভিতর।
সারাপথে নবাগত এই যাত্রীগণ
করিল বচসা আর গোল সর্ব্বক্ষণ।
আনিল আহ্বান করি নব নব যাত্রী
অশান্তিতে সঙ্গীদের কাটিল সে রাত্রি।
দক্ষিণ ভারতে নাম প্রচার কারণ
বহুস্থানে বাষ্পযানে হয়েছে ভ্রমণ।
এ প্রকার তিক্ততার ভার সুকঠিন
হয় নাই সম্মুখীন হতে কোনদিন।
সঙ্গীরা বুঝিল ভুল আপন আপন
বুঝিল —এ কষ্টভোগ নহে অকারণ।
নির্বিচারে গুরু আজ্ঞা করিলে পালন
হত না এমনতর অশনি-পতন।

মুহূর্ত্তের মাঝে আজি প্রভু সবাকার
করিলেন বিচূর্ণিত মিথ্যা অহঙ্কার।
তবু মায়ামোহে মুগ্ধ মোরা মন্দমতি
গুরু আজ্ঞা পালনেতে নাহি হই ব্রতী।

মাদ্রাজ হইতে পুরী পথ দীর্ঘ অতি
আটই বৈশাখ হল যাত্রার বিরতি।
রাত্রি প্রায় দুইটায় পৌঁছি পুরীধামে
পাওয়া গেল অবকাশ ক্ষণিক বিশ্রামে।
পরদিন প্রাতে প্রভু লয়ে সঙ্গীগণ
সমুদ্রে স্নানের লাগি করেন গমন।
নামসহ যাত্রা হল পুণ্যস্নান শেষে
শ্রীআনন্দময়ীমার আশ্রম উদ্দেশে।
অবিলম্বে ছুটে এসে আশ্রমিকগণ
সমাদরে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
আগমন হল মা'র স্বল্পক্ষণ পর
প্রণমিল প্রভু আর যত অনুচর।
পাদস্পর্শে মাতা নাহি দেন অনুমতি
দূর হতে সবে তাই জানায় প্রণতি।
প্রভু ক'ন—"মাগো, কাল রাতে নীলাচলে
মাদ্রাজ প্রচার শেষে ফিরেছি সদলে।
রয়েছ হেথায় তুমি পেলাম খবর
দরশন আশে তাই এলাম সত্বর।"
মৃদু হেসে তৎক্ষণাৎ কহেন জননী—
"বাবা, তুমি দরশন আশে তো আসনি।
ছোট এই মেয়েটিরে দিতে দরশন
এখানে এখন এই শুভ পদার্পণ।"
হেন মতে আলাপন চলে দুজনায়
বিনয়েতে কে যে বড় বোঝা নাহি যায়।
আলোচনা অন্তে মাতা বিদায়ের ক্ষণে
দিলেন নির্দ্দেশ তাঁর শিষ্য একজনে—
"বাবাকে এ ফলগুলি করহ অর্পণ।"

"কী প্রকারে দিব?"—শিষ্য শুধায় তখন।
উত্তরে কহেন ত্বরা জননী আবার—
"ফলগুলি রাখ পদ-সম্মুখে বাবার
ভূমি 'পরে শুয়ে পড়ে মেলি দুই হাত
ভকতি-পূরিত চিতে কর প্রণিপাত।....."
প্রকৃত মহৎ যিনি এ বিশ্ব মাঝার
মহিমামণ্ডিত প্রতি পদক্ষেপ তাঁর!

শ্রীমদ্ ভূপেন্দ্রনাথ যোগী সুমহান
নীলাচলে 'গুরুধামে' তাঁর অবস্থান।
সন্ধ্যাকালে হল সেথা শুভ পদার্পণ
সঙ্গে গুরুপুত্র আর শিষ্য একজন।
প্রভু প্রতি যোগী অতি শ্রদ্ধাপরায়ণ
করিলেন সসম্মানে স্বাগত জ্ঞাপন।
প্রচার প্রসঙ্গে কথা হল দীর্ঘক্ষণ
আরো বহু বিষয়েতে হল আলাপন।
অনন্তর দেন যোগী প্রার্থনা পুস্তক
পড়েন তা হতে প্রভু দু'এক স্তবক—
"কবে এ জীবন মম সফল হইবে?
কৃপাময়! কবে মোরে করুণা করিবে?
কবে তব পদ স্মরি হইব নির্ভয়?
বিষয় বাসনা মোর কবে হবে ক্ষয়? ...."
ভুজেন নামেতে শিষ্য আসি এ সময়ে
নিবেদিল প্রভু পাদপদ্মে সবিনয়ে—
"বহু গৃহ সহ জমি দশ বিঘা আছে
চটক পর্ব্বত 'পরে সমুদ্রের কাছে।
দিনাজপুরের ধনী নরপতিগণ
বিক্রয় করিবে বলি করেছে মনন।
আপনার অনুমতি লাভ যদি হয়
আশ্রমের লাগি উহা করা হবে ক্রয়।"
যোগীশ্বর অতঃপর ক'ন প্রভু প্রতি—
"চটক পর্ব্বত হেথা পুণ্য স্থান অতি।

মহাপ্রভু লয়ে স্বীয় শিষ্যভক্তগণ
করিতেন এই স্থানে সানন্দে কীর্ত্তন
গভীর রজনীকালে একা মহাপ্রভু
আসিতেন নিরজন এই স্থানে কভু।
জীবের দুর্দ্দশা দুঃখ করিয়া স্মরণ
করিতেন বেদনায় অশ্রু বিসর্জ্জন।
রাত্রির তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ প্রহরে
পরিবৃত হয়ে স্বীয় লীলাসহচরে
খোল করতাল-আদি সহ নৃত্য করি
কীর্ত্তন করেন সেথা আজো গৌরহরি।
যথার্থ শ্রবণযুত ভাগ্যবান জন
শুনিবারে পায় আজো সেই সঙ্কীর্ত্তন।"
যোগীশ্বর মুখে শুনি স্থানের মাহাত্ম্য
এ জমি ক্রয়েতে প্রভু হলেন সম্মত।
পরদিন লয়ে সব সঙ্গীভক্তগণ
চটক পর্ব্বত 'পরে করেন গমন।
এগারটি কক্ষ সহ সুবিস্তৃত স্থান
শান্ত পরিবেশে এসে ভরে গেল প্রাণ।
ছাদ হ'তে দেখা যায় সমগ্র সহর
দেখা যায় সমুদ্রের দৃশ্য মনোহর।
অন্যদিকে ধামেশ্বর জগন্নাথজীর
চূড়ার পতাকা সহ বিশাল মন্দির।

শ্বাসকার্য্য অনিবার্য্য প্রাণীর যেমন
তেমনই প্রভুর ক্ষেত্রে কৃপা বিতরণ।
প্রচার চলিছে নিত্য লয়ে সঙ্গীদল
মহামন্ত্রে মুখরিত হল নীলাচল।
নগরের পথে চলে প্রচার কখন
নাম সহ কভু হয় দেব দরশন।
কভু বেলা-বরাবর প্রচারাভিযান
সমুদ্রের গর্জ্জনেরে করে দেয় ম্লান।

মাদ্রাজ প্রচারসঙ্গী শ্রীচন্দ্রশেখর
পেশায় ডাক্তার—তার দিগসুয়ে ঘর।
নীলাচলে এইকালে বহু ভাগ্যফলে
লভিল আশ্রয় ভক্ত প্রভু-পদতলে।
বৈশাখ দশম দিনে গৃহী সঙ্গীগণ
সজল নয়নে করে বিদায় গ্রহণ।
সঙ্গসুখ লাভে ধন্য সবে বহুদিন
বিচ্ছেদ বেদনা তাই বাজিল কঠিন।
স্নেহমাখা আঁখি মেলি প্রেমের ঠাকুর
রহিলেন চাহি দেখা যায় যত দূর।

জগতের ছোটবড় সবাকার তরে
সীমাহীন স্নেহ প্রেম প্রভুর অন্তরে।
তবু কেহ নয় তাঁর ভক্তের সমান
ভক্তে ভগবানে যেন নাই ব্যবধান।
ভক্তিহীন এ দীনের নাই অন্য বল
অভয় চরণ দু'টি সম্বল কেবল।
নিজগুণে কৃপা করি দাস জনার্দ্দনে
দিও ঠাঁই জন্মে জন্মে ও রাঙা চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৮

।। গণপুর চাতুর্ম্মাস্য—১৩৫৯।।

।। অধ্যাপক ও পণ্ডিত প্রভৃতিকে কৃপা।।

।। আধার ভেদে কৃপার তারতম্য।।

।। স্বপ্নাদিষ্ট দীক্ষার্থী।। ধর্ম্মানুষ্ঠানে কী লাভ।।

বর্দ্ধমান জিলা মধ্যে গ্রাম গণপুর
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্র হল এবার প্রভুর।
আনন্দ উৎসব হেথা চলে নিতি নিতি
নামগান নাম দান চলে যথারীতি।
সর্ব্বস্তর হতে কত আসে নরনারী
আসে ছাত্র অধ্যাপক রাজকর্ম্মচারী।
পথের ভিখারী আসে আসে নৃপমণি
আসে পাপী পুণ্যবান আর দীন ধনী।
দর্শনের সুপণ্ডিত শ্রীতারাশঙ্কর
অধ্যাপকরূপে তার সুখ্যাতি বিস্তর।
সদানন্দ চক্রবর্ত্তী নামী অধ্যাপক
ইংরাজী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য সম্যক্।
বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন
আরো বহু অধ্যাপক জ্ঞানী গুণীজন
প্রভুর চরণতলে লভিয়া আশ্রয়
ধন্য হল, হল সবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
সাহিত্যিক অধ্যাপক শশাঙ্ক শেখর
দীক্ষা অন্তে প্রভু পদে সঁপিল অন্তর।
বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিক বিরচিল শেষে
'দিব্যজীবন'-এর কথা মনোহারী ভাষে।
শান্তিনিকেতন হতে এল ভক্তবৃন্দ
শ্রীমতী অদিতি দেবী আর রাণীচন্দ।

ভারতবিখ্যাত কত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত
অভয় চরণতলে হল উপস্থিত।
শ্রীঅনন্ত তর্কতীর্থ শ্রীহরিনন্দন
শ্রীনলিনীকান্ত করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
কেদার পণ্ডিত আর যোগেন পণ্ডিত
সর্ব্বজনশ্রদ্ধাস্পদ বহু শাস্ত্রবিৎ
শাস্ত্রযুক্তিসহ করে প্রকাশ্যে প্রচার—
"সীতারাম ভগবান পূর্ণ অবতার।"
বেদতীর্থ বিদ্যাগর্ব্ব ছুঁড়ে ফেলে দূরে
জীবনের ধ্রুবতারা করিল প্রভুরে।
তর্কতীর্থ অনন্তের উত্তম আধার
একাধারে ভক্তি আর পাণ্ডিত্য অপার।
প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর
বিনয় নম্রতা দৈন্যে ভরিল অন্তর।
স্বল্পকাল মধ্যে হল পরম বৈষ্ণব
প্রভুর কৃপার স্পর্শে কী বা অসম্ভব!
বঙ্গবাসী নাহি হয় আকৃষ্ট কেবল
ভারতের প্রান্ত হ'তে আসে ভক্তদল।

জনৈক যুবক বলে প্রভু বিদ্যমান—
"তব কথামত নাম করিলাম গান।
তুলসীতলার মাটি মাখিনু যতনে
সারিল না তবু মোর ব্যাধি কী কারণে?
বাস্তবে এ অভিজ্ঞতা করিনু সঞ্চয়
নাম ক'রে কারো কোন লাভ নাহি হয়।"
স্নেহভরা কণ্ঠে প্রভু সত্বর শুধান—
"করেছিস্ ঠিক ঠিক সব অনুষ্ঠান?"
দৃঢ় স্বরে যুবা বলে—"করেছি সকল
তবু কেন নাহি পাই অভিপ্রেত ফল?"
প্রভু ক'ন—"নাম কভু ব্যর্থ নাহি হয়
ভয় নাই—কর নাম ত্যজিয়া সংশয়,

অচিরে হইবে পূর্ণ অভীষ্ট নিশ্চয়।"
সত্যই সত্বর ব্যাধি হল নিরাময়।
নিবেদন করে যুবা অন্য এক জন—
"কিছুতেই স্থির নাহি হয় মোর মন।
করি তারে বাঁধিবারে যত না যতন
তত মন অনুখন হয় উচাটন।"
প্রভু ক'ন—"অকারণ এই আফশোষ
দোষ তোর নয় বাবা, বয়সের দোষ।"
পরিহাস পরিহরি প্রভু অবশেষে
করেন কৃতার্থ কৃপা-পূর্ণ উপদেশে।

প্রশ্ন নিবেদন করে শিষ্য অধ্যাপক—
"আপনি করেন স্পর্শ সবার মস্তক।
কিন্তু তব পূত স্পর্শে কেন সবাকার
নাহি হয় অনুভূতি একই প্রকার ?"
উত্তরে কহেন ত্বরা প্রভু লীলাময়—
"পাত্রভেদে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়।
পুণ্যধাম কাশী যাব আমরা সবাই
কেউ আছে খুব কাছে—মোগলসরাই।
কেউ প'ড়ে বহু দূরে—ধর বর্দ্ধমানে
কিম্বা আরো দূরবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে।
একদিন লক্ষ্যে সবে পৌঁছিব নিশ্চয়
কেউ আগে কেউ পরে—এ বই তো নয়।
পুরঞ্জয়ের শির স্পর্শিলাম যবে
ভীষণ হুঙ্কার দিল অতি উচ্চ রবে।...."
শিষ্য বলে —"কিছু তব অসাধ্য তো নাই
পৌঁছে দিন সকলেরে মোগলসরাই।
যেতে যদি হয় সেথা আপন উদ্যমে
পারিব না পহুঁছিতে অনেক জনমে।
মাঝে মাঝে সংশয়িত হয়ে ওঠে মন
কাশীতে পৌঁছিতে বুঝি নারিব কখন।"

প্রভু ক'ন—"যাঁর দ্বারা বিধি বিরচন
তিনি কি করেন স্বীয় নিয়ম লঙ্ঘন !"

গণপুরে একদিন অধ্যাপকগণ
করিছে মধ্যাহ্নকালে প্রসাদ গ্রহণ।
হেন কালে সেথা সবে দেখিবারে পায়
ভদ্র এক দীনভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
অধ্যাপক শিষ্য নিয়ে কৌতূহল মনে
আগন্তুক সাথে হল রত আলাপনে।
জানা গেল মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আশে
এসেছে সে এইস্থানে প্রভুর আদেশে।
অধ্যাপক শিষ্য স্বল্প সময় ভিতর
নিবেদিল এ খবর প্রভুর গোচর।
সব শুনে কহিলেন প্রভু নবাগতে—
তোমায় বলেছে এ কি এখানে আসিতে!
ইতিপূর্ব্বে তোমারে যে দেখেছি কখন
সে তো এ-র কোনমতে না হয় স্মরণ।"
আগন্তুক কহে—"স্বপ্নে দিয়ে দরশন
করেছেন অধমেরে আদেশ জ্ঞাপন।"
অপ্রতিভ হন প্রভু একথা শ্রবণে
কহিলেন হেসে ত্বরা অধ্যাপকগণে—
"সত্য বলি সীতারাম কিছু নাহি জানে
দেখিছে এমন নাকি আরো বহু জনে।
এ-কে নিয়ে লীলাময় ঠাকুর আমার
করিছেন কত খেলা নাই অন্ত তার।"

একদা কহেন প্রভু পাঠের সময়—
"জীবগণ সদা শত কর্ম্মে রত রয়
সেই সব কর্ম্মরাশি বিশ্লেষণ করে
বোঝা যায় কে কেমন ছিল জন্মান্তরে
সেই সাথে এই সত্য বোঝা যায় আর
পরবর্ত্তী জন্মে হবে কী বা গতি তার।"

প্রশ্ন হল—"এ জনমে চুরিতে যে রত
বিগত জন্মেও চোর ছিল সে নিশ্চিত।
আগামী জন্মেও চোর হবে পুনর্বার
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে তবে কী বা লাভ কার !"
প্রভু ক'ন—"লয় যারা ধর্ম্মের শরণ
ক্ষয় হয় এ জনমে তাদের প্রাক্তন।
পরজন্ম লাগি কিছু না হয় সঞ্চয়
ধর্ম্মের আশ্রয় নিলে এই লাভ হয়।"
কখন আবার ক'ন—"সাধন ভজন
তোদের বিশেষ কিছু নাই প্রয়োজন।
এ-র তপস্যার ফল পাবি তোরা সবে,
জপ ধ্যানে উপদেশ কেন দিই তবে ?
নইলে কুকর্ম্মে রত র'বি রাত দিন
মন নাহি হবে কভু সংশয়বিহীন।"
আবার কহেন কভু শিষ্যভক্তদলে—
"সীতারাম নাহি যাবে কাহাকেও ফেলে।
আগে ভাগে পার করে তোদের সবারে
তারপর সীতারাম যাবে পরপারে।"
কখন প্রেরণা দেন নিরুদ্যম জনে—
"রসনা সক্ষম তব রাম উচ্চারণে।
তবে আর ভাবনার নাহিক কারণ
মধুনাম 'রাম রাম' জপ অনুখন।
'মরা মরা' মন্ত্র জপ করি নিরন্তর
মুনি রূপে মান্য হল দস্যু রত্নাকর।...."
কভু ক'ন কৃপা করি প্রভু সীতারাম—
"মুখ দিয়েছেন যিনি কর তাঁর নাম।
বল সত্য, হিত নিত্য যাঁহাতে নিহিত
তবেই হবেন স্রষ্টা অতিশয় প্রীত।
তবেই মুখের হবে সদ্-ব্যবহার
দুর্গতি অদৃষ্টে আছে অন্যথা অপার।
মূক হয়ে জনমিল কেন ওই জন?
পূর্ব্ব জন্মে করেছে ও অসত্য ভাষণ।

রূপ তাঁর অনিবার হের দু'নয়নে
পরিণতি মন্দ অতি কুদৃশ্য দর্শনে।
কেন অন্ধ ওই ব্যক্তি—জানিস্ কারণ ?
পূর্ব্বজন্মে করেছে ও অন্যায় দর্শন। .....
হাতে কর সেবাপূজা মন্দির মার্জ্জন
পদে পরিক্রমা আর তীর্থ পর্য্যটন।
করিবে না হেন কর্ম্ম জীবনে কখন
যা না তাঁরে করিবারে পার নিবেদন।"

এই মত প্রভু কত দেন উপদেশ
শত মুখে বলিলেও নাহি হয় শেষ।
জ্ঞানহীন ভক্তিহীন আমি অভাজন
আড়ষ্ট আননে কী বা করিব বর্ণন।
পিপীলিকা যদি যায় চিনির পাহাড়ে
কতটুকু আহরণ করিবারে পারে।
লীলামৃতসিন্ধু হ'তে দাস জনার্দ্দন
তেমনি কণিকামাত্র করি আস্বাদন
দেবতাবাঞ্ছিত তব অভয় চরণে
করে কোটি দণ্ডবৎ কায়বাক্যমনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৪৯

।। নবদ্বীপ প্রচার—১৩৫৯।।

গণপুরে চাতুর্ম্মাস্য হলে সমাপন
প্রচারেতে যেতে প্রভু করেন মনন।
নবদ্বীপ এ-প্রচারে হল কেন্দ্রস্থল
ত্বরায় ছড়ায় বার্ত্তা যেন দাবানল।
আনন্দে উঠিল মাতি শিষ্যভক্তগণ
নির্ধারিত দিনে হল যাত্রা আয়োজন।
খোল করতাল সহ করি নামগান
দলে দলে শিষ্যভক্ত হয় আগুয়ান।
নবদ্বীপ ধামস্থিত 'বড় আখড়া'টি
এ মহাপ্রচার যজ্ঞে হল মুখ্য ঘাঁটি।
ছোট বড় ঘাঁটি আরো সংখ্যায় বিস্তর
অদূরে স্থাপিত হল পাড়ার ভিতর।
নরনারী নির্ব্বিশেষে সবাই এবার
প্রচারেতে যোগ দিতে পেল অধিকার।
সম্ভ্রান্ত ঘরের কত মাননীয়া নারী
যোগ দিল নামযজ্ঞে লোকলজ্জা ছাড়ি।
শত শত শিষ্যভক্ত সঙ্কীর্ত্তন করি
পরিক্রমা করে এই পবিত্র নগরী।
শ্রীনামে মুখর তাই গগন পবন
সানন্দ বিস্ময়ে ভাবে নগরিয়াগণ—

নাম নিয়ে নদীয়ায় এল বুঝি গোরা রায়
পুনরায় নবকায় ধরে।
সাথে নাচে নিত্যানন্দ আর শিষ্যভক্তবৃন্দ
নামে-প্রেমে জীবোদ্ধার তরে।।
চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ
বিরতি না পড়ে এক পল।
শিশুবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে নদেবাসী যায় ভেসে
আনন্দের প্লাবনে প্রবল।

নামের মাঝেই নিত্য প্রভু শত কর্ম্মে রত
চলে কৃপাধারা বরিষণ।
দর্শন প্রণাম করি সমাগত নরনারী
আনন্দাশ্রু করয়ে মার্জ্জন।।
ধর্ম্মপ্রাণ পুরপতি প্রভুপদে ভক্তি অতি
সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিরত।
মোহন্ত নিতাইদাদা সেবাকার্য্যে রত সদা
সেবা করে আর ভক্ত কত।।
প্রভুর কৃপায় ধন্য ভক্তকুলে অগ্রগণ্য
পুলিশ-সুপার শ্রীতারক।
চাকুরির অবকাশে বারে বারে ছুটে আসে
প্রচারের করে তদারক।।
প্রভুর বিশ্রাম নাই উদ্বিগ্ন গোবিন্দ তাই
উপায় করিল উদ্ভাবন।
'কমিটি' গঠন ক'রে কতিপয় ভক্ত 'পরে
কর্ম্মভার করিল অর্পণ।।
এত ক'রে নাহি হয় বাঞ্ছিত সে ফলোদয়
শ্রম তবু না হয় লাঘব।
এ জগতে সাধ্য কার বহে সেই কার্য্যভার
যে করম প্রভুতে সম্ভব।।
আসে গুণীজন কত শিষ্যভক্ত শত শত
আসে প্রার্থী দর্শনার্থীগণ।
ক্ষণিক দর্শন তরে অসীম আগ্রহভরে
অপেক্ষিয়া রহে দীর্ঘক্ষণ।।
পরশের প্রত্যাশায় শিশু-ক্রোড়ে মাতা ধায়
উন্মাদের প্রায় সে অধীর।
ভিড়ের চাপেতে পড়ে সন্তান বাঁচে কি মরে
সে ভাবনা নাই জননীর।।
দর্শন প্রণাম ক'রে কারো আশ নাহি পুরে
পিপাসা ক্রমশঃ বুঝি বাড়ে।
দিনরাত সর্ব্বক্ষণ তাই ভক্ত অগণন
প্রভুর সান্নিধ্য নাহি ছাড়ে।।

প্রকৃতির আহ্বানে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে
যেতে যবে হয় প্রভুজীরে।
সর্ব্বদাই দেখা যায় পথ অবরুদ্ধ প্রায়
প্রেমাকুল জনতার ভিড়ে।।
'ভলান্‌টিয়ার'গণ করে চেষ্টা প্রাণপণ
নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে।
হয়ে শেষে নিরুপায় পড়ে জনতার পায়
প্রভুর 'ফর্মূলা' অনুসারে।।
জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ফলোদয় এই 'সূত্রে'
অত্যাশ্চর্য্য প্রভুর বিধান—
ভালমন্দ ছোটবড় সবারে প্রণাম কর
প্রণামেতে তুষ্ট ভগবান।।
প্রণামের কী মহিমা কেবা তার পায় সীমা
নমস্কার উৎকৃষ্ট সাধন।
প্রণামে আমিত্ব ক্ষয় প্রণামেতে ভাবোদয়
পরিণামে ঈশ্বর দর্শন।।

দিবারাত্র কোথা দিয়ে কেমনে যে যায় বয়ে
সে হিসাব না রহে কাহার।
কলিজীবে তরাইতে এবে এই নদীয়াতে
নাম প্রভু করেন প্রচার।।
সাথে চলে দীক্ষাদান সমস্যার সমাধান
কৌতূহলাক্রান্ত জিজ্ঞাসুর ।
কথামৃত করি পান অপার আনন্দে প্রাণ
সবাকার হয় ভরপুর।।

সন্ধ্যার সময় সভা হল আয়োজন
সুরুতে গাহিল গীতি ভক্ত এক জন।
ভক্তজন সমাগমে পূর্ণ চারিধার
তিলধারণের ঠাঁই নাই কোথা আর।
ভিড় নিয়ন্ত্রণ ক্রমে হল অসম্ভব

কিছুতেই বন্ধ নাহি হয় কলরব।

সুরু হল ত্বরা তাই প্রভুর ভাষণ
ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল জনগণ।
হাজার হাজার ভক্ত আনন্দিত মনে
ধন্য হয় সুধামাখা ভাষণ শ্রবণে।
সুদীর্ঘ ভাষণ আর প্রার্থনার পরে
যথারীতি মৌন দশ মিনিটের তরে।
সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য কীবা অতুলন
কোলের শিশুও যেন ভুলেছে ক্রন্দন।
যেমন বিস্ময়কর বিরাট জনতা
তেমনি অভাবনীয় গভীর স্তব্ধতা!

সভাশেষে ধীরে ধীরে রাত্রি বেড়ে যায়
শিষ্যভক্ত অধিকাংশ নিমগ্ন নিদ্রায়।
জেগে রয় কতিপয় নিবেদিত- প্রাণ
সেবক সন্তান যারা মহাভাগ্যবান।
উপদেশে হাস্যরসে করি সংমিশ্রণ
রসময় এ সময় করেন বর্ষণ।
শিষ্যগণ আস্বাদন করে মহোল্লাসে
মাঝে মাঝে বাধা পড়ে—দর্শনার্থী আসে।
একান্তে প্রভুর সঙ্গ লাভের আশায়
সুচতুর ভক্ত আসে গভীর নিশায়।
একদিন মধ্যরাত্রে ছাত্র একদল
প্রণমিল ভক্তিভরে শ্রীপদকমল।
কৌতূহলী ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে
প্রেমময় প্রভু কয় বিলম্ব না করে—
"করিয়াছ অত্যুত্তম প্রশ্ন উত্থাপন
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেন করিবে পালন?
ব্রহ্মচর্য্য পালনেতে কী যে ফলোদয়
শতমুখে বলিলে তা শেষ নাহি হয়।
আধ্যাত্মিক রাজ্যে এ যে মূল্যবান কত
সাধক মাত্রেই তা আছে অবগত।

ঊর্দ্ধপানে আরোহণে যেমন সোপান
তেমনি অপরিহার্য্য এ ব্রত মহান।
ভোগী যোগী নির্ব্বিশেষে এই ব্রহ্মচর্য্য
অগ্রগতি-সহায়ক রূপে শিরোধার্য্য।
পুন বলি শুন সবে—লৌকিক জগতে
উপযোগ নয় এর কম কোন মতে।
ছাত্র তুমি ব্রহ্মচর্য্য করিলে পালন
অনায়াসে একমুখী হবে তব মন।
বাড়িবে ধারণাশক্তি মেধার সহিত
পরীক্ষার ফল ভাল হবে আশাতীত।
তেমনি শিক্ষক বৈদ্য কিম্বা করণিক
যা-ই যার বৃত্তি হোক্—জেনো ইহা ঠিক,
মেধা বলে কর্ম্মস্থলে আপন আপন
অনায়াসে সাফল্য সে করিবে অর্জ্জন।
অতঃপর ব্রহ্মচর্য্য পালন বিষয়
দেন নানা উপদেশ প্রভু দয়াময়।
নীরবে শ্রদ্ধায় নত শিরে ছাত্রগণ
অমূল্য এ উপদেশ করিল গ্রহণ।

একদিন কলেজের ছাত্রী এক দল
এল সাধু দরশনে লয়ে কৌতূহল।
একজন অকস্মাৎ প্রার্থনা জানায়—
"বলুন করিব পাশ আমি পরীক্ষায়।"
আদায় করিতে চায় স্বীকৃতি কৌশলে
পাশের ভাবনা আর রবেনা তা'হলে।
চাতুরীতে সাধুটিও কম কিছু নয়
কহিলেন—"পাশ তুমি করিবে নিশ্চয়,
পড়াশুনা করে থাক যদি ভালভাবে।"
ছাত্রীটি নীরব হল প্রভুর জবাবে।
সকলেই কমবেশী হল হুঁশিয়ার
সাধুরে ঘাঁটালে যে না পাওয়া যাবে পার।

চতুর্থ দিবসে হল ধুলট উৎসব
মাতিয়া উঠিল যেন নদে'বাসী সব।
অগণিত নরনারী রাজপথ ধরি
নেচে নেচে চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন করি।
নদীয়ার অধিবাসী সজল নয়নে
যোগ দিল দলে দলে নগরকীর্ত্তনে।
শিশুরা অবধি মুখে বলে 'হরি হরি'
প্রণতি জানায় তারা শির নত করি।
তরুলতা পশুপক্ষী সবে নাম গায়
ভেসে যায় নবদ্বীপ নামের বন্যায়।
নদীয়ার খেলা সাঙ্গ হল আপাততঃ
বেদনায় ম্লান তাই নরনারী যত।
রায়বাহাদুর বলে ব্যাকুল অন্তরে—
"কী নিয়ে থাকিব হেথা মোরা এর পরে!"
এগিয়ে চলেন তবু প্রভু নির্ব্বিকার
ভাঙ্গাগড়া খেলা যেন চিরন্তন তাঁর।

অনন্তর মহামন্ত্র প্রচার কারণ
আসাম প্রদেশে হল শুভ পদার্পণ।
নামীর কৃপার স্পর্শে আর মহানামে
অখণ্ড আনন্দধারা বহিল আসামে।
আসাম সফর অন্তে প্রভু পুনর্ব্বার
বঙ্গদেশে বহুস্থানে করেন প্রচার।
যেথা যা সেথা পাঠ সেথা নামগান
সেথায় ভাষণ দীক্ষা উপদেশ দান।
দীন-ধনী মূর্খ-জ্ঞানী পাপী-পুণ্যবান
সকল শ্রেণীর সেথা মিলন মহান।
প্রচারের পরে মৌন গ্রহণের তরে
গেলেন নর্ম্মদাতীরে ওঙ্কারেশ্বরে।
যাত্রাদিনে ভক্তবর শ্রীপদ্মলোচন
সস্ত্রীক প্রভুর পদে লইল শরণ।

শ্রীধাম ডুমুরদহে হল দীক্ষাদান
মৌনকালে ধ্যানে প্রভু পেলেন সন্ধান
ধর্ম্মপ্রাণ এ দম্পতি বিগত জনমে
পেয়েছিল পুত্ররূপে প্রভু সীতারামে।

পুত্ররূপে কর কৃপা কোন ভাগ্যবানে
পিতারূপে কর কৃপা অসংখ্য সন্তানে।
কত রূপে কত লীলা কর অনুখন
কার সাধ্য আছে তাহা করিবে বর্ণন।
নিজগুণে শ্রীচরণে দিয়ে অধিকার
দাস জনার্দ্দনে লও করিয়া তোমার।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫০

।। মেমারী চাতুর্ম্মাস্য—১৩৬০।। স্তবকুসুমাঞ্জলি।।
।। গুন্টুরে 'রামনাম ক্ষেত্রম্'র উৎসবে ।।
।। বৃদ্ধের বিচিত্র ব্যবহার—প্রভুর অপূর্ব্ব সমাধি।।
।। নিশানের পরিমাণ।।

তেরশত ষাট সনে মেমারী নামক স্থানে
চাতুর্ম্মাস্য হল উদ্‌যাপন।
এবারেও যথারীতি সমারোহে চলে নিতি
উৎসব সাথে সঙ্কীর্ত্তন।।
ভক্তশিষ্য দলে দলে আসে শ্রীচরণ তলে
প্রভুসঙ্গে স্বর্গসুখ পায়।
তাপিত তৃষিত জন মহানাম রসায়ন
পান করি হৃদয় জুড়ায়।।
হল হেথা অভিনীত সীতারাম বিরচিত
দুইখানি উত্তম নাটক।

দরশন অভিলাষে শিষ্যভক্তগণ আসে
আসে বহু স্থানীয় দর্শক।
নাটকের প্রতি দৃশ্যে প্রেম আর ভক্তিরসে
মাখামাখি কী বা চমৎকার।
যত দেখে ভক্তগণ তত যেন প্রাণমন
ভরে ওঠে আনন্দে অপার।।
ভক্তবৃন্দ পরিবৃত প্রভু পুলকিত চিত
অভিনয় করেন দর্শন।
সময় সংক্ষিপ্ত ব'লে কোন অংশ বাদ দিলে
অতিশয় মর্ম্মাহত হন।।
অপূর্ব্ব ধারণাশক্তি সামান্য বিচ্যুতি ভ্রান্তি
নয়ন এড়াতে নাহি পারে।
বলেন করিয়া খেদ— "একেবারে শিরশ্ছেদ
এ কী তোরা করিলি বাবারে।
'হেন কার্য্য ঠিক নয় কর বাবা অভিনয়
বাদ দেয়া অংশ অবিলম্বে।"
প্রভুর নির্দ্দেশ মত হয় কার্য্য যথাযথ
দরশনে আনন্দিত সবে।।

প্রভুপদে করিবারে শ্রদ্ধা নিবেদন
মহতী সভার এক হল আয়োজন।
সদ্য প্রকাশিত 'স্তব-কুসুম-অঞ্জলি'
শ্রীদাসশেষজী দিল প্রভুহস্তে তুলি।
স্তবস্তুতিময় গ্রন্থ অতি চমৎকার
সদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক তার।
বহু ভক্ত অধ্যাপক প্রখ্যাত পণ্ডিত
লেখক রূপেতে এই গ্রন্থে উপস্থিত।
জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ কবিতা প্রবন্ধ
করেছে বিশেষভাবে গ্রন্থেরে সমৃদ্ধ।
অধিকাংশ লেখকের প্রায় একই সুর
'শুক্‌নো সাধু' সর্ব্বোপরি প্রেমের ঠাকুর।

কারো অনুভবে তিনি ইষ্ট ভগবান
কেহ বা তা' শাস্ত্রালোকে করেন প্রমাণ।
নিন্দা স্তুতি উভ প্রতি সদা উদাসীন
সর্ব্ব অবস্থায় প্রভু বিকারবিহীন।
সভাশেষে ঘরে এসে গোবিন্দেরে ক'ন—
"এই সব স্তুতি স্তব স্থায়ী কতক্ষণ?"
"কেন বাবা?"—সেবকের বিস্মিত জিজ্ঞাসা,
প্রভু ক' ন—"উচ্ছ্বসিত এত যে প্রশংসা,
তোদের সবার এই স্তব আর স্তুতি
কতটুকু মূল্য এর কতক্ষণ স্থিতি?
সামান্য বিচ্যুতি যদি কভু চোখে পড়ে
সাধুর দুর্নামে যাবে সারাদেশ ভরে।"
এ কী কথা কহিছেন অকস্মাৎ প্রভু
এমত কল্পনা কেহ করেছে কি কভু!
আবেগে গোবিন্দ তাই বলে বারে বারে—
"এ কখন হয় নাই—হতে নাহি পারে।"
প্রভু কন —"দেখিবারে চাস্ যদি বল্।"
হেন পরীক্ষার মুখে শিষ্য অবিচল।
দৃঢ় কণ্ঠে কহে—"তা-ই দেখিবারে চাই।"
অন্যে কহে গোবিন্দেরে—"চুপ কর ভাই।"
ঘাঁটাতে যেও না আর পরমহংসেরে
ওঁদের যায় না বোঝা ওঁরা সব পারে।"
গোবিন্দ প্রত্যয়ভরে কহে পুনরায়—
"ক্ষেপেছেন নাকি দাদা তা কখন হয়!
র'ব পড়ে মোরা আর উনি পিতা হয়ে
মুহূর্ত্তে আদর্শ ভেঙ্গে যাবেন বেরিয়ে!
এ কথার পরে আর বিলম্ব না করে
হাসিতে হাসিতে প্রভু পড়িলেন সরে।

দাক্ষিণাত্য অন্তর্গত গুণ্টুর সহর
তথা হ'তে আমন্ত্রণ এল অতঃপর।

সানন্দে সম্মতি প্রভু করেন জ্ঞাপন
যথাকালে সুরু হল যাত্রা আয়োজন।
অগণিত শিষ্যভক্ত বিদায়ের ক্ষণে
কেদার ভবনে আসি লুটায় চরণে।
বালী হতে তৈলযানে করি আরোহণ
সসঙ্গী হাজির হন হাওড়া ষ্টেশন।
এখানেও সেই ভিড় তেমনি জনতা
দর্শন প্রণাম লাগি সেই ব্যাকুলতা।
উচ্চকণ্ঠে দিল সবে গুরুজীর জয়
ছাড়িল বাষ্পীয় যান নির্দ্দিষ্ট সময়।
গাড়ী চলে আর চলে নাম সঙ্কীর্ত্তন
পালা করে গায় নাম সঙ্গীশিষ্যগণ।
স্তব্ধ হয় মাঝে মাঝে শকটের গতি
শ্রীনাম কীর্ত্তনে নাই ক্ষণিক বিরতি।
যাত্রাপথে মাঝে মাঝে বিরাট ষ্টেশনে
জনতা এগিয়ে আসে শ্রীনাম শ্রবণে।
অবশেষে এল যান গুণ্টুর সহরে
ভক্তগণ শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করে।
শ্রীআঞ্জনেয়ালু আদি শিষ্যভক্তগণ
পরম শ্রদ্ধায় করে প্রভুরে গ্রহণ।
রামনামক্ষেত্রমেতে পৌঁছিবার পরে
ভক্তগণ শ্রীচরণ পূজে ভক্তিভরে।
সুবৃহৎ পাত্রে ধৌত করি শ্রীচরণ
ভক্তিভরে পাদোদক করিল গ্রহণ।
কর্পূরের দীপ জ্বালি করিল আরতি
একে একে অতঃপর জানাল প্রণতি।

মহোৎসব হল হেথা অতি অনুপম
নাম—'মহাসাম্রাজ্য-পট্টাভিষেকম্'।
একুশ দিবস ব্যাপী চলে অনুষ্ঠান
বিশ বিঘা জমি জুড়ে উৎসবের স্থান।

কোথা চলে বেদপাঠ কোথাও কীর্ত্তন
কোথা কথকতা আর কোথাও ভাষণ।
হাজার হাজার ভক্ত আসে অবিরাম
উৎসবের প্রাণকেন্দ্র প্রভু সীতারাম।
প্রেমের ভাণ্ডার দ্বার করি উন্মোচন
সানন্দে করেন প্রভু নাম বিতরণ।
শিষ্যগণ সহ নাম গাহি প্রতিদিন
করেন এ মহোৎসব ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ।
পথে পথে নিত্য নাম বেড়ান বিলিয়ে
দাক্ষিণাত্য ধন্য হয় নামামৃত পিয়ে।
আসে প্রার্থী দর্শনার্থী অবসর ক্ষণে
অকৃপণ প্রভু সদা কৃপা বিতরণে।
প্রশ্নের উত্তর দান প্রণাম গ্রহণ
এ দুয়ের শেষ বুঝি না হয় কখন।
দীক্ষার্থীরে মন্ত্রদান নিয়মিত চলে
কখন ভাষণ দেন উৎসবের স্থলে।

শ্রীদাসশেষজী আর সীয়ারঘুবর
নামগানে নামজপে রত নিরন্তর।
দক্ষিণভারতবাসী অসীম শ্রদ্ধায়
এই দুই ভক্তপদে মস্তক লুটায়।
প্রভুপদাশ্রিত শিষ্য এঁরা দুইজন
প্রভুর আদর্শে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শেষজীর বহু শিষ্য—নামপ্রেমী সবে
যোগ দিল দলে দলে এই মহোৎসবে।
এদের সবার ভাব অতি চমৎকার
উঠিতে বসিতে নাম করে অনিবার।
আচরণে কী অপূর্ব্ব সংযম বিনয়
প্রভুর পরশ পেয়ে পুলকিত হয়।
দুইদিন তথাকার ধর্ম্মীয় সভায়
ভাষণ দিলেন প্রভু মধুর ভাষায়।

শেষজী তা তেলেগুতে অনুবাদ করে
সমবেত শ্রোতাদের শোনায় সাদরে।
শ্রীমুখের কথামৃত করিতে শ্রবণ
এ-দেশেও ব্যাকুলিত ভক্ত অগণন।
ভাষার ভিন্নতা নাহি হয় অন্তরায়
ভাবের ভূমিতে ভাষা ভেসে চলে যায়।

ভাষণান্তে সুরু হল নাম সঙ্কীর্ত্তন
আচম্বিতে গেল ঘটে বিচিত্র ঘটন।
ভাবাবেগে বৃদ্ধ এক ব্যাকুল অন্তরে
ছুটে এল দ্রুতবেগে মঞ্চের উপরে।
আঁকড়ি প্রভুর রাঙা চরণকমল
আবৃত্তি করিছে ভাবে শ্লোক অনর্গল।
দু'নয়ন হতে ঝরে শ্রাবণের ধারা
বলিতে লাগিল শেষে ভাবে আত্মহারা—
"জীবেরে তরাতে প্রভু এসেছ ধরাতে
এসেছো আঁধার ধরা আলোতে ভরাতে।
দয়াময় পরিচয় পেয়েছি তোমার
কৃপা করে অধমেরে কর হে উদ্ধার।"
মুহূর্ত্তের মাঝে প্রভু সমাহিত হন
বিস্ময়েতে হতবাক ভক্ত অগণন।
শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভরে অন্তর সবার
দেখে নাই হেন দৃশ্য অন্ধ্রবাসী আর।
বিস্ময়ের ঘোর তাই কাটিতে না চায়
"একেই সমাধি বলে?"—অনেকে শুধায়।
শুনি স্তবস্তোত্র আর ভগবন্নাম
সহজেই সমাহিত হন সীতারাম।
সঙ্গীশিষ্যভক্তদের অভ্যস্ত নয়নে
না জাগে বিস্ময় এবে এ দৃশ্য দর্শনে।
কিন্তু তারা পূর্ব্বে যাহা দেখেনি কখন
আজি সে বিরল দৃশ্য করে বিলোকন।

সমাহিত অবস্থায় পূত দেহ ঘিরে
আজি এক অপরূপ জ্যোতি নৃত্য করে।

প্রভুর প্রসঙ্গে বলে জনৈক এ্যাটর্নী
"অত্যধিক শক্তিধর মহাজন ইনি।
বহু পুণ্যে লভি ওঁর দুর্লভ দর্শন
স্পর্শিলাম একদিন অভয় চরণ।
মুহূর্ত্তের মাঝে হল বিচিত্র ব্যাপার
বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হল সর্ব্বাঙ্গে আমার।
অভিভূত অবস্থায় ফিরিলাম ঘরে
রহিলাম সেইভাবে বহুক্ষণ ধরে।
ডুবে গেল বাহিরের সব কোলাহল
বাজিল চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীনাম কেবল।"

আঞ্জেনালু নামে শিষ্য ভক্তিমান অতি
কহিলেন একদিন প্রভু তার প্রতি—
"কী কারণ বৃটিশের পতাকার মত
তোমাদের পতাকাও চারিকোণযুত ?
এ বিষয়ে এদেশীয় পণ্ডিত সজ্জন
করেছেন কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শন?"
আঞ্জেনালু নিবেদন করি সবিনয়ে—
"ভাবিনি বিশেষ কিছু মোরা এ বিষয়ে।
নামকারী পাছে হয় নিদ্রায় মগন
পতাকা একটি করে দিই সে কারণ।"
প্রভু ক'ন—"পতাকার আছে পরিমাণ
সনাতন শাস্ত্রে আছে সুস্পষ্ট বিধান।
পতাকা অবশ্য হবে ত্রিকোণ-আকার
ত্রিতত্ত্বে বিধৃত এই জগৎ সংসার।
মূলাধার হৃদিদেশ মস্তক প্রভৃতি
দেহের উত্তম অংশ ত্রিভুজ আকৃতি।
আপন খেয়ালবশে শাস্ত্রের বচন
লঙ্ঘন উচিত নাহি হয় কদাচন।

প্রভুর বচন শুনি বিষম লজ্জায়
আঞ্জেনালু সবিনয়ে কহে পুনরায়—
"দিন মোরে দয়া করে একটি নিশান
সে মত পতাকা মোরা করিব নির্মাণ।"
প্রভুর নির্দ্দেশে সঙ্গীশিষ্য একজন
অচিরে পতাকা আনি করিল অর্পণ।

সমারোহে অভিষেক হল সমাধান
চল্লিশ হাজার ভক্ত করে যোগদান।
সর্ব্বতীর্থ বারি দ্বারা যত্ন সহকারে
পূজারী করায় স্নান শ্রীরাম সীতারে।
শাস্ত্রনিষ্ঠ সুপণ্ডিত পুরোহিতগণ
সুললিত কণ্ঠে মন্ত্র করে উচ্চারণ।
দূরবীন চোখে দিয়ে প্রভু বারে বারে
দেখেন সানন্দ চিত্তে ভক্ত জনতারে।
হাজারে হাজারে হেথা হাজির আজিকে
সুশৃঙ্খল জনতার ভিড় চারিদিকে।
হস্তীপৃষ্ঠে তুলি রামসীতা মূর্ত্তিদ্বয়
বাহিরিল শোভাযাত্রা সন্ধ্যার সময়।
চলে ভক্ত অগণিত বিরাট মিছিলে
প্রভুও দিলেন যোগ সানন্দে সদলে।
দীর্ঘক্ষণ নগরের পথে পথে ঘুরে
গভীর নিশায় এল শোভাযাত্রা ফিরে।

'রামনামক্ষেত্রম্'-এর মহোৎসব শেষে
চলিলেন পুন প্রভু প্রচার উদ্দেশে।
ভারতের দিকে দিকে ভক্ত অগণন
প্রভু লাগি প্রতীক্ষায় রত অনুখন।
দেশে দেশে নাম নিয়ে করি পর্য্যটন
যেচে যেচে করে প্রভু কৃপা বিতরণ।
প্রভুর লীলার কথা বিচিত্র মধুর
স্মরণে মননে হয় ভবব্যাধি দূর।

এ লীলার কণামাত্র করি আস্বাদন
শ্রীচরণে করে নতি দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫১

।। উঃ ভারতে প্রচার—১৩৬০ ।।
।। ওঙ্কারেশ্বরে সুদীর্ঘ মৌন (১৩৬০-৬২)।।
।। কানাডার সিসিল মিড' কে কৃপা ।।

গুণ্টুরের মহোৎসব হলে সমাপন
বাহির হলেন প্রভু প্রচার কারণ।
পথিমধ্যে অতিশয় অল্পক্ষণ তরে
যাত্রার বিরতি হল ওয়ার্ধা শহরে।
তথা হতে বাষ্পযানে করি আরোহণ
কানপুর সহরেতে উপনীত হন।
অগণিত শিষ্যভক্ত ষ্টেশন প্রাঙ্গণে
আনন্দে উৎফুল্ল অতি পুণ্য দরশনে।
পুষ্পে মাল্যে ভরে গেল কণ্ঠ গলদেশ
তবু যেন পুষ্পবৃষ্টি নাহি হয় শেষ।
ধূপে পুষ্পে সুসজ্জিত ছিল তৈলযান
তাতে চড়ে স্বল্প পরে ধর্ম্মশালে যান।
প্রাত্যহিক কর্ম্মশেষে নিত্যকার মত
পত্রপাঠাদিতে রত হন প্রথমতঃ।
কৃপা বিতরণ করি দীক্ষাপ্রার্থীগণে
অবশেষে যোগ দেন নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
এখানেও ভক্তদের ভিড় অবিরত
মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেল প্রায় চারি শত।
ভোগ অন্তে স্বল্পমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ
পুনরায় ভক্তগণে কৃপা বরিষণ।

যথারীতি প্রার্থনা ও মৌন সন্ধ্যাকালে
রাত্রিকালে পত্রসেবা পূর্ণোদ্যমে চলে।
দিবসের কার্য্যাবলী হলে সমাপন
রাত্রি প্রায় দেড়টায় বিশ্রাম গ্রহণ।

পরদিন রবিবার তাই ভিড় জনতার
সুরু হয় প্রভাত সময়।
কেহ নানা উপচারে প্রভুরে অর্চ্চনা করে
পদ স্পর্শি কেহ ধন্য হয়।।
দীক্ষা গ্রহণের আশে আসে শ্রীচরণ পাশে
ব্যাকুলিত ভক্ত বহুজন।
চারিদিকে কলরব যেন মহা মহোৎসব
দিবারাত্র চলে সর্ব্বক্ষণ।
সন্ধ্যার ক্ষণিক পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে
দিলেন ভাষণ অনুপম।
নানাবিধ ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রদেশবাসী
বহুজন হল সমাগম।।
একদিন অপরাহ্নে লয়ে শিষ্যভক্তগণে
মহানাম করি সঙ্কীর্ত্তন।
অদূরে বিঠুর পানে চলিলেন বাস যানে
লীলাস্থান করিতে দর্শন।।
দেখিলেন সেই সব যেথা সীতা কুশীলব
করেছেন লীলা বহুতর।
বাল্মীকি আশ্রম সেথা আজো উচ্চে তুলি মাথা
ভগ্নপ্রায় তবু মনোহর।।
সন্নিকটে সুরধুনী সদা সুখবিধায়িনী
বাড়ালো এ স্থানের মাহাত্ম্য।
যান পরে দেখিবারে এক ক্রোশাধিক দূরে
ধ্রুবটিলা অরণ্যে আবৃত।।
যেথা ধ্রুব ভক্তবর করি তপ সুদুস্তর
পেয়েছেন হরি দরশন।

অনুচ্চ পাহাড় সম সেই স্থান মনোরম
দেখি প্রভু পুলকিত হন।।

কানপুরে সাতদিন করি অবস্থান
আগ্রা অভিমুখে প্রভু করেন প্রস্থান।
গাড়ীর ভিতর চলে প্রচণ্ড কীর্ত্তন
শ্রীনামে আকৃষ্ট হল সহযাত্রীগণ।
মেম ছিল দুইজন গাড়ীর ভিতরে
নামগানে যোগদানে বিলম্ব না করে।
সঙ্গীরা 'অভয়বাণী' করিল প্রদান
অতঃপর আগ্রাতে এল বাষ্পযান।
ধর্ম্মশালা হল হেথা অস্থায়ী আশ্রয়
চলিল অখণ্ডভাবে নাম মধুময়।
টাঙ্গা চড়ি সবে মিলি করি নামগান
দেখিলেন তাজ সহ বহু ধর্ম্মস্থান।
অনন্তর মহানন্দে গাহি মহানাম
যাত্রা হল বাষ্পযানে বৃন্দাবন ধাম।
মথুরাতে অবস্থান করি স্বল্পক্ষণ
সন্ধ্যাকালে বৃন্দাবনে উপনীত হন।
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে ক্লান্ত সঙ্গীগণে
পাঠালেন প্রভু ত্বরা বিশ্রাম গ্রহণে।
সবার অজ্ঞাতসারে নিজে অতঃপর
আসিলেন শ্রীগুরুর বন্ধুর গোচর।
কোলে তুলে নিয়ে তার দু'খানি চরণ
অতীব যতনে তৈল করেন মর্দ্দন।
দীর্ঘপথ পদব্রজে হয়েছে ভ্রমণ
দেহে-মনে তাই আজি ক্লান্ত সর্ব্বজন।
ব্যতিক্রম একমাত্র প্রভু সীতারাম
তাঁর দেহ নাহি চায় বিশ্রাম আরাম!
স্বতন্ত্র পুরুষ তিনি তিনি দেহাতীত
তাঁর কি তুলনা হয় অন্যের সহিত!

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি পুণ্য বৃন্দাবন
সুন্দর মন্দির সেথা শোভে অগণন।
সানন্দ হৃদয়ে প্রভু সঙ্গীগণে লয়ে
দরশনে যান নিত্য নানা দেবালয়ে।
উজ্জয়িনী ইন্দোরাদি ভ্রমি অতঃপর
সদলে হাজির হন ওঙ্কারেশ্বর।
মৌন গ্রহণের দিন হল সমাগত
ব্যথায় কাতর তাই শিষ্য ভক্ত যত।
চলিলেন প্রাতঃকালে লয়ে সঙ্গীগণে
নর্ম্মদার পরপারে শিব দরশনে।
ফিরে এসে গুরুপূজা হল অনুষ্ঠান
শিষ্য ভক্তগণ করে অঞ্জলি প্রদান।
গুরুগীতা-আদি পাঠ হল অতঃপর
গাহিল ধর্ম্মীয় গীতি গোবিন্দ কিঙ্কর।
কৃপাপরবশ হয়ে প্রভু এ সময়
দেন কত উপদেশ বিবিধ বিষয়।
অধিক বেলায় পূজা হল সমাপন
পরে পুণ্য নর্ম্মদায় সদলে গমন।
স্নান শেষে ফিরে এসে ধরমশালায়
ফলভোগ হল বেলা তিনটায় প্রায়।
ভক্তদের প্রার্থনাতে অনন্তর রাতে
চলে নানা আলোচনা সবাকার সাথে।
মধ্যরাতে সুরু পাঠ 'কথা রামায়ণ'
রাত্রি প্রায় দুইটায় পাঠ সমাপন।
আজি যেন কারো নিদ নাহিক নয়নে
যোগ দিল পাঠে সবে পুলকিত মনে।
ক্রমশঃ বিদায় বেলা আসিছে ঘনায়ে
পুলকের সাথে জাগে বিষাদ হৃদয়ে।
প্রণামের সাথে সাথে প্রভু প্রেমভরে
সবারে নিলেন টানি স্বীয় বক্ষ 'পরে।
কহিলেন অবশেষে প্রভু সীতারাম—
"এবার দাদাকে গিয়ে করিব প্রণাম।

প্রথামত মৌনব্রত সুরু তার পরে
এ'কে যেন কেহ আর প্রণাম না করে।"
অভীপ্সিত প্রণামের পর্ব্ব হল শেষ
মৌন কক্ষে প্রভু ধীরে করেন প্রবেশ।
নয়নের জল কিম্বা করুণ ক্রন্দন
অর্থহীন তাঁর কাছে এসব এখন।
অদৃশ্য শক্তির যেন প্রভাব খাটিয়ে
নিয়েছেন নিমেষেই নিজেরে গুটিয়ে।
বিশ্বে আর কেহ তাঁর নাহিক আপন
কোন কিছু প্রতি আর নাই আকর্ষণ।
করেছেন রুদ্ধ বুঝি হৃদয়ের দ্বার
কুটীরের দ্বার রুদ্ধ হল এইবার।
বেদনায় ভারাক্রান্ত শিষ্যভক্ত যত
রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে পুন হল অবনত।

দিন যায় মাস যায় বর্ষ চলে যায়
তবু নাহি পড়ে ছেদ মৌন সাধনায়।
ধ্যানে আর সমাধিতে কাটে দিনরাত
শাশ্বত সত্যের মেলে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ।
হয় সুষ্ঠু সমাধান শত সমস্যার
অনুভূতি আসে কত নাই সংখ্যা তার।
শিবভাবে মনপ্রাণ বিভোর সদাই
নিলেন বিভূতি আর ব্যাঘ্রাম্বর তাই।
বিচরণ করে শুদ্ধ জ্ঞানালোকে চিত
'শিবমহিমামৃত' হল বিরচিত।
এভাবে দিনের পর দিন তাঁর কাটে
মৌন সুরু পৌষ-অন্তে তেরশত ষাটে।
গত হয় ক্রমাগত দীর্ঘকাল অতি
বাষট্টির বৈশাখেতে ব্রতের বিরতি।
শিষ্যভক্তগণ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর
আনন্দে উৎফুল্ল অতি পেয়ে এ খবর।

অত্যুৎসাহী ভক্তগণ বিলম্ব না করে
ছুটিল দর্শন আশে ওঙ্কারেশ্বরে।
বাঞ্ছিত দর্শন লভি দীর্ঘ ব্যবধানে
অপার আনন্দ জাগে সবাকার প্রাণে।

আসিল 'সিসিল মিড্'—কানাডায় বাস।
অন্তর মাঝার তার শুভ অভিলাষ।
দীর্ঘকাল পর্য্যটন করি বহু স্থান
পায়নি সে মনোমত গুরুর সন্ধান।
ব্যর্থমনে দেশে যেতে উদ্যত যখন
শ্রীরমাপ্রসাদ সনে হল আলাপন।
সেই সূত্রে পেয়ে বার্ত্তা প্রভুর বিষয়ে
সাহেব এসেছে হেথা ব্যাকুল হৃদয়ে।
ভারতীয় কোন ভাষা নাই তার জানা
দোভাষী সহায়ে তাই চলে আলোচনা।
অবশেষে ভাগ্যবান সেই শ্বেতকায়
বিনয়ে প্রকাশ করে স্বীয় অভিপ্রায়—
"ভারতের আধ্যাত্মিক রত্ন আহরণে
এসেছি এখানে এবে তব সন্নিধানে।"
নীরবে রহেন প্রভু শুনি নিবেদন,
কহে তাই উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ—
"ব্যাকুল বিদেশী প্রার্থী সমাগত দ্বারে
প্রভুও কি প্রত্যাখ্যান করিবেন তারে!"
তথাপি নীরব প্রভু রহি কিছুক্ষণ
অবশেষে করিলেন সম্মতি জ্ঞাপন।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত সাহেব সত্বর
চলিল নির্জ্জন শান্ত গুহার ভিতর।
বসিল আসনে সেথা পরি পেন্টলুন
কৃপা করে প্রভু তারে দিলেন সাধন।
পূর্ণ হল মনোরথ—সাহেব অচিরে
পুলকিত চিতে এল গুহার বাহিরে।

"কী পেলে?" শুধায় সবে কণ্ঠে কৌতূহল
সাহেব কহিল—"আলো, অহো অত্যুজ্জ্বল!
ভিতরে বাহিরে আলো—আলো চারিধার
পেলাম আনন্দ আর—আনন্দ অপার।"
সানন্দে প্রসাদী অন্ন খেল পাতা করে
শিখে নিল 'হরে কৃষ্ণ' নাম শ্রদ্ধাভরে।

যাঁর কৃপাস্পর্শ লভি বিধর্ম্মী যবন
মুহূর্ত্তের মাঝে করে জ্যোতি দরশন,
কীবা তাঁর অসম্ভব এ বিশ্ব সংসারে
কেবা পারে সে অনন্ত লীলা বর্ণিবারে!
অবোধ শিশুর মত তবু এই দাস
করে লীলা চিন্তনের চপল প্রয়াস!
দোষ ত্রুটি ক্ষমা করি ওহে দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫২

।। মাল্যবতী আশ্রমের উদ্বোধন।।
।। বহুস্থানে প্রচারান্তে ডুমুরদহে।।
।। গোপালপুর চাতুর্ম্মাস্য—১৩৬২।।

দীর্ঘ মৌন অন্তে ত্যজি ওঙ্কারেশ্বর
শ্রীনাম প্রচারে প্রভু হন তৎপর।
বহুস্থানে মহামন্ত্র করি বিতরণ
সদলে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন।
মাল্যবতী আশ্রমের হল উদ্বোধন
মায়েদের জন্য এটী হয়েছে নূতন।
মহাসমারোহে হোমযজ্ঞ-আদি সহ
আশ্রমে প্রতিষ্ঠা হল গোপাল বিগ্রহ।

ভ্রান্তিবশে এদিনের শুভ অনুষ্ঠানে
হয় নাই নিমন্ত্রণ ব্রজবাসীগণে।
মনঃক্ষুণ্ণ হন তায় ব্রজবাসীগণ
অচিরেই হল এই ত্রুটি সংশোধন।
তাদের সবারে করি সাদরে আহ্বান
বিশেষ মর্য্যাদা প্রভু করেন প্রদান।
নিমন্ত্রিত শত শত ব্রজবাসীগণে
ধোয়ালেন পদ নিজে শ্রীহস্তে যতনে।
মস্তকের জটা দিয়ে সবার চরণ
নির্ব্বিচারে নির্ব্বিকারে করেন মার্জ্জন।
কোন কোন ব্রজবাসী হাত জোড় করে
সসংকোচে প্রভু হতে রহে দূরে সরে।
সবিনয়ে যুক্ত করে ক'ন প্রভু ত্বরা—
"অভ্যাগত নারায়ণ হেথা আপনারা
আজ যদি ধোয়াতে না পারি পদদ্বয়
আর কবে এ-র হবে হেন ভাগ্যোদয়।"
অতঃপর নিজে করি তত্ত্ব-অবধান
সুভোজ্যে সবার তৃপ্তি করেন বিধান।
বিনয়ের দীনতার সম্রাট মহান
সবারেই দেন মান দেন উচ্চে স্থান।
এই হল সীতারাম যাঁর শ্রীচরণ
শ্রদ্ধাভরে পূজা করে ভক্ত অগণন।

উত্তর ভারতভূমে করি পর্য্যটন
শান্তিনিকেতনে হল শুভ পদার্পণ।
অতি দীর্ঘ প্রতীক্ষার হল আজি শেষ
আনন্দে উদ্বেল তাই সারা বঙ্গদেশ।
লোকে লোকারণ্য আজি শান্তিনিকেতন
পুণ্য দরশন লভি ধন্য সর্ব্বজন।
শান্তিনিকেতন নাম সুসার্থক আজ
'শান্তিনাথ' নিজেই যে করেন বিরাজ।

ভ্রমিলেন অতঃপর আরো বহুস্থান
সর্ব্বত্রই জনতার উৎসাহ সমান।
এলেন ডুমুরদহে প্রভু অবশেষে
গ্রামবাসী নরনারী আসে মহোল্লাসে।
ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করি জননীরে
প্রণামান্তে পদধূলি লইলেন শিরে
অবিলম্বে উপস্থিত গ্রামবাসীগণ
স্পর্শিল সাগ্রহে বহু বাঞ্ছিত চরণ।
শ্রীমুখের হাসি আর সস্নেহ পরশে
নিমেষে সবার চিত্ত ভরিল হরষে।
ব্রজনাথ পদে শ্রদ্ধা করি নিবেদন
গ্রাম প্রদক্ষিণে প্রভু বহির্গত হন।
চারিদিকে রটি গেল শুভ সমাচার
স্বল্পকালে হল ভিড় বহু জনতার।
ভিড় হতে রক্ষিবারে পূত কলেবর
অনুরাগীগণ হল অতীব তৎপর।
প্রভু ক'ন অচিরাৎ সহাস্য বদনে—
"আগমনে বাধা নাহি দিবি কোন জনে।
হেথা ভিড় হোথা ভিড়— ভিড় নাই কোথা
ওদের এখানে বাধা দিস্ তোরা বৃথা।"
ক্ষান্ত হল অত্যুৎসাহী দেহরক্ষীগণ
ধন্য হল সর্ব্বজন পরশি চরণ।

পরদিন পুন করি কৃপা বিতরণ
সন্ধ্যায় গোপালপুর করেন গমন।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হেথা হবে চারিমাস
সেই উপলক্ষ্যে আজি শুভ অধিবাস।
গুরুগতপ্রাণ ভক্ত কানাই মোদক
হেথাকার চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে আহ্বায়ক।
কুন্তীনদী তীরে অতি শান্ত পরিবেশে
নির্ব্বাচিত হল স্থান ব্রতের উদ্দেশে।

ত্রিবেণী তীর্থ হতে মাইল তিন দূর
অখ্যাত ঐতিহ্যহীন এ গোপালপুর।
মাটির কুটির এক প্রভুর নিমিত্ত
একপাশে সযতনে হয়েছে নির্ম্মিত।
হেথাকার জমিদার ব্যবসায়ীগণ
সহযোগিতার হস্ত করে প্রসারণ।
ছেড়ে দিল হাটতলা ব্যবসার স্থান
সুবৃহৎ আটচালা সেথা বিদ্যমান।
আটচালা নামমঞ্চে হল পরিণত
অখণ্ড কীর্ত্তন সেথা চলে অবিরত।
নাম ও নামীর পুণ্য সঙ্গলাভ আশে
পোষ্যবর্গে সঙ্গে লয়ে কেহ কেহ আসে।
তাদের তরেও আছে ঘর দোর হেথা
স্ত্রী ও পুরুষদের পৃথক ব্যবস্থা।

প্রভাত সময়ে নিত্য হন প্রভু মৌনে রত
দশটায় মৌন ভঙ্গ হয়।
মার কাছে গিয়ে পরে পূজেন ভকতিভরে
ফুল সহযোগে পদদ্বয়।।
পাদোদক পিয়ে তাঁর প্রদক্ষিণ করি আর
প্রণাম করেন জননীরে।
বাহিরে আসেন যবে আসে শিষ্যভক্ত সবে
সুরু হয় প্রার্থনা অচিরে।।
নরনারী দুই ভাগে দাঁড়ায় প্রভুর আগে
ভক্তিভরে জুড়ি দুই হাত।
গীতাগ্রন্থ পাঠ অন্তে প্রভুর চরণ প্রান্তে
একে একে করে প্রণিপাত।।

ও দিকে দীক্ষার্থীগণ বসে আছে দীর্ঘক্ষণ
প্রভু পদে সমর্পিতে প্রাণ।
ফল প্রসাদের পর হন প্রভু অগ্রসর
তাদের করিতে মন্ত্রদান।।

ইতিমধ্যে এসে পড়ে বাষ্পীয় শকটে করে
দর্শনার্থী শিষ্যভক্তদল।
দীক্ষাদির ফাঁকে ফাঁকে স্পর্শে তারা একে একে
বাঞ্ছিত শ্রীচরণযুগল।।
প্রভু সদা স্মিতাননে সমাগত ভক্তগণে
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
কারে দেন আলিঙ্গন কৃপাস্পর্শে সর্ব্বজন
ধন্য হয় ভোলে দুঃখ ব্যথা।।
বেলা বাড়ে দ্রুতগতি সাঙ্গ হয় ভোগারতি
ঘণ্টা বেজে ওঠে প্রার্থনার।
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে আসেন সদলবলে
করান প্রার্থনা পুনর্ব্বার।।
নাহি করি কালক্ষয় বিতরণ সুরু হয়
প্রসাদের অন্ন ও ব্যঞ্জন।
অনাহূত রবাহূত দীনধনী আসে যত
আপ্যায়িত হয় সর্ব্বজন।।
শাস্ত্রীয় বিধান মত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যত
বসে হেথা পৃথক পৃথক।
প্রভু অতি স্নেহভরে চারিদিক ঘুরে ঘুরে
করেন ভোজন তদারক।।
সুবিশাল পাকশালে কার্য্যারম্ভ প্রাতঃকালে
সারাদিন চলিছে রন্ধন।
চাল মণ দুই তিন সিদ্ধ হয় প্রতিদিন
কখন বা আট দশ মণ।।
ভোগ হয় শুদ্ধাচারে হালুইকরেরা নারে
প্রবেশিতে রন্ধনের ঘরে।
জননী ও শিষ্যগণ মোট আট দশজন
রন্ধনের কার্য্য সাঙ্গ করে।।
প্রসাদ প্রাপ্তির পরে বিশ্রাম গ্রহণ তরে
যায় ত্বরা শিষ্যভক্তদল।
মায়েরা এ অবসরে প্রসাদ গ্রহণ করে
প্রভু ঘুরে দেখেন সকল।।

বিশ্রাম গ্রহণে গিয়ে বসেন পত্রাদি নিয়ে
স্বীয় কুঞ্জে প্রভু অনন্তর।
পাশে বসে গোবিন্দজী পাঠ করে পত্ররাজি
প্রভু দেন বলিয়া উত্তর।।
বেলা শেষ হয় ক্রমে ভক্তদের ভিড় জমে
প্রভুরে ঘিরিয়া পুনরায়।
যারা ফিরে যাবে ঘরে নানাবিধ প্রশ্ন করে
অন্তরের আকুতি জানায়।।
প্রণমিয়া শ্রীচরণ অবশেষে ভক্তগণ
জলযানে করে আরোহণ।
এদের এগিয়ে দিতে প্রভু কভু সাথে সাথে
নদীতীরে করেন গমন।।
অস্ত যায় দিবাকর ধীরে ধীরে ধরা 'পর
নেমে আসে সাঁঝের আঁধার।
দিনান্তের পুণ্য ক্ষণে লয়ে শিষ্যভক্তগণে
প্রার্থনা করান আর বার।।
স্বল্প বিরতির পরে দুই তিন ঘণ্টা ধরে
পাঠে প্রভু হন নিমগন।
পুলকে ও ভাবাবেশে সমাহিত হন শেষে
তবে হয় পাঠ সমাপন।।
প্রসাদ গ্রহণ করে অবিলম্বে শুয়ে পড়ে
অধিকাংশ শিষ্যভক্তগণ।
প্রভুর নাহিক ক্লান্তি যতই হোক না রাতি
কর্ম্মকুঞ্জে করেন গমন।।
সেথা বসি দীর্ঘক্ষণ চলে কত আলাপন
ক্রমশঃ গভীর হয় রাত।
মাঝে মাঝে এ সময় ভক্তেরা হাজির হয়
নিরালায় করিতে সাক্ষাৎ।।
কৃপাধারা বিলাইতে প্রভু অকুণ্ঠিত চিতে
সঙ্গ দেন প্রয়োজন মত।
রাত্রি প্রায় দুইটায় নতি করে পুনরায়
অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্ত যত।।
তথা হতে অতঃপর হন প্রভু অগ্রসর
বিশ্রাম-আগার অভিমুখে।

সব দিন এ সময় অবসর নাহি হয়
কর্ম্মরাশি অপেক্ষিয়া থাকে।।
লিখন পঠন কাজে তিনটা চারিটা বাজে
অনন্তর ক্ষণিক বিশ্রাম।
আবার সবার আগে প্রভাতে ওঠেন জেগে
চলে পুন কর্ম্ম অবিরাম।।
চাতুর্ম্মাস্য কালে নিত্য মোটামুটি এইমত
কর্ম্মসূচী অনুসৃত হয়।
আরো কত কর্ম্ম চলে চর্ম্মচক্ষু অন্তরালে
ভাবিতেও জাগয়ে বিস্ময়।।
বিচিত্র প্রভুর লীলা নাশে ব্যাধি ব্যথা জ্বালা
কলিযুগে মহারসায়ন।
গাহিব এ লীলাগীতি নাহিক তেমতি শক্তি
দীন হীন আমি অভাজন।।
শ্রীচরণে এ মিনতি কর কৃপা দাস প্রতি
কর দেব আশীষ বর্ষণ।
ও চরণ শিরে ধ'রে যেন জন্ম জন্মান্তরে
রহে দীন দাস জনার্দ্দন।।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৩

।। ওঙ্কারেশ্বরে মৌনলীলা—১৩৬২--৬৩।।
।। মাতৃবিয়োগ।। কলিকাতায় দোল উৎসবে যোগদান।।

শীতগ্রীষ্ম-আদি ঋতু ঘোরে চক্রাকারে
অলঙ্ঘ্য নিয়মে আসে যায় বারে বারে!
প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য আর মৌনব্রত
তেমনি পর্য্যায়ক্রমে হয় আবর্ত্তিত।
এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বল্প যে সময়
তারও ক্ষণমাত্র নাহি হয় অপচয়।

চাতুর্ম্মাস্যে মৌনকালে একস্থানে স্থিতি
মধ্যকালে পরিক্রমা সাধারণ রীতি।
দিকে দিকে দেশে দেশে কৃপা বিতরিতে
চলে এই পরিক্রমা জগতের হিতে।
সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে এক লক্ষ্য তাঁর
বিশ্বের কল্যাণ তথা জীবের উদ্ধার।
বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত বিচিত্র সম্ভার
ভোগের নিমিত্ত লোকে করে ব্যবহার।
ভোগ বিলাসের সেই বস্তু সমুদয়
প্রভুর পরশে হয়ে ওঠে শুভময়।
তৈলযান বাষ্পযান বিমান প্রভৃতি
প্রচারে সঞ্চার করে অভাবিত গতি।
স্বল্পকালে বহুস্থানে হয় অভিযান
ত্বরান্বিত হয় তায় জীবের কল্যাণ।
শব্দব্রহ্ম বিকিরণে নিপুণ 'মাইক'
শ্রীনামেরে প্রসারিত করে চারিদিক।
বিজ্ঞানের অবদানে কত না প্রকারে
করেন প্রয়োগ প্রভু প্রায়শঃ প্রচারে।
এভাবেই দয়াময় প্রভু সর্ব্বক্ষণ
করেন এ জগতের কল্যাণ সাধন!

তপস্যার অনুকূল ওঙ্কারেশ্বর,
নর্ম্মদার পূতধারা যেথা নিরন্তর
নৃত্যে নাদে মত্ত হয়ে ছুটিছে সাগরে,
এবারেও মৌন সেই ওঙ্কারেশ্বরে।
এবারো কঠোর মৌন চলিছে তথায়
একে একে যায় দিন—মাস বয়ে যায়।
তবুও প্রভুর ব্রতে ছেদ নাহি পড়ে
জননী এলেন ছুটে ব্যাকুল অন্তরে।
সরাসরি বেলতলা করিয়া গমন
দিলেন তপস্যারত সন্তানে দর্শন।

জননীর পদপ্রান্তে করি প্রণিপাত
ইঙ্গিতে কহেন মায়ে ধুতে মুখ হাত,
আর করিবারে ত্বরা আহার্য্য গ্রহণ
ইশারায় মাতৃদেবী তৃপ্ত নাহি হন।
কহিলেন স্নেহময়ী মাতা দৃঢ় স্বরে—
"আগে তুই কথা বল্ খাব তার পরে।"
মাতৃভক্ত সীতারাম সানন্দে নিমেষে
ভাঙ্গিলেন মৌনব্রত মায়ের আদেশে।
একমাস জননীর হল অবস্থান
চলিল মায়ের সেবা সন্তোষ বিধান।
মনের বাসনা তাঁর করিতে পূরণ
সঙ্গী দিয়ে করালেন তীর্থ পর্য্যটন।
বহু তীর্থ ভ্রমি মাতা আসিলেন ফিরে
কহিলেন সবিনয়ে প্রভু জননীরে—
"ঘরে ফিরিবার এবে নাই প্রয়োজন
এ স্থানেই অবস্থান কর মা এখন।"
মাতা ক'ন—"আর হেথা রহিতে না পারি
বাড়ী ফিরে যেতে মোরে হবে তাড়াতাড়ি।
ব্রজনাথজীর সেবা চলিছে কেমন
সে চিন্তায় এবে মন খুবই উচাটন।"
ওঙ্কারেশ্বর ত্যজি জননী অচিরে
শ্রীধাম ডুমুরদহে আসিলেন ফিরে।
জননীর প্রস্থানের পর পুনরায়
প্রভু পূর্ব্ববৎ মগ্ন হন সাধনায়।
মৌনব্রতে কঠোরতা বাড়ে দিনে দিনে
রহিলেন প্রভু যেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে।
বাহিরের বিশ্ব সাথে হল অবসান
সর্ব্ববিধ সংবাদের আদান প্রদান।

ডুমুরদহেতে ফিরে স্বল্পকাল পর
কঠিন ব্যাধিতে মাতা হলেন কাতর।

দিনে দিনে ব্যাধি তাঁর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়
নিতে হল অবশেষে শয্যায় আশ্রয়।
প্রিয় পুত্রে একবার করিতে দর্শন
অতিশয় ব্যাকুলিত হল মা'র মন।
তিনখানি টেলিগ্রাম গেল পর পর
ফললাভ হল তায় অকিঞ্চিৎকর।
নিরুপায় সেবকেরা জানাল সত্বর—
প্রভু না নিচ্ছেন কারো কোনও খবর।

মায়ের অন্তিম ইচ্ছা করিতে পূরণ
মৃত্যুকালে সূক্ষ্মে প্রভু দিলেন দর্শন।
কেবল জননী নহে পুত্র রঘুনাথ
পেল স্পষ্ট দিবালোকে দর্শন সাক্ষাৎ।
মৌনশেষে দেখা যবে হল পুত্র সাথে
শুধালেন এ প্রসঙ্গে পুত্র রঘুনাথে—
"সত্য তুই দেখেছিস্ সীতারামদাসে
মায়ের অন্তিম ক্ষণে তাঁর শয্যাপাশে?
ঠাকুরের লীলা মরি কীবা অপরূপ!
নিজে তিনি ধরি এই অধমের রূপ
জননীর শেষ ইচ্ছা করিতে পূরণ
কৃপাবলে মৃত্যুকালে দিলেন দর্শন!"
মৌনের মাঝেই প্রভু স্বল্পকাল পর
পড়িলেন 'দেবযানে' মায়ের খবর।
মর্ম্মান্তিক শোকে দিতে সান্ত্বনা অচিরে
লিখিলেন দীর্ঘ পত্র পুত্র প্রভৃতিরে।
চলিল প্রভুর মৌন দীর্ঘকাল অতি
অঘ্রাণে এলেন তাই গুরুমা প্রভৃতি।
গুরুমার আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ
সত্বর তৎপর প্রভু মৌন ভঙ্গে হন।
মৌন অন্তে সুরু হল পুন পর্য্যটন
ভ্রমিলেন একে একে কাশী বৃন্দাবন।

নাগপুর গুণ্টুরাদি পরিক্রমা শেষে
উপনীত হন পুণ্য পুরীধামে এসে।
বিশে পৌষ বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ
ভক্ত সমাগমে পূর্ণ হাওড়া ষ্টেশন।
তিব্রীবালা ধর্ম্মশালা নয় বেশী দূর
ভিড় হেতু যেতে লাগে সময় প্রচুর।
দীক্ষাপ্রার্থী নরনারী প্রায় সাত শত
অতি দীর্ঘক্ষণ সেথা প্রতীক্ষায় রত।
সেদিন সেথায় সেই সাত শত জনে
দিলেন আশ্রয় প্রভু অভয় চরণে।
একুশে ডুমুরদহে ভিড় অত্যধিক
লোকে শুধু চারিদিক করে থিক থিক।
জনতার হাত হতে আত্মরক্ষা তরে
রহিলেন দিবাভাগে ছাদের উপরে।
শত শত দীক্ষার্থীর মধ্যে কতিপয়
রাত অবধি আশা নিয়ে আসনস্থ রয়।
গভীর নিশিতে ভিড় মন্দীভূত হলে
দীক্ষা দেন ভাগ্যবান সেই ভক্তদলে।

অদূরে চিতেরমার পড়া অবস্থিত
তেইশ তারিখ তথা হন উপনীত।
যেথা প্রভু সেথা শুধু জনতার ঢল
ক্ষণিক দর্শন লাগি সকলে পাগল।
দীক্ষার্থীর সমাগম হেথা তের শত
স্থান নাই এত জনে বসিবার মত।
উদ্দেশ্য মহৎ যেথা লক্ষ্য ভগবান
সেথায় সুলভ সদা সুষ্ঠু সমাধান।
ভক্তগণ কৃষিক্ষেত্রে আনন্দিত মনে
বসে গেল সারি করে কম্বলাসনে।
সুদীর্ঘ প্রহর কত কাটে প্রতীক্ষায়
রৌদ্রে হিমে উপবাসে বেলা বয়ে যায়।

মুখ হতে না মিলায় তবু কারো হাসি
বাঞ্ছিত লগনে দীক্ষা দেন প্রভু আসি।
কমল ভুলায় যথা কাঁটার আঘাত
ভুলায় প্রভাত সূর্য্য ঘোর অমারাত,
তেমনি যখন প্রভু পরশে মস্তক
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে ব্যথার কণ্টক।

পরদিন নবগ্রামে প্রচারের স্থলে
অগণিত নরনারী আসে দলে দলে।
চারিদিক পরিপূর্ণ ভক্ত জনতায়
পথে ঘাটে চলাফেরা অসম্ভব প্রায়।
সবার জিজ্ঞাসা—কোথা প্রভু সীতারাম
কোথা গেলে হবে তাঁর দর্শন প্রণাম।
অদর্শন বেদনায় উন্মাদের মত
অগণিত জন যাঁর অন্বেষণ রত,
হঠাৎ শ্রীঅঙ্গ তাঁর ব্যাধিতে কাতর,
কৃপা বিতরণে তবু বদ্ধপরিকর।
স্বীয় দেহ প্রতি প্রভু চির উদাসীন
বিচিত্র ব্যাপার হল সহসা এ দিন।
জনৈক প্রভাবশালী গোস্বামী সন্তান
পরিস্থিতি প্রতিকূল করি অনুমান,
প্রভুরে বসিয়ে স্বীয় গৃহ অভ্যন্তরে
আচম্বিতে দিল দ্বারে তালা বন্ধ করে।
অতঃপর সবিনয়ে করে নিবেদন—
"বাহিরে যাবার আজ নাই প্রয়োজন।
সুস্থ নয় দেহ তব করুন বিশ্রাম
বন্ধ থাক্ দীক্ষাদান দর্শন প্রণাম।...."
মুহূর্ত্তের মধ্যে হল সংঘটিত সব
দীক্ষা ভাষণাদি তাই না হয় সম্ভব।

মেমারীতে হেমাঙ্গিনী মঠ অবস্থিত
পরদিন যান সেথা পূর্ব্বসূচীমত।

তথা হতে অতঃপর জাখ্‌রাতে এসে
বেড়ে গেল জ্বর খুব পৌষের ছাব্বিশে।
বালীর বিশিষ্ট শিষ্য শ্রীপদ্মলোচন
প্রভুরে করিল স্বীয় গৃহে আনয়ন।
সপত্নীক কত সেবা করে অবিরাম
তবু না ব্যাধির হয় কিঞ্চিৎ আরাম।
সে কারণে পুরীধামে করিয়া গমন
অবিলম্বে মৌনব্রত করেন গ্রহণ।

একমাস অন্তে মৌন ব্রত অবসানে
এলেন চিন্ময়ানন্দ প্রভু সন্নিধানে।
স্বামিজী বিনীতভাবে করে নিবেদন—
"দোল পূর্ণিমায় হবে নগর কীর্ত্তন।
কৃপা করি সঙ্কীর্ত্তনে করি যোগদান
করুন সফল সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।"
শরীর সম্পূর্ণরূপে সারেনি তখন
নিষেধ করিল বৈদ্য আর শিষ্যগণ।
নামপ্রেমী সীতারাম নামের পাগল
প্রচারের কাছে তুচ্ছ অপর সকল।
পঞ্চভূতে গড়া এই দেহের কারণে
বিরত হবেন তিনি নাম বিতরণে।
কলিকাতা নগরীতে আসি অবিলম্বে
করিলেন যোগদান দোল মহোৎসবে।
প্রধান উদ্যোক্তা হেথা শ্রীতুষার কান্তি
প্রফুল্ল কুমার সেন, তরুণ প্রভৃতি।
সুরু হল যথাকালে নগর কীর্ত্তন
সারা দেশ হতে যোগ দিল ভক্তগণ।
পত্রে পুষ্পে যান এক করি সুসজ্জিত
রেখেছে উদ্যোগীবৃন্দ প্রভুর নিমিত্ত।
প্রভু সেই মনোরম যান আরোহণে
চলেছেন সবা সনে পুলকিত মনে।

উচ্চ কণ্ঠে মহানাম করি সঙ্কীর্ত্তন
রাজপথ ধরি চলে ভক্ত অগণন।
শত শত খোল বাজে বাজে করতাল
গরজি উঠিছে যেন সমুদ্র উত্তাল।
আরো কত বাদ্য বাজে নাই লেখাজোখা
মিছিলের সাথে চলে অসংখ্য পতাকা।
কলির ক্রীড়ার কেন্দ্র কলিকাতা ছেড়ে
কলিরাজ বুঝি আজ গেল দূরে সরে।
পথের দু'ধারে ভিড় করি ভক্তগণ
নাম-নামী প্রতি করে শ্রদ্ধা নিবেদন।
পথে ভিড় ছাদে ভিড় ভিড় বারান্দায়
পুরবাসী সবে আসি প্রণতি জানায়।
নগরের পথে দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে
ধর্ম্মসভা হল রাজকীয় পরিবেশে।
যেমন বিশাল মঞ্চ অতি চমৎকার
তেম্‌নি ভক্ত সমাবেশ হাজার হাজার।
সভায় দিলেন প্রভু সুদীর্ঘ ভাষণ
মন্ত্রমুগ্ধ চিত্তে শোনে ভক্ত অগণন।
এসেছেন কত সাধু কত মহাজন
এসেছেন খ্যাতনামা পণ্ডিত সজ্জন।
এসেছেন ভক্ত কত আর মহাজ্ঞানী
সবাকার উর্দ্ধে প্রভু যেন মধ্যমণি।
চন্দ্রমা উদয়ে যথা ম্লান তারারাজি
প্রভুর প্রভায় হেথা সেই মত আজি!

প্রভুর উপমা কীবা আছে প্রভু বিনা
বিধুতে বিভুতে কভু হয় কি তুলনা।
চাঁদের নাহিক কোন আলোক আপন
প্রভুর প্রভায় পূর্ণ এ তিন ভুবন।
চন্দ্রমার আছে বৃদ্ধি আছে তার ক্ষয়
অনিবার অবিকার প্রভু সে অব্যয়।

চন্দ্রমারে কভু করে দুষ্ট রাহু গ্রাস
প্রভুর প্রভাবে হয় পাপ রাহু নাশ।
অজ্ঞানতা বশে যত দিয়েছি উপমা
কৃপা করি অপরাধ কর প্রভু ক্ষমা।
কৃপা করি আর তব দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই রাঙা ওই অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৪

।। উড়িষ্যা প্রচার —১৩৬৩।। নাতিদের উপনয়ন।।
।। আঙ্গলকুদ্রুতে দাসশেষজীর যজ্ঞে।। নীলাচলে লীলা।।

দোলের প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
দিগসুই ধামে প্রভু করেন গমন।
পূজনীয়া গুরুমার চরণের ধূলি
শ্রদ্ধাভরে শিরোপরে লইলেন তুলি।
ইংরাজী সংস্কৃত হিন্দী পত্রিকা বিষয়
বিস্তারিত আলোচনা হল এ সময়।
ইতিপূর্ব্বে মৌনে মগ্ন ছিলেন যখন
পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছা করেন জ্ঞাপন।
'জয় জগন্নাথ' পত্র উড়িয়া ভাষায়
প্রকাশিত হল পুণ্য দোল পূর্ণিমায়।
বঙ্গদেশে কার্য্য সাঙ্গ করি অতঃপর
উৎকল অভিমুখে হন অগ্রসর।
ভাগ্যবান সেবানন্দ কিঙ্কর সচ্চিৎ
দু'জনে কেবল গেল প্রভুর সহিত।
পূর্ব্ব সূচী অনুসারে পথে বালেশ্বরে
যাত্রার বিরতি হল প্রচারের তরে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত গোবিন্দ সদলে
প্রচারে নিরত ছিল এতদ্ অঞ্চলে।

ষ্টেশনে গোবিন্দ সহ ভক্ত বহুজন
প্রভুরে সাদরে করে স্বাগত জ্ঞাপন।
উল্লসিত ভক্তগণ আসি দলে দলে
শ্রদ্ধা নিবেদন করে চরণ কমলে।
সংক্ষিপ্ত প্রচার পর্ব্ব সমাপ্তির পর
সহসা শ্রীঅঙ্গ হল ব্যাধিতে কাতর।
জ্বর নিয়ে যথাকালে মহাপ্রচারক
শিষ্যভক্তগণ সহ এলেন কটক।
ব্যাধির বিষম বৃদ্ধি করি বিলোকন
উদ্বেগে উঠিল ভরি সবাকার মন।
সেবক ক্ষিতীশ তাই তৈলযানে করে
নীলাচল আশ্রমেতে আনিল প্রভুরে।
সঙ্গে এল পত্নী তার নাম যোগমায়া
পরীক্ষান্তে বৈদ্য বলে—"ব্যাধি নিমোনিয়া।"
অবিলম্বে এ খবর পৌঁছিল বালীতে
লক্ষ্মীমা এলেন ছুটে ব্যাকুলিত চিতে।
সবার সপ্রেম সেবা আর প্রার্থনায়
শীঘ্রই কঠিন ব্যাধি লইল বিদায়।

পৌত্র বিঠু জগুদের সূত্র সংস্কার
অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে এইবার।
এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান তরে
মায়ের আদেশ ছিল প্রভুর উপরে।
শ্রীঅঙ্গ বেহাল তাঁর তাই এ সময়
বাঙলার ভিড়ে যাওয়া সমীচীন নয়।
মাতৃভক্ত সীতারাম পারে কি কখন
স্বর্গতা মায়ের কথা করিতে লঙ্ঘন!
অচিরেই হল এই সঙ্কট মোচন
বিশেষ উপায় এক হল উদ্ভাবন।
বাঙলার পরিবর্ত্তে পুণ্য নীলাচল
হল উপনয়নের অনুষ্ঠান স্থল।

শ্রীগুরুর পত্নী পুত্র প্রভৃতি অনেকে
এলেন এ উপলক্ষ্যে দিগসুই থেকে।
ব্রজনাথ নিকেতন হ'তে প্রায় সবে
এলেন সদলে হেথা অনতিবিলম্বে।
বাংলার বহুস্থান হতে দলে দলে
আরো বহু শিষ্য ভক্ত এল নীলাচলে।
উপনয়নাদি শেষে এঁরা পুনরায়
স্বল্পকাল মধ্যে ফিরে এলেন বাংলায়।
গোবিন্দ ও ধীরানন্দ—এই দুই জনে
নির্দ্দেশ দিলেন প্রভু নির্জ্জন সাধনে।
প্রভু সঙ্গ ত্যাগ করি গোবিন্দ কিঙ্কর
গেল দূরদেশে স্বল্প কালের ভিতর।

অতঃপর শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে
বাহির হলেন প্রভু শ্রীনাম প্রচারে।
ভকতের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ
বহরমপুরে হল শুভ পদার্পণ।
নামের ধ্বনিতে নিত্য পূত এই স্থান
নাম ও নামীতে আজি মিলন মহান।
অসীম আনন্দ তাই সবার অন্তরে
দলে দলে এল ভক্ত দরশন তরে।
হেথায় প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
দাক্ষিণাত্য গমনের হল আয়োজন।
চতুর্দ্দিক মহামন্ত্রে করিয়া প্লাবিত
রেলের ষ্টেশনে প্রভু হন উপনীত।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধায় অগণিত জন
স্বল্পকালে পরিপূর্ণ ষ্টেশন প্রাঙ্গণ।
ষ্টেশন মাষ্টার আসি অতীব যতনে
প্রভুরে বসাল এক উচ্চ কাষ্ঠাসনে।
হেনকালে এল সেথা জনৈক মাতাল
অত্যধিক মদ্যপানে আঁখি দু'টি লাল।

শ্রীচরণ পানে যত হয় আগুয়ান
সেবকেরা তত তারে করে বাধাদান।
সঙ্গীগণ প্রতি কন প্রভু তাড়াতাড়ি—
"কেন ওকে দিস রুখে দে না বাবা ছাড়ি।"
করুণার অবতার প্রভু সীতারাম
মদ্যপের প্রতিও না হন তাই বাম।
অচিরে নির্দ্দিষ্ট যান আসিল ষ্টেশনে
উঠিলেন প্রভু লয়ে সঙ্গীশিষ্যগণে।
উচ্চরবে ঘোষে সবে—জয় জয় গুরু
শকট বিকট শব্দে যাত্রা করে সুরু।
চলন্ত গাড়ীতে চলে নাম পূজারতি
টেনালীতে এসে হল নামের বিরতি।
তথা হতে গো-শকটে করি আরোহণ
আঙ্গলকুদ্রুতে প্রভু উপনীত হন।
দাসশেষ মহারাজ করেছেন হেথা
দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যজ্ঞের ব্যবস্থা।
ওঙ্কারেশ্বরে গত মৌনের সময়
করেছেন নিবেদন যজ্ঞের বিষয়।
প্রভুপদে সব ভার করি সমর্পণ
করেছেন শ্রদ্ধাভরে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ।
শেষজীর ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শনে
প্রভুও সম্মতি দেন আনন্দিত মনে।
ভকতের সে প্রার্থনা করিতে পূরণ
এবার প্রভুর হেথা শুভ আগমন।
বিস্ময়েতে ভরে দিতে প্রভুর অন্তর
প্রেমময় প্রভু পূর্ব্বে দেন নি খবর।
প্রাণপ্রিয়ে পার্শ্বে পেয়ে আজি আচম্বিতে
আনন্দ ধরে না যেন শেষজীর চিতে।
প্রভুরে লইয়া সাথে স্বল্পকাল পর
উৎসব মণ্ডপ পানে যান ভক্তবর।
সুমধুর কণ্ঠে নাম করি সঙ্কীর্ত্তন
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে সঙ্গীশিষ্যগণ।

বিশাল উৎসবক্ষেত্র অতীব সুন্দর
বৃহৎ মণ্ডপ সেথা শোভে বহুতর।
দক্ষিণের প্রথামত উন্নত তোরণ
প্রবেশের পথে শোভা করয়ে বর্দ্ধন।
তোরণ সম্মুখে আসি প্রভু অচিরাৎ
করিলেন ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণিপাত।
অতঃপর উপনীত হয়ে যজ্ঞস্থলে
করিলেন পরিক্রমা সানন্দে সদলে।
অপর মণ্ডপ-আদি করি দরশন
বিশ্রাম আগারে শেষে উপনীত হন।
শেষজীর প্রার্থনায়—ভকতির টানে
রহিলেন কুড়ি দিন প্রভু এই স্থানে।
এখানেও ব্যগ্রভাবে রুদ্ধ দরজায়
দর্শনার্থী বার বার উঁকি দিয়ে যায়।
গৃহের বাহিরে প্রভু আসেন যখন
ক্ষণমধ্যে নরনারী আসে অগণন।
এদেশের প্রথামত ফলদান ক'রে
শ্রীচরণে প্রণিপাত করে ভক্তিভরে।
প্রভুও আলস্যহীন সদা অকৃপণ
অযাচিতভাবে কৃপা করেন বর্ষণ।
সকাল বিকাল রাত্রি —দিনে তিনবার
প্রণাম গ্রহণ নিত্য করেন সবার।
এর-ই ফাঁকে মৌন চলে প্রাতে প্রতিদিন
নাম নিয়ে যজ্ঞক্ষেত্র চলে প্রদক্ষিণ।
দীক্ষাপ্রার্থী আসে কত ব্যাকুলিত মনে
কৃপা করি দেন ঠাঁই অভয় চরণে।
সাধুসন্ত নিয়মিত করে আনাগোনা
তাদের প্রতিও হয় বর্ষিত করুণা।

হেথাকার যজ্ঞ আর উৎসবের শেষে
ভ্রমিলেন স্বল্পকাল সদলে এদেশে।

একে একে গুণ্টুরাদি নানাস্থান ঘুরে
হাজির হলেন পুন বহরমপুরে।
ভক্তবৃন্দ মহামন্ত্র করি সঙ্কীর্ত্তন
ষ্টেশনেতে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
অখণ্ড শ্রীনামমঞ্চে প্রণামের পর
বিশ্রাম কক্ষেতে প্রভু এলেন সত্বর।
দীর্ঘপথ পর্য্যটনে ক্লান্ত কলেবর
বিশ্রামের তবু নাহি জোটে অবসর।
কলি-ক্লিষ্ট জীব আসে জুড়াইতে জ্বালা
সুরু হয় দরশন প্রণামের পালা।
পরদিন বহুজনে করি দীক্ষা দান
ভোগ অন্তে তৈলযানে নীলাচলে যান।
বাংলা হতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ নলিনীরঞ্জন
শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্তে করেছে প্রেরণ।
মহাভক্ত সেনগুপ্ত করে নিবেদন—
"সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা মহাসম্মেলন
কলিকাতা নগরীতে অনুষ্ঠিত হবে,
সভাপতি পদে চায় আপনাকে সবে।..."
সংস্কৃত প্রভুর প্রিয় প্রাণের সমান
সত্বর সম্মতি তাই করিলেন দান।

পরদিন প্রাতে সাঙ্গ করি দীক্ষাদান
শিষ্যভক্তগণ সহ সমুদ্রেতে যান।
যেতে যেতে একস্থানে করি প্রণিপাত
দেখালেন সঙ্গীগণে যেথা জগন্নাথ
সশরীরে দরশন দান করি তাঁরে
দিয়েছেন প্রত্যাদেশ শ্রীনাম প্রচারে।
সেবকেরা শির নত করি অচিরাৎ
প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি স্থানে করে প্রণিপাত।
অতঃপর পুণ্য স্নান করি সমাপন
নীলাচলনাথে যান করিতে দর্শন।

পশ্চিমের দ্বার নিত্য শ্রীনামে মুখর
সদলে এলেন সেথা দর্শনের পর।
নামকারীগণে কৃপা করি বিতরণ
আশ্রম উদ্দেশ্যে পুন বহির্গত হন।
অনেক হয়েছে বেলা—রৌদ্র ভয়ঙ্কর
তপ্ত বালুময় পথে চলা সুদুষ্কর।
সঙ্গীগণ এ সময় অতীব কাতরে
রিক্সা যানে আরোহণে অনুনয় করে।
"এই রোদে হেঁটে যাবে মোর ইষ্টগণ
এ' কেন রিক্সায় একা করিবে গমন!"
এত বলি আর নাহি করি কালক্ষয়
চলিলেন দ্রুতগতি প্রভু প্রেমময়।
পথিপার্শ্বে অবস্থিত গৌড়ীয় মন্দিরে
সঙ্কীর্ত্তন সহ হন প্রবিষ্ট অচিরে।
পরমত প্রতি শ্রদ্ধা কীবা অতুলন!
বন্ধ করি 'হরে কৃষ্ণ' নাম সঙ্কীর্ত্তন
অনুগামীগণে দেন নির্দ্দেশ সত্বর—
"হেথাকার প্রচলিত নামগান কর্।"
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।।'
নৃত্য সহ মহানন্দে গাহি এই নাম
প্রভুর নির্দ্দেশে সবে করিল প্রণাম।
আশ্রমের পানে যাত্রা করি অতঃপর
দ্রুতবেগে পথে প্রভু হন অগ্রসর।
জানায় প্রার্থনা পুন সঙ্গীশিষ্যগণ—
"আপনি করুন বাবা স্কন্ধে আরোহণ।"
শুধালেন অবিলম্বে প্রভু মৃদু হেসে—
"সকলেরে পারিবি কি নিতে স্কন্ধদেশে?
খালি পায়ে হেঁটে যাবে ছেলেরা সকল
কাঁধে কেন চড়িবে এ একেলা কেবল?"
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এমত বচন
নাহি পারে বলিবারে কিছু কোনজন।

তব অবস্থান প্রভু যে উচ্চ ভূমিতে
সেথা মোর কল্পনাও না পারে পৌঁছিতে।
কেমনে বিচিত্র লীলা করিব চিন্তন
যাবৎ না কৃপাকণা করিবে বর্ষণ।
কর কৃপা হও প্রভু প্রসন্ন সদয়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৫

।। বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচার—১৩৬৪।।

।। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ দান।।

পুরীধাম হতে প্রভু সেবানন্দে লয়ে
বাঙলায় এসে আগে যান দিগ্‌সু'য়ে।
ভিড় এড়াবার লাগি অতীব যতনে
আগমন বার্ত্তা রাখা ছিল সংগোপনে।
কার্য্যকালে ভিড় কিছু নাহি হল কম
শত শত শিষ্যভক্ত হল সমাগম।
রামনাম মন্দিরের (মানস) আবির্ভাব তিথি
উদ্‌যাপিত হল হেথা সমারোহে অতি।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ আদি অনেক পণ্ডিত
এই শুভ অনুষ্ঠানে হন উপস্থিত।
যথাসাধ্য রামনাম লিখন ব্যাপারে
নূতন প্রেরণা প্রভু দিলেন সবারে।

বঙ্গভূমে স্বল্পকাল প্রচারের শেষে
সেবানন্দ সহ যাত্রা কটক উদ্দেশে।
সঙ্গীদল নীলাচল ধাম ত্যাগ করে
পূর্ব্বেই এসেছে এই কটক সহরে।
স্থানীয় ভকতবৃন্দ আর সঙ্গীগণ
ষ্টেশনেতে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
আই-জি প্রভৃতি আরো আসি বহুজন
প্রণমিল ভক্তিভরে প্রভুর চরণ।

অদূরে ব্রাহ্মণী তীরে শোভে বীরগ্রাম
গেলেন সত্বর সেথা প্রচারিতে নাম।
প্রভুর কৃপায় ধন্য হল গ্রামবাসী
দীক্ষা নিল দলে দলে নরনারী আসি।
তথা হতে ঢেঙ্কানলে করি পদার্পণ
অগণিত ভক্তে কৃপা করেন বর্ষণ।
শুধায় যুবকবৃন্দ পরম শ্রদ্ধায়—
"কী উপায়ে গুরুকৃপা লাভ করা যায়?"
প্রসন্ন বদনে প্রভু কহেন তখন—
"গুরু আজ্ঞা যথাযথ করিলে পালন
গুরুদেব তুষ্ট হয়ে শিষ্যের উপর
করেন বর্ষণ কৃপা অতীব সত্বর।
শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপার পরশে
ভাগ্যবান শিষ্য হয় কৃতার্থ নিমেষে।"
কহিলেন পুন প্রভু ক্ষণকাল পরে—
"সিদ্ধযোগ দেন যবে গুরু কৃপা করে
সাথে সাথে মুক্তি তিনি করেন প্রদান
তবু কেন এত জপ তপের বিধান ?
এ প্রশ্নের সমাধান সহজ সরল
শ্রীগুরুর কাম্য শুধু শিষ্যের মঙ্গল।
দুষ্ট প্রারব্ধের বশে করিয়া অন্যায়
বিধাতার রোষে নর কত শাস্তি পায়।
সেই শাস্তি হতে শিষ্যে দিতে অব্যাহতি
দেন গুরু জপতপ সাধন পদ্ধতি।"
তিন দিন এই স্থানে করি অবস্থান
বহু ভক্তে মন্ত্রদীক্ষা করেন প্রদান।
জ্যৈষ্ঠ তিনে বাষ্পযানে বঙ্গে পহুঁছান
বিরলচন্দ্রের গৃহে শুভ অবস্থান।
সাল্‌কেতে সুবিশাল অট্টালিকা তার
প্রভুর সেবায় সদা আগ্রহ অপার।
সবিনয়ে দাঁড়াইয়া দুয়ার সম্মুখে
ভক্তশিষ্যে আপ্যায়ন করে হাসিমুখে।

দর্শনার্থী নরনারী হাজার হাজার
প্রণামের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার।
দিবারাত্র প্রাঙ্গণেতে চলিল কীর্ত্তন
মন্ত্রদীক্ষা লভি ধন্য ভক্ত বহুজন।

জ্যৈষ্ঠের তেসরা চৌঠা—এ দিবসদ্বয়
রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
খ্যাতনামা বৈদ্যবর নলিনীরঞ্জন
করেছেন আয়োজন এই সম্মেলন।
যোগ দিল বহু সাধু বিশিষ্ট পণ্ডিত
প্রভুও সশিষ্যে সেথা হন উপস্থিত।
অলঙ্কৃত করি সভাপতির আসন
দিলেন দ্বিতীয় দিন সুদীর্ঘ ভাষণ ঃ—
"....নাদ ব্রহ্ম হতে এই বিশ্বের উদ্ভব
নাদ হতে সৃষ্ট বেদ পুরাণাদি সব।
বেদ এই দেবভূমি ভারতের প্রাণ
বেদরূপে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান।
শব্দ ব্রহ্ম এই বেদ আদিঅন্তহীন
ইঁহার রহস্য বোঝা অতীব কঠিন।
ভারতবাসীরে ইনি করেন নিয়ত
সনাতন সত্যধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তিত।
যাহা হতে নিঃশ্রেয়স আর অভ্যুদয়
সত্যধর্ম্ম নামে তাহা অভিহিত হয়।
হেন ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ সমুদায়
হয়েছে রচিত এই সংস্কৃত ভাষায়।
এ ভাষায় অর্জ্জন না করা হলে জ্ঞান
নাহি মিলে অভ্যুদয় মোক্ষের সন্ধান।
আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ
ইংরাজী সহায়ে বেদ করে অধ্যয়ন।
কিন্তু তা'তে বেদাদির প্রকৃত মর্ম্মার্থ
কখন বুঝিতে তারা না হয় সমর্থ।

অনুবাদে নাহি মিলে মূলের মাধুর্য্য
সকল ভাষার ক্ষেত্রে এ সত্য প্রযোজ্য।
সংস্কৃত ভাষাকে তাই করিলে আশ্রয়
অনায়াসে এ জীবন হবে ধর্ম্মময়।
হবে চিত্ত শুদ্ধ শান্ত উদার নির্ম্মল
হবে তায় এ ধরায় অশেষ মঙ্গল।
ধর্ম্মহীন জন দ্বারা জগতে কখন
নাহি পারে হতে কোন কল্যাণ সাধন।

দেবভূমি হল কালে পর পদানত
অর্থলোভে হল সবে দাসত্বে নিরত।
মোহবশে দেবভাষা দিয়া বিসর্জ্জন
আরম্ভিল বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন।
চাকুরী ও অর্থাগম হল তার ফলে
কিন্তু হায় ধর্ম্মবুদ্ধি গেল রসাতলে।
গেল পরকাল চিন্তা শাস্ত্র সদাচার
ঐহিকের সুখভোগ হল মাত্র সার।
বাড়িল অশান্তি জ্বালা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায়
নরজন্ম ব্যর্থ হল উদর চিন্তায়।
'অমৃতের পুত্র মোরা'—হয়ে বিস্মরণ
'দেহ আমি'—ভ্রমে মজি করিছে ক্রন্দন।
অমিতবিক্রমশালী সিংহ পশুরাজ
হীনবল শৃগালেতে পরিণত আজ।
পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্মহীন কুশিক্ষার ফলে
দেশজুড়ে ঘরে ঘরে দাবানল জ্বলে।
ভারতের পতিপ্রাণা আর্য্যনারীগণ
ভুলেছে সে মহাসত্য—পতিনারায়ণ।
পিতা ও মাতার সেবা ভুলেছে সন্তান
গুরুজনে কেহ আজ না করে সম্মান।
যৌবনে বোঝে না এর বিষময় ফল
শেষে শুধু সার হয় নয়নের জল।.....

বিকৃত প্রকৃত ভেদে আছে ছন্দদ্বয়
বিকৃত ছন্দেতে চিত্ত বহির্মুখ হয়।
প্রকৃত ছন্দেতে প্রাণ হয়ে অন্তর্মুখ
মিলায় পরমপদ তথা ভূমাসুখ।
পাশ্চাত্ত্য ভাষায় গ্রন্থ আছে শত শত
কেবল বিকৃত ছন্দে সে সব রচিত।
এ প্রকার গ্রন্থরাজি করি অধ্যয়ন
বাহ্য রূপ-রস পানে ধায় জীবগণ।
মরীচিকা পানে ধায় যেমন পথিক
যেমন পতঙ্গ ধায় অনলের দিক।
রাশি রাশি গ্রন্থ আছে সংস্কৃত ভাষায়
ছন্দোবদ্ধ সেগুলির প্রায় সমুদায়।
সংস্কৃতের সেই সব গ্রন্থ অগণিত
প্রাণেরে প্রকৃত ছন্দে করায় স্পন্দিত।
সুষুম্নার অভিমুখ হয় ক্রমে প্রাণ
মিলে আলো আনন্দের রাজ্যের সন্ধান।

ইষ্টমন্ত্র ঈশ্বরের বাঙময় মূরতি
আছে তাঁর ছন্দ আর দেবতা প্রভৃতি।
অন্তর্মুখ হয় চিত্ত মন্ত্র জপ দ্বারা
অন্তরে উথলি ওঠে আনন্দের ধারা।
দারুণ ও কলিযুগে সহজ উপায়
সর্ব্বহারা মানবের পরম সহায়—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
কলির এ মহামন্ত্র জপে ও কীর্ত্তনে
দেখেছি কৃতার্থ হতে অগণিত জনে।
এ মন্ত্রে বিকৃত ছন্দ ত্যাগ করি প্রাণ
প্রকৃত ছন্দের দিকে হয় ধাবমান।

দীর্ঘকাল আর বহু শ্রম ব্যতিরেকে
সংস্কৃত হয় না শিক্ষা বলেন অনেকে।

তাদের এ মত নয় বাস্তব সম্মত
হয়ত তা কল্পনা বা বিদ্বেষ প্রসূত।
পাশ্চাত্ত্য ভাষায় জ্ঞান আহরণ তরে
অধিক সময় ব্যয় হয় পক্ষান্তরে।
সুদীর্ঘ সতের বর্ষ করি অধ্যয়ন
ইংরাজীতে এম-এ পাশ করে ছাত্রগণ।
সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান করিতে অর্জ্জন
সাত আট বর্ষ কাল মাত্র প্রয়োজন।
সংস্কৃত না পেলে রাষ্ট্রভাষার সম্মান
বহু সমস্যার নাহি হবে সমাধান।
যতকাল উপেক্ষিত রবে এই ভাষা
দেশের দুর্দ্দশা দূর তাবৎ দুরাশা।

শরণাগতের আর্ত্তি-দুঃখবিনাশিনী
মঙ্গলরূপিণী বাণি হে বিশ্বজননি,
তোমার চরণপ্রান্তে বিনীত প্রার্থনা—
'দেবরাষ্ট্রভাষা রূপে হও অবতীর্ণা'।
রোগ শোক - দুঃখ দৈন্য - যন্ত্রণাকাতর
অসংখ্য সন্তান তব কাঁদে নিরন্তর।
একবার মেলি মাগো প্রসন্ন নয়ন
অধম সন্তানগণে কর বিলোকন।
শুষ্ক এই কণ্ঠ মাগো নাই সুরজ্ঞান
কেমনে গাহিব তব আবাহন গান।
তোমার স্তবের ভাষা নাই মোর জানা
তবু তব শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা—
মাতৃদ্রোহী সন্তানেরে করি এবে ক্ষমা
ধরা'পরে ত্বরা করে এস মা-মা-মা- ...."
কণ্ঠ রুদ্ধ শুচিশুদ্ধ শ্রীঅঙ্গ নিথর
সমাধিমগন প্রভু সভার ভিতর।
সমাধি ভাঙ্গাতে শীঘ্র হয়ে যত্নবান
সঙ্গীগণ আরম্ভিল মহানাম গান।

সভাস্থ সজ্জনবৃন্দ পুলকিত মনে
যোগ দিল একে একে সেই সঙ্কীর্ত্তনে।
মহানামে সভাগৃহ হল ভরপুর
অবশেষে ভঙ্গ হল সমাধি প্রভুর।
সভাস্থলে উপস্থিত জ্ঞানীগুণীজন
এমন ভাষণ আর শোনেনি কখন।
বিস্ময় আনন্দ আর শ্রদ্ধার মিশ্রণে
জাগিল বিচিত্র ভাব সবাকার মনে।

বাক্যের বিন্যাস নয় এ মহাভাষণ
এ তো তপ অনুভব মথিত রতন।
ভারত-আত্মার এ যে সত্য ইতিহাস
সীমাহীন অন্ধকারে আলোর আশ্বাস।
জীবের ব্যথার এ যে করুণ মূর্চ্ছনা
শান্তি সুখ সমৃদ্ধির নিশ্চিত নিশানা।
অপূর্ব্ব প্রভুর লীলা বিচিত্র ভাষণ
দীন আমি কেমনে তা করিব বর্ণন!
অবোধ শিশুর মত মাতিয়া খেলায়
সাগর লঙ্ঘিতে চাই সামান্য ভেলায়!
অথবা তুমিই প্রভু দিয়েছ প্রেরণা
করিতে দাসেরে ক্ষুদ্র ভেলক রচনা।
তোমার কৃপায় কিছু নহে অসম্ভব
ভেলায় করাতে পার পার মহার্ণব।
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও তুমি গিরি ভয়ঙ্কর
ভাষাহীন মূর্খ মূকে করাও মুখর।
যাহা ইচ্ছা লীলাময় কর প্রভু তাই
দাস জনার্দ্দনে শুধু দিও পদে ঠাঁই।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৬

।। পানিয়া-মেদিনীপুর-আসানসোল-রাণীগঞ্জ
প্রভৃতি স্থানে প্রচার—১৩৬৪।।

রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন সমাপ্তির পর
শ্রীনাম প্রচারে প্রভু হন অগ্রসর।
প্রথমতঃ পানিয়াতে পুণ্য পদার্পণ
পূর্ব্বেই পৌঁছেছে সেথা সঙ্গীশিষ্যগণ।
শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা জানাতে প্রভুরে
পানিয়ার ভক্তগণ এল খড়্গপুরে।
যে পথে প্রভুর হবে শুভ আগমন
সেই পথে মহামন্ত্র করি সঙ্কীর্ত্তন,
বহু বাদ্যযন্ত্র আর ফুল মালা নিয়ে
আরেক বিরাট দল চলিল এগিয়ে।
চারিদিন পানিয়াতে করি অবস্থান
অগণিত ভক্তে দীক্ষা করিলেন দান।
চলিল অখণ্ডভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন
উপদেশামৃতে ধন্য হল বহুজন।
দুর্গাপদ দাস নামে ভক্ত একজন
দ্বিতীয় দিবসে প্রশ্ন করে নিবেদন—
"আপনি বলেন বাবা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
নাম করি নরনারী পায় ভগবানে।
মন্ত্রার্থ ভাবনা করি জপের বিষয়
পাতঞ্জলে যাহা আছে সে কি ঠিক নয়?"
সত্বর করেন প্রভু উত্তর প্রদান—
"অধিকারী ভেদে আছে বিবিধ বিধান।
তা'ছাড়া যুগোপযোগী রয়েছে সাধন
কলিজীব তরে এই নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বাবারা মায়েরা হেথা আছিস অনেকে,
সার্থমন্ত্রজপক্ষম বল আছিস্ কে ?

জপই হয়না তায় মন্ত্রার্থ ভাবনা!
যাক্ , তোরা কর্ সদা নামের সাধনা।"
প্রশ্ন এল—"বর্ণাশ্রম আজি লুপ্ত প্রায়
এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায়
ক্ষতিগ্রস্ত হবে নাকি হিন্দুর সংহতি?"
প্রভু কন—"কারো কোন নাহি তায় ক্ষতি।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুন প্রতিষ্ঠিত হলে
উপকৃত হবে এই বিশ্বের সকলে।
হিন্দুদের হবে এতে পরম কল্যাণ
সমগ্র জগৎবাসী হবে লাভবান।
ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুনিয়াদ,
ভিত্তি দৃঢ় হলে কভু ঘটে কি প্রমাদ !
প্রশ্ন হল —"রামকৃষ্ণ মিশন এখন
ধরম সম্বন্ধে করে যে মত পোষণ,
ভারত সেবাশ্রম সংঘ আদি আর
ধর্ম্ম বলি যাহা আজি করিছে প্রচার,
সে প্রসঙ্গে আপনার কীবা অভিমত?"
কহিলেন স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রভু পূর্ব্ববৎ—
"রাজী নয় এ কাহারো করিতে বিচার,
সীতারাম জানে সবই ইষ্টমূর্ত্তি তার।
এক তিনি কত রূপ করি পরিগ্রহ
করিছেন নানাবিধ লীলা অহরহ।
যে কার্য্যের জন্য যাঁর মর্ত্ত্যে আগমন
তিনি সেই কর্ম্ম তাঁর করুন সাধন।
সবই তাঁর দেহ এই বোধে অবিরাম
তাঁদের সবার পদে জানাই প্রণাম।
গুরুদেব যে কর্ম্মের দিয়েছেন ভার
এ' কেবল সেই কর্ম্ম করে অনিবার।"

পানিয়া প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
মুগবেড়িয়াতে প্রভু উপনীত হন।

অগণিত নরনারী দরশন আশে
ক্ষণকাল মধ্যে এল শ্রীচরণ পাশে।
ভক্তদের ব্যাকুলতা করি দরশন
প্রভুও করেন সুরু প্রণাম গ্রহণ।
শুভ অবস্থান কাল হেথা দুই দিন
চলে দীক্ষাদান আর গ্রাম প্রদক্ষিণ।
মেদিনীপুরেতে আসি প্রভু অতঃপর
কৃপাধারা বিতরণে হন তৎপর।
অবিনাশ চন্দ্র নামে শিষ্য একজন
হেথায় সেবার ভার করিল গ্রহণ।
অভয় চরণতলে সমর্পিতে হিয়া
বহুজন দীর্ঘক্ষণ আছে অপেক্ষিয়া।
বিশ্রামের কথা তাই হয়ে বিস্মরণ
দীক্ষাদানে শীঘ্র প্রভু অগ্রসর হন।
মধ্যাহ্নের পরে হল ভোগ নিবেদন
প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হল বহুজন।
বিশ্রামের বিরতিতে কৃপণতা অতি
সুরু স্বল্প পরে পুন প্রচার প্রস্তুতি।
বক্ষে বাঁধি শ্রীগুরুর পাদুকা যুগল
প্রস্তুত হলেন প্রভু লয়ে সঙ্গীদল।
চারিদিকে পড়ে গেল সাজ-সাজ রব
ছুটে এল ক্ষণমধ্যে শিষ্যভক্ত সব।
বিরাট নামের দল শোভাযাত্রা করি
চলিল কীর্ত্তনে মাতি রাজপথ ধরি।
আনন্দে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে
গৃহ ছেড়ে পথে নেমে এল দলে দলে।
নামী আর শ্রীনামের মহা আকর্ষণে
রাজপথ জনারণ্য হল স্বল্পক্ষণে।
নগর মাঝারে যত ছিল দেবালয়
করিলেন পরিক্রমা প্রায় সমুদয়।
দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা কাল চলিল প্রচার
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ হল চারিধার।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য হলে সমাপন
একান্তে করেন প্রভু মৌনাবলম্বন।
অনন্তর আরোহণ করি তৈলযানে
যান রামদয়ালের পুণ্য জন্মস্থানে।
মহাত্মার জন্মভূমি জনার্দ্দনপুর
সঙ্গীরা চালাল সেথা নাম সুমধুর।
যোগ দিল নামগানে গ্রামবাসীগণ
বহুজন মন্ত্রদীক্ষা করিল গ্রহণ।
প্রসাদ গ্রহণ অন্তে মধ্যাহ্নের পর
সঙ্গীদের বিশ্রামের হল অবসর।
ভিড়ের নাহিক শেষ—চলিছে প্রণাম
প্রভুর না হয় তাই ক্ষণিক বিশ্রাম।
প্রণাম পরবে কাটে তিন ঘণ্টা প্রায়
মেদিনীপুরেতে ফিরে এলেন সন্ধ্যায়।
এখানেও একই দৃশ্য শুধু ভিন্ন মুখ
দর্শন প্রণাম লাগি সবে সমুৎসুক।
ভক্তগণে কৃপা করি দরশন দিতে
বসিলেন প্রভু এক সুউচ্চ চৌকিতে।
সমবেত প্রার্থনা ও মৌন হলে শেষ
সুরু হল শ্রীমুখের স্নিগ্ধ উপদেশ।
মুগ্ধচিত্তে উপস্থিত নরনারীগণ
শুনিল প্রভুর সেই অপূর্ব্ব ভাষণ।
ভাষণের মধ্যপথে সভায় সেদিন
সমাধিমগন প্রভু বাহ্যজ্ঞানহীন।
সঙ্গীদের মুখে নাম শুনি পুনরায়
ফিরিলেন ধীরে ধীরে বাহ্য অবস্থায়।

জ্যৈষ্ঠ চোদ্দে তৈলযানে লয়ে সঙ্গীগণে
এলেন মেদিনীপুর রেলের ষ্টেশনে।
নাম শুনে ছুটে এল বহু নরনারী
আর এল ষ্টেশনের ভক্ত কর্ম্মচারী।

গাড়ীর বিলম্ব দেখি নামকারীগণ
প্রভুর নির্দ্দেশে করে মৃদু সঙ্কীর্ত্তন।
উচ্চ কাষ্ঠাসনে প্রভু স্বল্প ব্যবধানে
হন রত ভক্তগণে উপদেশ দানে—
"বাবারা মায়েরা সবে শোন দিয়ে মন
'অর্জ্জন' মোদের নীতি— নহেক 'বর্জ্জন'।"
প্রসারিত করি স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ কর
কহিলেন পুনরায় স্বল্পকাল পর—
"নামেতেই থাকে যদি মুঠি দু'টি ভ'রে
তা'হলে অপর কিছু ধরিবি কি করে?
নামেতে থাকিস্ ডুবে যদি নিরন্তর
অন্যদিকে তাকাবার কোথা অবসর।
কর শুধু নাম আর প্রণাম অভ্যাস
দাসদাসীরূপে কর সংসারেতে বাস।
সব তিনি— কার দোষ করিবি দর্শন
নিন্দিতের পাপ করে নিন্দুক বরণ।
পরনিন্দা শ্রবণেও মহাপাপ হয়
সাবধানে রাখ জিহ্বা আর কর্ণদ্বয়।
অতীব কঠিন এই দুয়েরে দমন
তাই সদা কর নাম শ্রবণ কীর্ত্তন।..."

অতঃপর বাষ্পযানে করি আরোহণ
আসানসোলেতে প্রভু উপনীত হন।
শিষ্যভক্ত বহুজন করে সঙ্কীর্ত্তন
লোকে লোকারণ্য হল ষ্টেশন প্রাঙ্গণ।
শিষ্য সদানন্দ সহ অনেক সন্তান
ভক্তিভরে প্রভু কণ্ঠে করে মাল্যদান।
তৈলযানে স্বল্প পরে সঙ্গীগণে লয়ে
উপনীত হন সদানন্দের আলয়ে।
গৃহস্থ ধোয়াল অতি যত্নে শ্রীচরণ
দ্বিতলে বসিতে দিল পবিত্র আসন।

উপস্থিত কতিপয় অধ্যাপক সাথে
দীর্ঘক্ষণ আলাপন হল সেই রাতে।
পরদিন মন্ত্রদীক্ষা করিতে গ্রহণ
প্রাতঃকালে উপনীত হল বহুজন।
সংক্ষেপিত করি তাই মৌনের সময়
দিলেন দীক্ষার্থী দিগে চরণে আশ্রয়।
দর্শনার্থীদের ভিড় সদাই প্রচুর
কৃপা বর্ষণেও ক্লান্তি নাহিক প্রভুর।
অবিরাম মাইকেতে চলিল কীর্ত্তন
প্রত্যহ প্রসাদ পায় শত শত জন।
তিন চারি দিন হেথা হল অবস্থান
অতঃপর ভ্রমিলেন আরো বহু স্থান।

প্রভুর লীলার কথা অমৃত সমান
স্মরণে মননে দুঃখ জ্বালা অবসান।
সে মহালীলার এক কণা মাত্র স্মরি
দাস জনার্দ্দন মাগে শ্রীচরণতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৭

।। মধুপুর আশ্রমের উদ্বোধন—১৩৬৫।।
।। দেওঘরে অসুস্থা শিষ্যাকে কৃপা।।
।। তেতেরিয়ায় পরমগুরুধামে ।।
।। পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রচার।।

তেরশ পঁয়ষট্টি সাল জ্যৈষ্ঠের উনিশে
উপনীত হন প্রভু বিহার প্রদেশে।
মধুপুরে গৃহ এক করি নিরমান
করেছে বিরলচন্দ্র প্রভুরে প্রদান।
সুবৃহৎ সে ভবন অতি চমৎকার
‘গুরুধাম মঠ’ নাম রাখা হল তার।

সদলে সে মঠে দেব আজি উপনীত
পরিবেশ দরশনে হন পুলকিত।
নামসহ চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে
করিলেন পদার্পণ মঠ অভ্যন্তরে।
প্রভুর নির্দ্দেশমত নামকারীগণ
পালাক্রমে আরম্ভিল অখণ্ড কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নসময়ে স্নান হলে সমাপন
সেবানন্দ করে দিল বিভূতি লেপন।
তিলক অঙ্কন করে দিল সযতনে
পূজান্তে প্রসাদ পেতে গেলেন সগণে।
অখণ্ড নামেতে রহে সেবা ও সচ্চিৎ
অন্যেরা প্রসাদ পেল আনন্দ সহিত।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌনে যোগদান তরে
করেন আহ্বান প্রভু সবারে সাদরে।
প্রার্থনা ও মৌন শেষে সঙ্গীশিষ্যগণ
নিজ নিজ সেবাকার্য্যে হল নিমগন।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাত্রি বেড়ে যায়
বিশ্রামের অবসর প্রায় দুইটায়।

পরদিন রোগগ্রস্ত হেমলতা 'পরে
কৃপাধারা বরষিতে যান দেওঘরে।
শিশুকাল হতে লুকোচুরিতে চতুর
সে স্বভাব আজো বুঝি হয় নাই দূর।
নির্দ্দিষ্ট গৃহের কাছে উপনীত হয়ে
জাগিল বিচিত্র সাধ হঠাৎ হৃদয়ে।
অতর্কিতে সন্তানেরে দিবেন দর্শন
সঙ্গীগণে সে কারণে মৃদুকণ্ঠে কন—
"তোরা সবে থাক্ দূরে নাম বন্ধ কর্
সীতারাম চুপি চুপি হবে অগ্রসর।"
অনতিবিলম্বে গিয়ে গৃহের সম্মুখে
নাড়িলেন কড়া ধরে হাসিভরা মুখে।

দ্বার খুলে সবিস্ময়ে দেখে হেমলতা
সম্মুখে দাঁড়ায়ে গুরু—প্রাণের দেবতা।
একি স্বপ্ন কিম্বা সত্য বুঝিতে না পারে
আনন্দ ধরে না যেন অন্তর মাঝারে।
আনন্দের আতিশয্যে বুদ্ধি লুপ্তপ্রায়
কী করিবে কী কহিবে ভেবে নাহি পায়।
আবাহন লাগি তাই অপেক্ষা না করে
অন্তরবিহারী যান গৃহ অভ্যন্তরে।
শয্যার উপর করি আসন গ্রহণ
শুধালেন—"মাগো তুই আছিস্ কেমন?"
শিষ্যা কহে—"পিতা যার দয়াল এমন
খারাপ থাকে কি তাঁর সন্তান কখন।
দেহটা হয়েছে হালে বাতে বড় ভারী
ঠিকমত চলাফেরা করিতে না পারি।"
আলাপন অন্তে শিষ্যা সেবার নিমিত্ত
দিল কিছু অর্থ আম আর আমসত্ত্ব।
হেথাকার অন্য বহু আশ্রমাদি ঘুরে
যান ফিরে মধুপুরে সদলে দুপুরে।
মায়ীগণ প্রভু লাগি ছিল পথ চেয়ে
খঞ্জনির শব্দ পেয়ে এল পথে ধেয়ে।
ক্ষণিক বিরহে সবে ছিল ম্রিয়মান
অচিরেই হল সেই ব্যথা অবসান।
আনন্দময়েরে হেরি আনন্দ সবার
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি করে বারংবার।
ক্ষণকাল পরে স্নান হলে সমাপন
করেন তিলক আর বিভূতি লেপন।
পূজা শেষে পদার্পণ ভোজন-আগারে
দেখেন বসেছে কিনা সকলে আহারে।
আহারান্তে বিশ্রামের স্বল্প অবসর
সঙ্গীদের পক্ষে নাহি হয় সুখকর।
দিবাভাগে নিদাঘে কী অসহ্য গরম!
ছটফট করে সবে—প্রভু ব্যতিক্রম।

আশ্রমের এক দিকে নামকারীগণ
পালা অনুসারে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
এদেশীয় বহুভক্ত দিবসের শেষে
আশ্রমের প্রাঙ্গণে এল দর্শন উদ্দেশে।
আগন্তুকগণে করি দরশন দান
স্বল্প পরে সকলেরে করেন আহ্বান।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন পূজা সাঙ্গ হলে
বসিলেন প্রভু মুক্ত আকাশের তলে।
সানন্দ অন্তরে আসি শিষ্যভক্তগণ
আসন গ্রহণ করে আপন আপন।
প্রভুর প্রয়াস সদা জীবের কল্যাণ
সুরু করিলেন তাই উপদেশ দান।
শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই উপদেশামৃত
আস্বাদনে ভক্তগণ হয় পরিতৃপ্ত।
অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠস্বর
সমাধিমগন প্রভু হন অতঃপর।
'সীতারাম সীতারাম' গাহি শিষ্যগণ
সমাধি ভাঙ্গাতে হল যত্নপরায়ণ।
ফিরিলেন প্রভু শেষে বাহ্য অবস্থায়
এইভাবে হল রাত্রি দু'ঘটিকা প্রায়।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য হলে সমাপন
তেতেরিয়া গমনের চলে আয়োজন।
তিনখানি টাঙ্গাযোগে লয়ে সঙ্গীগণ
চলিলেন মহানন্দে করি সঙ্কীর্ত্তন।
স্বল্পকালে এল গাড়ী তেতেরিয়া ধামে
নামকারী সঙ্গীগণ জয় দিল নামে।
অতঃপর করি নতি প্রভুর চরণে
প্রণমিল তথাকার পূজনীয়গণে।
বংশীধরে ভক্তিভরে করে দণ্ডবৎ
স্বল্পকাল মধ্যে এল ঘোলের সরবৎ।

প্রভুরে পানীয় দিল ব্যবহৃত গ্লাসে
তাতেও কিছুই যেন নাহি যায়-আসে।
কাঠ কিম্বা পাথরের পাত্র ছাড়া কভু
পানাহারে ব্যবহার না করেন প্রভু।
পরমগুরুর গৃহে নাহিক বিচার
গুরুভক্ত সীতারাম হেথা নির্ব্বিকার।
পার্শ্বস্থ অঞ্চল হতে আসি বহুজন
ধন্য হল শ্রীচরণ করি দরশন।
সদলে ফেরার পথে দিবা অবসানে
গেলেন সতীর সহমরণের স্থানে।
তথা হতে টাঙ্গা 'পরে করি আরোহণ
সঙ্গীগণ আরম্ভিল নাম সঙ্কীর্ত্তন।
পাথরোলে উপনীত হয়ে অতঃপর
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি অতি মনোহর।
মিছরি প্রসাদ সেথা করিল অর্পণ
কূপজল সহ পরে হল তা গ্রহণ।
রাত্রি নয়টার পর এলেন আশ্রমে
আরম্ভিল নাম সবে নূতন উদ্যমে।
রাতের প্রসাদ আজ চিঁড়ে আর আম
ভোজনান্তে প্রায় মধ্য রাত্রিতে বিশ্রাম।

ভক্তদের অনুরোধে জ্যৈষ্ঠের বাইশে
সদলে বাহির হন প্রাতঃকৃত্য শেষে
সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ করি দরশন
পুলকিত হন প্রভু আর সঙ্গীগণ।
স্থানীয় ভকতবৃন্দ প্রভুরে সত্বর
নিয়ে এল বড় এক চালার ভিতর।
সেথায় বসিয়ে এক উচ্চ কাষ্ঠাসনে
শ্রীচরণ ধৌত করি দিল সযতনে।
আগমন বার্ত্তা আগে হয়নি ঘোষিত
দর্শনার্থী সমাগম তবু অগণিত।

সবাকার ব্যাকুলতা করি বিলোকন
দেড়ঘণ্টা কাল প্রায় দিলেন ভাষণ।
মধ্যপথে রুদ্ধ হয়ে এলো কণ্ঠস্বর
সমাধিমগন প্রভু হন অতঃপর।
নাম শুনি স্বল্পকাল পরে ধীরে ধীরে
বাহ্য অবস্থায় প্রভু আসিলেন ফিরে।
মধ্যাহ্ন সময়ে ভিড় হল কিছু কম
অপরাহ্নে হল পুন জনসমাগম।
এ সময় এল বহু স্থানীয় পণ্ডিত
সাধুসন্ত দর্শনার্থী হল উপস্থিত।
প্রভুর না হল তাই বিশ্রাম গ্রহণ
বাহিরেতে এসে ত্বরা দেন দরশন।
সুরু হল অবিলম্বে উপদেশ দান
দেখিতে দেখিতে দিবা হল অবসান।
ভাষণ সমাপ্ত হল সায়াহ্নের পর
সঙ্গীরা যাত্রার লাগি হল তৎপর।
অবিলম্বে তৈলযানে করি আরোহণ
পৌঁছিলেন নয়টায় জোসিডি ষ্টেশন।
কাশীগামী বাষ্পযানে করি আরোহণ
শেষরাতে পাটনাতে উপনীত হন।
ভক্তগণ নিদ্রা ত্যজি ব্যাকুল অন্তরে
ষ্টেশনে প্রতীক্ষারত দীর্ঘক্ষণ ধরে।
শ্রীচরণে করে নতি সকলে সত্বর
নিদ্রিত সহর হল মুহূর্ত্তে মুখর।
দলে দলে আসে ভক্ত নিশা অবসানে
কেহ চায় মন্ত্রদীক্ষা ব্যাকুলিত প্রাণে।
কেহ যাচে উপদেশ কেহ দরশন
শ্রীচরণ স্পর্শিবারে ব্যগ্র সর্ব্বজন।

দুঃসহ রৌদ্রের মাঝে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
সমাগত ভক্ত যত ধৈর্য্য না হারায়।

কৃপা করে প্রভু যারে করে আকর্ষণ
সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যায় সেই জন।
ভুলে যায় রোগী তার যন্ত্রণার কথা
আপন সন্তানে ভোলে স্নেহময়ী মাতা।
ভোগী ছুটে আসে ভোগসুখ পরিহরি
পাষণ্ড নাস্তিক্য ভুলি বলে হরি হরি।
তাপিত বিস্মৃত হয় সকল সন্তাপ
কী প্রচণ্ড প্রভু তব প্রেমের প্রতাপ!
সর্ব্বনাশা এ প্রেমের মহা আকর্ষণে
টেনে নেবে কবে প্রভু দাস জনার্দ্দনে।
বাসনারে নির্ব্বাসন দণ্ড করি দান
কবে তব পদতলে দিবে দাসে স্থান।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৮

।।কাশী-তারিঘাট-লক্ষ্ণৌ-কানপুর-বৃন্দাবন
প্রভৃতি স্থানে প্রচার — ১৩৬৫ ।।

নানাস্থানে কৃপা আর আশীষ বরষি
পাটনা হইতে প্রভু যান বারাণসী।
গঙ্গার সমীপে এল বাষ্পযান যবে
মন্দিরের ধ্বজা হেরি প্রণমিল সবে।
ষ্টেশনে প্রতীক্ষারত শিষ্যভক্তগণ
শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
শ্রীনামের দল সহ ভক্ত কৃষ্ণানন্দ
আসিল বন্দিতে পূত চরণারবিন্দ।
লীলাময় সীতারাম চকিতে এ কালে
লুকাতে করেন চেষ্টা ভিড়ের আড়ালে।
চির প্রকাশিত যিনি আপন প্রভায়
তাঁর আত্মগোপনের আছে কি উপায়!

প্রণাম পর্ব্বের পর সঙ্গীশিষ্যগণ
বড় যানে রামাশ্রমে করিল গমন।
ছোট এক তৈলযানে প্রভুর সহিত
চলিল ললিত আর সেবা ও সচ্চিৎ।
গোপীনাথ কবিরাজ সাথে মিলিবারে
হাজির হলেন প্রভু তাঁর গৃহদ্বারে।
পণ্ডিত প্রবর মৌনে ছিলেন তখন
হঠাৎ প্রভুরে পেয়ে আনন্দে মগন।
শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এই মহান পণ্ডিত
করিলেন অভ্যর্থনা শ্রদ্ধার সহিত।
অনতিবিলম্বে ভঙ্গ করি মৌনব্রত
প্রভু সনে আলাপনে হলেন নিরত।
ভাব বিনিময় করে দুই মহাজন ,
রামাশ্রমে প্রভু পরে করেন গমন।
আশ্রমে অপে(ারত শিষ্যভক্ত(গণ
দর্শন স্পর্শনে মহা আনন্দে মগন।
অতঃপর দী(াপ্রার্থী ভক্ত(কতিপয়
নিবেদন করে মন্ত্রদী(ার বিষয়।
কহেন গম্ভীর কণ্ঠে প্রভু এইবার—
"শুনেছি এ কাশীধামে চলিছে প্রচার
'দেবযান' ' জয়গু(' গ্রহণের তরে
করা হয় পীড়াপীড়ি দী(ার্থীর 'পরে।
এমত প্রচার কার্য্য চলিছে যেথায়
দী(াদানে সেথা প্রাণে নাই অভিপ্রায়।"
অনায়াসলভ্য এক হরিতকী বিনা
দী(ায় অপর কিছু লাগে না দ(ণা।
(ুদ্র বস্ত্রখণ্ড মাত্র যাঁর পরিধান
তুলসী পাতার রস আহার্য্য প্রধান,
পাতার কুটীরে যাঁর আনন্দ অপার
কীবা তাঁর প্রয়োজন এ বি(মাঝার।
আপনার কিছু তাঁর নাই প্রয়োজন
জগৎকল্যাণে তাঁর সব আয়োজন।

দেবযান জয়গু(পত্রিকা গ্রহণে
দেয়া হয় উপদেশ মুক্তি(কামীগণে।
শিষ্যের মঙ্গল লাগি এই উপদেশ
নাই এতে জোর কিম্বা জুলুমের লেশ।
এ পত্র যে দেয় সেই দেশের সন্ধান
যেথায় আনন্দধারা নিত্য বহমান।
যদি কেহ প্রকৃতই হয় দুস্থ অতি
উপায়ন প্রদানের না থাকে সঙ্গতি,
প্রভু পাশে যখনই সে জানায় সে-কথা
বিনামূল্যে হয় পত্র প্রদানে ব্যবস্থা।
সার কথা তিনি চান সকল সন্তান
পড়ুক এ জয়গু(আর দেবযান।
কৃষ(ানন্দ সকাতরে মিনতি জানায়—
"মার্জ্জনা ক(ন বাবা, ধরি দু'টি পায়।
দু'চার জনার কৃত অন্যায়ের ফলে
কৃপালাভে কেন হবে বঞ্চিত সকলে।
এদের বেদনা চিত্তে হানিছে আঘাত
আপনি ক(ন বাবা কৃপাদৃষ্টিপাত।
তাপিত তৃষিত এই নরনারীগণে
দিন ঠাঁই কৃপা করি অভয় চরণে।"

বালকস্বভাব প্রভু সহজ সরল
চকিতে কঠোর অতি চকিতে কোমল।
সুনিপুণ বৈদ্য যথা সারাইতে রোগ
কভু করে তিক্ত(তম ঔষধ প্রয়োগ,
তেমনি কঠোর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
সন্তানের শত ত্রুটি করেন মার্জ্জন।
ভকতের কাতরতা করি বিলোকন
(ণমধ্যে কঠোরতা হয় বিস্মরণ।
বিলম্ব না করি আর গু(ভগবান
ভক্ত(গণে মন্ত্রদানে হন আগুয়ান।

দীক্ষাদান পর্ব্ব হেথা করি সমাপন
সদলে দশাশ্বমেধে উপনীত হন।
সবে মিলে মহানন্দে করি গঙ্গাস্নান
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দরশনে যান।
পঞ্চকোট কালীবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণে
সুবিশাল ধর্ম্মসভা হল অপরাহ্নে।
তথাকার ভক্তদের আকুল আহ্বানে
সম্মত হলেন প্রভু ভাষণ প্রদানে।
গঙ্গাতটবর্ত্তী সেই ধর্ম্মসভাস্থলে
সঙ্কীর্ত্তনসহ প্রভু এলেন সদলে।
অগণিত নরনারী মন্দির প্রাঙ্গণে
আনন্দে উৎফুল্ল অতি প্রভুর দর্শনে।
ভক্তগণ ধৌত করি অভয় চরণ
পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা করিল বরণ।
শ্রীনামমহিমা সহ বিবিধ বিষয়
ভাষণ দিলেন প্রভু সুদীর্ঘ সময়।
মুখপদ্মবিনিঃসৃত সেই প্রবচন
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে ভক্ত অগণন।
ধন্য হয় সবাকার শ্রবণযুগল
চরণকমল স্পর্শি জীবন সফল।

পরদিন প্রাতঃকালে আটটার পর
এলেন শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিতপ্রবর।
প্রভুসাথে দীর্ঘক্ষণ করি আলাপন
করিলেন হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ।
অতঃপর রাত্রিকালে লয়ে সঙ্গীগণ
তারিঘাট অভিমুখে বহির্গত হন।
গাজীপুরে এল যান প্রভাত সময়ে
পৌঁছিলেন তারিঘাট গঙ্গা পার হয়ে।
এই সেই মহাতীর্থ পুণ্যস্থান অতি
রেখেছেন দেহ যেথা গুরু দাশরথি।

মহাপ্রয়াণের স্থানে আসি প্রথমতঃ
করেন প্রণাম প্রভু হয়ে ভূলুণ্ঠিত ।
স্নান সমাপন করি জাহ্নবীর জলে
আশ্রয় নিলেন এক আম্রবৃক্ষতলে।
সেথায় স্থাপন করি পাদুকাযুগল
নিবেদন করা হল ফল মিষ্টি জল।
এল শিষ্য ভক্ত আর দর্শনার্থীগণ
আনিল বিবিধ দ্রব্য সেবার কারণ।
ডাক্তার দম্পতি এক গাজীপুরবাসী
প্রার্থনা করিল দীক্ষা বৃক্ষতলে আসি।
রসময় প্রভু কয় দম্পতির প্রতি—
"ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও না পায় অব্যাহতি।"
হেথায় আশ্রম এক স্থাপন বিষয়ে
সঙ্কল্প উদয় হয় প্রভুর হৃদয়ে।
আশ্রমের উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন
আনন্দে উদ্যোগী হল শিষ্যভক্তগণ।
স্থানীয় অনেকে আর ষ্টেশন মাষ্টার
গ্রহণ করিল জমি সংগ্রহের ভার।
ভক্তগণে সিক্ত করি করুণাধারায়
কাশীতে এলেন শীঘ্র প্রভু পুনরায়।

বারাণসীধামে কৃপা বিতরণ করে
হাজির হলেন প্রভু লখ্নৌ সহরে।
ষ্টেশনে রমেশচন্দ্র আর পুত্রগণ
প্রভুরে ভকতিভরে করে আপ্যায়ন।
অবিলম্বে তৈলযানে সঙ্গীগণে লয়ে
উপনীত হন এই ভক্তের আলয়ে।
হেথাকার আয়োজন বড়ই সুন্দর
সব-ই আছে নাই শুধু বাহ্য আড়ম্বর।
এ কারণ ভক্তবর রমেশের 'পর
তুষ্ট হন প্রভু আর যত অনুচর।

সারাদিন চলে হেথা কৃপা বিতরণ
দীক্ষা লভি ধন্য হল ভক্ত বহুজন।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন হলে সমাপন
যাত্রার নিমিত্ত পুন চলে আয়োজন।

কানপুরে যান এল দশটায় রাতে
দলে দলে ভক্ত এল ফুলমালা হাতে।
ষ্টেশনেতে অগণিত জনতার ভিড়
দর্শন প্রণাম লাগি সকলে অধীর।
ভকতের ব্যাকুলতা হেরি অতিশয়
ততোধিক বিচলিত প্রভু প্রেমময়।
অবিলম্বে বসি তাই ষ্টেশনের ধারে
প্রণামে সুযোগ করে দিলেন সবারে।
প্রণাম পরব চলে ঘণ্টা দুই ধ'রে
আর্মাপুরে যান পরে তৈলযানে চড়ে।
সেথায় আরেক প্রস্থ চলিল প্রণাম
ভোগান্তে গভীর রাতে সীমিত বিশ্রাম।
মৌনাবলম্বন করি পরদিন প্রাতে
দশটা অবধি প্রভু রহেন নিভৃতে।
অতঃপর কৃপা করি দীক্ষাপ্রার্থীগণে
দিলেন আশ্রয় স্বীয় অভয় চরণে।
অগণিত নরনারী আনন্দিত মনে
বহু দূর হতে এল পুণ্য দরশনে।
কৃপা বিতরণে প্রভু সদা অকৃপণ
দীক্ষা উপদেশ লভি ধন্য সর্ব্বজন।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন আরতির শেষে
ভাষণ দিলেন পুন ভক্ত সমাবেশে।
তিন দিন কানপুরে করি অবস্থান
অগণিত ভক্তে দীক্ষা করিলেন দান।
নাম-পাঠ-ভাষণাদি করিয়া শ্রবণ
এতদ্ অঞ্চলবাসী আনন্দে মগন।

কানপুর হতে যাত্রা করি অতঃপর
বৃন্দাবন অভিমুখে হন অগ্রসর।
মাল্যবতী আশ্রমের ভক্তশিষ্যগণ
মথুরাতে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
তথা হতে বৃন্দাবনে করি পদার্পণ
গোবিন্দ মন্দিরে অগ্রে উপনীত হন।
মন্দিরের সেবাইত গণু নাম তার
প্রভুর অভয় পদে ভকতি অপার।
ভক্তিমতী মাতা আর ভগিনী প্রভৃতি
পুণ্য দরশন আশে এল দ্রুতগতি।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া প্রভুর চরণ
হেথা হতে প্রভুসঙ্গ করিল গ্রহণ।
সদলে দর্শন করি গোবিন্দ মন্দিরে
মাল্যবতী আশ্রমেতে এলেন অচিরে।
দুই দিন অবস্থান করি বৃন্দাবনে
বর্ষিলেন কৃপা হেথা শিষ্যভক্তগণে।
আকাশ বাতাস হল শ্রীনামে মুখর
পুণ্য ধাম বৃন্দাবন হল পুণ্যতর।

কত দেশে কত কৃপা কর বিতরণ
শত মুখে সে কাহিনী না যায় বর্ণন।
ভক্তিহীন মূঢ় আমি সবার অধম
অন্তহীন লীলা তব বর্ণিতে অক্ষম।
তবু দেব কৃপা করি অভয় চরণে
যুগে যুগে দিও ঠাঁই দাস জনার্দ্দনে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৫৯

।। শান্তিনিকেতনে গুরুপূর্ণিমা—১৩৬৫।।

।। জনাই - কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রচার ।।

পুণ্যধাম বৃন্দাবনে প্রচারের শেষে
সদলে এলেন পুন প্রভু বঙ্গদেশে।
বাঙ্‌লার দিকে দিকে চলিল প্রচার
এল বহু আকাঙ্ক্ষিত তেরই আষাঢ়।
গুরুপূর্ণিমার এই স্মরণীয় দিনে
উপনীত হন প্রভু শান্তিনিকেতনে।
ষ্টেশনে পতাকা সহ নামকারীগণ
ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
উৎসবের ক্ষেত্র প্রায় দুই ক্রোশ দূরে
তৈলযানে ভক্তগণ আনিল প্রভুরে।
পূর্ব্বেই হয়েছে সুরু 'হরেকৃষ্ণ' নাম
নামীর সংস্রবে এবে হল তা উদ্দাম।
বহুজনে সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত সমকালে
শব্দব্রহ্ম তুঙ্গে ওঠে খোল-করতালে।
তুমুল সে শব্দ প্রাণে আনে আলোড়ন
স্থির না থাকিতে আর পারে শ্রোতাগণ।
অনেকে অবশভাবে লোকলজ্জা ভুলে
নৃত্য করে তালে তালে দুই বাহু তুলে।
মহানন্দে সবাকার চিত্ত ভরপুর,
ভক্তজন-সমাগমও হয়েছে প্রচুর।
এসেছেন গুরুপুত্র শ্রীশ্যামা শঙ্কর
দীনবন্ধু পুরঞ্জয়-আদি ভক্তবর,
লক্ষ্মীমাতা নারায়ণ রামেন্দু প্রভৃতি
রাজোলের ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণমূরতি
শিল্পী শ্রীমুকুল দে ও ধর্ম্মপত্নী বাণী
সবাকার লক্ষ্য রাঙা চরণ দু'খানি।

শুভক্ষণে শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে
উদগ্র বাসনা আজি সবাকার চিতে।
দীক্ষার্থীর সংখ্যা হেথা প্রায় দেড় শত
অচিরে হলেন প্রভু মন্ত্রদানে রত।
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বহু সুধীজন
করিল অভয় পদে আত্মনিবেদন।
যথাকালে দীক্ষাদান হলে সমাপন
উৎসবের ক্ষেত্রে ত্বরা করেন গমন।
অগণিত শিষ্যভক্ত ব্যাকুল অন্তরে
আছে তথা অপেক্ষিয়া দীর্ঘক্ষণ ধ'রে।

মহাসমারোহে হল পূজা অনুষ্ঠান
পবিত্র সুগন্ধি জলে হল অগ্রে স্নান।
পরাল নূতন বস্ত্র চাদর নূতন
ফুলমালারাশি হল শ্রীঅঙ্গে ভূষণ
জীবন্ত বিগ্রহ প্রভু কীবা মনোহর
বসিলেন সুসজ্জিত মঞ্চের উপর।
সুরু হল গুরুপূজা অতীব সত্বর
পৌরোহিত্যে গুরুপুত্র আচার্য্য শঙ্কর।
পূজকের ভূমিকায় পুরঞ্জয় রায়
দিলেন প্রথম পদ্ম পরম শ্রদ্ধায়।
রোমাঞ্চিত হল তার সর্ব্ব কলেবর
প্রভুও সমাধিমগ্ন যেন মহেশ্বর।
অব্যক্ত আনন্দঘন শুদ্ধ পরিবেশ
ধীরে ধীরে হল এই মহাপূজা শেষ।
ভক্তদের নামগান শ্রবণে অচিরে
বাহ্য অবস্থায় প্রভু আসিলেন ফিরে।
লক্ষ্মীমাতা হন রতা গুরুবন্দনায়
শুনি গীত সমাহিত প্রভু পুনরায়।
ভক্তগণ আর বার নামগান ক'রে
ফিরাল প্রভুরে বাহ্য অবস্থার স্তরে।

অবশেষে আসিল সে পরম লগন
যার লাগি আছে জাগি সবা প্রাণ মন।
একে একে উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ
ধন্য হল স্পর্শি চিরবাঞ্ছিত চরণ।

প্রসাদের আয়োজন ব্যাপক যেমন
তেমনি সুচারুরূপে হয় বিতরণ।
প্রসাদ পর্ব্বের পর প্রভু সীতারাম
অত্যল্প সময় হেথা করেন বিশ্রাম।
কৃপা বিতরিতে ত্বরা হন বহির্গত
সঙ্গে শিষ্যভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনে রত।
শিল্পী মুকুলের গৃহে দেন পদধূলি
হস্তাদির ছাপ সেথা নেয়া হল তুলি।
অধ্যাপক শ্রীসুধীন ঘোষের আহ্বানে
অতঃপর পদার্পণ তার বাসস্থানে।
পরিবারবর্গ সহ ঘোষ মহাশয়
পূজিল প্রভুর রাঙা পাদপদ্মদ্বয়।
বিদেশীয় ছাত্র আর অধ্যাপকগণ
ভক্তিভরে পদধূলি করিল গ্রহণ।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন প্রভৃতির শেষে
নাম নিয়ে যান হরিসভার উদ্দেশে।
পথিমধ্যে দুই স্থানে রুদ্ধ হল গতি
শত শত নর-নারী জানাল প্রণতি।
সবার প্রণামে লাগে সুদীর্ঘ সময়
হরিসভা পঁহুছিতে তাই দেরী হয়।
দর্শনার্থী নর-নারী বিপুল সংখ্যায়
দীর্ঘক্ষণ ধরি হেথা আছে প্রতীক্ষায়।
যে মাত্র প্রভুর হল শুভ আগমন
আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে ভক্তগণ।
দুর্নিবার আকর্ষণে অনতিবিলম্বে
শ্রীচরণ পরশিতে ছুটে যায় সবে।

কারো আর নাই জ্ঞান যেন দিগ্বিদিক্
প্রভু তবু অচঞ্চল শান্তির প্রতীক।
প্রণাম গ্রহণে ক্রমে রাত্রি বেড়ে যায়
স্থানান্তরে স্বল্প পরে যাত্রা পুনরায়।
সময়ের অনটন—না হল ভাষণ
যথাকালে ষ্টেশনেতে উপনীত হন।
সেখানেও ভীড় দেখি বসি উচ্চাসনে
দিলেন দর্শন সব সমাগত জনে।
উপদেশ দান-ও সুরু হল অনন্তর
কথামৃতে পরিতৃপ্ত সবার অন্তর।

দিনে রাতে প্রচারেতে নাই অবসর
নগর প্রান্তর হয় শ্রীনামে মুখর।
এমন-ই প্রচার লাগি ঊনিশে আষাঢ়
জনাই-এর জনপদে পদার্পণ তাঁর।
ব্যাকুলিত নর-নারী ভক্ত শত শত
ষ্টেশন প্রাঙ্গণে ছিল অপেক্ষায় রত।
প্রভুর দর্শন মাত্র সবে ঊৰ্দ্ধশ্বাসে
ছুটিল অভয় পদ স্পর্শিবার আশে।
বিরাট পুলিশ দল আর ভক্তগণ
বিস্তর চেষ্টায় ভীড় করে নিয়ন্ত্রণ।
ষ্টেশনের পাশে বসি বিল্ববৃক্ষ তলে
করিলেন কৃপা প্রভু শিষ্যভক্তদলে।
সবার প্রণামে লাগে সময় বিস্তর
ততক্ষণে দিবাকর হলেন প্রখর।
পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত রম্য তৈলযান
এনেছে প্রসাদ চন্দ্র উদ্যোগী প্রধান।
উপস্থিত ভক্তদের প্রণামের পর
উঠিলেন প্রভু সেই গাড়ীর ভিতর।
খোল করতাল সহ করি সঙ্কীৰ্ত্তন
শোভাযাত্রা করি অগ্রে চলে ভক্তগণ।

পশ্চাতে প্রভুর রথ চলে ধীরে ধীরে
পথচলা সুকঠিন অভাবিত ভীড়ে।
স্বল্প পথে ব্যয় হয় সুদীর্ঘ সময়
অবশেষে পোঁছিলেন ভক্তের আলয়।
গাড়ীর সম্মুখে জল ঢেলে সুনির্ম্মল
গৃহবাসী পূজে আসি চরণ যুগল।

জগৎকল্যাণে রত প্রভু সীতারাম
গতরাত্রে ক্ষণমাত্র হয় নি বিশ্রাম।
সেবানন্দ সেবাকার্য্যে সদা তৎপর
বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিল সত্বর।
ব্যাকুল ভকতগণ প্রতীক্ষিয়া রহে
বিশ্রামের বিলাসিতা প্রভুর না সহে।
অচিরে আরম্ভ হল কৃপা বিতরণ
দীক্ষা উপদেশ দান প্রণাম গ্রহণ।
সঙ্গীদের প্রার্থনায় মধ্যাহ্নের পরে
উঠিলেন মঞ্চ ত্যজি স্বল্পক্ষণ তরে।
ভোগ অন্তে বিলম্ব না করি পুনরায়
ফিরিলেন সভাস্থলে বেলা দুইটায়।
অগণিত নর-নারী পুলকিত মনে
লুটাইল একে একে প্রভুর চরণে।
কৃপাস্পর্শে ধন্য হয় ভক্ত শত শত
দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হল সমাগত।
পরবর্ত্তী প্রচারের কেন্দ্র কলিকাতা
সঙ্গীদের পাঠাবার করেন ব্যবস্থা।
ইতিমধ্যে এল আরো ভক্ত বহুজন
তাদের প্রতিও হল কৃপা বরিষণ।
সবারে হয়েছে কিনা প্রসাদ প্রদান
অনন্তর এ বিষয়ে নিলেন সন্ধান।
গৃহস্বামী সবিনয়ে করে নিবেদন—
"আপনার আশীর্ব্বাদে তৃপ্ত সর্ব্বজন।"

প্রভু কন—"সব হল কেন আর তবে
একটুখানির লাগি অঙ্গহানি হবে?
ভাষণটা দিয়ে দিই কর আয়োজন।"
রজনী গভীর প্রায় বারটা তখন।
অবিলম্বে মঞ্চ 'পরে করি আরোহণ
দেন প্রভু নাতিদীর্ঘ মধুর ভাষণ।
শ্রীমুখের কথামৃত শ্রবণ আশায়
বহুজন দীর্ঘক্ষণ ছিল প্রতীক্ষায়।
ইতিমধ্যে অনেকেই ব্যথিত অন্তরে
গেছে ফিরে ধীরে ধীরে নিজ নিজ ঘরে।
তবু ভক্ত নাই কম নিশীথ সময়
ভাষণ শ্রবণে তারা সবে ধন্য হয়।

অনন্তর রাত্রি এক ঘটিকার পর
কলিকাতা অভিমুখে হন অগ্রসর।
টালিগঞ্জবাসী শিষ্য শ্রীসত্যচরণ
শেষরাতে তার গৃহে শুভ পদার্পণ।
এখানেই পরবর্ত্তী প্রচারানুষ্ঠান
পরদিন বহুজনে হল দীক্ষাদান।
অগণিত ভক্তে কৃপা করেন বর্ষণ
শেষ নাহি হয় যেন প্রণাম গ্রহণ।
প্রসাদ পর্ব্বের পর প্রভু পুনরায়
চলিলেন মঞ্চপানে প্রায় চারিটায়।
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রত ভক্ত শত শত
অবিলম্বে ছুটে আসে উন্মাদের মত।
অবস্থা এবম্‌বিধ দেখি বেগতিক
ওদিক না অগ্রসর হলেন অধিক।
অকস্মাৎ তৈলযানে করি আরোহণ
ক্যানসার হস্‌পিটালে করেন গমন।
সুকঠিন রোগগ্রস্ত জনৈক সন্তানে
দিলেন আশীষ আর আশ্বাস সেখানে।

প্রতাপ-আদিত্য রোডে ভুজেনের ঘর
ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যে ভক্ত অতীব কাতর।
পারে নি সে তাই এসে জানাতে প্রণাম
চলিলেন সেথা এবে প্রভু সীতারাম।
দয়াল প্রভুর দেখি এমত করুণা
সাশ্রুনেত্রে ভক্তবর করে অভ্যর্থনা।
ভুজেনেরে কৃপা করে প্রভু দয়াময়
এলেন অপর এক ভক্তের আলয়।
সাঙ্গ করে দ্বারে দ্বারে কৃপা বিতরণ
প্রচার কেন্দ্রেতে হল পুনরাগমন।
পুণ্যসঙ্গলুব্ধ ভক্ত কয়েক হাজার
ইতিমধ্যে ভিড় হেথা করেছে আবার।
স্বল্প পরে দেন প্রভু সুদীর্ঘ ভাষণ
শুনি সে অমৃতবাণী হৃষ্ট সর্ব্বজন।
মন্দীভূত হলে ভিড় রাত্রি বারটায়
এল কবি খ্যাতনামা কালিদাস রায়।
বাংলার বিশিষ্ট কবি ভক্তিযুক্ত মনে
মস্তক করিল নত প্রভুর চরণে।
প্রভু কয়—"পরিচয় ছিল কাব্য সনে
আজ তা' পূর্ণতা পেল সাক্ষাৎ দর্শনে।"
কবি কহে—"স্পর্শি তব চরণ যুগল
ধন্য মোরা ধন্য এই সমগ্র অঞ্চল।"

কলিকবলিত জীবে করিতে উদ্ধার
দিকে দিকে চলে হেন শ্রীনাম প্রচার ।
দীন-ধনী পাপী-তাপী বঞ্চিত না হয়
সবারে করেন কৃপা প্রভু দয়াময়।
জগতের পিতা বিনা আর কোন জন
দ্বারে দ্বারে সদা করে কৃপা বিতরণ।
কৃপা করি এ অধম দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই প্রভু তব অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬০

।। মগরা চাতুর্ম্মাস্য (১) —১৩৬৫ ।। গুরুত্যাগ ।।
।। শত্রু-মিত্র ।।শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্ণাশ্রম ।।
।। সমদৃষ্টি ও সমব্যবহার।। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসীতারাম।।

তেরশ পঁয়ষট্টি সালে সমগ্র আষাঢ়
প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে চলিল প্রচার।
করিল কলুষরাশি করিতে বিনাশ
শ্রীনামে মুখর বঙ্গে আকাশ বাতাস।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল সমাগত প্রায়
প্রস্তুতি পরব দ্রুত চলে মগরায়।
শ্রীবিজয় দীনবন্ধু ব্রহ্মনারায়ণ
প্রধান উদ্যোক্তা হেথা এই তিন জন।
বহু জনসমাগম করি অনুমান
বৃহৎ মণ্ডপ বহু করালো নির্ম্মাণ।
ক্ষুদ্র কুন্তী নদী ধারা বহে মনোরম
তীরেতে নির্ম্মিত হল বৃহৎ আশ্রম।
অবিলম্বে দানপত্র করি সম্পাদন
শ্রীচরণে হল নব আশ্রম অর্পণ।
দরশন করি প্রভু আনন্দিত হন
রাখিলেন নাম তাই 'আনন্দ-কানন'।
আষাঢ়ের একত্রিশে লয়ে সঙ্গীগণ
চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্রে হল শুভ পদার্পণ।
চলিবে অখণ্ড নাম দীর্ঘ চারি মাস
সংক্রান্তির পুণ্যদিনে আজি অধিবাস।

সুরু হল সাড়ম্বরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত
প্রভুরে ঘেরিয়া হেথা আয়োজন যত।
প্রভু যেন মহাযজ্ঞে নায়ক মহান
দিনে রাতে তাই তাঁর কর্ম্ম অফুরান।

অতি ভোরে শয্যাত্যাগ প্রায় প্রতিদিন
অতঃপর মৌনে মগ্ন ঘণ্টা দুই তিন।
একালেও নাহি হন করমে বিরত
নানাস্থান হতে নিত্য পত্র আসে কত,
সেগুলি পাঠের এই শ্রেষ্ঠ অবসর
স্বহস্তে লেখেন বহু পত্রের উত্তর।
কৃপা বিতরণ চলে সারা দিনরাত
প্রণাম গ্রহণে লাগে ঘণ্টা ছয় সাত।
দুই তিন ঘণ্টা যায় দীক্ষাদানে গড়ে
স্বল্প অবশিষ্ট রহে বিশ্রামের তরে।
কর্ম্মের নির্ম্মম বন্যা তীব্র বেগে এসে
প্রায়শঃ সে অবকাশে গ্রাসয়ে নিঃশেষে।
সুবিপুল কর্ম্মভারে ক্লান্ত কলেবর
কঠিন ব্যাধিতে হল আক্রান্ত সত্বর।
প্রবল জ্বরের সাথে ব্যথা দেহময়
অবশেষে নিতে হল শয্যার আশ্রয়।
যথারীতি চলে নাম অন্ন বিতরণ
বন্ধ শুধু দীক্ষাদান প্রণাম গ্রহণ।
স্বল্পকাল মধ্যে ব্যাধি হল নিরাময়
চিন্তামেঘমুক্ত তায় সবার হৃদয়।

জনৈক খৃষ্টান ভক্ত নাম বেঞ্জামিন
প্রভুর দর্শন আশে এল একদিন।
পরশি ভক্তিভরে অভয় চরণ
কৃপা করে প্রভু তারে দেন আলিঙ্গন।
স্বপনে সে লভিয়াছে প্রভুর দর্শন
প্রভু কন শুনি সেই স্বপ্ন বিবরণ—
"শুনিলাম সীতারামে দেখেছ স্বপনে
এক্ষণে তো দেখে নিলে নিজের নয়নে।
কেমন দেখিলে বাবা, হল কি পছন্দ ?"
ভক্ত কহে—"লভিলাম অপার আনন্দ।"

এত বলি শ্রীচরণ স্পর্শে বারংবার
ভাষা নাহি পায় খুঁজে অধিক বলার।

শ্রীডুমুরদহ হতে আসি বহুজন
দুর্গাপূজা প্রসঙ্গেতে করি আলাপন।
প্রভু কন—"ভাল কথা পূজা হবে গ্রামে
পূজার সঙ্কল্প যদি হয় এ-র নামে
বারোয়ারী পূজা সম সেথায় তা'হলে
পুষ্পাঞ্জলি দিতে নাহি পারিবে সকলে।
আন্তরিকভাবে মেনে শাস্ত্রীয় বিধান
শুদ্ধাচারে কর্ তোরা পূজা অনুষ্ঠান।"
শ্রদ্ধা-অবনত শিরে গ্রামবাসীগণ
প্রভুর নির্দ্দেশাবলী করিল গ্রহণ।

দীক্ষা লাগি ভক্ত এক ব্যাকুল অন্তরে
শ্রীচরণে বারে বারে নিবেদন করে।
পূর্ব্বেই পেয়েছে কিনা গুরুর আশ্রয়
সহসা জানিতে চান প্রভু এ বিষয়।
ভক্ত কয় সবিনয় প্রভু বিদ্যমান—
"দীক্ষা হল দুঃখের না হল অবসান।
তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে ভরে নাই মন
আপনি করুন কৃপা অধমে এখন।"
স্নেহভরে দৃঢ় স্বরে প্রভু ত্বরা কন—
"গুরুদত্ত মন্ত্রজপ কর অনুখন।
হতাশ না হয়ে এই সত্যে ধরে থাক্—
ব্যর্থ নাহি হয় কভু একটিও ডাক।
ডাক তাঁরে খেতে শুতে উঠিতে বসিতে
যত নাম তত শান্তি—ভুল নাই ইথে।"
ভক্ত বলে—"মম মতি তব রাঙা পায়
আপনি আমায় দীক্ষা দিন পুনরায়।"
প্রভু কন—"মন্ত্রদাতা স্বয়ং ভগবান
গুরুরূপ ধরি শিব করে দীক্ষাদান।

গুরু কিম্বা মন্ত্র নয় বিলাস সম্ভার
খুশীমত পাল্টানো না যায় বার বার।
এ-র প্রতি আছে ভক্তি নাই তায় ক্ষতি
ভাল এ-কে লেগে থাকে— সে তো ভাল অতি।
ছাড়ি সব কর জপ, ডাক অনুখন
ইষ্ট তোরে কৃপা করে দিবেন দর্শন।"
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সেই ভক্তটি তখন
প্রভুর চরণধূলি করিল গ্রহণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নামে শিষ্য একজন
সবিনয়ে প্রভুপদে করে নিবেদন—
"শত্রুগণ উৎপীড়ন করিছে ভীষণ
সে কারণ উচাটন মন সর্ব্বক্ষণ।
দুঃখানলে চিত্ত জ্বলে নিত্য হু হু করে
তোমা ঠাঁই করি তাই মিনতি কাতরে—
কর নাথ অচিরাৎ জ্বালা নিবারণ
হোক্ শান্ত সুদুর্দ্দান্ত মোর শত্রুগণ।"
প্রভু কহে—"ঠিক নহে এমত বিচার
কে কাহার শত্রু আর কেবা মিত্র কার!
শত্রু মিত্র ভ্রান্তি মাত্র—সত্য ভগবান
সবামাঝে নানা সাজে তাঁর অধিষ্ঠান।
বারে বারে ধরা 'পরে করি আগমন
অবিরত কর্ম্ম কত করে জীবগণ
অতীতের শুভাশুভ সেই কর্ম্মরাশি
শত্রু আর মিত্ররূপে দেখা দেয় আসি।
দে বাড়িয়ে জপ আর খুব নাম কর
সব তবে ঠিক হবে অতীব সত্বর।"
শ্রীমুখের বাণী শুনি অমৃত সমান
ক্ষণমধ্যে হল শান্ত তাপিত সন্তান।

ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক কোন মামলায়
বাদী আর প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত প্রায়।

উভয় পক্ষই তাঁর আশ্রিত সন্তান
সমাধান তরে তাই প্রভু যত্নবান।
সন্তানে বিপদ হতে করিতে উদ্ধার
নিরপেক্ষভাবে নিজে করেন বিচার।
'শুনানী'-র কার্য্য সুরু দিবসের শেষে
প্রহরায় গঙ্গারাম রুদ্ধ দ্বারদেশে।
শান্ত পরিবেশে চলে দুরূহ বিচার
নাই সেথা প্রবেশের কারো অধিকার।
ব্যাকুলিত শিষ্যভক্ত দর্শনার্থীগণ
বাহিরেতে অপেক্ষিয়া রহে দীর্ঘক্ষণ!
দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাত্রি বেড়ে যায়
বিচার সমাপ্ত হল প্রায় দশটায়।
বাইরে এসে মিষ্টি হেসে অনতিবিলম্বে
কহিলেন—"বড় কষ্ট পেলি তোরা সবে।
দেখ বাবা, সীতারাম বিচারক সেজে
ছিল ব্যস্ত এক মস্ত মামলার কাজে।
এ-র প্রাণ আনচান করে সবা লাগি
কর্ম্ম ফেরে রই দূরে হই দোষভাগী।
প্রভু-মুখে শুনি হেন মধুর বচন
ভক্তজন কষ্ট সব হয় বিস্মরণ।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ নামে ভক্ত বৈদ্যবর
শুধায় বিনয় বাক্যে প্রভুর গোচর—
"ভগবান রামকৃষ্ণ যুগ-অবতার
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে নিষ্ঠা আছিল কি তাঁর
নানা জনে নানা কথা বলে এ বিষয়
দূর করে দিন বাবা মনের সংশয়।"
প্রভু কন—"আজীবন সেই মহাজন
করেছেন বর্ণাশ্রম সযত্নে পালন।
লীলাপ্রসঙ্গাদি গ্রন্থে করিলে সন্ধান
পাবে এর সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ।

বর্ণাশ্রম ধরমের বিরোধী যে জন
সাধুপদবাচ্য নয় সে ব্যক্তি কখন।"
শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অমৃত সমান
ভকতের সংশয়ের হল অবসান।

শাস্ত্র আর ধর্ম্মদ্বেষী আধুনিকগণ
কখন প্রভুরে পত্রে করে আক্রমণ।
পড়েন এসব প্রভু সমান যতনে
পড়িয়া শোনান কভু শিষ্যভক্তগণে।
মন্তব্য করেন এই পত্রাদি বিষয়—
"সীতারাম বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।
এ জগতে দুই দল আছে চিরদিন
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব তাই বিরামবিহীন।
সত্ত্বের প্রবাহ যবে আসে অবনীতে
নীরবে না রজঃ তম পারে তা সহিতে।
বিস্তারি বিশাল ফণা ঈর্ষ্যায় আক্রোশে
সত্যাশ্রয়ী সাধু সন্তে দংশিবারে আসে।
ভগবান রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি
পান নাই অখ্যাতির হাতে অব্যাহতি।
সীতারাম দীন অতি সবার অধম
তার ক্ষেত্রে কেন এর হবে ব্যতিক্রম!

সন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক লেখক
লিখেছে 'আলোকতীর্থ' নামেতে পুস্তক।
সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্র সাধু সন্ত প্রতি
আছে তায় ভ্রান্তিপূর্ণ বিস্তর কটূক্তি।
নলিনীরঞ্জন ভক্ত বৈদ্য একাধারে
পুণ্য চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেত্রে আসে বারে বারে।
প্রভুর নির্দ্দেশে এই বৈদ্য মহাজন
করিল সযত্নে সব কু-যুক্তি খণ্ডন।
শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ তার বক্তব্য শ্রবণে
প্রভু কন প্রীতমনে প্রসন্ন বদনে—

"তোমার অতুলনীয় এই শাস্ত্রজ্ঞান
সীতারামে করে বড় আনন্দ প্রদান।
পুনরায় লুপ্তপ্রায় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠায়
করিছ সংগ্রাম কত অসীম নিষ্ঠায়।
কখন লিখনে কভু সভায় ভাষণে
প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি আচরণে
চলিছে আপোষহীন পবিত্র সংগ্রাম
তাই তো তোমায় ভালবাসে সীতারাম।
শুধু নাহি বাসে ভাল —শোন গুহ্য আর
শ্রদ্ধাও পোষণ করে অন্তর মাঝার।"
প্রশংসায় অসহায় বৈদ্য মহাশয়
ভাষাহীন দিশাহারা—নতশিরে রয়।
আঁখি দু'টি হতে প্রেমে ঝরিল কেবল
বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু স্বচ্ছ সুনির্ম্মল।

পূর্ব্বোক্ত 'আলোকতীর্থ' গ্রন্থ কেন্দ্র করে
চলে নানা আলোচনা দীর্ঘক্ষণ ধরে।
মুখ্য বক্তা ভক্তবৈদ্য নলিনীরঞ্জন
মাঝে মাঝে প্রভু অংশ করেন গ্রহণ।
কী কারণে ভেদজ্ঞানে পূর্ণ বর্ণাশ্রম
করিলেন প্রভু তার ব্যাখ্যা মনোরম—
"পূর্ণজ্ঞান লাভ নাহি হয় যত দিন
ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ নয় সমীচীন।
পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে শ্রীগুরুকৃপায়
ভেদবুদ্ধি স্বভাবতঃ দূরে চলে যায়।
তার আগে লৌকিক বা সাধন-জগতে
ভেদজ্ঞান ত্যজ্য নাহি হয় কোন মতে।
কেহ যদি আচরণ করে বিপরীত
সমাজের হবে তায় অতীব অহিত।
জননী ভগিনী পত্নী প্রভৃতি সহিত
সমব্যবহার নাহি হয় সমুচিত।

ভেদবুদ্ধি লুপ্ত যদি হয় এই স্থলে
মানব সমাজ তবে যাবে রসাতলে।
বর্ত্তমানে ভেদজ্ঞানে বর্জ্জনের তরে
অত্যুৎসাহ সহকারে চেষ্টা যারা করে
নিজ দেহ বিষয়ে কি ত্যজি ভেদজ্ঞান
ঘুচাতে পেরেছে সব অঙ্গে ব্যবধান?
দেহ বিষয়ক লজ্জা নিবারণ তরে
তারা কি বসন নাহি ব্যবহার করে?
সকল অভেদজ্ঞানে কেবল যখন
পারিবে ত্যজিতে তারা অঙ্গের বসন
সেইকালে আসি যেন সাম্যবাদীগণ
ভেদের বিরুদ্ধে যুক্তি করে প্রদর্শন।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ নাহি হয় যতক্ষণ
ভেদ-বিরোধিতা নয় তাবৎ শোভন।"

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকালে পূর্ব্বে বরাবর
একস্থানে অবস্থিতি হত নিরন্তর।
মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদগুলি
হত ধন্য লভি পুণ্য চরণের ধূলি।
বিশেষ জরুরী কার্য্যে হলে প্রয়োজন
দূরবর্ত্তী স্থানে প্রভু যেতেন কখন।
তথাকার প্রচারাদি কার্য্য অবসানে
ফিরিতেন দিনমানে চাতুর্ম্মাস্য স্থানে।
ভক্তদের প্রার্থনাতে এবারো প্রভুরে
যেতে হয় মাঝে মাঝে নিকটে ও দূরে।
'নূতন বাজার' হতে আসিল আহ্বান,
নির্ধারিত দিনে সাঙ্গ করি দীক্ষাদান
রাজপথ মুখরিত করি নামগানে
চলিলেন দুইখানি বড় তৈলযানে।
শকটের গতিরুদ্ধ করি ভদ্রেশ্বরে
ভক্তগণ শ্রীচরণ ধূলি যাচ্ঞা করে।

বারান্তরে পদার্পণে দিয়ে প্রতিশ্রুতি
লক্ষ্যস্থল অভিমুখে যান শীঘ্রগতি
নূতনবাজারে চলে অখণ্ড কীর্ত্তন
অপরাহ্ণ কালে সেথা উপনীত হন।
শত শত শিষ্যভক্ত ব্যাকুল অন্তরে
প্রতীক্ষায় রত অতি দীর্ঘক্ষণ ধরে।
ভিড় নিয়ন্ত্রণ লাগি সঙ্গীগণে লয়ে
যান প্রভু পার্শ্বস্থিত এক বিদ্যালয়ে।
প্রণাম নিলেন সেথা তিন ঘণ্টা প্রায়
ভাষণ দিলেন পরে মহতী সভায়।
সিক্ত করি ভক্তগণে করুণাধারায়
তৈলযানে আরোহণে যাত্রা পুনরায়।
পথিমধ্যে ভক্তদের কাতর আহ্বানে
দিতে হল পদধূলি তিন চারি স্থানে।
অর্দ্ধরাত্রি কেটে যায় কৃপা বিতরণে
অবশেষে এল যান কেদার ভবনে।
'কাকামণি' সুশীলেরে নামিয়ে এখানে
সত্বর যাবেন প্রভু চাতুর্ম্মাস্য স্থানে।
লক্ষ্মীমাতা এসে ত্বরা পথ রুদ্ধ করে
প্রার্থনা জানায় হেথা অবস্থান তরে।
মায়ের প্রস্তাবে প্রভু সম্মত না হন
মাতাপুত্রে বাক্‌যুদ্ধ চলে দীর্ঘক্ষণ।
জননীর স্নেহ আর অশ্রুর নিকটে
সন্তানের অবশেষে পরাজয় ঘটে।
একাদশী তিথি তাই স্নেহময়ী মাতা
সত্বর করিল ফলভোগের ব্যবস্থা।
সারাদিনে হয় নাই প্রভুর আহার
নিয়েছেন গঙ্গাজল মাত্র দুই বার।
স্বল্পমাত্র ফলমূল গ্রহণের পর
তিনটায় বিশ্রামের হল অবসর।
মৌনাবলম্বন করি পরদিন প্রাতে
তুলসীকানন মাঝে রহিলেন ছাতে।

বেলা সাত ঘটিকায় মৌন সমাপন
অনন্তর ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ।
অতিশয় বৃদ্ধা এক রমণী তখন
প্রভুরে দু বাহু দ্বারা করে আলিঙ্গন।
অবিরাম ঝরে তার আঁখি হতে জল
শ্রীগীতার শ্লোকমালা মুখে অনর্গল।
ভাবাবেগে কহে বৃদ্ধা প্রশ্নের উত্তরে—
"তোমারে দেখার ইচ্ছা বহুদিন ধরে।
আজ মোর শুভক্ষণে পোহায়েছে রাত
শ্রীভগবানের তাই পেলাম সাক্ষাৎ।"
পুনরায় কহে বৃদ্ধা স্বল্পক্ষণ পর—
"বয়স হয়েছে বিরানব্বুই বছর।
চোখে দেখি কানে শুনি চলিতেও পারি
এখনো সক্ষম আছি—এ কৃপা তোমারি।
তোমা নাম জপ করি সারাদিন ধ'রে
তোমারেই দেখি আমি দু'নয়ন ভরে।
তুমিই গোপাল মোর নয়নের তারা
কিছু আর নাই আমার ওগো তুমি ছাড়া।"
প্রভু কন—"তুই এ'কে চিনিলি কি করে?"
বৃদ্ধা বলে—"ছবি দেখে আর বই পড়ে।"
শ্রীচরণ পাশে এক কম্বল আসনে
বৃদ্ধারে বসানো হল অতীব যতনে।
স্বল্প পরে বৃদ্ধা পুন করে নিবেদন—
"শ্রীরামকৃষ্ণেরে আমি করেছি দর্শন।
তখন বয়স ছিল নিতান্তই কম
তাই তো চিনিতে তাঁরে হই নি সক্ষম।
চিনেছি তোমায় মোর নাহিক সন্দেহ
তুমি তো সেই গো বাবা নহ আর কেহ।"
শুধালেন পুন প্রভু কৌতূহলভরে—
"দেখেছিস্ নিজ চোখে পরমহংসেরে?"
বৃদ্ধা বলে—"রামকৃষ্ণে করি দরশন
হয়েছে সার্থক মোর এ দুটি নয়ন।

যুগে যুগে ধরণীতে তব আগমন
দুই বার দুই রূপে দিলে দরশন।
গত জন্মে রামকৃষ্ণ এবে সীতারাম
তব পাদপদ্ম স্পর্শি কৃতার্থ হলাম।"
বৃদ্ধার কন্যারে প্রভু কহিলেন ডেকে—
"মা যা বলে সযতনে দিস্ লিখে রেখে।"
বেলা বেড়ে যায় দেখি প্রভু অতঃপর
মগরা গমন লাগি হন তৎপর।
উপস্থিত দর্শনার্থী শিষ্যভক্তগণ
সানন্দে আবার বন্দে অভয় চরণ।
শ্রীগুরুপাদুকাদ্বয় বাঁধি বক্ষস্থলে
করিলেন যাত্রা প্রভু সত্বর সদলে।

প্রভুর লীলার কথা অতি মনোরম
না পারে বর্ণিতে এই অধম অক্ষম।
পতিতপাবন প্রভু এবে কৃপা করি
দাও দাস জনার্দ্দনে শ্রীচরণতরী।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬১

।। মগরা চাতুর্ম্মাস্য (২) —১৩৬৫ ।।
।। অন্নদান লীলা।। রোগলীলা ।। ঢালাও প্রণাম।।
।। মগরায় শিবালয় ও অখণ্ড শ্রীনাম।।

মগরাতে সমারোহে চাতুর্ম্মাস্য চলে
চারিদিক হতে ভক্ত আসে দলে দলে।
দিন যত হয় গত ভিড় তত বাড়ে
নরনারী আসে ক্রমে হাজারে হাজারে।
আসে বৃদ্ধ প্রৌঢ় আর বালক যুবক
আসে মন্ত্রী আসে সান্ত্রী ছাত্র অধ্যাপক।
আসে কবি সাহিত্যিক শিল্পী নাট্যকার
আসে দীন আসে ধনী রাজার কুমার।

কেহ আসে মন্ত্রদীক্ষা করিতে গ্রহণ
কেহ আসে পূজিবারে অভয় চরণ।
বিষয় বাসনা নিয়ে আসে কেহ কেহ
কেহ আসে ঘুচাইতে মনের সন্দেহ।
আরো কত প্রয়োজনে আসে কতজন
কার সাধ্য করে সেই সংখ্যা নিরূপণ।
সবাকার লাগি দ্বার রহে সদা মুক্ত
হেথা হতে কেহ কভু না ফিরে অভুক্ত।
প্রসাদের যথাযোগ্য রহে আয়োজন
সিদ্ধ হয় নিত্য চাল দশ বারো মণ।
বিশেষ দিবসে যথা শনি রবিবার
ভিড় হয় অত্যধিক ভক্ত জনতার।
দশ বিশ মণে নাহি কুলায় তখন
চালে ডালে সিদ্ধ হয় প্রায় ত্রিশ মণ।
প্রতিদিন এই ভাবে চলে অন্নদান
চলে যেন রাজকীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

কোথা হতে আসে এত ভোগের সম্ভার?
কেমনে সমাধা হয় রন্ধন ব্যাপার?
কীভাবে বা এত অন্ন হয় বিতরণ?
ভাবিতেও ভরে ওঠে বিস্ময়েতে মন।
শুদ্ধাচারে হয় সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন
পাচকের ভূমিকায় শিষ্যভক্তগণ।
পাকপাত্র প্রধানতঃ প্রকাণ্ড কড়াই
যেমন আকারে বড় তেমন খাড়াই।
তাতে বসে অনায়াসে হওয়া যায় পার
শান্ত কুন্তী নদী কিম্বা অন্য জলাধার।
যেমন কড়াই তার তেমন উনান
দাউ দাউ করে জ্বলে চিতাগ্নি সমান।
খুন্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়
স্থূল দীর্ঘ বংশখণ্ড শক্ত অতিশয়।
অখণ্ড কুষ্মাণ্ড আদি সুপ্রকাণ্ড ভাণ্ডে

সিদ্ধ হয় স্বাদু হয় দুই চারি দণ্ডে।
ভোগ নিবেদন অন্তে কর্ম্মীভক্তগণ
সেবাবোধে করে যত্নে প্রসাদ বণ্টন।
ক্ষিপ্রহস্তে চলে পরিবেশনের কাজ
পরাহ্ণ পেরিয়ে তবু হয় কভু সাঁঝ।

বিরাট যজ্ঞের লাগি বিশাল ভাণ্ডার
সতত সঞ্চিত সেথা শতেক সম্ভার।
অযাচিতভাবে আসে সামগ্রী নিচয়
যত আসে ততোধিক হয় বুঝি ব্যয়।
প্রণাম করিতে আসে ভাণ্ডারী যখন
জিজ্ঞাসেন প্রভু—"চাল আছে কত মণ?
ভাণ্ডারে না থাকে যদি চাল শত মণ
সীতারাম না করিবে প্রণাম গ্রহণ।"
একদিন দেখা গেল বিচিত্র ব্যাপার
দেখা গেল শূন্য প্রায় চালের ভাণ্ডার।
দিন গেল অর্দ্ধরাত্রি গেল প্রতীক্ষায়
ভাণ্ডার না হল তবু পূর্ণ পুনরায়।
কর্ম্মীগণ ভাবে মনে—কাল শনিবার
প্রভাতে আসিবে ভক্ত হাজার হাজার।
সে সবার সৎকার কী উপায়ে হবে
প্রভুরে জানাল রাত্রি বারটায় সবে।
সকলে দুশ্চিন্তাযুক্ত সঙ্কটের ক্ষণে
নির্ব্বিকার প্রভু কন সহাস্য বদনে—
"ভগবান যা করেন তা'তেই মঙ্গল
কেন তোরা ভেবে সারা—এমত চঞ্চল।"
এই বাণী কতখানি সত্য সারবান
অবিলম্বে পেল সবে জ্বলন্ত প্রমাণ।
চালডাল আদি বহি বহু পরিমাণ
স্বল্পকাল মধ্যে এল সুবৃহৎ যান।
নিশীথ সময়ে পুন ভরিল ভাণ্ডার
ভরিল বিস্ময়ে হর্ষে অন্তর সবার।

যতক্ষণ দেহ আছে কর্ম্ম ততক্ষণ
শেখান সবারে প্রভু করি আচরণ।
বার বার নানা ব্যাধি আক্রমণ করে
বিরতি ঘটায় কর্ম্মে স্বল্পকাল তরে।
নামগান অন্নদান চলে যথারীতি
বন্ধ রহে দীক্ষা আর প্রণাম প্রভৃতি।
দেহেতেই সীমাবদ্ধ যত রোগভোগ
অন্তরের সাথে তার নাহিক সংযোগ।
যাঁর রোগ তার মুখে হাসি অনুখন
চিন্তায় কাতর শুধু শুভাকাঙ্ক্ষীগণ।
"কেমন আছেন বাবা ?" বৈদ্য প্রশ্ন করে
পরিহাসপ্রিয় প্রভু কহেন উত্তরে—
দেহটা তো আছে ভাল ঘাড়ে শুধু ব্যথা
সে বেচারী আছে সুখে—কেন যাবে বৃথা।
'আহা-উহু' করে সবে করে কত সেবা
চায় হেন অবস্থায় চলে যেতে কেবা !"
প্রাণভরে হাসে সবে প্রভুর কথায়
কহিলেন বৈদ্য প্রতি প্রভু পুনরায়—
"কী ওষুধ দিয়াছিলে নাই এর জানা
ঘুমিয়েছি বার ঘণ্টা কাল একটানা।
'সাউণ্ড সীলীপ' একে সম্ভবতঃ বলে।"
এ কথায় পুনরায় হাসিল সকলে।
কহিলেন পুন—প্রাতে পুন করিনু শ্রবণ
এসেছিল রাত্রিকালে নলিনীরঞ্জন
দীর্ঘক্ষণ এ'র লাগি ছিল প্রতীক্ষায়
অবশেষে দেড়টায় নিয়েছে বিদায়।
ভারী ভারী ডিগ্রীধারী চিকিৎসকগণ
দেখতো কি ছুটোছুটি করিছে ভীষণ! .....
ব্যাধি বেচারীরে দোষ দেয়া ঠিক নয়
সে-ই তো করালো শীঘ্র ভোগটাকে ক্ষয়।
পাপ গ্রহণের এল সামর্থ্য আবার,
রোগে শোকে ভরে গেছে দেখ চারিধার।

ধরাতলে সবে জ্বলে ত্রিতাপ জ্বালায়
কত তুচ্ছ এ'র ভোগ সেই তুলনায়।...
দেখ চেয়ে এ'র এবে কীবা শুভক্ষণ
খাই দাই আর করি সেবাদি গ্রহণ।
পূর্ণ রাজযোগ যারে বিজ্ঞজন বলে
জুটেছে অধুনা এর পূর্ব্ব পুণ্যফলে।
এত সুখ কোথা ছিল ভাবিয়া না পাই।"
পুনরায় প্রাণ খুলে হাসিল সবাই।

প্রভুর এ আকস্মিক ব্যাধির কারণ
বন্ধ আছে দীক্ষা আর প্রণাম গ্রহণ।
অতৃপ্ত ভক্তের চিত্ত হাহাকার করে
শতগুণ ব্যথা বাজে প্রভুর অন্তরে।
ব্যাধির আরাম যবে হল অল্প অতি
অমনি প্রণামে প্রভু দেন অনুমতি।
সারা আশ্রমেতে যেন পড়ে যায় সাড়া
আনন্দের আতিশয্যে সবে আত্মহারা।
সমকালে দ্রুততালে ধাইল সকলে
অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলা হয় তার ফলে।
বাধা দিতে আসে ছুটে সঙ্গী-শিষ্যগণ
হাসি-হাসি মুখে প্রভু কহেন তখন—
"প্রণামেতে 'কন্‌ট্রোল' ছিল দীর্ঘকাল
আজ তাই আনন্দেতে ওরা বেসামাল।
সীতারাম-ও বহুদিন রয়েছে অভুক্ত
বাধাদান তাই আজি নয় উপযুক্ত।"
ভক্তির প্রাবল্য হেতু শিষ্যভক্তগণ
প্রণামের নামে কত করে নির্য্যাতন।
পিতা তিনি হাসিমুখে তাই বার বার
সহেন সন্তানদের শত অত্যাচার।

প্রণাম গ্রহণে নিত্য বেলা বয়ে যায়
অনিয়ম হয় তাই আহার নিদ্রায়।

প্রণাম পরব বন্ধ করিবার তরে
সঙ্গীগণ নিবেদন করে সকাতরে।
প্রত্যুত্তরে কহিলেন প্রভু তাড়াতাড়ি—
"নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়িতে কি পারি।
তা'ছাড়া দেখনা ওরা ব্যাকুল অন্তরে
কত দূর থেকে এল কত কষ্ট করে।
দে সবারে নোয়াবারে পদপ্রান্তে মাথা
প্রণামে বঞ্চিত হলে পাবে বড় ব্যথা।"
স্তব্ধ হয় সঙ্গীদের সব নিবেদন
যথারীতি চলে নিত্য প্রণাম গ্রহণ।
এই হল সীতারাম প্রেমের ঠাকুর
জীবপ্রেমে চিত্ত যার নিত্য ভরপুর।
সান্ধ্য প্রণামের পর্ব্ব হলে সমাপন
সুরু হল একদিন দীর্ঘ প্রবচন।
বিবিধ বিষয়ে প্রভু দেন উপদেশ
অমৃত বচন যেন নাহি হয় শেষ।
রাত্রি প্রায় বারটায় শিষ্য একজন
বিশ্রামের কথা আসি করায় স্মরণ।
প্রভু কন—"তোরা যদি নিদ্রায় কাতর
তা'হলে সকলে গিয়ে শীঘ্র শুয়ে পড়।"
শিষ্য কয়—"আপনার দেহ সুস্থ নয়
বিশ্রামের প্রয়োজন তাই অতিশয়।"
প্রভু কন—"আমাকে কি অসুস্থ দেখায়?"
অধিক বলার কেহ সাহস না পায়।
স্বল্প পরে উপদেশ হলে সমাপন
সুরু হল পুনর্ব্বার প্রণাম গ্রহণ।
অতঃপর বিশ্রামের হল অবসর
যান স্বীয় কক্ষে রাত্রি বারটার পর।

একদা সবারে ডাকি স্বীয় সন্নিধানে
শুধান—"কিসের আছে অভাব এখানে?

সীতারাম করিবে সে অভাব পূরণ।"
"শিবালয় নাই হেথা"—বলে বহুজন।
শিবের মন্দির এক করাতে নির্ম্মাণ
অচিরে করেন প্রভু নির্দ্দেশ প্রদান।
বিজয় নামেতে শিষ্য গুরুগতপ্রাণ
মগরায় শিবালয় করালো নির্ম্মাণ।
বারাণসীধাম হতে প্রভু অতঃপর
আনালেন শিবলিঙ্গ অতি মনোহর।
ব্রতের সমাপ্তি দিনে কার্ত্তিক তিরিশে
প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য হল অবশেষে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত আচার্য্য শঙ্কর
মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে হন তৎপর।
সহায়তা করে তারে আরো বহুজন
মহা সমারোহে কার্য্য হল সম্পাদন।

চারিমাস নামোল্লাস চলে মগরায়
চারিধার ভেসে যায় নামের ধারায়।
নামী সহ অহরহ যেথা নামগান
সেই স্থান নিত্যপূত বৈকুণ্ঠ সমান।
সেথায় আনন্দ শুধু আনন্দ অপার
নাই দুঃখ যন্ত্রণার প্রবেশাধিকার।
হাজারে হাজারে সেথা ভক্ত নরনারী
অসীম আনন্দে মত্ত দিবা বিভাবরী।
শেষ হয়ে আসে যত চাতুর্ম্মাস্য কাল
আনন্দের ধারা তত উদ্দাম উত্তাল।
প্রভু পুলকিত অতি এ দৃশ্য দর্শনে,
ব্যথা ভরা প্রশ্ন জাগে ভক্তদের মনে—
এত নাম এ আনন্দ এই মহোৎসব
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে যাবে শেষ হয়ে সব!
স্থানীয় সেবকবৃন্দ করি আলোচনা
জানালো শ্রীপাদপদ্মে প্রাণের প্রার্থনা—

"...তা'হলে কি বাস্তবিকই চাতুর্ম্মাস্য শেষে
ভেঙ্গে যাবে আনন্দের এ হাট নিমেষে!
আপনি করুন কৃপা —হেথা অবিরাম
চলুক অনন্তকাল অখণ্ড শ্রীনাম।"
প্রার্থনা শ্রবণে প্রভু পুলকিত মনে
কহেন সেবকগণে সহাস্য বদনে—
"এ'রও চিতে অনুরূপ ছিল অভিপ্রায়
শুনিব তোদের মুখে ছিনু প্রতীক্ষায়।"
কহিলেন অবশেষে প্রভু সীতারাম—
"যুগ যুগ ধরি হেথা চলুক শ্রীনাম।
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহিবে গগনে,
না পড়ুক ছেদ এই নাম সঙ্কীর্ত্তনে।

চাতুর্ম্মাস্য সাঙ্গ হল তিরিশে কার্ত্তিক
চারিমাসে ব্যয় মুদ্রা দেড় লক্ষাধিক।
মগরার চাতুর্ম্মাস্য তুলনাবিহীন
এমন হয়নি কোথা আর কোন দিন।
রাজকীয় অনুষ্ঠান লাজে হেথা ম্লান
বিশ্বের বিলাস সব নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ।
একদিকে প্রভু তুমি কপর্দ্দকহীন
কৌপীন সম্বল মাত্র দীন হতে দীন।
আর এক দিকে তুমি মহান সম্রাট
আদি অন্তহীন তব সাম্রাজ্য বিরাট।
একদিকে শির তব লুটায় শ্রদ্ধায়
শাস্ত্রনিষ্ঠ দীনহীন ব্রাহ্মণের পায়।
অন্য দিকে পূজে তব অভয় চরণ
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী নরপতিগণ।
বিচিত্র মধুর লীলা অমৃত সমান
কেমনে বর্ণিব আমি অধম অজ্ঞান।
যেটুকু বলাও তুমি বলি শুধু তাই
দাসের কৃতিত্ব তায় বিন্দুমাত্র নাই।
কৃপা করি এ অধম দাস জনার্দ্দনে
দাও ঠাঁই প্রভু তব অভয় চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬২

।। গুরুমার আদেশ পালন।।

।। জলপাইগুড়ি প্রচার—১৩৬৫।।

।। বিশ্বাস বনাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।।

।। কারাগারে সীতারাম।।

মগরায় চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হল শেষ
চারিমাস নাহি ছিল বিশ্রামের লেশ।
চারিদিকে স্বরচিত করমের জাল
এখনও অবকাশ নাই ক্ষণকাল।
পূর্ব্ব হতে কর্ম্মসূচী রহিয়াছে স্থির
প্রচারে সত্বর পুন হবেন বাহির।
শ্রীনামে মুখর হবে দেশ দেশান্তর
অন্তরঙ্গগণ সব চিন্তায় কাতর।
আপাততঃ কিছুদিন বিশ্রামের তরে
প্রার্থনা জানায় তারা কাতর অন্তরে।
চির উদাসীন যিনি দেহের বিষয়
তাঁর কাছে এ প্রার্থনা প্রীতিপ্রদ নয়।
অনন্য-উপায় হয়ে অন্তরঙ্গগণ
গুরুমার শ্রীচরণে লইল শরণ।
গুরুমাতা সব কথা শ্রবণের পর
কহিলেন প্রভু প্রতি অতীব সত্বর—
"দেহ তব সুস্থ নয় তাই এ সময়
প্রচারের পরিক্রমা সমীচীন নয়।
অবিলম্বে বহির্বঙ্গে করিয়া গমন
কর তুমি কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ।"
গুরু আর গুরুমায়ে নাই ব্যবধান
দোঁহারে করেন প্রভু সমান সম্মান।
গুরুভক্ত সীতারাম তাই আপাততঃ
শ্রীনামপ্রচার কার্য্যে হলেন বিরত।

আদেশ পালন করি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে
বাহির হলেন পুন প্রচার কারণে।
আগে যান বর্দ্ধমান পরে নলহাটি
কৃপা বিতরণে যায় সারাদিন কাটি।
রাত্রিকালে অন্নভোগ গ্রহণের পরে
এলেন ষ্টেশনে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে।
যথাকালে যাত্রা সুরু বাষ্পযানে চড়ি
এবার গন্তব্যস্থল জলপাইগুড়ি।
চলন্ত শকটে নাম চলে নিরন্তর
পরদিন কেটে গেল গাড়ীর ভিতর।
গাড়ীতেই হল পূজা ভোগ নিবেদন
রাত্রিকালে শিলিগুড়ি উপনীত হন।
ষ্টেশনে যোগেন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধায়
প্রভু আর সঙ্গীগণে স্বাগত জানায়।
তিনখানি তৈলযানে সঙ্গীদের লয়ে
পৌঁছিলেন অতঃপর ভক্তের আলয়ে।
কারো চোখে আজ হেথা নাই যেন ঘুম
মধ্যরাত্রে পড়ে গেল আনন্দের ধুম।
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি হয় বার বার
নামের ধ্বনিতে পূর্ণ হল চারিধার।
"শুদ্ধাহার সদাচার" রক্ষার কারণ
গাড়ীতে না অন্নভোগ হয় কদাচন
হয়নি আজিও তার অন্যথাচরণ
সঙ্গীরা সত্বর তাই করিল রন্ধন।
রাত্রি দুইটায় অন্নভোগাদির পর
বিশ্রামে জুটিল অতি অল্প অবসর।

শয়নে বিলম্ব হয় উত্থানেতে নয়
উঠিলেন অতি ভোরে নির্দ্দিষ্ট সময়।
অচিরে আরম্ভ কর্ম্মচক্র আবর্ত্তন
প্রথমতঃ যথারীতি মৌনাবলম্বন।

বেলা দশটায় সাঙ্গ হল মৌনব্রত
প্রণাম গ্রহণে প্রভু হলেন নিরত।
একে একে শিষ্যভক্ত আসে বহুজন
ভক্তিভরে স্পর্শ করে অভয় চরণ।
আধুনিকা কন্যা এক এল এ সময়
শিষ্যা গৌরী বালিকার দিল পরিচয়—
"এ মেয়েটি ছাত্রী মোর মানে না ঈশ্বর
আমাদের সাথে তর্ক করে নিরন্তর।"
মেয়েটির সম্মুখেতে তুলি নিজ হাত
কহিলেন দৃপ্তকণ্ঠে প্রভু অকস্মাৎ—
"শুনিলাম মানিস্ না তুই ভগবান
কী হলে মানিবি বল্ কী চাস্ প্রমাণ।
স্বচক্ষে দেখিলে তোর হবে কি বিশ্বাস
বল্ মোরে ত্বরা করে কী প্রমাণ চাস্ ?"
তেজোময় নেত্রদ্বয় দপ্ দপ্ জ্বলে
দিব্যদ্যুতি পরিব্যাপ্ত শ্রীমুখমণ্ডলে।
আকস্মিক এই দৃশ্যে শিষ্যভক্তদল
কৌতূহলে রুদ্ধশ্বাস —বিস্ময়ে বিহ্বল।
অবাক বালিকা-মুখে বাক্য নাহি সরে
ক্ষীণকণ্ঠে বহু পরে কহিল উত্তরে—
"নিজ চোখে দরশন যদি কভু হয়
তা'হলে বিশ্বাস আমি করিব নিশ্চয়।"
শুধালেন প্রভু —"তোর চোখ নাই নাকি
নিজ চোখে দেখিতে কি পাস্ নিজ আঁখি ?"
বলিল বিদুষী বালা ভেবে বহুক্ষণ—
"হাত দিয়ে দেখি মোর রয়েছে নয়ন।"
হাসিভরা মুখে ত্বরা কহিলেন প্রভু—
"দূর্ বেটী, হাত দিয়ে দেখা যায় কভু।...
দেখিতে চাহিস্ যদি আপন নয়ন
ধর্ আঁখি সম্মুখেতে স্বচ্ছ দরপণ।
তেমনি তপস্যা আর গুরুকৃপাবলে
চিত্তের মালিন্য যবে যায় দূরে চলে,

ভক্তেরে দর্শন দিতে আসে ভগবান,
সাধকের শুদ্ধচিত্ত দর্পণ সমান। ...
অন্ধ বিশ্বাসেরে নিন্দে সানন্দে সকলে,
বিশ্বাস ব্যতীত বিশ্বে বসতি কি চলে!
নিশ্চয় মানিস্ তুই 'পিতা' এক জনে
তিনি যে সত্যই পিতা জানিলি কেমনে?
যুক্তিকে ছাপিয়ে হেথা গিয়েছে বিশ্বাস,
তবে মা তুইও অন্ধ বিশ্বাসের দাস।"
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনি মধুময়
দূর হল বালিকার সকল সংশয়।
লুটাল মস্তক তার অভয় চরণে
ভক্তবৃন্দ দেখে সব আনন্দিত মনে।

প্রণাম গ্রহণ অন্তে প্রভু দয়াময়
দীক্ষাপ্রার্থীগণে দেন চরণে আশ্রয়।
মধ্যাহ্নের পর পুন জমে ওঠে ভিড়
বিশ্রাম না করি প্রভু হলেন বাহির।
দর্শন প্রণাম করি সবে ধন্য হয়
বহুজন নিবেদিল ব্যাধির বিষয়।
অহরহ জ্বলে দেহ রোগ যন্ত্রণায়
নিরাময় লাগি তাই প্রার্থনা জানায়।
ব্রাহ্মণের পাদোদক করিবারে পান
কাহারে করেন প্রভু উপদেশ দান।
তুলসী পাতার রস সেবনের তরে
নির্দ্দেশ প্রদান পুন করেন অপরে।
পরক্ষণে অন্যজনে শুধালেন হেসে
নাই কি ডাক্তার বদ্যি তোদের এ দেশে।
ডাক্তার দেখিয়ে কর্ ঔষধ সেবন
সত্বর করিবে সব ব্যাধি পলায়ন।"

অতঃপর শিষ্যভক্ত সমভিব্যাহারে
নগরে বাহির হন শ্রীনাম প্রচারে।

সঙ্গীগণ নৃত্যসহ করে নাম গান
অগণিত ভক্ত পথে করে যোগদান।
নাম নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অন্তে
পৌঁছিলেন সহরের অন্য এক প্রান্তে।
এখানে বিশাল এক মাঠের ভিতরে
নির্ম্মিত হয়েছে মঞ্চ ভাষণের তরে।
প্রথমে প্রচণ্ডভাবে চলিল কীর্ত্তন
অতঃপর সুরু হল মধুর ভাষণ।
সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা কাল ভাষণের পর
সমাধির ফলে রুদ্ধ হল কণ্ঠস্বর।
হাজার হাজার ভক্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে
বিস্ময়ে সে দৃশ্য দেখে সানন্দ অন্তরে।

কারাপাল মৃত্যুঞ্জয় আশ্রিত সন্তান
কারাগৃহে পদার্পণে জানায় আহ্বান।
পরদিন দ্বিপ্রহরে লয়ে সঙ্গীগণ
নাম সহ কারাগারে করেন গমন।
বন্দীগণ যোগ দেয় পাপতাপ ভুলে
প্রভুরে ঘিরিয়া নাচে দুই বাহু তুলে।
প্রভুও দু'হাত তুলি নাচিতে নাচিতে
গাহিছেন মহানাম পুলকিত চিতে।
অবশেষে বন্দীগণে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিলেন বন্দী পুন প্রেমের বন্ধনে।
জগতের পাপীতাপী অপরাধীগণ
সহজে প্রভুর কৃপা করে আকর্ষণ।
শ্রীমুখের বাণী তাঁর—"উত্তম যে জন
তারে কৃপা করিবার কীবা প্রয়োজন।
যে অধম পাপ পঙ্কে নিত্য নিমগন
করিবারে কৃপা তারে এ'র আগমন।"
বিভিন্ন বিভাগে পরে করি পদার্পণ
করেন কয়েদীগণে কৃপা বরিষণ।

মহাভক্ত কারাধ্যক্ষ নিত্য সযতনে
নামগান শিক্ষাদান করে বন্দীগণে।
প্রভু তার প্রচেষ্টায় প্রীত অতিশয়
কহেন প্রসঙ্গক্রমে পরে এ বিষয়—
"শাস্তি দিয়ে সংশোধন করা নাহি যায়
মুক্তি পেয়ে পাপকর্ম্ম করে পুনরায়।
কিন্তু যদি নিত্য করে শ্রীনাম অভ্যাস
পাপের প্রবৃত্তি হয় সমূলে বিনাশ।
কুকর্ম্মে তখন আর নাহি হয় মতি,
সংশোধন কার্য্যে নাম সহায়ক অতি।"

অপরাহ্নে আজো হল নগর কীর্ত্তন
পরিক্রমা অন্তে প্রভু দিলেন ভাষণ।
এত বেশী ভিড় হল আজিকে সভায়
বহুজন বসিবার স্থান নাহি পায়।
দীর্ঘ চারি ঘণ্টা প্রায় চলিল ভাষণ
মন্ত্রমুগ্ধবৎ শোনে ভক্ত শ্রোতাগণ।
সুন্দর সুন্দর ছোট গল্পের মাধ্যমে
ধর্ম্ম আর নীতি শিক্ষা দেন ক্রমে ক্রমে।
অবশেষে হন প্রভু সমাধিমগন
পুলকে এ দিব্য দৃশ্য দেখে ভক্ত গণ।
সমাধি ভঙ্গের পর ভকতের দল
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা চরণ কমল।

পরদিন মৌন ত্যজি নয়টার পরে
ছুটিছেন কর্ম্ম হতে প্রভু কর্ম্মান্তরে।
তুলসী প্রণাম পূজা প্রার্থনার পর
মন্ত্রদীক্ষা দানে রত হলেন সত্বর।
স্নান অন্তে শ্রীঅঙ্গেতে বিভূতি লেপন
অতঃপর দ্বাদশাঙ্গে তিলক অঙ্কন।
হেথায় দিবসত্রয় প্রচারের শেষে
বিদায় গ্রহণ আজি পৌষের একুশে।

বিদায়ের ক্ষণ যত হয় সমাগত
ভক্ত জনতার ভিড় বাড়ে যেন তত।
ক্ষণিক দর্শন আর প্রণামের তরে
বুভুক্ষুর মত সবে হাহাকার করে।
কৃপা করে সকলেরে দিতে দরশন
করেন প্রণাম মঞ্চে প্রভু আরোহণ।
বেলা দুই ঘটিকায় তৈলযানে চড়ে
গেলেন নিকটবর্ত্তী বিমান বন্দরে।
ব্যোমযানে সঙ্গী তাঁর মাত্র তিন জন
অন্যেরা বাষ্পীয় যানে করিবে গমন।
বেলা চারিটার পর উচ্চশব্দ করে
ধীরে ধীরে ব্যোমযান উঠিল উপরে।
গাছপালা নদীনালা আর বাড়ীঘর
ক্ষুদ্র হতে ক্রমে ক্রমে হল ক্ষুদ্রতর।
দূরবীন চোখে দিয়ে প্রভু কিছুক্ষণ
দেখিলেন নীচেকার দৃশ্য অতুলন।
পাখা মেলে নভস্থলে উড়ে চলে যান
স্বল্পকাল মধ্যে হল যাত্রা অবসান।
বহুজন দমদম বিমান বন্দরে
আছে অপেক্ষিয়া অতি দীর্ঘক্ষণ ধরে।
প্রভুর দর্শনে সবে পুলকিত মনে
নবোদ্যমে ওঠে মেতে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
বিশ্বের বিখ্যাত এই বিমান বন্দর
মুহূর্ত্তের মধ্যে মহামন্ত্রেতে মুখর।
ভক্তবর শ্রীদুর্লভ গুরুগত প্রাণ
এনেছে প্রভুর লাগি সুসজ্জিত যান।
অবিলম্বে আরোহণ করি সেই যানে
বাহির হলেন প্রভু নৈশ অভিযানে।
ভক্তদের ঘরে ঘরে পদধূলি দিতে
ছুটিলেন অতঃপর প্রচণ্ড গতিতে।
কখন দক্ষিণ দিকে— উত্তরে কখন
পাঁচ ছয় গৃহে হল শুভ পদার্পণ।

অবশেষে রাত্রি দুই ঘটিকার পরে
উপনীত হন ভক্ত দুর্লভের ঘরে।
ভক্ত সনে আলাপনে রাত্রি কেটে যায়
শয্যায় গেলেন শেষে ভোর চারিটায়।

কর্ম্ম আর কর্ম্ম শুধু কর্ম্ম অবিরাম
নাই ছেদ নাই যতি নাহিক বিশ্রাম।
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই নাই দেহজ্ঞান
দিবারাত্র-মাঝে লুপ্ত বুঝি ব্যবধান।
বিচিত্র প্রভুর লীলা আদি অন্তহীন
কেমনে বুঝিব আমি দীন হতে দীন।
যতই যতন করি বুঝিতে তোমায়
না-বোঝার বোঝা যেন তত বেড়ে যায়।
কৃপা করি দাও ধরা ওহে দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৩

।। রোগলীলা ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠা-১৩৬৫ ।।
।। জটার দৈর্ঘ্যে সাধুত্বের বিচার।।
।। জটার জন্মকথা ।। ব্যাধিও মঙ্গলের জন্য ।।

জলপাইগুড়ি হতে ফিরিবার পর
কঠিন ব্যাধিতে হল শ্রীঅঙ্গ কাতর।
বুকে ব্যথা পিঠে ব্যথা ব্যাধি গুরুতর
উত্থানের শক্তি হল বিলুপ্ত সত্বর।
বাড়ে অতি দ্রুতগতি ব্যাধির প্রকোপ
স্বল্পকাল মধ্যে হল বাহ্যজ্ঞান লোপ।
ছোট বড় বৈদ্য কত করে আসি ভিড়
রোগীর অবস্থা দেখি সকলে গম্ভীর।

অক্‌সিজেন দিবে কিনা বিবেচনা করে
ভক্তদের নেত্র হতে অশ্রুধারা ঝরে।
পৌষের সংক্রান্তি দিন সমাগত প্রায়
শিষ্যভক্তগণ আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
দিগসুয়ে বহু কোটি রামনাম সহ
সেদিন প্রতিষ্ঠা রাম সীতাদি বিগ্রহ।
অবশেষে এল সেই বাঞ্ছিত লগন
প্রাতঃকাল হতে ভক্ত আসে অগণন।
মন্দির সম্মুখে মঞ্চ হয়েছে নির্ম্মাণ
চলিছে অখণ্ডভাবে সেথা নাম গান।
অদূরে বেষ্টনী মধ্যে শোভে যজ্ঞশালা
চারিদিকে অগণিত পত্রপুষ্পমালা।
মন্দিরের শীর্ষ হতে ভূতল পর্য্যন্ত
শোভে কত ফুলমালা নাই তার অন্ত।
রামনাম-লেখা খাতা মন্দির ভিতরে
স্তম্ভাকারে সুসজ্জিত রহে থরে থরে।
উৎসাহ আনন্দ নিয়ে আসে ভক্ত যত
মুহূর্ত্তের মধ্যে সবে হয় মর্ম্মাহত।
প্রভুর এ আকস্মিক ব্যাধির সংবাদে
ভরিল উৎসব ক্ষেত্র গভীর বিষাদে।

যতই অসুস্থ হোক প্রভুর শরীর
কেমনে ভক্তের টানে রহিবেন স্থির।
যজ্ঞেশ্বর পদধূলি না করিলে দান
কখনো হয় কি পূর্ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান!
গুরুগৃহ হতে তাই শয্যা ত্যাগ করে
উঠিলেন যানে প্রভু মধ্যাহ্নের পরে।
অতি সাবধানে সেই তৈলযান চলে
ধীরে ধীরে উপনীত হন যজ্ঞস্থলে।
আরাম কেদারা 'পরে শুয়ে অতঃপর
পৌঁছিলেন সংরক্ষিত বেষ্টনী ভিতর।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন পণ্ডিত
প্রভুর সহিত হন যজ্ঞে উপস্থিত।
এতক্ষণ ভক্তগণ ছিল ম্রিয়মাণ
অকস্মাৎ মরাগাঙ্গে এল যেন বান
মহানন্দে কেহ করে নামগান সুরু
কেহ ঘোষে—গুরু গুরু জয় জয় গুরু।
স্বল্পকালে স্তব্ধ হল আনন্দ প্লাবন
সমুদ্র প্রশান্ত মূর্ত্তি করিল ধারণ।
লোভ নাই কারো আজি অধিক পাবার
দর্শনেই তৃপ্ত যেন চিত্ত সবাকার।
শুভ আগমন হল যে মাত্র প্রভুর
বেদমন্ত্র নিনাদিত হল সুমধুর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আর হনুমানে
পূজিল পূজারীবৃন্দ শাস্ত্রীয় বিধানে।
যথাকালে হল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান
চারি ঘণ্টা পরে সাঙ্গ হল অনুষ্ঠান।
রাম সীতা প্রভৃতিরে এক এক করে
সযত্নে বসানো হল সিংহাসনোপরে।
প্রভুও সেবকস্কন্ধে করি আরোহণ
অচিরে শ্রীগুরুগৃহে করেন গমন।

সংক্রান্তির রাত্রি হতে সুরু মৌনব্রত
বহুপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয়েছে এমত।
দেহ ভাব লক্ষ্য করি গুরুমাতা কন—
"ঠিক নয় এ সময় মৌনাবলম্বন।
মৌন নিলে না করিবে ঔষধ সেবন,
লোকসঙ্গ সাধ্যমত করিবে বর্জ্জন।
পরিচর্য্যা কার্য্যে বিঘ্ন হবে উপস্থিত
সে কারণে এই ক্ষণে মৌন অনুচিত।
'সুবোধ বালক' সম প্রভুও তখন
গুরুমার আজ্ঞা শিরে করেন ধারণ।

ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পায় ক্রমাগত
শয্যা 'পরে বসি শত কর্ম্মে হন রত।
আচার্য্য শঙ্কর-কন্যা —'সই' প্রভুজীর
বিবাহের পাত্র তার করিলেন স্থির।
সই এর বয়স মাত্র তের বৎসর
সয়াটিও উপযুক্ত—শিক্ষিত সুন্দর।
নবগ্রামে লোকাভাব—নাম চলা ভার
করিলেন যথাযোগ্য সমাধান তার।
একদিকে অফুরন্ত কর্ম্মের প্রয়াস
তারই ফাঁকে থেকে থেকে হাস্য পরিহাস।
কখন ইংরাজী শব্দ করিয়া প্রয়োগ
করেন সবার সাথে রস উপভোগ।
আবার কখন প্রভু কহেন কৌতুকে—
"ইংরাজী না বলিলে কি প্রেসটিজ থাকে ?
তোরা সব সুশিক্ষিত বি-এ এম-এ পাশ,
একেও করিতে হবে ইংরাজী অভ্যাস।
'ফার্স্ট বুক' বইখানা তাই তো এখন
সযতনে করিবারে হবে অধ্যয়ন।"
শরীর অসুস্থ তাই পদের অদূরে
মাথা নত করি সবে প্রণমে প্রভুরে।
মায়ীগণ প্রণমিতে আসে যেই ক্ষণে
রসময় প্রভু কন সহাস্য বদনে—
"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না আমি সেজেছি ভাসুর।"
হাসে সবে শুনি এই মন্তব্য প্রভুর।

জটাধারী মৌনী সাধু এল একজন
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি তার অতি সুদর্শন।
দেখিতে শিবের মত নামও ভোলানাথ
সাষ্টাঙ্গে প্রভুর পদে করে প্রণিপাত।
কহিলেন প্রভু—"ওরে আয় সবে আয়
কত বড় সাধু দেখ্ এসেছে হেথায়।

জটা যত বড় হবে সাধু তত বড়
খোল্ বেটা দেখি জটা কার দীর্ঘতর।"
অসহায় নেত্র মেলি ভক্ত ভোলানাথ
সহাস্য শ্রীমুখ পানে করে দৃষ্টিপাত।
জটাধারী শিষ্য যত ছিল সেই স্থানে
অচিরে হাজির হল প্রভুর আহ্বানে।
কহিলেন প্রভু—"তোরা খোল্ জটা সবে
কার জটা বড় সে-টা মেপে দেখা হবে।"
জটার বন্ধন খুলি দাঁড়াল সকলে
ভকত ভোলার জটা লুটাল ভূতলে।
আভূমি বিস্তৃত জটা নাই কারো আর
তাই সে প্রথম স্থান করে অধিকার।
বিচারে দ্বিতীয় হল কিঙ্কর প্রণব
তৃতীয় হলেন প্রভু —তবু কী গরব।
কহেন সবারে ডাকি আনন্দ বারতা—
"তবু তো হয়েছি থার্ড —সে কি কম কথা!
ভোলা তবে গুরু হল চেলা সীতারাম।"
আবার হাসির রোল উঠিল উদ্দাম।

জটার প্রসঙ্গে প্রভু কহিলেন পরে—
"যতবার মৌন নিই চুলে জট ধরে।
মাতৃদেবী চিরুনিরে করি হাতিয়ার
প্রতিবার প্রতিকার করিতেন তার।
একবার মৌনকালে শিষ্য একজন
মাথায় বটের আঠা করিল লেপন।
স্বল্প কালে জটাজালে ভরে গেল মাথা
"কে করিল ক্রূর কর্ম্ম—"ক্রোধে কন মাতা।
অপরাধী ভয়ে ভয়ে কহে অবশেষে—
করেছি এ কাজ সেই প্রভুরই নির্দ্দেশে।
সীতারাম দেখে পরে —সে তো নয় জটা
মাথায় ঝুলিছে যেন সজিনার ডাঁটা।

কী বিপদ ! ও জিনিষ কভু রাখা যায়
খোলা ছাড়া রহিল না অপর উপায়।
সেও কি সহজসাধ্য ! বহু চুল ছিঁড়ে
বহু কষ্ট করে খোলা হল ধীরে ধীরে।
অবশেষে দীর্ঘ এক মৌনের সময়
এমন জটিল জটা হল মাথাময়,
মায়ের পক্ষেও খোলা না হল সম্ভব,
সেই থেকে এ জটার হয়েছে উদ্ভব।"

ব্যাধির প্রসঙ্গে প্রভু কহিলেন পরে—
"....ভগবান যা করেন মঙ্গলের তরে।
ব্যাধিতে আক্রান্ত যদি না হত শরীর
প্রণামের লাগি হত জনতা অধীর।
মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হত
ব্যাধিতে মঙ্গল এই হল প্রথমতঃ।
দ্বিতীয়তঃ আকস্মিক ব্যাধির কারণ
বিলম্বিত হল মৌন ব্রতাবলম্বন।
পায় নাই দীক্ষা যারা বহু চেষ্টা করে
হল তারা পূর্ণকাম এই অবসরে।
তৃতীয়তঃ ঋণগ্রস্ত জনৈক সন্তান
বিষম সঙ্কট হতে পেল পরিত্রাণ।
চতুর্থতঃ স্থির হল যোগ্য পাত্র সহ
গুরুপুত্র শঙ্করের কন্যার বিবাহ। ....."
শুধাইল সবিনয়ে শিষ্য একজন—
"কঠিন ব্যাধির কীবা ছিল প্রয়োজন ?
কিছুদিন পরে মৌন করিলে গ্রহণ
হত না কি এ সকল কর্ম্ম সম্পাদন ?"
প্রভু কন—"বিলম্বিত হলে মৌনব্রত
সত্যাশ্রয়ী সীতারাম সত্যভ্রষ্ট হত।
সব দিকে দৃষ্টি যাঁর সেই ভগবান
তোমা-আমা হতে কিছু বেশী বুদ্ধিমান।"

এ লীলা এ বাণীমালা অমৃত সমান
মূঢ় আমি নাহি পারি করিতে ব্যাখ্যান।
তবু দেব কৃপা করি দাস জনার্দ্দনে
দিও স্থান সুমহান ও রাঙা চরণে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৪

।। ওঙ্কারেশ্বরে মৌন —১৩৬৫-৬৬ ।।

।। গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু ।।

বঙ্গভূমি উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশে
ভ্রমিলেন প্রভু নাম প্রচার উদ্দেশ্যে।
মৌন গ্রহণের কাল সমাগত প্রায়
পরিক্রমা সাঙ্গ করি এলেন বাংলায়
সঙ্গী আর নামকারী কে রহিবে কোথা
করিলেন অবিলম্বে সে সব ব্যবস্থা।
এবার মৌনের ক্ষেত্র ওঙ্কারেশ্বর
যাত্রা লাগি যথাকালে হলেন তৎপর।
বালিতে রহেন তিনি বিদায়ের দিন
জনতার ভিড় সেথা বিরামবিহীন।
প্রভুরো কার্পণ্য নাই কৃপা বিতরণে
প্রথমতঃ মন্ত্রদান দীক্ষাপ্রার্থীগণে।
অনন্তর দীর্ঘক্ষণ প্রণাম গ্রহণ
ভাষণ শ্রবণে ধন্য হল ভক্তগণ।
সন্ধ্যার প্রার্থনা মৌন পূজার্চ্চনা শেষে
সুরু হল শুভ যাত্রা মাঘের একুশে।
কী ভিড় কী ব্যাকুলতা বিদায়ের ক্ষণে
লোক আর নাহি ধরে কেদার ভবনে।
গৃহ সম্মুখস্থ পথ লোকে লোকারণ্য
শ্রীচরণ দরশন করি সবে ধন্য।

তৈলযানে হাওড়াতে হলেন হাজির
ষ্টেশনেও জনতার অভাবিত ভিড়।
উপস্থিত রহিয়াছে শান্তিরক্ষীগণ
সহজে না হয় তবু ভিড় নিয়ন্ত্রণ।
উপদেশ ছলে প্রভু বিদায়ের ক্ষণে
কহিলেন ভক্তগণে ষ্টেশন প্রাঙ্গণে—
"আসে ভক্ত অগণিত দরশন আশে
সীতারামে তারা কেহ ভাল নাহি বাসে
সীতারাম রহিয়াছে ধরি ভগবানে
সে কারণ আগমন তোদের এখানে।
আজ যদি সীতারাম অপকর্ম্ম করে
দেখিবি না মুখ কেউ তোরা ঘৃণাভরে।
সার কথা শোন বাবা—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
সকলে বাসিস্ তোরা ভাল ভগবানে।
শাস্ত্র আর ভগবানে নাই ব্যবধান
শাস্ত্রপথে চলিবারে পণ কর প্রাণ।
উঠিতে বসিতে নাম কর সদা সবে
দুঃখ জ্বালা দূরে যাবে শান্তি লাভ হবে। ...."
এই মত কথামৃত আস্বাদন করে
ভক্তগণ নিমগন আনন্দ সাগরে।
যথাকালে বাষ্পযান হলে উপস্থিত
উঠিলেন প্রভু সব সেবক সহিত।
জনতারে পিছে ফেলে রেলগাড়ী চলে
কারো কারো আঁখি দুটি ভরে ওঠে জলে।
সেবানন্দ ধ্যানানন্দ কিঙ্কর সচ্চিৎ
রয়েছে এ তিন সঙ্গী প্রভুর সহিত।
গুরুপ্রেমী কতিপয় বিশিষ্ট সন্তান
সাময়িক সঙ্গলাভে হল যত্নবান।
মোগলসরায়ে এসে সেই শিষ্যগণ
প্রণামের পরে করে বিদায় গ্রহণ।
কাশীবাসী শিষ্যগণ দীর্ঘক্ষণ ধরে
আছে হেথা অপেক্ষিয়া দরশন তরে।

প্রয়াগ প্রভৃতি আরো অনেক ষ্টেশনে
বহু শিষ্যভক্ত এল প্রভুর দর্শনে।

দীর্ঘপথ পর্য্যটন সমাপন করে
এলেন তেইশে প্রাতে ওঙ্কারেশ্বরে।
অতঃপর ধামেশ্বর শিবের দর্শনে
নাম সঙ্কীর্ত্তন সহ গেলেন সগণে।
ভিক্ষাজীবী ছিল যত পথের দু'ধারে
নাম আর অর্থ দান হল সে সবারে।
প্রতিদিন মৌন শেষে সঙ্গীদের লয়ে
বেলা দশটার পর যান শিবালয়ে।
প্রভুর অভয় পদে জানাতে প্রণতি
শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আসে স্থানীয় নৃপতি।
বারোয়ানী অধিপতি— দেবী সিং নাম
প্রভুরে জানায় আসি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
কী অসীম ভক্তি তার—নাহিক তুলনা
দীক্ষা লাগি প্রভু পদে জানায় প্রার্থনা।
মন্ত্র নিতে নিত্য আরো আসে বহুজন
সবারে করেন প্রভু কৃপা বরিষণ।

মাঘের আটাশে সান্ধ্য জপ পূজা শেষে
আশ্রমিকগণ এল প্রভুর সকাশে।
একে একে করে তারা প্রশ্ন নিবেদন
মুহূর্ত্তেই সমস্যার হয় নিরসন।
অবশেষে সকলেরে কহিলেন প্রভু—
"যদি কোন প্রশ্ন জাগে কারো চিতে কভু
মনে মনে জানাবি তা করি দণ্ডবৎ,
মনে যা ভাসিবে তাই ঠাকুরের মত।"
প্রভুর নির্দ্দেশে পরে সঙ্গীশিষ্যগণ
আরম্ভিল উচ্চকণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন
মধ্যরাত্রে প্রসাদের পর্ব্ব হলে শেষ
শিষ্যগণে প্রভু পুন দিলেন নির্দ্দেশ—

"তোরা সবে অবিলম্বে করে নে প্রণাম
স্বল্পক্ষণ মধ্যে মৌন নিবে সীতারাম।"
যথাকালে সাঙ্গ হলে প্রণাম সবার
করিলেন রুদ্ধ প্রভু কুটীরের দ্বার।
" বাবা বাবা " ডাকে কেহ সকাতরে অতি
প্রভুর নাহিক লক্ষ্য কোন কিছু প্রতি।

দিন দিন কঠোরতা বাড়ে মৌনব্রতে
সতত রহেন মগ্ন আপন জগতে।
আহার ক্রমশঃ হ্রাস পায় পরিমাণে
নাই রুচি সংবাদের আদান-প্রদানে ।
গুরুপুত্র শ্রীশঙ্কর ব্যাকুলতাভরে
আষাঢ়ে এলেন এই ওঙ্কারেশ্বরে।
ভিতরে প্রবেশে কারো নাই অনুমতি
গুরুপুত্র শঙ্করের অবারিত গতি।
মৌনকুঠী মধ্যে গিয়ে মধ্যাহ্নের পর
প্রণমিল প্রভু পদে আচার্য্য শঙ্কর।
ভাইপো বিমল আছে তাহার সহিত
বসিবার তরে প্রভু করেন ইঙ্গিত।
ভাইপোর আচরণ স্বাভাবিক নয়
গুরুপুত্র নিবেদিল তাহার বিষয়।
অবশেষে মৌন ত্যাগ করিবার তরে
সবিনয়ে গুরুপুত্র অনুরোধ করে।
বহুদিন পরে সুরু ভাব বিনিময়
লিখিলেন প্রত্যুত্তরে প্রভু প্রেমময়—
"গুরুপুত্র তুই মোর পুত্রের সমান
করি তোকে স্নেহ সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মান।"
শঙ্কর সংকোচে শীঘ্র কহে পুনরায়—
"ও কথা কহেন কেন আপনি আমায়!"
অতঃপর গুরুপুত্রে শুধালেন লিখে—
"তুই কেন বার বার তাকাস্ ওদিকে ?

গুরুপুত্র অবিলম্বে করে নিবেদন—
"ওদিকে রয়েছে সব ত্যাগী ভ্রাতাগণ।
বহুদিন ধরে সবে গুরুসঙ্গহারা
দরশন লাগি তাই ব্যাকুলিত তারা।"
অবিলম্বে বাহিরেতে করি আগমন
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।

আষাঢ় চব্বিশে প্রাতে নিত্যকার মত
গুরুপুত্র হল প্রভু পাদপদ্মে নত।
অতঃপর সকাতরে জানায় মিনতি—
"আজি হতে মৌনব্রতে ঘটুক বিরতি।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল সমাগত প্রায়
এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্য হউক হেথায়।
আর হেথা চারি মাস চলুক শ্রীনাম।"
জবাব দিলেন লিখে প্রভু সীতারাম—
"যদি মোর ঠাকুরের অভিপ্রেত হয়
সীতারাম মৌনভঙ্গ করিবে নিশ্চয়।"
গুরুপুত্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করি
প্রার্থনা জানায় পুন শ্রীচরণ ধরি।
স্থির না থাকিতে প্রভু পারিলেন আর
দেবগৃহে গিয়ে রুদ্ধ করিলেন দ্বার।
গুরুমূর্ত্তি সম্মুখেতে করি প্রণিপাত
করিলেন মৌনব্রত ভঙ্গ অচিরাৎ।
কহিলেন গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্করে
"চল্ যাই দরশনে 'ওঙ্কারেশ্বরে'।"
রটি গেল দিকে দিকে শুভ সমাচার
শিষ্যভক্তদের চিত্তে আনন্দ অপার।
পুণ্য দরশন লভি তৃপ্ত সর্ব্বজন
শ্রীমুখের কথামৃতে জুড়ায় শ্রবণ।
নানাস্থান হতে আসে শিষ্যভক্তদল
ধন্য হয় স্পর্শি রাঙা চরণকমল।

গুরুরূপে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান
তত্ত্বতঃ এ দু'য়ে কোন নাই ব্যবধান।
গুরুকৃপা বিনা নাহি মিলে ভগবান
ভগবান হতে তাই গুরু গরীয়ান।
গুরুভক্ত সীতারাম গুরুগতপ্রাণ
গুরুপুত্র তাঁর চক্ষে গুরুর সমান।
শাস্ত্রসমূহেরো এই স্পষ্ট অভিমত—
গুরুমাতা গুরুপুত্র মান্য গুরুবৎ।
বচনে ও আচরণে এই মহাসত্য
প্রভুর জীবনে নিত্য হয়ে ওঠে মূর্ত্ত।
এই তত্ত্ব নরলোকে প্রচারের তরে
আপনি আচরি প্রভু শিখান অপরে।
এ দাসের মিটিল না বিষয় পিপাসা
না জন্মিল গুরুপদে ভক্তি ভালবাসা।
কৃপা করি দাও যদি অভয় চরণ
তবেই কৃতার্থ হবে দাস জনার্দ্দন।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৫

।। ওঙ্কারেশ্বরে চাতুর্ম্মাস্য—১৩৬৬।।

মৌনব্রত অবসানে চব্বিশে আষাঢ়
চাতুর্ম্মাস্য সুরু হল স্বল্প পরে তার।
চাতুর্ম্মাস্যে নামগান হবে চারি মাস
যথাকালে সমারোহে হল অধিবাস।
মঠের অদূরে এক ধরমশালাতে
মহানাম সঙ্কীর্ত্তন চলে দিনেরাতে।
'নামনীড়' নাম হল ধরমশালার
প্রভুর-ও ঠিকানা হল এটাই এবার।

নামীর সান্নিধ্য আনে নামেতে জোয়ার
নামের ধারায় যেন ভাসে চারিধার।

কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হয় অবিরত
অতি ভোরে শয্যাত্যাগ চিরাভ্যাস মত।
প্রাতঃকৃত্য শেষে নিত্য ভস্মস্নান তরে
আসনস্থ হন স্বীয় কক্ষ অভ্যন্তরে।
সঙ্গীশিষ্য সেবানন্দ সযত্নে তখন
করে দেয় শ্রীঅঙ্গেতে বিভূতি লেপন।
আর করে নিষ্ঠাভরে তিলক অঙ্কন,
ধীরে ধীরে ভিড় করে ভক্ত বহু জন।
ধ্যানাদির উপযোগী শান্ত পরিবেশ
জনতার কলরবে হয় নিরুদ্দেশ।
এ ব্যবস্থা হল তাই সত্বর বাতিল
স্বহস্তে করেন সব দ্বারে দিয়া খিল।
মৌনান্তে বাহিরে আসি দশটার পরে
সদলে দর্শনে যান ওঙ্কারেশ্বরে।
প্রভুর নির্দ্দেশে আগে চলে মায়ীগণ
ছেলেরা পিছনে চলে করি সঙ্কীর্ত্তন।
স্ত্রী-পুরুষ মাঝে চাই স্পষ্ট ব্যবধান
সর্ব্বত্র আপোষহীন তাঁর এ বিধান।
দর্শন প্রণাম শেষে আসে সবে ফিরে
সুরু হয় নামনীড়ে প্রার্থনা অচিরে।
পৃথক পৃথক ভাবে নর-নারীগণ
দু'দিকে দাঁড়িয়ে মন্ত্র করে উচ্চারণ।
এতেও না তৃপ্ত হয় প্রভুর অন্তর
বন্ধ হল এ ব্যবস্থা স্বল্পকাল পর।
জগৎকল্যাণকামী প্রভুর বিধানে
প্রার্থনা আরম্ভ হল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।
প্রথমে প্রার্থনা করে ছেলেরা সকলে
প্রণমে প্রার্থনা অন্তে চরণ কমলে।

সুরু হয় শীঘ্র ফলপ্রসাদ বণ্টন
মাতৃনীড়ে প্রভু ধীরে করেন গমন।
প্রার্থনায় যোগদান করে মায়ীগণ,
যথাকালে সাঙ্গ হলে প্রণাম গ্রহণ
নামনীড়ে যান ফিরে প্রভু দয়াময়
পত্রসেবাদিতে রত হন এ সময়।

মধ্যাহ্ন ভোগের ঘণ্টা বাজে অতঃপর
প্রার্থনা করাতে পুন হন অগ্রসর।
প্রার্থনার পর সুরু প্রসাদ পরব
বর্ণাশ্রম অনুসারে বসে ভক্ত সব।
স্বল্প দূরে মোরেশ্বর পাণ্ডাজীর ধাম
'কেদার ভবন' প্রভু দিয়েছেন নাম।
চাতুর্ম্মাস্যে হয় হেথা ভোগাদি রন্ধন
নানাভাবে সেবা করে গৃহবাসীগণ।
ছেলেরা প্রথম যায় প্রসাদ গ্রহণে
মায়ীগণ নাম রক্ষা করে সেই ক্ষণে।
তিনটা অবধি নাম করে মায়ীগণ
ছেলেদের সেথা যেতে বারণ তখন।

প্রসাদ গ্রহণ অন্তে মধ্যাহ্নের পরে
প্রভুর বিশ্রাম নাই ক্ষণকাল তরে।
কখন লেখেন বসে পত্রের উত্তর
পত্রিকার সেবা কার্য্যে কভু তৎপর।
ফাঁকে ফাঁকে উঠে গিয়ে করেন সন্ধান
ঠিকমত চলে কিনা মঞ্চে নাম গান।
খোঁজ নেন পেল কিনা প্রসাদ সকলে
পরিবেশনাদি ঠিক চলে কি না চলে।
অভুক্ত অতিথি কেহ এসে যদি পড়ে
নিজে গিয়ে অভ্যর্থনা করেন সাদরে।
দর্শনপ্রার্থীর যদি হয় আগমন
প্রথমে শুধান তারে—"হয়েছে ভোজন ?"

অন্নগ্রহণেতে কেউ জানালে আপত্তি
দেয়া হয় ফল মূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি।
এই মত নানা কাজে বেলা বয়ে যায়
যোগ দেন যথাকালে সান্ধ্য প্রার্থনায়।
প্রার্থনান্তে সমবেত মৌন স্বল্পক্ষণ
অনন্তর সবাকার প্রণাম গ্রহণ।
ঢঙ্ ঢঙ্ ঘণ্টা বেজে ওঠে আরতির
এইবার লক্ষ্য তাঁর মায়েদের নীড়।
প্রার্থনা প্রণাম সেথা হলে সমাপন
নামমঞ্চ অভিমুখে করেন গমন।
মহানন্দে মত্ত হয়ে শিষ্যভক্তগণ
নৃত্য সহ উচ্চকণ্ঠে করে সঙ্কীর্ত্তন।
বহুভক্ত কণ্ঠোত্থিত নামের প্রতাপে
আকাশ বাতাস যেন থর থর কাঁপে।
শিষ্য আর ভক্তগণে হয়ে পরিবৃত
শ্রীনাম শ্রবণে প্রভু রহেন নিরত।
উপদেশ দেন কভু শিষ্যভক্তগণে—
"কোন কষ্ট নাই বাবা শ্রীনাম শ্রবণে।
শোন্ বসে হ'স্ যদি কীর্ত্তনে অক্ষম
তাতেই লভিবি ফল অতীব উত্তম।"
তিন চারি ঘণ্টা চলে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন
অতঃপর প্রসাদান্তে বিশ্রাম গ্রহণ।
প্রভু স্বীয় ক্ষুদ্র কক্ষে রুদ্ধ করি দ্বার
পত্রসেবা কার্য্যে রত হন পুনর্ব্বার।
কোন দিন একটায় কভু আরো পরে
শয়ন করেন প্রভু বিশ্রামের তরে।

নীলাচলে শ্রীমন্দিরে পশ্চিমের দ্বারে
চলিছে অখণ্ড নাম দীর্ঘকাল ধরে।
পুরী পৌর-কর্ত্তৃপক্ষ করেছেন স্থির
ভেঙ্গে দিবে অচিরে এ নামের মন্দির।

তথাকার ভক্তগণ গণিয়া প্রমাদ
অবিলম্বে প্রভু পার্শ্বে পাঠায় সংবাদ।
ওঙ্কারেশ্বরে প্রভু পেয়ে এ খবর
পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন সত্বর।
নামনীড় ম্লান তাই বিরহ ব্যথায়
বিদায়ের ক্ষণে সবে পিছু পিছু যায়।
প্রভুর সঙ্গেতে মাত্র যাবে তিন জন
পথিমধ্যে ভক্ত এক করে নিবেদন—
"অনুমতি হলে দেব গিয়ে তব সাথে
দরশন করে আসি নীলাচলনাথে।"
প্রভু কন—"তোর এখন যাওয়া নাহি হবে
তুই গেলে দলে দলে যেতে চাবে সবে।
তার চেয়ে হেথা থেকে নামগান কর্
সীতারাম ফিরে পুন আসিবে সত্বর।
আর যদি জগন্নাথে করিতে দর্শন
হয়ে থাকে অতিশয় ব্যাকুলিত মন,
এই দিকে একবার কর্ দৃষ্টিপাত
মনোরথ পূর্ণ করি দেখ্ জগন্নাথ।"
এত বলি লীলাময় হেসে অচিরাৎ
দাঁড়ালেন ঠুঁটো সেজে বক্র করি হাত।
চলমান জগন্নাথ বিগ্রহ চরণে
প্রণমিল ভক্তগণ পুলকিত মনে।

যথাকালে নীলাচলে হয়ে উপনীত
ভক্তগণ সাথে প্রভু হলেন মিলিত।
এসেছেন অকস্মাৎ অতি সংগোপনে
তবু ভক্তশিষ্য বহু এল দরশনে।
মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী গোপীনাথ
এলেন প্রভুর সাথে করিতে সাক্ষাৎ।
পণ্ডিত প্রবরে পেয়ে পুলকিত মনে
হলেন নিরত প্রভু নানা আলাপনে।

পশ্চিম দ্বারের নামে ছিল যে বিপত্তি
ইতিমধ্যে সে সবের হয়েছে নিষ্পত্তি।

স্বল্পকাল পুরীধামে অবস্থান করে
এলেন আবার প্রভু ওঙ্কারেশ্বরে।
প্রবল প্রতাপে নাম চলে অনুখন
সুরু হল ভাদ্রে নাম মহিমা কীর্ত্তন।
দুই বর্ষ কাল পূর্ব্বে মৌনের সময়
ভেসেছিল চিত্তে নাম মহিমা বিষয়।
তা এখন রূপায়ণ ওঙ্কারেশ্বরে
'মহিমা' কীর্ত্তন চলে প্রহরে প্রহরে।
কীভাবে গাহিতে হবে এই সব গীতি
দেখান স্বয়ং প্রভু সেই রীতি নীতি।
সে কী নৃত্য আর সে কী প্রচণ্ড কীর্ত্তন!
নামনীড়ে বহে যেন আনন্দ প্লাবন!
যেই স্থানে নাম-নামী করে অবস্থান
বৈকুণ্ঠপুরীও নয় তাহার সমান।
কলির নাহিক সেথা প্রবেশাধিকার
সেথায় আনন্দ শুধু আনন্দ অপার।
মহাভাগ্যবান যারা প্রভুগত প্রাণ
এ আনন্দধারা মাঝে করে নিত্য স্নান।

কী দোষে এ দেশে দাসে দিলা নির্ব্বাসন
এখানে যে আনন্দের দুর্ভিক্ষ ভীষণ!
এ দেশে আলোর চেয়ে আঁধার অধিক
আনন্দ বাহ্যিক হেথা কভু পৈশাচিক!
কৃপা করি নিয়ে চল জনার্দ্দন দাসে
আলোয় আনন্দে ভরা শ্রীচরণ পাশে।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৬

।। ক্যান্‌সার হাসপাতালে পদার্পণ—১৩৬৬।।
।। বামুনপাড়ায় অখণ্ড নাম।। কারাগারে দীক্ষাদান।।

পুণ্য নর্ম্মদার তীরে চাতুর্ম্মাস্য শেষে
চলিলেন দয়াময় প্রভু বঙ্গদেশে।
পথিমধ্যে কাশীধামে স্বল্প অবস্থান
পৌঁছিলেন বর্দ্ধমানে, ছয়ই অঘ্রাণ।
'কলকাতার ঠাকুরের' ব্যাধি সুকঠিন
রয়েছেন হাসপাতালে চিকিৎসা-অধীন।
পণ্ডিত প্রবরে রাতে দিতে দরশন
ক্যান্‌সার হাসপাতালে করেন গমন।
আনন্দে যোগেন্দ্রনাথ যেন আত্মহারা
দু'নয়ন হতে তাঁর ঝরে অশ্রুধারা।
শুধালেন সবিনয়ে প্রভু করজোড়ে—
"বলুন আদেশ কীবা এ দাসের 'পরে।"
প্রভুর উদ্দেশ্যে কহে পণ্ডিতপ্রবর—
"করে দাও রোগমুক্ত আমায় সত্বর।
যাঁর ঘরে শত শত গোলাভরা ধান
তাঁর পুত্র অনাহারে হারাবে কি প্রাণ?"
প্রভু কন—"দৃষ্টি আর হস্তের পরশে
বহু সাধু রোগারোগ্য করে অনায়াসে।
সীতারাম কখনো ও পথে যায় নাই
গুরুর কৃপায় এ'র নাহিক সিদ্ধাই।"
স্বল্প পরে করিলেন পুন সংযোজন—
"মৌন সাধনায় শীঘ্র হবে এ মগন।
সীতারাম করিবে যে তপ সে সময়
তার লক্ষ্য হবে তব রোগ নিরাময়।"
অনন্তর ভক্তগণে দিতে দরশন
'কেবিন' সংলগ্ন ছাদে করেন গমন।

হেথাকার সহাধ্যক্ষ প্রভুর সন্তান
ছাদেতে মণ্ডপ এক করেছে নির্ম্মাণ।
পুষ্পমাল্যে সুশোভিত মঞ্চের উপর
দাঁড়ালেন কৃপা করি প্রভু অতঃপর।
দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষিয়া আছে ভক্তগণ
ধন্য হল স্পর্শি সবে অভয় চরণ।
শিষ্যভক্তগণে কৃপা বরিষণ করে
দর্শন দিলেন পুন পণ্ডিত প্রবরে।
পণ্ডিতেরে নতি করি রাত্রি বারটায়
হাঁসপাতাল হতে প্রভু নিলেন বিদায়।
পথিমধ্যে চৌরঙ্গীতে করিয়া গমন
নলিনীরঞ্জন বৈদ্যে দেন দরশন।
এই মত অভাবিত কৃপা লভি বৈদ্য
ভাবে মনে শুভক্ষণে দিবারম্ভ অদ্য।
আনন্দে আবেগে তার দু'নয়ন হতে
মুক্তাবিন্দু সম অশ্রু লাগিল ঝরিতে।
আরো চারি স্থানে করি পদধূলি দান
করেন সমাপ্ত প্রভু নৈশ অভিযান।
শেষরাতে পৌঁছিলেন কেদার ভবনে
অতঃপর অবসর বিশ্রাম গ্রহণে।

বালী হতে যাত্রা করি পরদিন প্রাতে
সদলে হাজির হন বামুনপাড়াতে।
বর্দ্ধমান জিলা মাঝে ক্ষুদ্র এই গ্রাম
প্রতিষ্ঠিত হল হেথা অখণ্ড শ্রীনাম।
সাতই আটই আর নয়ই অগ্রাণ
হেথায় প্রভুর হল শুভ অবস্থান।
পুণ্য দরশন আর স্পর্শ অভিলাষে
হাজার হাজার ভক্ত প্রতিদিন আসে।
প্রভাতে বসেন প্রভু প্রণাম গ্রহণে
সারাদিন কাটে প্রায় একই আসনে।

তবু শেষ নাহি হয় দর্শন প্রণাম
জনতার স্রোত যেন বহে অবিরাম।
এর-ই ফাঁকে হন প্রভু মন্ত্রদানে রত
দীক্ষার্থীর সংখ্যা নিত্য তিন চারি শত।
প্রভু আর জ্যেষ্ঠ তাঁর, বঙ্কিম রচিত
'শুকদেব' 'খনা' হেথা হল অভিনীত।
রাত জেগে অভিনয় করেন দর্শন
দিনে চলে অবিরাম কৃপা বিতরণ।

হেথায় প্রচার পর্ব্ব করি সমাপন
সদলে আসানসোলে উপনীত হন।
অত্যধিক কর্ম্মভারে ক্লান্ত কলেবর
রোগেতে আক্রান্ত হল অতীব সত্বর।
অসুস্থ দেহেও কর্ম্মে নাহিক বিরতি
দীক্ষাদান প্রণামাদি চলে যথারীতি
কিঙ্কর প্রণব কয় মধ্যাহ্ন সময়—
"দেহ তব সুস্থ নয় দেখে মনে হয়।"
প্রভু কন—"এ এখন পারছে না আর
ব'য়ে ব'য়ে বেড়াতে এ দেহটার ভার।"
কিঙ্কর প্রণবানন্দ অতীব সত্বর
জানালো সবারে এই ব্যাধির খবর।
বৈদ্য এল —কহিলেন প্রভু সীতারাম—
"রোগ নয় —দেহ এবে চাহিছে বিশ্রাম
বিশ্রাম পেলেই সুস্থ হবে কলেবর
কিন্তু এবে বিন্দুমাত্র নাহি অবসর।
দেহটারে কর্ম্মক্ষম রাখিবার মত
ঔষধ প্রয়োগ কিছু কর আপাততঃ।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত ভক্ত বৈদ্যবর
দিল 'কোরামিন' সহ ঔষধ অপর।

কারাধ্যক্ষ মৃত্যুঞ্জয় অতীব যতনে
নামগানে উৎসাহিত করে বন্দীগণে।

কারাগৃহে পদধূলি করিতে প্রদান
কারাপাল সবিনয়ে জানায় আহ্বান।
প্রভুর অসীম কৃপা পতিতের 'পরে
সম্মতি দিলেন তাই সানন্দ অন্তরে।
অধ্যাপক শিষ্য ননী শুধায় তখন—
"দীক্ষাপ্রার্থী হয় যদি কারাবন্দীগণ ?"
প্রভু কন—"বন্দীগণ প্রার্থী যদি হয়
দীক্ষা দিতে হৃষ্ট চিতে যাবে এ নিশ্চয়।"
তিন শত দীক্ষার্থীরে মন্ত্র করি দান
ভোগ অন্তে তৈলযানে কারাগারে যান।
কারার সম্মুখে এসে প্রভু সীতারাম
করিলেন ভূলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
প্রভাত সময় হতে কারাবন্দীগণ
করিতেছে অবিরাম নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রভুর দর্শন লভি পুলকিত মনে
লুটালো সত্বর সবে অভয় চরণে।
শ্রীনামে মুখর হল গগন পবন
কারাগার হল যেন বৈকুণ্ঠ ভবন।
আট জন কারাবন্দী বহু ভাগ্যফলে
বসেছে কম্বলাসনে বিল্ববৃক্ষতলে।
আনন্দে আগ্রহে তারা জুড়ি দুই কর
জপিতেছে 'গুরু' 'গুরু' মন্ত্র নিরন্তর।
পতিতপাবন প্রভু করি দীক্ষাদান
দিলেন তাদের স্বীয় চরণেতে স্থান।
ভোগের প্রসাদ আনি সঙ্গীশিষ্যগণ
নূতন দীক্ষিতগণে করালো ভোজন।
নামকারী অন্য সব কারাবন্দীগণে
বাতাসা প্রসাদ দেয়া হল সযতনে।
কারার বাহিরে আসি প্রভু অতঃপর
বসিলেন উচ্চ এক কাষ্ঠাসনোপর।
অগণিত ভক্ত হেথা—লোকে লোকারণ্য
অভয় চরণ স্পর্শি হয় সবে ধন্য।

প্রণাম গ্রহণ পর্ব্ব হলে সমাপন
কতিপয় ভক্তগৃহে হল পদার্পণ।
সন্ধ্যাকালে সাঙ্গ হলে ভজন পূজন
পুরোদ্যানে সভাস্থলে করেন গমন।
সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ভাষণের পর
বেড়ে গেল অসুস্থতা গায়ে এল জ্বর।
তবু সভা সাঙ্গ হলে বসি দীর্ঘক্ষণ
সবার প্রণাম প্রভু করেন গ্রহণ।

ব্যাধির প্রকোপ শীঘ্র বাড়ে অতিশয়
পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী পরিত্যক্ত হয়।
বিশ্রাম ব্যতীত আর নাই গত্যন্তর
সে কারণে রাণীগঞ্জে এলেন সত্বর।
সদানন্দ চক্রবর্ত্তী চিহ্নিত সন্তান
তার গৃহে এই কালে শুভ অবস্থান।
চিকিৎসায় হল রত বৈদ্য তিন জন
শিষ্যভক্ত সেবা যত্ন করে অনুখন।
কিছুদিন মধ্যে ব্যাধি লইল বিদায়
প্রচারের কার্য্য সুরু হল পুনরায়।

যাঁর নামগুণে আর পবিত্র পরশে
দেহরোগ ভবরোগ পালায় নিমেষে,
ব্যাধি তাঁরে স্পর্শিবারে পারে কি কখন
এ কি নয় স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণা বরণ !
সবাকার পাপভার টেনে নিয়ে নিজে
নীলকণ্ঠ সেজে পাও মহানন্দ কী যে!
দুঃখজ্বালা হতে অন্যে দিতে অব্যাহতি
দুঃখানলে নিত্য দাও নিজেরে আহুতি!
মূঢ় আমি ভক্তিহীন সবার অধম
বুঝিতে না পারি তব লীলা অনুপম।
অধমের অক্ষমতা ক্ষমি নিজগুণে
দাও ঠাঁই শ্রীচরণে দাস জনার্দ্দনে।

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৭

।। কাশী-দ্বারকা-প্রভাস-পুষ্কর-বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন—১৩৬৬।। মহামুনি দুর্ব্বাসার মহত্ত্ব ।।
।। শ্রীনামের মাহাত্ম্য ।।

বাঙলার দিকে দিকে প্রচারের শেষে
যান তীর্থে দূর দেশে প্রচার উদ্দেশ্যে।
পৌষের পাঁচই লয়ে সঙ্গী চারি জন
প্রথমতঃ কাশীধামে উপনীত হন।
দর্শনার্থী ভক্ত আসে হাজার হাজার
মহা সমারোহে হেথা চলিল প্রচার।
দীক্ষা লভি ধন্য হয় ভক্ত শত শত
নামের ধ্বনিতে পুণ্য তীর্থ মুখরিত।
হেথা দিন পাঁচ প্রায় প্রচারের পর
দ্বারকার অভিমুখে হন অগ্রসর।
দীর্ঘ পথ বাষ্পযানে করি পর্য্যটন
পুণ্যধাম দ্বারকায় উপনীত হন।
সঙ্গীগণ সহ প্রভু করি সঙ্কীর্ত্তন
দ্বারকানাথেরে অগ্রে করেন দর্শন।
শোভে বহু মন্দিরেতে অসংখ্য বিগ্রহ
দেখিলেন সে সকল সঙ্কীর্ত্তন সহ।

তৈলযানে আরোহণে পরদিন প্রাতে
সদলে হাজির হল ভেট দ্বারকাতে।
পাণ্ডা গিরিধারীলাল অতীব যতনে
নিয়ে গেল মন্দিরেতে বিগ্রহ দর্শনে।
প্রভুরে পরিয়ে পুষ্পমাল্য তাড়াতাড়ি
নিবেদিল শ্রদ্ধাভরে পাণ্ডা গিরিধারী—
"আগামী চাতুর্ম্মাস্য হেথা করিবারে
নোটিশ দ্বারকাধীশ দিল আপনারে।"

প্রভু কন—"শ্রীগুরুর ইচ্ছা যদি হয়
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত হবে হেথায় নিশ্চয়।"
সঙ্গীগণ সহ প্রভু রাত্রে পুনরায়
ফিরিলেন দ্বারকার ধরমশালায়।

পরদিন প্রাতে প্রভু পূজাদির শেষে
নামগান সহ যান মন্দির উদ্দেশ্যে।
ধামেশ্বরে শ্রদ্ধাভরে দর্শনের পর
দেখিলেন তথাকার বিগ্রহ বিস্তর।
মুনিবর দুর্ব্বাসার মন্দির দর্শনে
অতীতের ইতিহাস জাগিল স্মরণে।
অনতিবিলম্বে বসি মন্দির প্রাঙ্গণে
কহিলেন সে কাহিনী সঙ্গীশিষ্যগণে—
"মহামুনি দুর্ব্বাসার আদিগন্ত খ্যাতি
একদা হলেন তিনি কৃষ্ণের অতিথি।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসহ নিত্য ভক্তিভরে
করেন কত না সেবা যত্ন মুনিবরে।
একদিন কৃষ্ণচন্দ্রে কহে মহামুনি—
'রথে তুলে টানো মোরে তুমি ও রুক্মিণী।'
মনোরম রথ করি অচিরে নির্ম্মাণ
আদেশ পালনে কৃষ্ণ হন যত্নবান।
আর একদিন মুনি কন পুনরায়—
'আমার প্রসাদ তুমি মাখ সারা গায়।'
পদতল বাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন
সর্ব্বাঙ্গে করেন সেই প্রসাদ লেপন।
ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বল্পকাল পরে
ত্যজিলেন দিব্য দেহ শবরের শরে।
জানিলেন মুনিবর যোগশক্তি বলে
প্রসাদ মাখেনি কৃষ্ণ শ্রীচরণতলে।
করিতেন যদি পদে প্রসাদ লেপন
না পারিত সেথা শর বিঁধিতে কখন।

দুর্ব্বাসার মহত্ত্বের পেয়ে পরিচয়
শ্রদ্ধায় ভরিল সব ভক্তের হৃদয়।
মন্দির নির্ম্মাণ করি ধামবাসীগণ
মহান মুনির মূর্ত্তি করিল স্থাপন।"
মন্দিরের ইতিবৃত্ত করিয়া শ্রবণ
পুলকিত সমবেত ভক্তশিষ্যগণ।
দ্বারকার পাণ্ডা আর মঠাধীশগণ
প্রভু প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ।
সঙ্গসুখ আশে তারা করে আনাগোনা
নিজ নিজ মঠে যেতে জানায় প্রার্থনা।

পবিত্র দ্বারকাধাম পরিক্রমা শেষে
হাজির হলেন প্রভু সদলে প্রভাসে।
ত্রিবেণী সঙ্গম-আদি করি দরশন
পবিত্র পুষ্কর তীর্থে উপনীত হন।
স্নান করি পুষ্করের সুনির্ম্মল নীরে
চলিলেন নাম সহ ব্রহ্মার মন্দিরে।
আরো বহু মন্দিরেতে করি দরশন
রাত্রিকালে জয়পুরে উপনীত হন।
গোবিন্দ দর্শনে অগ্রে গেলেন সদলে
কার্য্য সিদ্ধ নাহি হল দ্বার রুদ্ধ ব'লে।
রজনী যাপন করি ধরমশালায়
গেলেন দর্শন আশে প্রাতে পুনরায়।
সম্মুখে চলেন প্রভু করি নামগান
হাতে করতাল আর কাঁধেতে নিশান।
পশ্চাতে কীর্ত্তন করি সঙ্গীদল চলে
চারিদিক হতে ভক্ত এল দলে দলে।
শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করে চরণকমল।
ভক্তগণে পেয়ে প্রভু পুলকিত মনে
উঠিলেন মত্ত হয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
আগন্তুকগণে কৃপা করি বরিষণ
সবে মিলে করিলেন গোবিন্দ দর্শন।

দরশন করি আরো মন্দিরে মন্দিরে
ধরমশালায় পুন আসিলেন ফিরে।
মধ্যাহ্নের পূজা আর ভোগাদির পর
বৃন্দাবন অভিমুখে হন অগ্রসর।

রাত্রি প্রায় বারটায় নেমে মথুরাতে
চলিলেন টাঙ্গাযোগে সেই মধ্যরাতে।
বৃন্দাবনে মাল্যবতী আশ্রমের দ্বারে
দাঁড়ালেন লীলাছলে প্রভু চুপিসারে।
তাঁরই নির্দ্দেশমত সঙ্গী এক জন
জানালায় করে জোরে আঘাত তখন।
আশ্রম রক্ষক সত্য উঠিয়া অচিরে
শুধায় চীৎকার করে —"কে হোথা বাহিরে ?"
সংক্ষেপে কহেন—"চোর"—প্রভু রসময়
কণ্ঠস্বরে সত্য পেল সত্য পরিচয়।
"বাবা বাবা"—চীৎকার করি অচিরাৎ
ছুটে এসে শ্রীচরণে করে প্রণিপাত।
অবিলম্বে আশ্রমের মায়ীরা সকলে
প্রণমিল মহানন্দে চরণকমলে।
প্রধান পাণ্ডাজী পেয়ে প্রভুর খবর
পরিবার বর্গ সহ আসিল সত্বর।
ধন্য হল বন্দি সবে অভয় চরণ
নিশীথে আনন্দে মগ্ন আশ্রম প্রাঙ্গণ।

পৌষ মাস—শীত হেথা তীব্র অতিশয়
উঠিলেন ভোরে প্রভু নির্দ্দিষ্ট সময়।
প্রভাতের পূজা পাঠ প্রার্থনার পরে
পথে প্রভু বাহিরান প্রচারের তরে।
সঙ্গীগণ উচ্চকণ্ঠে গাহে মহানাম
নামগানে পুণ্যতর হল পুণ্যধাম।
গোবিন্দ মন্দিরে অগ্রে সঙ্কীর্ত্তন সহ
দরশন হল রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ।

অতঃপর কেশীঘাটে করি সবে স্নান
দেখিলেন মন্দিরাদি বহু পুণ্যস্থান
আশ্রমেতে ভোগারতি হলে সমাপন
এল গোবিন্দের নানা প্রসাদ ব্যঞ্জন।
প্রভু স্বল্প পরিমাণ করেন গ্রহণ
পরিতৃপ্ত হল তায় শিষ্যভক্তগণ।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা মৌন পাঠাদির পর
দর্শনার্থী শিষ্যভক্ত আসিল বিস্তর।
দরশন করি তৃপ্ত না হয় নয়ন
প্রভুরে ঘিরিয়া তাই বসে ভক্তগণ।
গোবিন্দের মুখ্যপাণ্ডা—নাম সুধাময়
শুধায় বিনয়ে—"নাম করিলে কি হয় ?"
সানন্দে সত্বর প্রভু কহেন উত্তরে—
"আদিতে সঙ্কল্প জাগে স্রষ্টার অন্তরে—
বহু হব—'বহুস্যাং প্রজায়েয়মিতি',
হলেন মানুষ গরু পতঙ্গ প্রভৃতি
অদ্যাবধি মনুষ্যাদি সে ইচ্ছার দাস
বহু হতে এ জগতে প্রমত্ত প্রয়াস।
ভাবিছে আনন্দ অর্থে সন্তোষ সন্তানে
ছুটিছে নিয়ত বাহ্য বিষয়ের পানে।
বাহিরেতে সুখ পেতে যত যত ছোটে
আধি-ব্যাধি নিরবধি তত তত জোটে।
জ্বালা আর যন্ত্রণার নাহি পায় পার
প্রহারে প্রহারে বাড়ে শুধু হাহাকার।
বহু হতে তাই শেষে নাহি চায় মন
একেতে ফিরিতে পথ করে অন্বেষণ।
শব্দ হতে সৃষ্ট এই বিশ্ব সমুদায়
শব্দব্রহ্মে যাবে ফিরে সবে পুনরায়।
কেমনে ফিরিবে শোন উপায় তাহার—
উঠিতে বসিতে নাম কর অনিবার।

অতীব চঞ্চল মন মানে না শাসন ?
উচ্চকণ্ঠে কর সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নেচে নেচে কর নাম দুই বাহু তুলে
বিষয়েতে ছুটে যেতে যাবে মন ভুলে।
শুদ্ধ হবে নামগুণে ইন্দ্রিয়নিচয়
অলৌকিক শব্দ আদি লভিবে নিশ্চয়।
দিব্য স্পর্শে রোমাঞ্চিত হবে কলেবর
ঝরিবে নয়ন হতে অশ্রু ঝর ঝর ।
দর্শন পিপাসা হবে ক্রমশঃ প্রবল
ইষ্ট-দরশনে হবে জীবন সফল।
ভক্তেরে দিবেন ইষ্ট বর ও অভয়
ইষ্টমন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে হয়ে যাবে লয়।
প্রণবের আবির্ভাব হবে এইবার
লভিবে প্রণব মন্ত্র জপে অধিকার।
তার আগে খুশীমত জপিলে ওঙ্কার
না রবে অবধি দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার।
কামীর ওঙ্কার জপে বাড়ে কামবোধ
লোভীর বাড়য়ে লোভ ক্রোধীদের ক্রোধ
সার কথা যার যথা নিজস্ব প্রকৃতি
ওম্‌কার জপে তার বৃদ্ধি দ্রুতগতি।
দর্শনান্তে প্রণবেরে করিলে আশ্রয়
সমাধি ও মহাভাব কালে লাভ হয়।
অবশেষে ভাগ্যবশে হয় অনুভব
'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' —বাসুদেবই সব।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যেথা পড়িবে নয়ন
সেখানেই হবে তব ইষ্ট দরশন।
হবে সব তুমিময়—আমিত্বের নাশ
এখানেই নরত্বের চরম বিকাশ।
চিদানন্দময় নাম করিলে আশ্রয়
মধুময় ফলোদয় হয়—হয়—হয়।...."
মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনি অমৃত-বচন
সমবেত ভক্তগণ আনন্দে মগন।

যে পাবন মহানাম প্রচার কারণ
করিলে উৎসর্গ প্রভু সমগ্র জীবন
সে নাম-অমৃত ত্যজি মুই দুরাচার
বিষম বিষয় বিষে ধাই বার বার।
এ অজ্ঞান হতে মুক্ত করি দয়াময়
দাও দাস জনার্দ্দনে চরণে আশ্রয়।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা—৬৮

।। দিল্লী অভিযান—১৩৬৬ ।।
(ঘটনাকাল ঃ ২৩ - ২৬ পৌষ)

বৃন্দাবন পর্য্যটন সমাপ্তির পর
বাষ্পযানে দিল্লী পানে হন অগ্রসর
রাজধানীবাসী বহু গণ্যমান্য জন
ষ্টেশনেতে অভ্যর্থনা করিল জ্ঞাপন।
ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে এলেন বাহিরে
পৌঁছিলেন তৈলযানে বিড়লা মন্দিরে।
সেথায় বিগ্রহ সব করি দরশন
'গীতা ভবনে'তে হল শুভ পদার্পণ।
বহু পূর্ব্ব হতে হেথা শিষ্যভক্তগণ
আরম্ভ করেছে মহানাম সঙ্কীর্ত্তন।
শ্রদ্ধাভরে একে একে ভকতের দল
স্পর্শিল প্রভুর রাঙা চরণ কমল।
কলিকাতা-কানপুর-বৃন্দাবন থেকে
প্রচারেতে অংশ নেবে এসেছে অনেকে।

অতঃপর রাত্রিকালে সমাগত ভক্তদলে
রত প্রভু উপদেশ দানে।

এল মায়ী একজন শোকে আকুলিত মন
অকস্মাৎ হারায়ে সন্তানে।।
তারে উপলক্ষ্য করে প্রভু দীর্ঘক্ষণ ধরে
ভক্তগণে দেন উপদেশ—
"বিষয়ে আনন্দ কত আছো সবে অবগত
ভোগসুখ ক্ষণে হয় শেষ।।
পক্ষান্তরে জপ ধ্যানে সেবাপূজা-নামগানে
যে আনন্দ হয় আস্বাদন।
সে আনন্দ অফুরন্ত নাই তার আদি অন্ত
বাড়ে তাহা না কমে কখন।।
কর পুত্রকন্যাগণে স্নেহযত্ন প্রাণপণে
বিন্দু মাত্র নাই তায় ক্ষতি।
কিন্তু মনে রেখ নিত্য তারা অতিথির মত
শুধুমাত্র দুদিনের সাথী।।"
উপদেশ এই মত দেন প্রভু আরো কত
পুলকিত শ্রোতা ভক্তগণ।
শুনি এ অমৃতবাণী পুত্রশোকে উন্মাদিনী
শোকতাপ হয় বিস্মরণ।।
হিন্দীভাষীদের তরে হিন্দীর মাধ্যমে পরে
উপদেশ দেন কিছুক্ষণ।
রজনী গভীর হয় লক্ষ্য নাই সে বিষয়
মন্ত্রমুগ্ধ যেন শ্রোতাগণ।।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে কুঠিমাঝে নিরালাতে
মৌনব্রতে রহেন মগন।
দশটায় মৌন শেষে বাহিরে প্রাঙ্গণে এসে
প্রণাম গ্রহণে রত হন।।
বিভিন্ন প্রদেশবাসী নানাবিধ ভাষাভাষী
বিড়লা মন্দিরে করে ভিড়।
সানন্দে নয়ন ভরে শ্রীরূপ দর্শন করে
পাদপদ্মে নত করে শির।।

মার্কিন মুলুকবাসী জনৈক শ্বেতাঙ্গ আসি
প্রণমিল প্রভুর চরণে।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি বেদানন্দ নাম ধরি
এদেশে সে মগন সাধনে।।
অপলক দু'নয়ানে প্রভুর আনন পানে
রহিল তাকায়ে দীর্ঘক্ষণ।
আসন দিলেন প্রভু সাধু অবিচল তবু
না করিল আসন গ্রহণ।।
প্রভু কন—"কি কারণে বসিলে না এ আসনে
কি দেখিছ নিষ্ঠা সহকারে?।"
সন্ন্যাসী করিল উক্তি— "বিশ্ব-জননীর মূর্ত্তি
তোমা মাঝে পাই দেখিবারে।।"
"হেথায় বসিব"— বলে প্রভুর চরণতলে
করিল সে আসন গ্রহণ।
প্রভুরে শোনাতে গান ব্যাকুলিত হল প্রাণ
সবিনয়ে করে নিবেদন।।
আবেদনে দিয়ে সাড়া পুলকিত প্রভু ত্বরা
করিলেন অনুমতি দান।
সন্ন্যাসী মধুর স্বরে আবেগ-আগ্রহ ভরে
গাহে রামপ্রসাদের গান।।—
"এমন দিন কি হবে মা তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে
দু' নয়নে পড়বে ধারা। ......"
সঙ্গীত সমাপ্ত হলে প্রভু তারে বক্ষঃস্থলে
বাঁধিলেন দৃঢ় আলিঙ্গনে।
প্রসাদ প্রদান করে কহিলেন স্নেহভরে—
"এসো পুন"—বিদায়ের ক্ষণে।।
প্রণাম গ্রহণ শেষে বিড়লা মন্দিরে এসে
দীক্ষাদানে হন প্রভু রত।
ইতিমধ্যে ভিড় বাড়ে দর্শন প্রণাম তরে
নরনারী আসে শত শত।।

শৃঙ্খলা রক্ষার ভার বহে ভক্ত পানোয়ার
সাথে তার আরো বহু জন।
কী এক অদৃশ্য টানে ধায় সবে প্রভু পানে
ভিড় নাহি হয় নিয়ন্ত্রণ।।
দীক্ষাদান সাঙ্গ করে প্রণাম গ্রহণ তরে
বসিলেন প্রভু পুনরায়।
স্পর্শি রাঙা পদদ্বয় ভক্তগণ তৃপ্ত হয়
অন্তরের যন্ত্রণা জুড়ায়।।

চলে নাম মৃদুস্বরে প্রভুর না মন ভরে
কহিলেন সখেদে তখন।—
"বৃথা দিল্লী আগমন যদি নামে অনুখন
মুখরিত না হয় গগন।।"
পানোয়ার করজোড়ে নিবেদিল—"এ মন্দিরে
নিয়মের আছে কঠোরতা।
তবু আপনার তরে নিয়ম শিথিল করে
করা হবে সুযোগ্য ব্যবস্থা।।"

ভক্তদের প্রার্থনায় সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকায়
চলিলেন মুরাদনগর।
সেথা বহু নামকারী আর ভক্ত নরনারী
লুটাইল শ্রীচরণ 'পর।।
ভক্তগণে কৃপা করে ভাষণ দিলেন পরে
শ্রীনামের মাহাত্ম্য বিষয়।
সতীর মহিমা কত কহিলেন সংক্ষেপতঃ
শুনি সবে আনন্দিত হয়।।
তৈলযানে আরোহণে লয়ে সব সঙ্গীগণে
পুনরায় বহির্গত হন।
দ্রুতগতি ধায় যান এবার গন্তব্য স্থান
শ্রীনির্ম্মল চট্টোঃ-র ভবন।।
শ্রীতারকব্রহ্ম নাম চলে অতি অভিরাম
মনোরম শুদ্ধ পরিবেশে।

সারা দেশে সুবিখ্যাত গণ্যমান্য ব্যক্তি কত
সমাগত দরশন আশে।।
ভক্তদের প্রার্থনায় প্রভু অৰ্দ্ধঘণ্টা প্রায়
কৃপা করি দিলেন ভাষণ।
অতঃপর তৈলযানে দরিয়াগঞ্জের পানে
করিলেন সদলে গমন।।
এই স্থানে এক মায়ী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী
ব্যাধিতে কাতর অতিশয়।
কাল থেকে বার বার আত্মীয়স্বজন তার
শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থী হয়।।
প্রভু তাই আজ রাতে এসেছেন দীক্ষা দিতে
রোগক্লিষ্ট সেই মায়ীটিরে।
চলার সামর্থ্য নাই বাড়ীর লোকেরা তাই
নিয়ে এল ধরাধরি করে।।
বসিতেও নাহি পারে দীক্ষা হবে কি প্রকারে
ভাবিয়া না পায় শিষ্যগণ।
দেখে সবে দীক্ষা শেষে মায়ীটি রয়েছে বসে
ক্ষণমাঝে একি অঘটন !!

পরদিন মৌনশেষে কুটির বাহিরে এসে
শুনিলেন উচ্চ সঙ্কীৰ্ত্তন।
বাক্ বিকীরণ যন্ত্র ঘোষে উচ্চে মহামন্ত্র
নামপ্রেমী প্রভু তৃপ্ত হন।।
আজো শিষ্যভক্তগণ প্রণমিতে শ্রীচরণ
প্রাঙ্গণেতে সমবেত হয়।
আত্মনিবেদন আশে বহু দীক্ষাপ্রার্থী আসে
বিদেশীও আসে কতিপয়।।
প্রভু সন্নিধানে আজি কহে আসি বিড়লাজী
"অনাচারে ভরে গেল দেশ।
সনাতন ধৰ্ম্ম হায় বুঝি এবে লোপ পায়
সব বুঝি হয়ে যায় শেষ।।"

প্রভু কন প্রত্যুত্তরে— "কলিরাজ ধরা 'পরে
এবারেই আসেনি প্রথম।
আরো বহু বার কলি এসেছে ও গেছে চলি
তবু লুপ্ত হয়নি ধরম।।
অধর্ম্ম ও অনাচার গ্রাস করে চারিধার
এও বাবা ইচ্ছা সেই তাঁর।
হবে হেন কলিযুগে বলেছেন বহু আগে
শাস্ত্রমুখে তিনি বারংবার।।
ধর্ম্মের এমত গ্লানি দেখি নির্ব্বিকার তিনি
থাকিতে কি পারেন কখন!
এসেছেন ভূমণ্ডলে নাশিতে অসুর দলে
ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।।
না রেখো সংশয় চিতে রামরাজ্য পৃথিবীতে
প্রতিষ্ঠিত হবে পুনরায়।"
শুনি হেন কথামৃত বিড়লাজী পুলকিত
সেবা করি ধন্য হতে চায়।।

করি সভা অনুষ্ঠান সাতষট্টিটি প্রতিষ্ঠান
সম্বর্দ্ধনা করিল জ্ঞাপন।
প্রভু অপরাহ্ন কালে সে মহতী সভাস্থলে
দেন হিন্দী মাধ্যমে ভাষণ।।
সেথা জ্ঞানীগুণীগণ প্রায় পাঁচ শত জন
ধন্য হল ভাষণ শ্রবণে।
ভক্তিপথযাত্রী যারা আনন্দেতে আত্মহারা
অশ্রুবিন্দু নয়নের কোণে।।
অনন্তর সন্ধ্যাকালে গীতাভবনের 'হলে'
ধর্ম্মসভা হল অনুষ্ঠিত।
সুবিশাল সেই ঘরে লোক আর নাহি ধরে
নাই ঠাঁই তিল পরিমিত।।
ভক্তদের প্রার্থনায় পুনরায় এ সভায়
দেন প্রভু হিন্দীতে ভাষণ।

ভাবাবেগে বিনিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথামৃত
শেষে হন সমাধিমগন।।
হিন্দীভাষী শ্রোতা যত বিস্ময়েতে বাক্যহত
শুনি এই অপূর্ব্ব ভাষণ।
দীর্ঘ অনুষ্ঠান শেষে কহিলেন প্রভু হেসে—
"টুঁ যেমন দুধও তেমন।।"

রাজধানী মধ্যস্থিত কালীবাড়ী সুবিখ্যাত
ধর্ম্মসভা সেথা অতঃপর।
প্রচণ্ড শীতের রাতে শিষ্যভক্তগণ সাথে
তৈলযানে গেলেন সত্বর।।
প্রথমতঃ হল নাম পরে প্রভু সীতারাম
করিলেন ভাষণ প্রদান।
নামের প্রভাব কত বুঝাইতে যথাযথ
পদাবলী করেন ব্যাখান।।
চণ্ডীদাস বিরচিত সেই পদ সুললিতঃ—
"(সই) কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।। .....
শ্যামনাম কানে শুনি উন্মাদিনী রাই-ধনী
শ্যামনাম জপে অনুখন।
সে নামের কী প্রভাব! রাই ভোলে স্বীয় ভাব
শ্যামে তাঁর হয় উত্তরণ।।
মহাভাবে আধা-আধা বলে মুখে রাধা রাধা
আপন বিরহে তনু জ্বলে।
দেখ তো নামের শক্তি দুর্লভ সারূপ্য মুক্তি
করতলগত নামবলে।। ...."
ব্যাখ্যা অপরূপ অতি সাথে তাঁর অনুভূতি
সবার মরম স্পর্শ করে।
প্রভুর নয়নে জল মুক্তাসম সমুজ্জ্বল
অবিরল ধারে ঝরে পড়ে।।

সবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভুলি বাহ্য এ জগৎ
আনন্দাশ্রু করে বিসর্জ্জন।
ভাবাধিক্যে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয় অতঃপর
প্রভু হন সমাধিমগন।।
সঙ্গীগণ নাম করে প্রভু স্বল্পকাল পরে
ফিরিলেন বাহ্য অবস্থায়।
সভাশেষে তৈলযানে বিড়লা মন্দির পানে
চলিলেন গভীর নিশায়।।
চতুর্থ দিনেও নাম চলে হেথা অবিরাম
চলে দীক্ষা-প্রণাম-ভাষণ।
দিল্লী জয় সাঙ্গ করে প্রভু সায়াহ্নের পরে
ষ্টেশনেতে করেন গমন।।
স্থানীয় সন্তানগণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন
আনন্দ-বেদন ভরা চিতে।
সবারে পিছনে রেখে কানপুর অভিমুখে
যান প্রভু কৃপা বিলাইতে।।

শ্রীনাম প্রচার তরে কত দেশ-দেশান্তরে
ভ্রমিছ হে প্রভু নিরন্তর।
পেয়ে তব শ্রীচরণ তরে যায় অগণন
পাপী-তাপী-পাষণ্ড-পামর।।
তবু মোহে হয়ে অন্ধ করে রাখি দ্বার বন্ধ
বারে বারে তোমায় ফিরাই।
দীন দাস জনার্দ্দনে কৃপা করি শ্রীচরণে
দাও দেব এতটুকু ঠাঁই।।

* * *

শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা-৬৯

।। দিগসুই - কলিকাতা প্রচার ।। জলপাইগুড়ি অভিযান।।
।। জেলখানায় উপদেশ ।। ধাঙ্গড় পল্লীতে কৃপা—১৩৬৬।।

ভারতের রাজধানী জয় করি নামে
এলেন আটাশে পৌষ দিগসুই ধামে।
পউষের ঊনত্রিশে বিগত বৎসর
হয়েছিল দিগসুই আনন্দে মুখর।
অগণিত নরনারী করেছিল ভিড়
হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম মন্দির।
প্রতিষ্ঠার পুণ্যদিন এল পুনরায়
বার্ষিক উৎসব হল যোগ্য মর্য্যাদায়।
প্রভু উপস্থিত এই মহোৎসব-স্থলে
নরনারী শিষ্যভক্ত এল দলে দলে।
প্রভুর নাটক এক—নাম 'ভক্তলীলা'
অভিনীত হল শুভ মাঘের পহেলা।
মাঘের দ্বিতীয় দিন রাতে পুনরায়
অভিনয় হয় 'দাস্য-মধুর' হেথায়।
ভক্তবৃন্দ সহ প্রভু সানন্দ অন্তরে
দেখিলেন অভিনয় সারা রাত ধরে।
চারিদিন গুরুধামে হল অবস্থান
করিলেন বহু জনে মন্ত্রদীক্ষা দান।
আসে ভক্ত অগণিত মহা আকর্ষণে
দিগসুই মুখরিত নাম সঙ্কীর্ত্তনে।

বৈদ্য পঞ্চানন চট্টোঃ প্রভুগতপ্রাণ
কলিকাতা নগরীতে তার বাসস্থান।
চৌঠা রাতে তার গৃহে শুভ পদার্পণ
পথে বহু ভক্ত গৃহে দেন দরশন।
পরদিন বেলা বাড়ে ভিড় ক্রমে বাড়ে
সমবেত হয় ভক্ত হাজারে হাজারে।

অসংখ্য দীক্ষার্থী পেল চরণে আশ্রয়
দর্শন প্রণাম করি সবে ধন্য হয়।
ভক্তদের প্রার্থনাতে সেই দিন রাতে
সুদীর্ঘ ভাষণ প্রভু দিলেন সভাতে।
ভাষণেতে ছেদ পড়ে সমাধির ফলে
বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখে ভক্তেরা সকলে।
কহেন সমাধিভঙ্গে প্রভু সর্ব্বজনে—
"এত ভিড়ে নিই বল প্রণাম কেমনে ?
নিজ নিজ স্থান হতে কর নতি সবে
স্পর্শপ্রণামের ফল তায় লাভ হবে।"
সভাশেষে কহে বৈদ্য নলিনীরঞ্জন—
"পূর্ব্বে হেন কথামৃত শুনিনি কখন।"
দার্শনিক চারুকৃষ্ণ প্রখ্যাত পণ্ডিত
কহিলেন প্রভু প্রতি শ্রদ্ধার সহিত—
"কলিহত জগতের কল্যাণ কারণ
এমন করুণা কেবা করে প্রদর্শন !"
নানাবিধ আলাপনে রাত্রি বেড়ে যায়
বিশ্রামে গেলেন প্রায় দেড় ঘটিকায়।

পূর্ব্বাহ্নে পরের দিন তৈলযানে চড়ে
পৌঁছিলেন দমদম বিমান বন্দরে।
তথা হতে ব্যোমযানে করি আরোহণ
উত্তরবঙ্গেতে ত্বরা করেন গমন।
সঙ্গে চলে গুরুপুত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর,
পুত্র রঘুনাথ-সেবা-শশাঙ্কশেখর,
দীনবন্ধু-নারায়ণ-সুশীল-সনৎ,
শ্রীহরিসাধন-ধ্যান-মাধব-জগৎ,
রমেশ-সচ্চিৎ-গঙ্গা-শ্রীরামরঞ্জন
লক্ষ্মীমা প্রভৃতি আরো তিন-চারিজন।
বিমান প্রভুরে লয়ে দ্রুতগতি ধায়
জলপাইগুড়ি এল পৌনে বারটায়।

ভক্তশিষ্য ছিল বহু বিমান বন্দরে
পরাল প্রভুরে মালা সশ্রদ্ধ অন্তরে।
পাদপদ্মে প্রণমিয়া পুলকিত প্রাণে
বসাল অচিরে এক সুসজ্জিত যানে।
দশ-বারোখানি যানে সঙ্গীশিষ্যগণ
আরম্ভিল উচ্চকণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শোভাযাত্রা সহকারে হয়ে অগ্রসর
ভক্ত আশুতোষ-গৃহে এলেন সত্বর।
মুহূর্ত্তে আসিল ছুটে ভক্ত শত শত
প্রণাম গ্রহণে প্রভু হন তাই রত।
যথাকালে বহুজনে হল দীক্ষা দান
রাত্রিকালে সভা এক হল অনুষ্ঠান।
শ্রীমুখের কথামৃত সানন্দ অন্তরে
শোনে ভক্ত অগণিত দুই ঘণ্টা ধরে।
সভান্তে প্রণাম পর্ব্ব চলে পুনরায়
বিশ্রামে গেলেন রাত সাড়ে বারটায়।

পরদিন দীক্ষাপ্রার্থী প্রায় ষাট জনে
আশ্রয় দিলেন প্রাতে অভয় চরণে।
অতঃপর তৈলযানে করি আরোহণ
যোগেন্দ্রনাথের গৃহে করেন গমন।
গৃহ তার মুখরিত মহানাম গানে
শত শত ভক্ত ত্বরা এলো প্রভু পানে।
আসন গ্রহণ করি প্রভু সীতারাম
নিলেন সত্বর সব ভক্তের প্রণাম।
প্রসাদ গ্রহণ লাগি স্বল্প কাল পরে
চলিলেন দয়াময় গৃহ-অভ্যন্তরে।
বাড়ীর মায়ীরা যত্নে করেছে তৈয়ার
গুরুসেবা লাগি মিষ্ট বিবিধ প্রকার।
রসগোল্লা-সন্দেশ-ক্ষীর-মোয়া-ছানা
আরো কত মিষ্টদ্রব্য নাম নাই জানা।

কোন পাত্রে এক মণ কোনটিতে বেশী
আয়োজন দেখি প্রভু কহিলেন হাসি—
"এত অল্পে এ-র পেট ভরে কি কখন?"
বিন্দু বিন্দু মাত্র শেষে করেন গ্রহণ।

বেলা বারটার পর লয়ে সঙ্গীগণ
কার্শিয়াঙ্ অভিমুখে বহির্গত হন।
পাহাড়িয়া পথ ধরি তৈলযান ধায়
পৌঁছিলেন কার্শিয়াং-এ বেলা দুইটায়।
ঊর্দ্ধাকাশ পানে শির তুলি গিরিরাজ
মনোমুগ্ধকর রূপে করিছে বিরাজ।
কত যোগী-মুনি-ঋষি গহন কন্দরে
আছয়ে কঠোর তপে যুগ যুগ ধরে।
পরম পবিত্র এই দেব হিমালয়
স্বতঃই আনন্দে হেথা ভরিল হৃদয়।
দূরবীন সহযোগে তাই বারে বারে
দেখিছেন মনোরম দৃশ্য চারিধারে।
মধ্যাহ্নে খিচুড়ী ভোগ হল নিবেদন
সানন্দে করিল সবে প্রসাদ গ্রহণ।
রাত্রিকালে পুনরায় লয়ে সঙ্গীগণে
ফিরিলেন আশুতোষ ভট্টাঃ-র ভবনে।
পথে প্রভু কহিলেন—"হল এইবার
আসমুদ্র হিমালয় শ্রীনাম প্রচার। ...."

পরদিন দীক্ষাদান হলে সমাপন
করিলেন কারাগারে শুভ পদার্পণ।
ফটক সম্মুখে করি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
ঢুকিলেন কারামাঝে প্রভু সীতারাম।
বন্দীগণ উচ্চকণ্ঠে গাহিছে শ্রীনাম
বাজে খোল-করতাল-হারমোনিয়াম।
শুধালেন প্রভু—" মোরা কোথায় এলাম
একি কারাগার কিম্বা শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ?"

প্রভুরে দর্শন করি পুলকিত মনে
বন্দীরা লুটাল ত্বরা অভয় চরণে
প্রভুও সানন্দে করি প্রণাম গ্রহণ
স্নেহভরে সকলেরে দেন আলিঙ্গন।
নেত্রদ্বয় হতে কারো আনন্দাশ্রু ঝরে
"কৃপা কর" বলি কেহ কাঁদে সকাতরে।
কাঠিয়াবাবার শিষ্য মণীন্দ্র ঘোষাল
এ বৃহৎ কারাগারে এবে কারাপাল।
সবিনয়ে প্রভু পাশে করে নিবেদন—
"পরশু ভাষণ তব করেছি শ্রবণ
অন্তরে আমার ছিল জিজ্ঞাসা বিস্তর
সেদিনের সে ভাষণে পেয়েছি উত্তর।
এখন প্রার্থনা তব ও রাঙা চরণে
উপদেশ দিন এই হতভাগ্যগণে।
এরা যেন ত্যাগ করি নিন্দনীয় পথ
প্রকৃত মানুষ হয়—হয় যেন সৎ।"
অচিরে করেন প্রভু উপদেশ দান—
"এ বিশ্বে করিছে সবে আনন্দ সন্ধান
যে আনন্দ লাভে তুমি যত্নপরায়ণ
আমিও তো সে আনন্দ করি অন্বেষণ।
তোমার আমার লক্ষ্যে নাহিক পার্থক্য
কেবল মতের আর পথের অনৈক্য।
চোর কেন চুরি করে ভেবে দেখ মনে
সে ভাবে আনন্দ বুঝি পরস্ব হরণে
সে চায় চুরির দ্বারা অভাব মিটাতে
স্ত্রী-পুত্রের মুখে হাসি চায় সে ফোটাতে।
তাই তো সে বারবার চৌর্য্যে রত হয়
চোর বলে সে কখন ঘৃণ্য নীচ নয়।
সেও চায় সুখ-শান্তি-আনন্দ অপার
কিন্তু হায় পথ ভুল হয়ে গেছে তার।
ভুল পথে লক্ষ্যে কভু পৌঁছান না যায়
যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা বাড়ে শুধু তায়।

এ বিশ্বে না চলে কেহ আপন ইচ্ছায়
প্রারব্ধ মানবগণে নিয়ত চালায়।
প্রারব্ধের বশে তার অপকর্ম্মে মতি
তবে কি কখন তার হবে না সদ্‌গতি?
ভয় নাই ভয় নাই হয়ো না হতাশ
শোন তাঁর শ্রীমুখের জ্বলন্ত আশ্বাস—
উঠিতে বসিতে খেতে শুতে অনুক্ষণ
হেলায় শ্রদ্ধায় নাম করিলে কীর্ত্তন,
মহা শক্তিশালী এই নামের প্রভাবে
পাপতাপ দুঃখজ্বালা দূরে চলে যাবে।
কলিযুগে একমাত্র নামই উপায়
অবশ্য কৃতার্থ হবে নামের কৃপায়।"

জলপাইগুড়িবাসী হরিজনগণ
সসংকোচে প্রভু পদে করে নিবেদন—
"এ দীন পতিতগণে রহিবে কি ভুলি
মোদের পল্লীতে নাহি দিবে পদধূলি?"
সানন্দে করেন প্রভু সম্মতি জ্ঞাপন
কারাগার হতে সেথা হল পদার্পণ।
ধাঙ্গড় পল্লীতে আজ কী মহা আনন্দ
উৎসবে মেতেছে যেন অধিবাসীবৃন্দ!
চারিদিক মুখরিত নাম সঙ্কীর্ত্তনে
নরনারী ত্বরা আসি লুটায় চরণে
প্রণাম গ্রহণ পর্ব্ব হল যবে শেষ
শুরু হল মধুময় নানা উপদেশ ঃ—
"....নরনারী পশুপক্ষী সবই তাঁর দেহ
কেহ নয় ঘৃণ্য বাবা ছোট নয় কেহ।
তোমরা রয়েছ তাই আছে এ জগৎ
তোমাদের চেয়ে সেবা কে করে মহৎ।
নিয়মিত সবে মিলে হেলায় শ্রদ্ধায়
মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিবে সন্ধ্যায়।

নামে আর ভগবানে নাই ব্যবধান
অবশ্য কৃতার্থ হবে করি নামগান।
অনুষ্ঠান করি যত্নে বেদোক্ত করম
যে মহান ফল লাভ করে দ্বিজোত্তম,
সেবা আর নামগান সহায়ে কেবল
তোমরা লভিবে বাবা সহজে সে ফল।
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের অভ্রান্ত বিচার
শাস্ত্রপথ রাজপথ জেনে রাখ সার।
বেদে কেন আমাদের নাই অধিকার
এ তর্কে না সমাধান হবে সমস্যার।
প্রেমময় ভগবান প্রেমে তুষ্ট হন
লড়াই-এর পথে তাঁর মেলে না দর্শন।
নামের প্রেমের পথ মুক্ত সবা তরে
অবশ্য কৃতার্থ হবে নাম করে করে।"
পল্লীবাসী নরনারী ব্যাকুল অন্তরে
প্রার্থনা জানাল পরে মন্ত্রদীক্ষা তরে।
কহিলেন দয়াময় হরিজন গণে—
"গুরুনাম মহামন্ত্র জপ একমনে।"
অচিরে নির্দ্দেশমত নরনারীগণ
ভক্তিভরে "গুরু গুরু" করে উচ্চারণ।
কহিলেন প্রভু পুন —"ভালবাসা বিনা
তোদের না হবে দিতে অপর দক্ষিণা।
সন্ধ্যাকালে সবে মিলে করিবি কীর্ত্তন
সাধ্যমত মদ্য-আদি করিবি বর্জ্জন।"
উপদেশ দান অন্তে সঙ্গীগণে লয়ে
এলেন আবার আশুতোষের আলয়ে।

পরদিন প্রাতঃকালে পূজাদির পরে
পৌঁছিলেন সাতটায় বিমান বন্দরে।
হল সেথা সবাকার ওজন গ্রহণ
অনুমানে লেখা হল প্রভুর ওজন।

প্রভু কহে—"অনুমান হতে পারে ভুল
ইচ্ছাকৃত ভুল বাবা মিথ্যা সমতুল।
অতএব মাপা হল প্রভুরে তখন
একমণ নয় সের হইল ওজন।
দুই সের কম লেখা ছিল অনুমানে
কহিলেন প্রভু তাই সহাস্য বদনে—
"চালাকি ফেলেছি ধরে—ওজন না নিয়ে
দিয়েছিলি তোরা সীতারামেরে ঠকিয়ে।"
ব্যোমযানে আরোহণে প্রভু অতঃপর
দমদম অভিমুখে হন অগ্রসর।

কত লীলা কর প্রভু নিত্য ক্ষণে ক্ষণে
কতটুকু পড়ে ধরা এ দীন নয়নে!
যতটুকু দেখি সেই লীলা চমৎকার
বুঝিতে সক্ষম হই কতটুকু তার!
যেটুকু বুঝেছি বলে মনে অভিমান
ভাষায় তা ভাসা-ভাসা হয় রূপদান।
তবু লোভ সম্বরণ করিতে না পারি
তোমারি কৃপায় রচি ছত্র দুই চারি।
পূজার এ উপচার করিয়া গ্রহণ
দাও দাস জনার্দ্দনে অভয় চরণ।

* * *

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত



যত নাম তত আনন্দ

জপ নাম জপ নাম অবিরাম মন।
পাইবে পরম শান্তি জিনিবে শমন।।